শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ, } চৈত্র ১৩৬৮ { ১ম সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চতুর্দ্দশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৫ গোবিন্দ হইতে ৪৭৬ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৬৯ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬২ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৩ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪·০০ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংস-স্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্র
পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রতাপ
পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

—ঃ(*)ঃ—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে

চতুর্দ্দশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

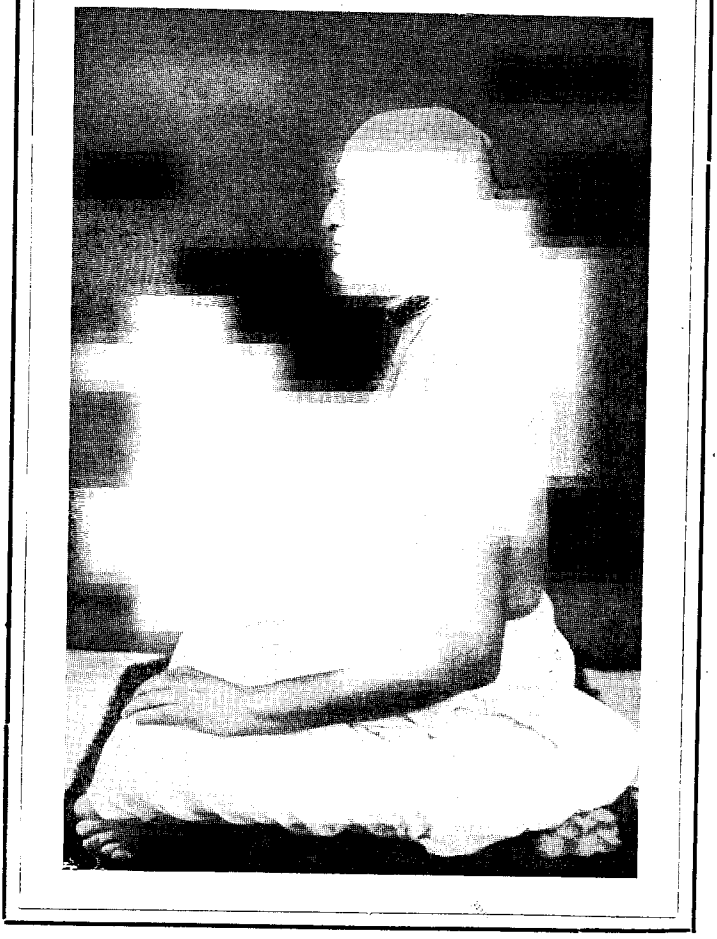
প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধমের ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি [শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে]	২।৭২
২। অলৌকিক ভক্ত-চরিত্র [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।৩২৪
৩। আত্মহারা পাঠক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৫
৪। একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য [পৌরাণিক উপাখ্যান]	৮।৩০৪
৫। উড়িষ্যায় সমিতির নূতন শাখা [কোরণ্টে শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র স্থাপন]	৪।১৬০
৬। কপিলদেব-স্তুতিঃ (সেশ্বর)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীকর্দ্দমঋষি-কৃতম্]	৭।২৪১
[সানুবাদং দেবহূতি-কৃতম্]	৯।৩২১
৭। কামনা [কবিতা]	৫।১৯১
৮। কুটীনাটী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৭০
৯। "কৃষ্ণকর্ণামৃতম্"-গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৮
১০। কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রী [কবিতা]	৬।২২৫
১১। কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৯০, ৪।১২৭
১২। গর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (১)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মা-কৃতম্]	২।৪১, (২) ৩।৮১, (৩) ৪।১২১
১৩। গিরিশ চন্দ্র—পূর্ব্বচকের গৌর[redacted]গিরি	৬।২৩৭
১৪। গীতার গান—শ্রী [পদ্য-গী[redacted] মঙ্গলাচরণ-ভূমিকা]	৪।১৩৯, প্রথম অধ্যায় ৭।২৬৬, ৮।৩০৮
১৫। গুরু-তত্ত্ব—শ্রীশ্রী	৬।২১৮
১৬। গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ—শ্রী	৮।৩১২
১৭। গৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রার উদ্দেশ্য	১১।৪১৯
১৮। গৌরসুন্দরের বিদ্যা-বিলাস ও দিগ্বিজয়ী-জয়	১০।৩৮০
১৯। গৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়	১০।৩৯৭
২০। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী [বিদ্যার্থিগণের পরীক্ষার ফলাফল]	৯।৩৬০
ঐ [নবদ্বীপে স্থানান্তর ও কমিটি গঠন]	১০।৩৯৫

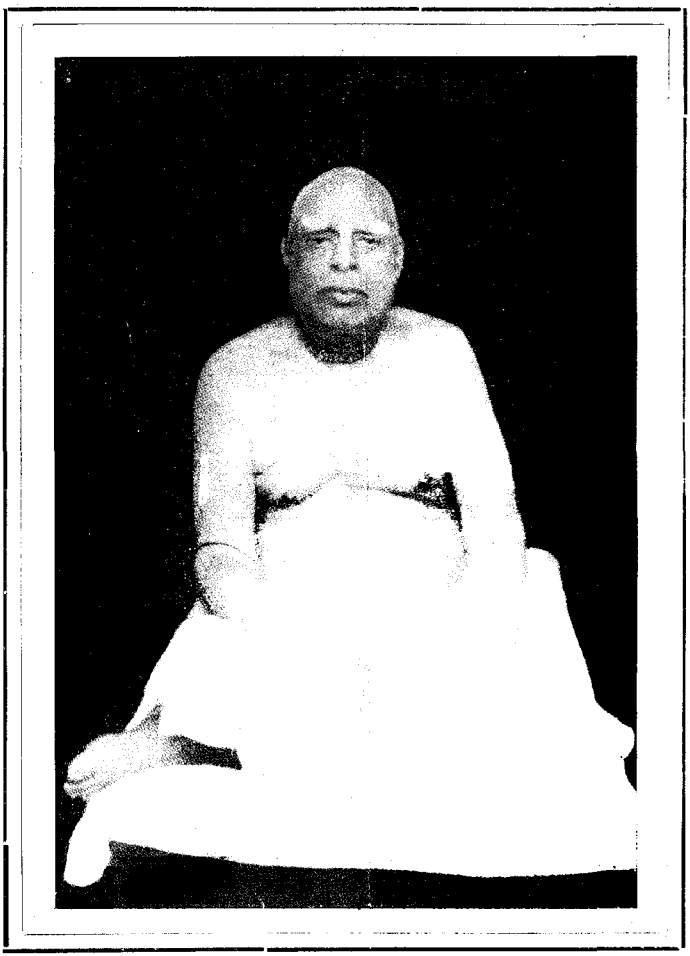
প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২১। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল ও শাখামঠসমূহে মহামহোৎসব [বিবরণ]	৭।২৮০
২২। গৌড়ীয় হাসপাতাল [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৫
২৩। গৌড়ীয়ের চতুর্দ্দশ-বর্ষ	১।৩
২৪। গ্রন্থ-সমালোচনা [শ্রীরাধামাধব-চিন্তনাদি গ্রন্থ-পঞ্চক]	২।৭৩
২৫। জগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব—শ্রীশ্রী	১।২৯, ৩।১০২
২৬। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বিরহ-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৫।১৯৯
২৭। জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা	১।২৩, ২।৬২
২৮। জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেব [প্রচার সংবাদ]	৮।৩১৯
২৯। জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা [বৃহন্নারদীয়-পুরাণ] ১।৩৭, ২।৫৪ ; বামন-পুরাণ ৮।৩০০, [অগ্নিপুরাণ] ৯।৩৪৩, [মার্কণ্ডেয় পুরাণ]	১০।৩৮৯, ১১।৪২৪
৩০। তীর্থ দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
৩১। তীর্থ পাণ্ডরপুর [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৬
৩২। 'তৃণাদপি সুনীচ' কাহাকে বলা হইবে ?	৬।২২২
৩৩। দশবিধ নামাপরাধ [কবিতা]	১২।৪৫৮
৩৪। দামোদর-ব্রতকালে বিভিন্ন মহোৎসবাদি	৯।৩৫৯
৩৫। ধর্ম্ম	১।৩৪
৩৬। ধর্ম্মের গ্লানি [কবিতা]	৪।১৪৮
৩৭। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৯
৩৮। নবদ্বীপে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও পরিক্রমা [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৩
৩৯। নাম নিতে যেন ভুলো না কবিতা	২।৫৩
৪০। নাম-মাহাত্ম্য—শ্রী	৪।১৫০
৪১। নামাপরাধের মহিম [কবিতা]	১।২৮
৪২। নারদের প্রতি শিক্ষা কবিতা]	৩।৯৫
৪৩। "হাসী-মোল্লা সংবাদ" [কবিতা]	৯।৩৪৮, ১০।৩৭৩, ১১।৪১৬
৪৪। পত্রিকা-সমালোচনা [শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী পত্রিকা—শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৯
৪৫। পত্রে নিবেদন [কবিতা]	৪।১৩১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৬। পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ	৬।২২৮
৪৭। পরমার্থী মহারাজ—পরলোকে	১০।৩৯৯
৪৮। পরমার্থের স্বরূপ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৪
৪৯। প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪০৮, ১২।৪৫০
৫০। প্রাচীন কুলিয়ায় দ্বারভেট [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৫
৫১। বরাহদেব-স্তোত্র-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মাদি-ঋষি-কৃতম্]	৫।১৬১
৫২। বহুরূপী নাস্তিকতা-ব্যাধি ও তদুপশম-ব্যবস্থা	৫।১৯৩
৫৩। বিজন গ্রাম [কবিতা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৭।২৫২, ৮।২৯০, ৯।৩৩৪, ১০।৩৮৭, ১১।৪৩৩, ১২।৪৬৯	
৫৪। বিরহ বেদন [শ্রীপাদ গিরিধারী দাসাধিকারীর নিত্যধাম প্রয়াণে]	৬।২৩৫
৫৫। বিরহ-মহোৎসব [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ২৬শ বার্ষিক]	১০।৪০০
৫৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী-সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত]	১।৪০
৫৭। বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১২৪
৫৮। বৈজ্ঞানিক ছাত্রের পত্র	৭।২৭৪
৫৯। বৈরাগী বনাম ভক্ত	৭।২৬১
৬০। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব কেন ?	৩।১১১, ৪।১৫৫, ৫।১৭৯
৬১। বৈষ্ণব-সেবা [শ্রীল ভক্তিবিনোদে ঠাকুর]	৮।২৮৭
৬২। ব্যাসপূজা—শ্রীশ্রী [পুষ্পাঞ্জলি]	১২।৪৬৩
৬৩। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২।৭৫
৬৪। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৪০
৬৫। ভক্ত-সেবাই কৃষ্ণ-সেবা [কবিতা]	৬।২১১
৬৬। ভক্তের বোঝা ভগবান বয় [কবিতা]	২।৭০
৬৭। ভগবৎ-স্তবঃ—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীধ্রুব-কৃতঃ]	১২।৪৪১
৬৮। ভগবৎ-স্তুতিঃ—শ্রীশ্রী [সানুবাদং মাতৃগর্ভস্থ-জীবস্য]	৭।২৮১
৬৯। ভগবৎস্তোত্র-চতুর্দ্দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীদেবগণ-কৃতম্]	১।১
৭০। ভগবদ্-ভক্তই প্রকৃত পুত্র	৭।২৭০
৭১। ভারত ও পরমার্থ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৫, ৬।২০৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭২। ভারত-তীর্থ দর্শন [তীর্থ পরিক্রমার বিবরণ]	৩।১১৬, ৬।২৩৩, ৭।২৭৭, ৮।৩১৬, ৯।৩৫৬
৭৩। মনুষ্য-জন্ম ও পরোপকার	১২।৪৫৯
৭৪। মহান্ত গুরুতত্ত্ব [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৬
৭৫। মহামন্ত্রের স্বরূপ [কবিতা]	৫।১৭৩
৭৬। মায়াবাদী কাহাকে বলি ? [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৭৯
৭৭। মুমুক্ষু	১১।৪৩৭
৭৮। মুষ্টিভিক্ষা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩৩১
৭৯। রথযাত্রা-মহোৎসব-বিধি—শ্রীশ্রী [স্কন্দপুরাণাবলম্বনে]	৫।১৮৫
৮০। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
৮১। শিক্ষক ও শিক্ষিত [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৬
৮২। শিক্ষায় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান	৯।৩৫৩
৮৩। শুক্লমূর্ত্তি-সত্যযুগাবতার-বিষ্ণুস্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীকর্দ্দম-ঋষি-কৃতম্]	৬।২০১
৮৪। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৮
৮৫। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি নিবেদন [কবিতা]	১।১৬
৮৬। শ্রুতদেব ও বিদেহরাজ-বহুলাশ্ব	১২।৪৬৫
৮৭। সত্যপ্রকাশ প্রভু—পরলোকে	৯।৩৫৮
৮৮। সন্দর্ভসার [তত্ত্বসন্দর্ভ] ১।১৭, ২।৪৭, [শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ] ৩।৯৭, ৪।১৩৫, ৫।১৭৪, ৬।২১৩, ৭।২৫৭, ৮।২৯৫ [শ্রীকৃষ্ণোপনিষৎ] ৯।৩৩৮, [শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ] ১০।৭৬	
৮৯। সাত্বত ও অসাত্বত [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৪
৯০। সাত্বত শ্রাদ্ধ [শ্রীযুক্তা প্রেমলতা দেবীর]	১০।৪০০
৯১। হরি-স্তবঃ—শ্রীশ্রী [সানুবাদং দক্ষাদি-দেবগণ-কৃতঃ] ১০।৩৬১, ১১।৪০১	



জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



১৪ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২৩ গোবিন্দ, ৪৭৫ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৮ ; ইং ১৪।৩।১৯৬২ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীদেবগণ-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্র-চতুর্দ্দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—৩৮-৫১)

শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—

নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্ন-তাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসার-দুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি॥ ১॥

(শ্রীবিষ্ণুর অংশাংশ দেবতাবৃন্দ সৃষ্ট হইলে পর পরস্পর সম্বন্ধ-অভাব-হেতু তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অশক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে নিম্নোক্ত বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

দেবতাগণ বলিলেন,—হে পরমদেব! শরণাগত জনগণের তাপ-

শান্তির ছত্রস্বরূপ ভবদীয় পাদপদ্মে আমরা প্রণত হই। ঐ পাদপদ্মের তলদেশাশ্রয়কারী যতিসকল সংসার-দুঃখকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবা-
স্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ২ ॥

হে ঈশ! যেহেতু এই সংসারে জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে আক্রান্ত হইয়া কোন-প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, অতএব, হে ভগবন্? বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান ভবদীয় পাদপদ্ম-ছায়াকেই আশ্রয় করি ॥ ২ ॥

মার্গন্তি যৎ তে মুখপদ্ম-নীড়ৈ-
শ্ছন্দঃ-সুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ
পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩ ॥

(হে ভগবন্!) ঋগিগণ আসক্তিশূন্য অন্তঃকরণে আপনার মুখপদ্ম-রূপ কুলায়স্থিত বেদরূপ পক্ষিদ্বারা যে পরমপদ অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং নিখিল পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যে পাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা, সেই গঙ্গার অনুসেবাতৎপর হইয়াও ভক্তগণ তীর্থপদ আপনার সেই শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রি-সরোজ-পীঠম্ ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণও শ্রদ্ধা ও শ্রবণপূর্ব্বিকা-ভক্তির দ্বারা সম্মার্জ্জিত-হৃদয়ে আপনার যে পাদপদ্ম উপলব্ধি করেন, বৈরাগ্য-বলে সেই পাদপদ্মের মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ববিৎ

হইয়া থাকেন, আমরা সেই পাদপদ্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৪ ॥

বিশ্বস্য জন্ম-স্থিতি-সংযমার্থে
কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে ॥
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশ
স্মৃতিং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্ব-পুংসাম্ ॥ ৫ ॥

হে ঈশ! এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য অবতার-গ্রহণকারী আপনার পাদপদ্মে আমরা সকলে শরণাগত হই; সেই পাদপদ্ম আশ্রিত-পুরুষগণকে স্মৃতি ও অভয়-প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

যৎ সানুবন্ধেঽসতি দেহ-গেহে
মমাহমিত্যূঢ়-দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্য্যাং
ভজেম তত্তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! পুত্র-কলত্রাদি উপকরণের সহিত তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাহাদের "আমি ও আমার" এই দুরাগ্রহ প্রবল, সেইসকল পুরুষদিগের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিলেও যে পাদপদ্ম তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাস-বিলাস-লক্ষ্যাঃ ॥ ৭ ॥

হে বিপুলকীর্ত্তে পরমেশ্বর! বহির্ম্মুখ (অক্ষজ) ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (ভগবান হইতে) দূরে অপহৃত, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলাকথা-বিলাস-স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সম্পত্তিদ্বারা পরমকৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না ॥ ৭ ॥

পানেন তে দেব কথা-সুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্য-সারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৮ ॥

হে দেব! আপনার কথামৃত-পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত ভক্তিদ্বারা প্রোজ্ঝিতকৈতব-জনগণ বৈরাগ্য-সার জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্র বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

তথাপরে চাত্ম-সমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৯ ॥

আবার মোক্ষমাত্রকামী অপর ধীরব্যক্তিগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ উপায়বলে (জ্ঞানযোগে) বলিষ্ঠা প্রকৃতি জয় করিয়া সেই পুরুষেই সাযুজ্য লাভের চেষ্টা করে। তাহাতে তাহাদের বহুশ্রম লাভ হয়, কিন্তু ভবদীয় সেবার দ্বারা শ্রম হয় না। (সদা সেবা-পরমানন্দ অনুভবহেতু ভক্ত সেবকের আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষও লব্ধ হয়) ॥ ৯ ॥

তত্তে বয়ং লোক-সিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ব-বিহার-তন্ত্রং
ন শক্নুমস্তৎ-প্রতিহর্ত্তবে তে ॥ ১০ ॥

অতএব হে আদিদেব! লোক-সৃষ্টির বাসনায় আপনি সত্ত্বাদি ত্রিবিধ স্বভাবদ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা সকলেই আপনার অধীন হইয়াও, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবহেতু বিযুক্ত হইয়া নিজ নিজ ক্রীড়োপকরণ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১০ ॥

যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে
যথা বয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা
বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ ॥ ১১ ॥

হে অজ! আমরা তত্তদবসরে আপনাকে যে-প্রকারে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি এবং যেরূপে আমরা অন্ন ভোজন করিতে পারি, আর যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া এইসকল জীব নির্ব্বিঘ্নে আপনার

এবং আমাদিগের ভোগ্যবস্তু আহরণপূর্ব্বক অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, আমাদিগকে তদ্রূপ শক্তি প্রদান করুন্ ॥ ১১ ॥

ত্বং নঃ সুরাণামসি সাধ্বয়ানাং
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণ-কর্ম্ম-যোনৌ
রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ ॥ ১২ ॥

হে দেব! কারণসহিত কার্য্যস্বরূপ দেবতাদিগের আপনিই আদ্য কারণ; আপনিই অবিক্রিয়, পুরাতন ও সকলের অধিষ্ঠাতা। আপনি প্রাকৃত জন্মরহিত; সত্ত্বাদি গুণ ও জন্মাদির কারণ-ভূত আদ্যাশক্তিতে আপনিই মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য্য আধান করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারি-ভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদা-যুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ ১৩ ॥

হে প্রভো! (আপনার বিরোধভঞ্জিকা অচিন্ত্য-শক্তিবলে) আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে কর্ম্ম করেন, প্রাকৃত-জন্মরহিত হইয়াও যে জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহুস্ত্রী-পরিবৃত হইয়া গৃহাশ্রম স্বীকার করেন—এইসকল বিষয়ে সমাধান করিতে যাইয়া বিদ্বজ্জনগণেরও বুদ্ধি সংশয়াপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে
বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা
দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্ ॥ ১৪ ॥

অতএব হে পরমাত্মন্! মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যে কার্য্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হইয়াছি, আমরা আপনার কি করিব, আজ্ঞা প্রদান করুন্। হে দেব! আপনার অনুগ্রহপুষ্ট আমাদিগকে আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য শক্তিসহ ভবদীয় জ্ঞান প্রদান করুন্ ॥ ১৪ ॥

শিক্ষক ও শিক্ষিত

শিক্ষা নীতিতে যাঁহারা দক্ষ, তাঁহারাই **'শিক্ষক'**-শব্দবাচ্য। শিক্ষকের নিকট নিরুপদ্রবে শিক্ষা লাভ করিবার বাসনাবিশিষ্ট জনগণই শ্রবণের অধিকারী। যিনি অবিচলিত-চিত্তে শ্রবণ করেন এবং শ্রুত বিষয় গ্রহণ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বিপরীত গতিকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তিনিই **'শিক্ষিত'**।

শিক্ষিতের ভাগ্যে শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা-লাভে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন শ্রদ্ধারহিত শিক্ষালাভার্থী শিক্ষকের শিক্ষার নীতির প্রতি শ্রদ্ধধান থাকেন না, তৎকালে তাঁহার শিক্ষককে শিক্ষা-দানের অনুপযোগী জ্ঞান করায় শিক্ষক-পদে বরণ করেন না। যে-স্থলে কপটতাদ্বারা ঐরূপ বরণের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সে-স্থলে অনবধান-বশতঃ আর কিছু চিন্তা করেন; শিক্ষকের বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। যদিও শব্দাকারে শিক্ষকের কথিত শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার অনবধান-বশতঃ বিপরীত চিন্তাস্রোত পূর্ব্ব অনভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া উপলব্ধির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে। আবার যে-স্থলে কোন নূতন কথা অভিনব জ্ঞান উৎপাদন করিবার প্রয়াস করে, সে-স্থলে পূর্ব্বসঞ্চিত বিরুদ্ধ জ্ঞান উহাকে বাধা দিয়া শিক্ষকের মর্য্যাদার লাঘব করে। এইরূপ শিক্ষার্থীর বাধা-সমূহকে বিচারক-সম্প্রদায় **'অনর্থ'** নামে অভিহিত করেন। উহা প্রয়োজনীয় বিষয় মনে না করায় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কেই 'অর্থ' জ্ঞান করায় প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধিকে বাধা দেয়। **বিপ্রলিপ্সা-নামক কপটতা অনেক সময় শিক্ষার্থীকে** শিক্ষকের ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার দিয়া **তাঁহার প্রতিকূল ব্যাপারসমূহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে।**

শাস্ত্রে আমরা শিক্ষাগুরুর কথা শ্রবণ করি। সেই শিক্ষাগুরু অনভিজ্ঞ জনকে যে-সকল শিক্ষা প্রদান করেন, জড় জগতের শিক্ষক-সম্প্রদায় সেই সম্পত্তির অধিকারী নহে। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা ভোগীর অভিজ্ঞান-জন্য যে প্রাপ্ত-শিক্ষা, তাহাই জগতে 'শিক্ষক' নামধারি-জনগণ অপর অনভিজ্ঞ জনগণকে তাঁহাদের শিষ্য হইবার উপযোগী জানিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। **অনেকে শিক্ষার্থীর ভাণে** আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্ঞাতসারে **অশিক্ষিতকে শিক্ষা-গুরু-পদে বরণ করেন।** শিক্ষাগুরুত্রুবও তৎকালে তাদৃশ বঞ্চিত শিক্ষার্থীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে ঠকাইতে থাকেন। এই শ্রেণীর বঞ্চক শিক্ষক ও বঞ্চিত শিক্ষার্থী—উভয়েরই যে দুর্গতি লাভ ঘটে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারক-

মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। চৌর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন শিক্ষার্থী লাম্পট্যদোষে অভিহিত; তাদৃশ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য জনগণ নিজ নিজ রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তত্তদ্বিষয়ে পারদর্শী কপট গুরুব্রুবগণকে শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া বিষয়জালে আবদ্ধ হন।

শ্রীচৈতন্য তজ্জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকেই 'গুরু' বলিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া জড়জগতে প্রভুত্বকামী, সেই সকল ভোগিব্যক্তি কখনই শিক্ষাগুরু হইতে পারে না। তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিলে শিষ্যেরও কোন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। জাগতিক ভোগজালে নিগড়িত হইবার প্রয়াস যাঁহারা করেন না, তাঁহারা ভোগজালের রজ্জুতে আত্মবন্ধন করিয়া 'মুক্তপুরুষ' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাদৃশী মুক্তি ভোগেরই অন্যপ্রকার ভাব।

যাঁহারা এই সকল সূক্ষ্ম কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মস্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শিক্ষাগুরুর অনুসন্ধান করেন। **অন্তর্যামিরূপে চৈত্ত-শিক্ষক, মহান্ত-শিক্ষককে বহুমানন করিতে শিক্ষা দেন।** এস্থলে বলা বাহুল্য যে, চৈত্ত-শিক্ষক ভগবান্ গৌরসুন্দর বদ্ধ-জীবের যোগ্যতানুসারে অনর্থের হস্ত হইতে যে পরিমাণে যিনি মুক্ত, তাঁহাকে সেই পরিমাণে মহান্ত-শিক্ষকের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করেন—যিনি ভগবানকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে নিজ ভোগ-প্রবণতার জন্য বা নিজের ত্যাগের বাহাদুরীতে নিজে শান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত, ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয়ের দ্বারা গ্রস্ত সেই বদ্ধজীবের চৈতন্য প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের উপদেশের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দেন।

প্রাকৃত-সাহজিক নিজ আত্মম্ভরিতা-বশতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অমায়ায় করুণা-লাভে বঞ্চিত হইয়া অচৈতন্য প্রতিকূল-বুদ্ধিকেই শ্রীচৈতন্যদেব মনে করিয়া শিক্ষক-নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া বসেন। উহা তাঁহাদের সুকৃতির অভাব মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একপ্রকার শিক্ষাগুরু লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণত **জগতের ভোগে প্রমত্ত জনগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে শিক্ষাগুরু জানেন এবং শুদ্ধভক্তির শিক্ষার্থীকে আক্রমণ করেন।** ইহা তাঁহাদের স্বভাব জানিতে হইবে। পিত্তোপতপ্ত জিহ্বা যেরূপ মৎস্যণ্ডিকাকে স্বাদু মনে করে না এবং রোগনাশক জানে না, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-গুরুর শিষ্যসম্প্রদায়

আপনাদের বিদ্বা ভক্তিকেই নিজ মঙ্গলের উপায় জ্ঞান করেন। **প্রেয়ঃপন্থী প্রাকৃত সহজিয়াগণ শিক্ষাগুরুর শ্রেয়ঃ পথকে আদর করেন না,** তাহার ফলে জগতে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষকের অভাব-হেতু কুশিক্ষক-সম্প্রদায় শিক্ষক-কৈতবে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা জগৎকে ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর কবলে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছেন। পরম করুণাবতারী **শ্রীগৌরসুন্দর** জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে **তাঁহার নিজজনগণকে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য জগতে প্রেরণ করেন।** তৎকালে প্রকৃতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভাগ্যহীন জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে ও সদসৎ বিচারকে আবরণ করে। **শিক্ষাগুরু জীবকুলকে বাস্তব-শিক্ষা প্রদান করেন,** আবার ভাগ্যহীন অসদ্ব্যক্তিগণ হরিবিমুখ জনগণকে বহুমানন করিয়া 'শিক্ষক'পদে বরণ করেন। সুতরাং শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহার মীমাংসা না করিয়া যাঁহারা শিক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করেন, তাঁহারা হয় বঞ্চক, না হয় বঞ্চিত।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন

শুদ্ধভক্তির স্বরূপ, অধিকার, প্রকার ও অঙ্গাদি বিচারক্রমে জীবের সাধনতত্ত্ব বিচারিত হইবে। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ, যথা শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।৯)

শ্রীচরিতামৃতে—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ (মঃ ১৯।১৬৯)

সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা আনুকূল্য-ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণ-ভক্তি। ভক্তির উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত সমস্ত বাঞ্ছারহিতভাবে এবং অন্য দেবাদিতে পৃথগীশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা না করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার সহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে আনুকূল্যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। **ব্রহ্ম বা পরমাত্মার**

অনুশীলন জ্ঞান ও যোগমার্গেই সম্ভব ; অতএব তাহা ভক্তি নয়। 'জ্ঞান' বলিতে এস্থলে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ও সাংখ্য-জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। জীব, জড় ও ভগবান্ ইঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞান স্বরূপসিদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা ভক্ত্যনুশীলনের অন্তর্গত। **'কর্ম্ম' শব্দে স্মার্ত্তদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্তাদি ভগবদ্বহির্ম্মুখ-কর্ম্ম।** কৃষ্ণ-পরিচর্য্যাদি কর্ম্মপ্রায় হইলেও সেবানিষ্ঠা-লক্ষণদ্বারা কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় না, ভক্তি-নামেই পরিচিত। **ভক্তির পূর্ব্বে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাও কর্ম্মবিশেষ।** শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিতা আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তি-লক্ষণে লক্ষিত হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটী ক্রিয়া-লক্ষণ ও সাধ্যাবস্থায় দুইটী ক্রিয়ালক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ), পাপ-বাসনা ও পাপ, তথা অবিদ্যা (পুণ্যবীজ), পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সকল ক্লেশনাশই সাধন-ভক্তির **প্রথম লক্ষণ।** (২) জগৎপ্রীণন, জগতের অনুরক্ততা, সমস্ত সদ্‌গুণ ও শুদ্ধ-সুখ প্রদান করাই **দ্বিতীয় লক্ষণ।** (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া সাধন-ভক্তির **তৃতীয় লক্ষণ।** (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় আসক্তিরহিত হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুর্ল্লভতাই সাধন-ভক্তির **চতুর্থ লক্ষণ।** (ক) সান্দ্রানন্দ-বিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্বই সাধ্য-ভক্তির নিত্য লক্ষণদ্বয়।

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১লঃ ১২)

সাধ্য-ভক্তিতেও পূর্ব্ব চারিটী লক্ষণ যথাযথ লক্ষিত হয়। সাধ্যভক্তির প্রথমাবস্থাই **ভাবভক্তি ;** তাহাতে প্রথম চারিটী লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। সাধ্যভক্তির চরমাবস্থাই **প্রেম।** অতএব ভক্তির সাধনাবস্থায়—সাধনভক্তি ও সাধ্যাবস্থায়—ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। কেবল যুক্তি ভক্তিতত্ত্বকে অবরোধ করিতে পারে না। যুক্তি স্বল্পরুচির অনুগত হইলেই ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্ট করিতে পারে।

এ প্রবন্ধে কেবল সাধন-ভক্তির আলোচনা হইবে—

কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্য-সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।২)

সাধন-ভক্তির লক্ষণ এই যে, সাধ্যভাবরূপা শুদ্ধা ভক্তি যে-স্থলে ইন্দ্রিয়-প্রেরণাদ্বারা সাধ্যা হইতে থাকেন, তখন তাঁহার নাম 'সাধনভক্তি'। **সাধ্য-ভাব নিত্যসিদ্ধ বটে, কিন্তু যদ্দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করা যায়, তাঁহারই নাম সাধন।** মূল-তত্ত্ব এই যে, যে-কোন যোগ্য ও স্ব-মনোঽনুকূল উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে পারা যায়, সেই উপায়কেই সাধনভক্তি বা উপায়-ভক্তি বলা যায়। সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

বৈধী ভক্তির লক্ষণ এই যে, যে-স্থলে কৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ ও রুচিদ্বারা প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসনের দ্বারা কৃষ্ণভক্তিতে জীব প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থলে যে সাধন-ভক্তি, তাহাকে **'বৈধী'** ভক্তি বলে। এই বৈধী-ভক্তি-বিধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেরই পক্ষে নিত্যকৃত্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব নারদ-পঞ্চরাত্রে—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ ধৃত পঞ্চরাত্রবাক্যম্)

হে সুরর্ষে, **শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সাধন-ভক্তি বা উপায়-ভক্তি বলে; তাহা দ্বারা পরা ভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি বা উপেয়-ভক্তি লাভ হয়।**

এই বৈধভক্তির তিন প্রকার অধিকারী; যথা—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থ যথা—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞান-কর্ম্মাদি চেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল,—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে দৃঢ় ও অটল, তিনি ভক্তির **উত্তমাধিকারী।** যাঁহাতে কিঞ্চিদ্দৃঢ়, তিনি ভক্তির **মধ্যমাধিকারী।** দৃঢ়তা নাই, অথচ বিশ্বাস-

প্রায় আছে অথবা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকেও ভয় হয়—এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি ভক্তির **কনিষ্ঠাধিকারী**। কনিষ্ঠাধিকারী দুইপ্রকার অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাধিকার-মিশ্র ও কর্ম্মজ্ঞানাধিকার-শূন্য। কর্ম্মজ্ঞানাধিকার-শূন্য কনিষ্ঠাধিকারী সাধুসঙ্গে উত্তম হইবেন। কর্ম্মজ্ঞানাধিকার-মিশ্র কনিষ্ঠাধিকারিগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত প্রবল সাধুকৃপায় উন্নত হইতে পারেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্ম্মাধিকারিতা। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৮২)

[মৃদু-শ্রদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার স্বল্পমাত্রই শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মাধিকারিতাও স্বল্প অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডেও তাঁহার অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে।]

ইঁহারাই বর্ণাশ্রমদ্বারা ও কর্ম্মার্পণদ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের ভক্তি 'ভক্তি' নয়, ভক্ত্যাভাস। তাঁহাদের উচ্চারিত হরিনাম ছায়া-নামাভাস। যদি অন্যাভিলাষিতা থাকে, তবে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয় এবং তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলা যায় বা জ্ঞানী বলা যায়, ভক্ত বলা যায় না। অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মার্পণকারী কনিষ্ঠ-ভক্তগণ বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস। রামানন্দ-মিলনে, রামানন্দ যখন সাধন নির্ণয় করেন, তখন মহাপ্রভু যে-পর্য্যন্ত "এই বাহ্য, আগে কহ আর" এইরূপ উত্তর দেন, ততদূর মৃদু-শ্রদ্ধদিগের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। পরে যখন "এই হয়, আগে কহ আর" এই কথা কহিলেন, তখনই শুদ্ধভক্তির পরিচয় হইল। অতএব দৃঢ়-শ্রদ্ধ ভক্ত্যধিকারীর লক্ষণ এইরূপ—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

হে ভগবন্, কর্ম্মমার্গের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভক্ত্যনুকূল স্থানে স্থিত হইয়া সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রবণপথগত আপনার লীলাকথাকে নমস্কারপূর্ব্বক জীবননির্ব্বাহ করেন, হে অজিত, প্রায়ই তাঁহাদিগের দ্বারা ত্রিলোকের মধ্যে আপনি জিত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকেন।*

---

*ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌত-তর্কপন্থা। হে অবাঙ্মনোগোচর

অনেক ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতিবলে জীব ভক্তোন্মুখী শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাহা লাভ করিলে জড়বিষয়ে জীবন-নির্ব্বাহমাত্র-চেষ্টারূপে অন্যভক্তি উদিত হয়; কিন্তু বৈরাগ্য হয় না।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৬)

ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা-পিশাচী যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত শুদ্ধ-ভক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা অত্যন্ত বিরোধী। **সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—ইহাদের মধ্যে সাযুজ্য-মুক্তি ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। তথাপি কৃষ্ণভক্তগণ সালোক্যাদি কোন প্রকার মুক্তি বাঞ্ছা করেন না।** যথা—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ন্যায় সাধন-ভক্তি ব্যক্তিবিশেষের অধিকার বলিয়া কথিত হয় নাই। মানবমাত্রেই জাত-শ্রদ্ধ হইলে ভক্তির অধিকারী হন। ভক্তির অধিকারীর কর্ম্মাধিকার নাই। ভক্তি-অধিকারীর বিকর্ম্মে রুচি হয় না। তবে যদি বিকর্ম্ম দৈবাৎ উপস্থিত হয়, তাহা ভক্তি-প্রভাবেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা থাকে না। যথা, শ্রীভাগবতে—

সপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৪২)

কৃষ্ণ, যাঁহারা এই নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অসদ্ বিষয়ের অভিজ্ঞান-সম্বল তর্কপন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয়-রহিত বাস্তব-বস্তুবিচারে সম্যক্ অভিজ্ঞ সাধুর শ্রীমুখে—"আমি শ্রবণ-যোগ্য-হেতু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন শ্রবণ করিব"—এইরূপ সেবাবুদ্ধি লইয়া এবং কায়মনোবাক্যে সমুদয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার কলি-কলুষ-নাশিনী ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবনযাপন করেন, তাঁহারা ত্রিভুবনে যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকুন্ না কেন, তুমি যে এতাদৃশ দুর্জ্ঞেয়—অজ্ঞেয়, তথাপি তোমাকে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞাত হইয়া প্রেমভক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হন। —প্রভুপাদ

অধিকার-বিচারই সকলগুণের হেতু,অনধিকার-কার্য্যেই সমস্ত দোষ। যথা—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

এই সকল নিষ্ঠার সহিত বৈধী ভক্তি আচরণ করাই শাস্ত্রের আদেশ। সাধনভক্তির অঙ্গসকল অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলে চৌষট্টি অঙ্গ হয়, যথা—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ, ১১২-১২৬),—

সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা, গুরুসেবা, সাধু-পথাবলম্বন, সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, ভক্তিতীর্থে বাস, **জীবননির্ব্বাহ-উপযোগী সংগ্রহ**, হরিবাসর-সম্মান, ধাত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব—এই দশটী অঙ্গ অন্বয়ভাবে প্রারম্ভ মাত্র। বহির্ম্মুখসঙ্গ-ত্যাগ, **অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, বহ্বারম্ভ পরিত্যাগ**, ভক্তিশূন্যগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্রের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-বর্জ্জন, ব্যবহারে অকার্পণ্য, শোকাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেবাবজ্ঞা পরিত্যাগ, নিজকার্য্যদ্বারা অন্য জীবের উদ্বেগ দান না করা, **সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন**, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা-শ্রবণত্যাগ,—এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে সাধন করিবে। **গুর্ব্বাশ্রয়, দীক্ষা-শিক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী অঙ্গ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান**। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ, হরিনামাক্ষর-ধারণ, নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ, কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, ভগবৎ-স্থানে গমন, **পরিক্রমা**, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সঙ্কীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, নৈবেদ্যাস্বাদন, পাদ্যাস্বাদন, ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, **শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন**, ঈক্ষণ, আরাত্রিক, উৎসবাদি দর্শন, **কৃপা-দৃষ্টি গ্রহণ** ও প্রিয়বস্তুর উপহার, **কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা**, সর্ব্বদা শরণাপত্তি, তদীয় তুলসী, ভাগবত, মথুরা ও বৈষ্ণবসেবা, যথাসাধ্য সদ্গোষ্ঠীর সহিত মহোৎসব, **কার্ত্তিক-ব্রত, জন্মদিনাদির যাত্রা, শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিক-দিগের সহিত ভাগবতার্থ-আস্বাদন, স্বজাতীয়-আশয়স্নিগ্ধ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরাবাস**। **শেষ পাঁচটী অঙ্গের স্বল্পসম্বন্ধ হইলেও ভাবভক্তি উদয় হয়**। এইসকল অঙ্গ-মধ্যে কতকগুলি কায়-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয় উপাসনা। **মূলতত্ত্ব এই যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে কৃষ্ণভক্তির বশীভূত করার উপায়কে বৈধী সাধনভক্তি বলা যায়**। কেহ কেহ এক অঙ্গ সাধনেই সিদ্ধ হন। কেহ কেহ বহু অঙ্গ সাধন করেন।

শাস্ত্রে এইসকল অঙ্গসাধনের যে ভোগ-মোক্ষাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল উল্লিখিত হইয়াছে, সে কেবল বহির্ম্মুখ লোককে প্রলোভন দেখাইয়া প্রবৃত্ত করিবার জন্য। বস্তুতঃ সাধনভক্তির সকল অঙ্গেরই মুখ্যফল এক অর্থাৎ চিদ্বিষয়িণী রতি।

অঙ্গসকল চৌষট্টী ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা নয় অঙ্গ মাত্র; যথা,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

যথা (শ্রীচরিতামৃতে মধ্য ২২শ, ১১৮),—

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥

[যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া এই নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনি উত্তম-রূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।]

ভক্তিবিজ্ঞ পুরুষেরা কর্ম্মকে কোন অবস্থায় ভক্তির অঙ্গ বলেন না। কর্ম্মের কর্ম্মত্ব নাশ অর্থাৎ ভক্তিত্বের স্বরূপ ও ভক্তি-নামপ্রাপ্তি না হইলে তাহা 'ভক্তি' বলিয়া পরিগণিত হয় না। কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে তিনটি অবস্থা হয় অর্থাৎ নিষ্কাম-অবস্থা, কর্ম্মার্পণাবস্থা ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া পরিচর্য্যা-রূপ ভক্তি হইয়া পড়ে; অতএব,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।১০)

কর্ম্ম-নির্ব্বেদ হইলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকথায় যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। নিষ্কাম ও ভগবদর্পিত কর্ম্মের বিষয়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥
(ভাঃ ১।৫।১২)

অচ্যুত-ভক্তিবর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন সুন্দর হয় না, তখন স্বাভাবিক অভদ্র যে কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরার্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিরূপে শোভা পাইবে ?

ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্ম ভক্তি-স্বরূপে পর্য্যবসান লাভ করে, তাহাও শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি-হেতবঃ।
ত এবাত্ম-বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ-পরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগ-সমন্বিতম্ ॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ (ভাঃ ১।৫।৩৩-৩৬)

যাহাদ্বারা মানবগণের রোগ উৎপত্তি হয়, তাহা রোগ নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনই ভাল হয় না। **কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসাররোগের হেতু; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক্ বা ঈশ্বরার্পণ-ভাবেই হউক্, কখনই সংসার-ক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না।** কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া, পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলে, কর্ম্মস্বরূপ বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎ-পরিতোষণোপযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধ-জ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্ম্মই ভক্তিযোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগ-গত কৃষ্ণ-সংসারাশ্রিত কর্ম্মসকল করিয়া ভগবৎ-শিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয়।

জ্ঞান-বৈরাগ্য যদিও ভক্তিপ্রবেশের ঈষৎ উপযোগী বটে, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। তাহারা প্রবল হইয়া চিত্তকে কঠিন করিলে সুকুমার-স্বভাবা ভক্তি সুখ পান না, অতএব সম্বন্ধ-তত্ত্ববোধরূপ ভক্তি-আলোচনাই ভক্তির একমাত্র হেতু। অনাসক্তভাবে অনুকূলরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া যথাযোগ্য বিষয়-সকল ভোগ করিলেই যুক্তবৈরাগ্য হয়। যথা,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১২৫)

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি নিবেদন

যুগে যুগে—অব্দে অব্দে—নবতর রূপে,
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণের তরে,
করিছে আত্ম-প্রকাশ কতই পত্রিকা।

কিন্তু তাহা সাহিত্যের 'হিত' নাশিবার
প্রচেষ্টা কেবল ;—ব্যর্থচেষ্টা সে-সকল
না পারে তিষ্ঠিতে কভু ; না পারে স্থাপিতে
মৌলিক হিত-সম্বন্ধ জীবনের শিক্ষা ঃ—
'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' ;
সে নিত্যসত্য-সম্বন্ধ-স্থাপনে অক্ষম,
সদা ডুবাইছে জীবে অনিত্য সংসারে।

কিন্তু যুগাতীত কাল হ'তে নিত্য-সত্য
হে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ! তুমি জানাইলে
অকৃত্রিমরূপে সাহিত্যের প্রতিপাদ্য ;
মিলা'ল যা' বহুজনে অমৃতের সাথে।

তাই শ্রীগৌড়ীয় ! তোমা নমি শতবার,
তব সুধা-বাণী পশে গিয়া নিদ্রিতের
শ্রবণ-কুহরে ; সতত জাগায়ে রাখি'
চিত্তে তা'রে, চিনাইছ সে-সত্য-স্বরূপ।

তব সন্নিধানে তাই মোর নিবেদন,—
যাঁর বাণী ধরি' শিরে বাহিরিলে পথে,
অচিরাৎ পাই যেন তাঁর শ্রীচরণ।

—শ্রীরত্নাকর দাস, ধাদিকা (সাঁওতাল পরগণা)

সন্দর্ভ-সার

(৬)

ব্রহ্মসূত্রের "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" সূত্রের অর্থ যেমন কোন জলাশয়গত জলের দ্বারা তাহার আয়ত্তীকৃত ভূমির পরিচ্ছেদ হয় তেমনি ব্রহ্ম প্রদেশের পরিচ্ছেদ হউক—একথা বলা যায় না। কারণ "অগ্রাহ্যো ন হি গৃহ্যতে" শ্রুতিবাক্যে গ্রহণের অবিষয়কে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছিন্নত্ব হইতে পারে না, অথবা জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের ব্যাপকত্বহেতু প্রতিবিম্ব স্বীকার করা যায় না।

অপর সূত্র—"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্" এর দ্বারা প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদ-বিধায়ক শাস্ত্রের সঙ্গতি হয় না। কারণ উহা ব্রহ্মে মুখ্য বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু 'বৃদ্ধিহ্রাস-ভাক্ত্বম্" বৃদ্ধি-হ্রাস-গুণাংশ গ্রহণ করিয়াই গৌণবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন বৃহৎ ও অল্প ভূখণ্ড এবং সূর্য্য ও তৎপ্রতিবিম্ব ইহারা বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত অর্থাৎ বৃহৎ ভূখণ্ড ও সূর্য্যের মহত্ত্ব আর অল্প ভূখণ্ড ও প্রতিবিম্বের ক্ষুদ্রত্ব, তেমনি পরমেশ্বর ও জীব গুণাংশের তারতম্যে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতাদি গুণের তারতম্যে বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত হইয়া থাকেন। কোথায়? "অন্তর্ভাবাৎ" ঐরূপ তারতম্যাংশেই পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং এইরূপ অর্থ হইলে "উভয়-সামঞ্জস্যাৎ" দৃষ্টান্ত ভূখণ্ড সূর্য্যাদি এবং দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্ম—সঙ্গতি হয়। এইরূপে পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন এবং দ্বিতীয় সূত্রে গৌণবৃত্তি দ্বারা ঐ বাদদ্বয়ের সমন্বয় হইল। জীব-ব্রহ্মের খণ্ড বা প্রতিবিম্ব বেদব্যাস-সম্মত নহে; কিন্তু মায়াবাদি-কল্পিত।

জীব-ঈশ্বর উভয়েই চেতন, এইজন্য চেতনাংশে অভেদ। যদিও চেতন একপ্রকার নহে। ব্রহ্ম বৃহৎ, সর্ব্বজ্ঞ, স্বাধীন ও অবাধ-জ্ঞান, আর জীব অণু, অল্পজ্ঞ, পরাধীন ও প্রতিহত-জ্ঞান। এইরূপে উভয়ের বহু অংশে ভেদ দেখা যায়। কিন্তু তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের সমন্বয়কল্পে কেবল চেতনাংশ সাদৃশ্যে অভেদত্ব গৌণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জীব ব্রহ্ম উভয়েই চিৎপদার্থ হইলেও তদুভয়ের রশ্মি—পরমাণু স্থানীয়। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের পৃথক সত্তা নাই। ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া জীব সংসারী হয়। জীব ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভেদ প্রতীত হয়। গীতাতেও

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" শ্লোকে জীব অংশরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে 'সনাতন' শব্দে জীবের নিত্যত্ব থাকায় ঔপাধিকত্ব নিরস্ত হইয়াছে। বেদব্যাসের সমাধিতে জীব-ঈশ্বরের সম্বন্ধ এইরূপ—ঈশ্বর মায়ার আশ্রয় আর জীব মায়ামোহিত—এতদ্দ্বারা তদুভয়ের ভেদ প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভজনে জীবের মায়া নিবারিত হইবার কথা বর্ণিত।

অতএব ভগবদ্ভজন মায়ামোহ-নিবারক হওয়ায় তিনিই পরম প্রেমযোগ্য। কারণ তিনি সর্ব্বহিতোপদেষ্টা ও সর্ব্বদুঃখ-হরণকর্ত্তা; সূর্য্যবৎ জীবের পরম স্বরূপ এবং জীব হইতে অধিক গুণশালী। সুতরাং তাঁহার প্রীতিসাধনই জীবের পরম প্রয়োজন—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৪৪-৪৫ শ্লোকে বলিতেছেন—

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতৎ চরাচরম্ ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

দেহ জীর্ণ হইলেও বাঁচিবার ইচ্ছা কেন? কারণ প্রত্যেক জীবের নিজ প্রিয়তম আত্মার জন্যই দেহ-গৃহ-স্ত্রী-পুত্র-কলত্র-বসন-ভূষণ প্রভৃতি প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের পরম স্বরূপ পরমাত্মা, এজন্য তিনিই সকলের পরম প্রেমাস্পদ হইয়া করুণাবশতঃ জগৎকল্যাণার্থ দেহীর ন্যায় প্রতীত।

শ্রীবেদব্যাস সমাধিতে ভক্তিযোগকে মায়ানিবারক ও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ দর্শন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগের প্রাপ্তিহেতুরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ভাগবত শ্রবণরূপ সাধন হইতেই শোক-মোহ-ভয়-নিবারিকা ভক্তির উদয় হইবে।

শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রয়োজনাত্মক প্রেমকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিচার করিয়া ব্রহ্মানন্দানুভবী পুত্র শুকদেবকে তাহা আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচনের কিছু বিরোধ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতস্থ ব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ-নির্দ্দেশক "ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।" "তথাপি শোচস্যাত্মানং অকৃতার্থ ইব প্রভো।" এই বাক্যে জানা যায় যে, মহাভারত রচনার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ। কিন্তু মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—অষ্টাদশ-পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী-

সূতঃ। ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে বেদোপবৃংহিতম্॥ এই দুই প্রকারে সিদ্ধান্তবিরোধের মীমাংসা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এই প্রকার করিয়াছেন—প্রথমে শ্রীব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ-মধ্যে ভাগবত অতি সংক্ষেপে অভিধেয়াংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে তাহারই বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের কথাই বর্ণিত। কণাদ, গৌতমাদি তার্কিকগণের শাস্ত্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণ-কর্ম্মাদির ন্যায় নহে অর্থাৎ উক্ত তার্কিকগণের শাস্ত্রে প্রায়ই দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদি বিষয় লইয়াই বিচারের প্রাবল্য দেখা যায়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল পরমার্থভূত বস্তু লইয়াই বিচার হইয়াছে। সেই বস্তু কি তাহা বলিয়াছেন—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"॥

তত্ত্ববিদ্‌গণ যে তত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে পরিচিত। সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর পরিচয় ভাগবতান্তে শ্রীসূত বলিয়াছেন—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং" অর্থাৎ যাহা সর্ব্ববেদান্তের সার অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে মুখ্যরূপে অভিহিত, সেই ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব লক্ষণ জ্ঞানই অদ্বিতীয় বস্তু এবং শ্রীমদ্ভাগবত সেই অদ্বিতীয় বস্তুনিষ্ঠ। এস্থলে জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব দৃষ্ট হইলেও বেদব্যাসের সমাধিতে দৃষ্ট যুক্তি-অনুসারে ব্রহ্ম হইতে জীব অতিশয় অভেদরহিত—ইহাও পাওয়া যাইতেছে। কারণ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিরূপে জীব ব্রহ্মের অভেদত্ব, বস্তুতঃ তাঁহাদের ভেদ ব্যাসদেবের সমাধিতে অবগত হওয়া যায়। অভেদত্ব কেবল চিদংশে। গীতাতেও জীবকে পুরুষ এবং ভগবানকে পুরুষোত্তম শব্দের উল্লেখদ্বারা জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য নির্দ্দিষ্ট।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে সন্দর্ভ ব্যতীত কিছু তথ্য প্রকাশ করা হইতেছে :—

অনেকের ধারণা এইপ্রকার—শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত। তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত—**বোপদেবের কাল ১৩০০ শতাব্দী**। দেবগিরির যাদব রাজা মহাদেবের রাজত্বকাল ১২৬০—১২৭১, পরে ১২৭১—১৩০৯ পর্য্যন্ত রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব করেন। তাঁহার সমস্ত করণাধিপতি ও মন্ত্রী ছিলেন হেমাদ্রি। হেমাদ্রির প্রসন্নতার জন্য বোপদেব অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। হেমাদ্রি সেইসকল গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন—"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ

প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নববৈদ্যকেঽপি তিথিনির্ণয়ার্থমেকোদ্ধৃতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত-তত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য চ ভুগীর্বাণশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকাত্তরাঃ॥" ব্যাকরণের দশ, বৈদ্যকে নয়, তিথি নির্ণয়ের এক, সাহিত্যের তিন ও ভাগবতের তিন পুস্তক—পরমহংসপ্রিয়, হরিলীলামৃত ও মুক্তাফল। হরিলীলামৃতের অপর নাম—ভাগবতানুক্রমণিকা। ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে ঐ বর্ণনাতে তাহা থাকিত; কিন্তু হরিলীলামৃতে ভাগবতের সারাংশ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্ব ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকট হন। তিনি ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভাগবত টীকার পূর্ব্বে প্রাচীন টীকাকারের নাম পাওয়া যায়—**হনুমান, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতির।** হেমাদ্রির টীকাতে শ্রীধরস্বামীর নাম পাওয়া যায়। শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় চিৎসুখাচার্য্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। সুতরাং বোপদেব হইতে প্রাচীন শ্রীধর, আবার তাঁহা হইতেও প্রাচীন চিৎসুখাচার্য্য। ইনি শঙ্কর সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচার্য্য। যদি শঙ্করের প্রকট কাল ৭ম। ৮ম শতাব্দী হয় তবে চিৎসুখের প্রকট নবম শতাব্দীতে হইবে। ইঁহার ভাগবতের টীকার চর্চ্চা শ্রীধর, মধ্ব, বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি করিয়াছেন।

ঈশ্বর কৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্য-কারিকার এক টীকা মাঠরাচার্য্য লিখিয়াছেন। ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীন ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। মাঠর বৃত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক এবং ৮ম অধ্যায়ের ৫২ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ৫০০ শতাব্দীতেও ভাগবতের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে।

অভিনব গুপ্ত (কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের আচার্য্য) গীতা ১৪ অঃ ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সময় দশম শতাব্দী।

শঙ্করাচার্য্য বাসুদেব-সহস্র-নামাবলীর টীকাতে দুই স্থানে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম শতকের পঞ্চম নামে লিখিয়াছেন—য আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ ইতি ভাগবতে। ঐ শতকের ৫৫তম নামে পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্র-চক্ষুষা ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ভাগবতের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' ও 'চতুর্দ্দশ-মত-বিবেক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—পরমহংসধর্ম্মো ভাগবতে পুরাণে কৃষ্ণেনোদ্ধবায়োপদিষ্টঃ॥

শঙ্কর-কৃত 'গোবিন্দাষ্টকে'র এক শ্লোকে বলিয়াছেন, মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদা-

তাড়নশৈশবসন্ত্রাসং ব্যাদিতবক্ত্রালোকিত লোকালোক চতুর্দ্দশ লোকানিমম্ অর্থাৎ মা যশোদা মৃত্তক্ষণ নিষেধকালে কৃষ্ণমুখচন্দ্রে চতুর্দ্দশ লোকদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর 'প্রবোধসুধাকর' নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণন করিয়াছেন তাহা ভাগবতের সহিত মিল আছে। যথা—

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎ স্তনম্ (ভাগবত)

কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ। অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ (শঙ্করোক্তি)।

শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ ও পরমগুরু গৌড়পাদ—ইনি পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—জগৃহে পৌরুষং রূপমিতি ভাগবতমুপন্যস্তম্। ইহাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ উত্তর-গীতার টীকা; তাহাতে "তদুক্তং ভাগবতে" লিখিয়া "শ্রেয়ঃ স্থতিং" শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় ভাগবতের আশ্রয় লইয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদ ব্যাসশিষ্য শুকদেবের শিষ্য বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ে প্রচারিত, যদিও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের দরবারী কবি এবং মন্ত্রী চন্দবর দাঈ (১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোক) পৃথ্বীরাজরাসো গ্রন্থে পরীক্ষিতের সর্পদংশন, দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন—

ভাগবত শুনহি যো ইক্ক চিত
তৌ সরাপ ছুট্টয় অক্রম।

বোপদেবকে অনেকে জয়দেবের ভাই বলিয়া থাকে। কিন্তু জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের কবি ছিলেন। ১১১৮ শতাব্দীতে তাঁহার অধিকার। আর বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। চন্দবর দাঈ নিজ গ্রন্থে জয়দেবের বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের ৩০ বৎসর পরে কলিযুগারম্ভে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন। তাহার ২০০ বৎসর পরে গোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে ভাগবত শ্রবণ করান। তাহার ৩০ বৎসরান্তে সনৎকুমারাদি দেবর্ষি নারদকে ভাগবত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ—

আকৃষ্ণনির্গমাৎ ত্রিংশদ্বর্ষাধিকগতে কলৌ।
নবমীতো নভস্যে চ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ॥
পরীক্ষিচ্ছ্রবণান্তে চ কলৌ বর্ষশতদ্বয়ে।
শুদ্ধে শুচৌ নবম্যাঞ্চ ধেনুজোঽকথয়ৎ কথাম্॥
তস্মাদপি কলৌ প্রাপ্তে ত্রিংশদ্বর্ষগতে সতি।
উচুর্ব্রজে সিতে পক্ষে নবম্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ভাগবত-মাহাত্ম্য)

আচার্য্য শঙ্কর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করেন নাই বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ এবং ব্যাস-রচিত নহে বলিয়া যে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় তাহাও এস্থলে নিরস্ত হইল। তিনি বহু উপনিষদেরও ভাষ্য করেন নাই। তাহা হইলে সেইগুলিও শ্রীশঙ্করের পরে রচিত বলিতে হয়।

অপর পূর্ব্বপক্ষ—

১। ভাগবত মহাভারতের পরে রচিত।

২। মৎস্য-পুরাণে ভাগবত-দান-প্রসঙ্গে "হেমসিংহ-সমন্বিত" কথাটী থাকায় ইহা দেবী ভাগবত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কেননা সিংহ দেবীরই বাহন।

উত্তর—

বর্ত্তমান ১৮শ পর্ব্ব মহাভারত ব্যাসরচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রথমে শতপর্ব্ব মহাভারত রচিত হয়। পরে তাহা অতি বৃহৎ হইয়াছে বিচার করিয়া নিজ শিষ্য জৈমিনী ও বৈশম্পায়নকে সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করেন। যথা—

এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
ততস্তু সূতপুত্রেণ রৌমহর্ষণিনা পুরা।
কথিতং নৈমিষারণ্যে পর্ব্বাণ্যষ্টাদশৈব তু॥

অষ্টাদশ পুরাণ অষ্টাদশ পর্ব্ব ভারতের পূর্ব্বে রচিত; কিন্তু শতপর্ব্বের পূর্ব্বে নহে। যেখানে ভারতের পূর্ব্বে রচনার উক্তি, তথায় অষ্টাদশ পুরাণের নাম, আর যেখানে পশ্চাৎ, তথায় শতপর্ব্ব মহাভারতকে জানিতে হইবে। পুরাণ ও মহাভারত যখন এক ব্যক্তিরই রচিত তখন তাহাতে পূর্ব্বাপর বিচার ঠিক নহে। বেদান্তে গীতার উল্লেখ এবং গীতায় বেদান্তের উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, আদিপুরাণ, মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইলেও তাহাতে ভারতের চর্চ্চা আছে। জন্মেজয়ের যজ্ঞে মহাভারত শ্রবণ এবং মহাভারতে জন্মেজয়ের কথা বর্ণন, এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং কোন্‌টী আগে বা পরে, তাহা বুঝা কঠিন।

ভাগবত-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেবী ভাগবত শব্দ কোনরূপেই আসিতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আরও অনেক বিচার পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা

লীলাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার অন্ত নাই। নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া ভক্তমণ্ডলীর সুখ-বিধানার্থ ও পাতকীজনের উদ্ধার-নিমিত্ত নিত্য কত কি লীলা করিতেছেন। একদিন ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এক অভিনব লীলা প্রকাশের ইচ্ছা হইল। তিনি সপার্ষদ ভক্তপ্রবর নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—'তোমরা এই নগরের প্রতি গৃহদ্বারে গমন করত লোকসকলকে নাম উপদেশ প্রদান কর এবং দিবাবসানে আসিয়া আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিবে।' মহাপ্রভুর এই আদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভু পরমানন্দে গ্রামের পথে বহির্গত হইলেন ও প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

"আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ ঈশ্বরে॥"

কিন্তু বহির্ম্মুখী জীবের কাছে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুর নাম-ভজনের উপদেশ হাস্যাস্পদ-স্বরূপ হইল। শুধুমাত্র কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে কৃষ্ণভজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অধিকাংশ লোকই কৃষ্ণভজনের বিরূপ মন্তব্য করিল। কেহ কহিল, এ দুই সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রদোষে ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেহ কহিল, ইঁহারা দুষ্ট-সঙ্গদোষে পাগল হইয়া আমাদিগকেও পাগল করিতে আসিয়াছে; কেহ ভাবিল, ইঁহারা চোর অথবা কোন দুষ্টচর হইবে, কাজেই ইঁহাদিগকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ইঁহারা যাহাতে পুনরায় না আসেন, তজ্জন্য অনেকে প্রভুদ্বয়কে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে লোকসকল বৈষ্ণব-মহিমা সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বৈষ্ণব-নিন্দায় রত হইয়া মহাপাতকগ্রস্ত হইল। শ্রীনামে যে ভগবানের অখণ্ড শক্তি নিহিত আছে এবং নাম ও নামী যে অভিন্ন তাহা সাধারণ বহির্ম্মুখীজন অনেকেই

অনুধাবন করিতে পারিল না। নাম ও নামীতে যে ভেদ নাই তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,— "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥"

হায় জীবের কি দুর্ভাগ্য, মধুর নামে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল না! নামী স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজ নাম প্রচারের আদেশ দিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বীয় আত্মপ্রশংসা নহে,—পরন্তু জীবের মঙ্গলার্থ পরম উপাদেয় অমৃত মধুর নাম মহামন্ত্র শিক্ষা দিলেন। ভগবান স্বীয় অভিন্নতনু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্তপ্রবর হরিদাস প্রভুর মারফৎ জানাইতে চাহিলেন যে, এই কলিযুগে জীবের একমাত্র হরিনামই কৃত্য।—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস প্রভু লোকসকলের এবম্বিধ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ইষ্টদেব মহাপ্রভুর আজ্ঞাবাণী প্রচারই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। যাঁহারা শ্রীভগবানের দাস অভিমানে আত্মহারা ও ভগবানের প্রীতি উৎপাদনই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হইবার পাত্র নহেন, বরং হাস্য করিতে থাকিলেন।—

"শুনি শুনি নিত্যানন্দ, হরিদাস হাসে।

চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে॥"

এইভাবে তাঁহারা প্রতিদিন নামপ্রচার করিতেন ও দিবাবসানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকাশে গমন করত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতেন।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভু নাম প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন; দেখিলেন—পথমধ্যে দুই মাতোয়াল অত্যধিক মদ্য সেবনে মানবীয় বোধ ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া কুৎসিৎ আচরণে রত। তাহারা এত পাপ করিয়াছে যে, সে পাপের তুলনা হয় না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াও মদ্য গোমাংস প্রভৃতি অখাদ্য ভক্ষণে পটু। পর-দ্রব্য অপহরণ, পরগৃহ প্রজ্জ্বলন প্রভৃতি অকার্য্য করণে তাহারা দিবানিশি ব্যস্ত। নগর-রক্ষী হইয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করত তাহারা নিয়ত মদ্য-মাংস ভক্ষণ করায় তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। তাই তাহারা মানুষ হইয়াও মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পথে তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলে তাহাকে প্রহারাদি করে।

এমন দুই মাতোয়ালকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভু দূর হইতে দেখিয়া লোক-সমক্ষে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকসকল তখন মাতোয়াল-দ্বয়ের কথা যথাযথ বিবৃতি করিল।—

"লোকে বলে,—গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা-মাতা মহাকুলেতে উৎপন্ন॥
সর্ব্বকাল নদীয়াতে পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোহার বংশে॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এতেক অপকর্ম্ম॥
ছাড়িলা গোষ্ঠীরা বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলি স্বতন্ত্র হইয়া॥
এই দুই দেখি' সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি যাহা করে দুই জন।
ডাকা-চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন॥"

দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ প্রভু মাতোয়ালদ্বয়ের জীবনী শ্রবণান্তর উহাদের উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন; ভাবিলেন,—'প্রভু গৌরহরি পাতকী-তারণহেতু এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই দুই মাতোয়ালের মত পাতকী আর কোথায় পাওয়া যাইবে? আমার প্রভুর এই দুই পাতকী উদ্ধারের প্রভাব দর্শন করিলে লোকে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবে। সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু আরও বুঝিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে এই পাতকীদ্বয় অধিক মদ্য সেবনে যে-ভাবে উন্মত্ত হইয়া আছে এরূপ ভগবান কৃষ্ণের নামে উন্মত্ত হইলে ইহারা পরম ভক্ত হইবে। যদি ইহারা প্রভুর-শরণ গ্রহণ করত ভক্তিপ্লুত চিত্তে "আমার প্রভু" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তবেই জানিব যে, আমার পর্য্যটন সার্থক হইয়াছে। বর্ত্তমানে এ'দুই পাতকীর ছায়া স্পর্শজনিত পাপ স্খলন নিমিত্ত যাহারা সবস্ত্রে তৎক্ষণাৎ গাঙ্গাস্নান করিতেছে, সেই সব ব্যক্তিই যদি এ দুইজনের সন্দর্শন গঙ্গাস্নানের ন্যায় মুক্তিপ্রদ বলিয়া মনে করে, তবেই আমি নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া জানিব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—'হরিদাস, এই দুই মাতোয়ালের কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে দেখ। ব্রাহ্মণ হইয়া ইহারা যেরূপ কদর্য্য ব্যবহার করিতেছে তাহাতে ইহাদের নরক-বাস অবশ্যম্ভাবী। তুমি যবনগণ-কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া প্রাণান্ত হইলেও যবনগণের

কোনরূপ অশুভ চিন্তা কর নাই; বরং তাহাদের শুভ কামনাই করিয়াছ। এক্ষণে যদি তুমি ইহাদের মঙ্গল কামনা কর তবেই ইহারা উদ্ধার পাইবে। অজামিল-উদ্ধার যেমন পুরাণে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি মহাপ্রভুর অনুগ্রহে এক্ষণে এ'দুই পাতকী উদ্ধার ত্রিভুবনবাসী সকলে সাক্ষাৎ দর্শন করুক।'

পরমভক্ত হরিদাস নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভুর যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন এ'দুই পাতকী নিশ্চয়ই এবার উদ্ধার পাইল। তাই তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে কহিলেন,—'প্রভু, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা নিশ্চিত হইবে। তোমার কৃপায় আমি তোমার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছি। তুমি নিজেকে আমার কাছে গোপন করিতে চাহিতেছ।'

নিত্যানন্দ প্রভুপাদ ভক্ত হরিদাসের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি সম্পর্কে বুঝিতে পারিলেন এবং হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—'প্রভুর আদেশ সকলকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা প্রদান। কিন্তু আমরা সম্মুখে এই দুই মহাপাপী দেখিয়াও যদি ইহাদের কৃষ্ণভজন শিক্ষা-প্রদানে অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমরা প্রভুর আদেশ পালনে কতদূর যত্নবান্ হইলাম? অতএব উহাদিগকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইতে হইবে এবং তাহাই সৎশিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

অনন্তর প্রভুদ্বয় সেই দুই মহাপাপীর নিকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেদিকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। কারণ, ঐ দুই মহাপাপীর আদৌ পাপভয় নাই; তাহারা ব্রহ্মবধ, গো-বধ প্রভৃতি বহু পাপকার্য্য করিয়াছে। এক্ষণে নিকটে সন্ন্যাসী দেখিলে হয়ত সন্ন্যাসী-বধেই উদ্যত হইবে। কিন্তু প্রভুদ্বয় সজ্জন-ব্যক্তিদিগের কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা যে, ঐ দুই মহাপাপীকে উদ্ধার করিয়া জগজ্জন-সমক্ষে এই কলিযুগে কৃষ্ণনামের মহিমা প্রচারের অভূতপূর্ব্ব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। তাই তাঁহারা পাতকী-দ্বয়কে মহাপ্রভুর আদেশ জানাইবার জন্য পরম উৎসাহে ধাবিত হইলেন।

"শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥

তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব, ছাড় অনাচার॥"

সন্ন্যাসীদ্বয়ের ডাকশ্রবণে পাতকীদ্বয় অস্থিরচিত্ত হইয়া চারিদিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে থাকিল। ক্রোধে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখে সন্ন্যাসীদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া 'ধর ধর' বলিয়া সন্ন্যাসীদ্বয়কে ধরিবার জন্য তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। মাতোয়াল-দ্বয়ের তর্জ্জন গর্জ্জনে দুই প্রভু দারুণ সঙ্কটের মধ্যে ভয়ে জড়সড় হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। পাষণ্ডীসকল নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতে থাকিল। ভাবিল, জগদীশ্বর নারায়ণের ইচ্ছায় ভণ্ডের এবার উচিত শাস্তি হইয়াছে। কিন্তু সজ্জন ও সুব্রাহ্মণগণ এ দুই পাতকী হইতে সন্ন্যাসীদ্বয়ের মুক্তির নিমিত্ত 'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ' বলিয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অবশেষে দস্যুদ্বয় কোনমতেই সন্ন্যাসীদ্বয়কে ধরিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রভুদ্বয়ও শ্রীভগবানের কৃপায় দস্যুদ্বয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তখন বৈষ্ণবসভায় ভক্ত-শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক-পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন।

সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভু কহিলেন,—'প্রভুপাদ, অদ্য দুইজন ব্রাহ্মণ-তনয়কে মাতোয়াল অবস্থায় কদাচারে রত দেখিয়া তাহাদের শুভকামনায় তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম লইবার জন্য বলিলাম। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণনাম লওয়া ত দূরে থাকুক, আমাদিগকে মারিবার জন্য উদ্যত হইল। মহাভাগ্যে আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছি।'

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহারা কাহারা এবং তাহাদের নামই বা কি? ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া তাহারা এরূপ দুষ্কার্য্য করিতেছে কেন? তাহাদের পরিচয় বল।'

প্রভুর এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব-দান-প্রসঙ্গে সেইস্থানে বিদ্যমান পরমভক্ত গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস প্রভু কহিলেন,—'প্রভু, সে দুইজনের নাম জগাই ও মাধাই। তাহারা উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও সঙ্গদোষে এইরূপ অসদাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা আজন্ম মদিরা পান করিয়া বিবেকশূন্য হইয়া মহাপাপ কার্য্য করিতেছে। তাহাদের ভয়ে নবদ্বীপবাসী কেহ তাহাদের সম্মুখে পথে বাহির হইতে পারে না। নদীয়ায় এমন গৃহ নাই যে, সে গৃহে তাহারা চুরি করে নাই। তাহাদের পাপের কথা আপনাকে আর কত কহিব? আপনি অন্তর্যামী, সবই তো জানেন। তাহাদের পাপের আর তুলনাস্থল কোথায়?' (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

নামাপরাধের মহিমা

একটি কথা সদা যেন মনে থাকে ভাই।
কলিকালে হরিনাম বিনা কোন গতি নাই॥
পুরাণাদি মহাশাস্ত্রে এই কথা বলে।
মহামন্ত্র সার কর এই কলিকালে॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"কভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"
'কলিকালে নাম বিনা গতি নাহি আর।'
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম বল বারবার॥

অষ্টগ্রহ-সম্মিলন জ্যোতিষেতে কয়।
(এবার) দায়ে প'ড়ে হরিনাম ঘরে ঘরে লয়॥
বিশেষতঃ ভারতেতে সর্ব্বত্রেতে শুনি।
দিবারাত্রি মেতে সবাই করে হরিধ্বনি॥
মৃত্যুভয়ে ভীত হ'য়ে সকলে চেষ্টিত।
নানা যজ্ঞ করে আজ হঞা একচিত॥
'বিপদে মধুসূদন' জানে সব লোক।
জেনেও না স্মরে যেবা বাড়ে তার শোক॥

রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?
বিশ্বাস করে যে—বিপদে রক্ষা পায় সে॥
এই কথা যদি এবে মিথ্যা হ'য়ে যায়।
আতঙ্ক-সৃষ্টি তবে কেন বা জন্মায়??
'যত্র জীবস্তত্র শিবঃ'—ইহা যারা বলে।
তাহারাও আজ কেন হরি হরি বলে??
খোল, করতাল, আর 'মাইক' এক যন্ত্রে।
দিনরাত কোলাহল হইল সর্ব্বতন্ত্রে॥
গীতা-ভাগবত-পাঠ যেখানেতে হয়।
অগণিত শ্রোতা সব সেখানেতে ধায়॥
বদ্ধজীব হরিনাম করিতে নাহি চায়।
গ্রহ-সম্মিলন—নাম সবারে লওয়ায়॥

যেন তেন প্রকারেতে যেবা নাম করে।
দুষ্টফল ঘুচে যায়, মিষ্ট ফল ধরে॥
অতএব ভাই সব সর্ব্বদা সকলে।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন কর বাহু তুলে॥
বিপদ না আসিবে কভু জেনে রেখো ভাই।
কলিকালে হরিনাম বিনা গতি নাই॥
সকলের কাছে মোর প্রার্থনা যে হয়।
গ্রহের কোপের মতে দিন যেন যায়॥
ভগবানের গুণগানে মতি থাকে যার।
গ্রহকোপ কি অনিষ্ট করিতে পারে তার ??
অষ্টগ্রহের প্রকোপ সব নষ্ট হৈল।
একমাত্র নাম-যজ্ঞ গ্রহ জয় কৈল॥
"এক কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"
'নামাভাস' এত বড় মুক্ত করে জীবে।
মায়াবন্ধ ছুটে যায় বারেক লয় যবে॥
ব্যাধি-নাশ, গ্রহ-শান্তি 'নামাপরাধে' হয়।
সর্ব্বশক্তি আছে নামে, জানিয়া না জানয়॥
তুচ্ছ-ফলাশায় নাম যে করয়ে গ্রহণ।
'নামাপরাধ' মধ্যে তাহা গণে বিজ্ঞজন॥
'নাম-অপরাধের' যদি হয় এত শক্তি।
শুদ্ধনাম কৈল তবে কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি॥

—**শ্রীমুকুন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী** (নবদ্বীপ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব

পুরাণে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম-নবদ্বীপে সকল তীর্থই স্বরূপতঃ বিরাজমান। শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

পুরাকালে রক্তবাহু নামক এক মহাবিষ্ণুবিরোধী পাষণ্ডী যখন অত্যন্ত

দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান অর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার দয়িতা-সহিত এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভবিজয় করেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত এই (পুরুষোত্তম) ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল অবস্থান করেন।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থে শ্রীক্ষেত্র-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

* * (নিত্যানন্দ) শ্রীজীবেরে বলেন বচন।
ঐ দেখ **"শরডাঙ্গা" অপূর্ব্ব দর্শন॥**
শ্রীশরডাঙ্গা নাম অতি মনোহর।
জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর॥
পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল।
দয়িতা সহিত প্রভু হেতায় আইল॥
শ্রীপুরুষোত্তম সম এই ধাম হয়।
নিত্য জগন্নাথ স্থিতি তথায় নিশ্চয়॥

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দিনাজপুর নিবাসী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর) বেদান্তভূষণ সঙ্কলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" (দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত (শবরডাঙ্গার) শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসঙ্গ এইরূপ লিখিত আছে,—

"শরডাঙ্গা—শূর রাজগণের রাজ্যকালীন গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্ত্তমান কালে 'শরডাঙ্গা' প্রভৃতি নামে কথিত আছে। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর শবরক্ষেত্র"।

"কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া শবরক্ষেত্রে স্থাপিত হন। পরে কালপ্রবাহে গঙ্গাতটবাসী উপাধ্যায়-বংশ স্বপ্নাদেশক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিতে থাকেন।

* * * *

"এইস্থানে শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজমান। এইস্থান—অভিন্ন-শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ কালে একটি প্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার সহিত বিরাজ করিতেন। পরে তাহা ভূমিসাৎ হইলে নূতন পাকা মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। এখন শ্রীবিগ্রহগণ একটি খড়ের ঘরে আছেন।

"পৌরাণিক উক্তি অনুসারে পূর্ব্বকালে রক্তবাহু নামক জনৈক বিষ্ণুবিদ্বেষী ব্যক্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে এই স্থানে দয়িতার সহিত আগমন করেন।" * * * *

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন,—

"শ্রীজগন্নাথদেব অধোক্ষজ তত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু নহেন। আমরা নিজের ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে একমাত্র তিনিই তাঁহাকে দর্শনের অধিকারী হইবেন। নতুবা পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই তাঁহার হস্তপদ-রহিত দর্শন ঘটিবে। রজোস্তমোগুণ-তাড়িত ব্যক্তিগণের ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। যতদিন জীব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত বাসুদেবের প্রকাশ তাহাদের চিত্তে প্রকটিত হইবে না।

* * * * *

"ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহ একমাত্র কারণ। ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া অনন্যচিত্তে ভগবদ্দর্শনের যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী হওয়া যায়।" * * * ।

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ)

শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত শরডাঙ্গা (শবরডাঙ্গা) স্থানটি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীমায়াপুরের প্রান্তভাগে অবস্থিত; উহা সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত। শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরগুণ-কীর্ত্তনকারী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ উক্ত শ্রীসীমন্তদ্বীপের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীমস্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দূরত-
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্ত সীমন্তকে ॥ (নবদ্বীপশতকম্)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীনবদ্বীপ-মহিমা' নামক গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন,—

"রাধাকৃষ্ণ সেবা করি', শুদ্ধধর্ম্ম সদাচরি,'
সেবি সাধু-পদরজঃ ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার পাইয়াও রস-সার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই॥
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
সে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি, অতএব গৌর ভজি,
শ্রীসীমন্ত করহে আশ্রয়॥"

শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব-সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণরজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরম সীমাপ্রাপ্ত) হইয়া এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও, হায়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, নবদ্বীপাঙ্গ শ্রীসীমন্তদ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই সুদুর্ল্লভ রাধাকৃপাকটাক্ষ সত্বর লাভ হইয়া থাকে।

শবরডাঙ্গায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য-সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন,—

"সে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা, যে-সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডাগণ এদেশে আসিয়া এতদঞ্চল হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে লইয়া যাইতেন। শরডাঙ্গান্তর্গত রাজাপুর-গ্রামনিবাসী গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় এক জন্মান্ধ ব্রাহ্মণ একবার পুরী যাইবার জন্য পুরীধাম হইতে আগত পাণ্ডাদের নিকট অন্তরের ঐকান্তিক অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে দূরদেশে গমনাগমন দুঃসাধ্য বলিয়া পাণ্ডাগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না। তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ হৃদয়ের গভীর বেদনা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কাতরে নিবেদন করিলেন। পরমকারুণিক পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণ! আগামীকল্য প্রাতঃস্নান করিতে গঙ্গায় নামিলে একখণ্ড বড় কাষ্ঠ তোমার শরীর স্পর্শ করিবে। তুমি সেই কাষ্ঠখণ্ড বাড়ীতে আনাইয়া তোমাদের গ্রামে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত যে সূত্রধর আছে, তাহাকে দিয়া আমার (তিন) বিগ্রহ (শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা) নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেই আমার দর্শন

পাইবে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হইল। * * *। ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত কাষ্ঠদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি (শ্রীবিগ্রহ) নির্ম্মাণ করিতে আসিয়া সূত্রধর ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং জন্মান্ধ ব্রাহ্মণও চক্ষুলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা দেবীর শ্রীমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা চলিতে লাগিল; কিন্তু কালক্রমে এই গ্রামের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের সেবাও বন্ধ হইল।" [সম্প্রতি এই লুপ্ত সেবা পুনরুদ্ধারের জন্য যত্ন ও চেষ্টা চলিতেছে।]

ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ স্মরণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীজগন্নাথের সম্বন্ধ নিম্নে লিখিত হইল :—

বাঙ্গালা ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পূর্ব্বে পুরীধামান্তর্গত স্বর্গদ্বার-ভক্তিকুটীতে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর (সন্ন্যাস গ্রহণের পর) রথযাত্রা-দর্শনোদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে খুলনা নিবাসী শ্রীবিষ্ণুচরণ দাসাধিকারী ভক্তিসিন্ধু, বনগ্রামনিবাসী ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত, যশোহর জেলান্তর্গত বিনোদনগরনিবাসী শ্রীতারিণীচরণ সমঝদার কবিরাজ, ঐ লোহাগড়ার অন্তর্গত নারান্দিয়ানিবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস ও কতিপয় ভক্ত পুরী-সাতাসন-মঠ-দর্শনে গিয়াছিলেন। তখন শতাধিক বৎসরের একজন মহিলা ভক্ত তথাকার সেবাইত ছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রুত সেই অলৌকিক ঘটনাটী লিখিতেছি—

একসময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-আলয়ের সম্মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি তিন দিন স্থগিত থাকায় পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে ধর্ণা দিয়া জানিতে পারিলেন যে, ছয় মাসের শিশু (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) রথে আরোহণ করিলেই রথ চলিবে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নিজজন (শ্রীল প্রভুপাদ) রথে আরোহণ করিলেই রথখানি দ্রুত চলিতে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটী "প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রার সময়ে আমাদের আরাধ্য উক্ত শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। সেই সময়েও তাঁহার মহাপুরুষত্বের আর একটী পরিচয় পাওয়া যায়। রথযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথের রথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলয়ের

সম্মুখে আসিয়া দিবসত্রয় অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে ভগবতী দেবী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রথে উপস্থিত হইলে শিশু হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন এবং শ্রীজগদীশের গলদেশ হইতে একটী প্রসাদী মালা শিশুর মস্তকে পতিত হইল। ইহাতে ভগবতী দেবীর এবং অন্যান্য সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বিভিন্ন দ্রব্যদ্বারা যখন শিশুর রুচি পরীক্ষিত হইল, তখন তিনি ধান্য বা অর্থাদির দিকে হস্ত প্রসারণ না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষ-সহযোগে বিপুল হরিধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদদ্বারা শিশুর অন্নপ্রাসন হইল। * * * * । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি বিমলা দেবীর নামানুসারে শিশুর নাম রাখেন —বিমলা প্রসাদ।"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রত্যহ পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। তিনি পাঁচ বৎসরের অধিককাল কায়মনোবাক্যে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা করেন। —'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ধর্ম্ম

'ধরতি অধঃপতনাৎ রক্ষতি যঃ সঃ ধর্ম্মঃ।' (হরিভক্তিবিলাস)

আজকাল পল্লব-গ্রাহিকা-বুদ্ধি আধুনিকদের মুখে শুনা যায়,—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল। যে-কোন দেশ বা সমাজের ধ্বংসের মূলে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মের অভাব বা ধর্ম্মধ্বজিতাই ইহার মূল কারণ।

'ধৃ'-ধাতু কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যে 'মন্'-প্রত্যয় করিলে 'ধর্ম্ম'-শব্দের দুইটি অর্থ হয়। 'ধারণ করে যে এবং ধারণ করা যায় যদ্দ্বারা।' 'ধৃ'-ধাতু সকর্ম্মক হওয়ায় কি ধারণ? —এই প্রশ্নটী আসে। ইহার উত্তর,—যাহার ধর্ম্ম তাহাকে ধারণ। যেমন অগ্নি নির্ব্বাপণ ও তরলত্ব জলের গুণ বা ধর্ম্ম। জল যখন বিকৃতি প্রাপ্ত অর্থাৎ বরফ বা বাষ্পে পরিণত হয় তখন তাহাকে আর জল বলা যায় না। সুতরাং কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে যে আবহাওয়া জলকে তাহার স্বকীয় স্বরূপ জলত্বে স্থির রাখে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আবার বিকৃতিপ্রাপ্ত

বাষ্প বা বরফকে যে শৈত্য বা উত্তাপদ্বারা তাহার জলত্বে অবস্থিত করানো হয় তাহাই কর্ম্মবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম্ম।

সুতরাং ধর্ম্ম-শব্দে এই অর্থ স্থির হয়—যাহা জীবকে তাহার আত্ম-স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে অথবা যদ্দ্বারা জীব তাহার নিজ স্বরূপে নীত হইয়া ধৃত হয়, তাহাই জীবের ধর্ম্ম। অণুচেতন জীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় ঐ জলের মতই বিকৃতিপ্রাপ্ত বা আবৃত-চেতন। ঐ আবরণ ভেদ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকাই জীবের স্বধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থে যে ধারণ-বৃত্তি, তাহা পতন-বিরোধী ব্যাপার। সর্ব্বতোভাবে পতন হইতে আত্মরক্ষার নামই ধর্ম্ম। অর্থাৎ যাহা হইতে ঐহিক পারত্রিক সুখ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। 'যতোঽভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধি স ধর্ম্মঃ।'

ভগবান মনু বলিয়াছেন—'ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।' ঐ ভাগবতী গুণ-সমূহকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। ধর্ম্ম কোন দুঃখের হেতুভূত কারণ নহে। উহা মানুষকে ছোট করে না, কাপুরুষ করে না, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত করে না, এক কথায় মানবতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে না; ধর্ম্ম মানুষকে করে বীর্য্যবান, সকল গুণে গরীয়ান্। এই ধর্ম্ম তখনই সতেজ ও কল্যাণপ্রদ হয় যখন উহা ব্যষ্টিগত জীবনের একটী সত্যদৃষ্টি এবং ভগবদ্মুখী বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুশীলিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতির মধ্যেই ধর্ম্মের গভীরতম সত্য নিহিত। ধর্ম্ম-শব্দটির মধ্যেই ধর্ম্মের রহস্য বিদ্যমান। ধর্ম্ম-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত রহস্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানেই ধর্ম্মের চরম ব্যাপ্তি।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।" আমরা আমাদের আত্মস্বরূপ ভুলিয়া অবিদ্যা মায়ার দাসত্বকে বরণ করায় উল্লিখিত বাষ্প বা বরফের ন্যায় বিকৃতি-প্রাপ্ত। যাহা অবলম্বনে আমরা নিজ স্বরূপে অবস্থান করিবার সুযোগ পাই তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। গ্রাহিকা-বুদ্ধির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণব-দার্শনিক-গণের ধর্ম্মমতবাদের বৈষম্য ঘটিয়াছে। আচার্য্য নিম্বার্ক-মতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এবং ভেদের নিত্যতা স্বীকৃত। আচার্য্য রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তিমূলক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর মতে বস্তু এক হইলেও ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। ইহার নাম—শুদ্ধাদ্বৈত বাদ। তারপর

মধ্বাচার্য্য প্রচার করিলেন শুদ্ধদ্বৈতবাদ। চারি সম্প্রদায়ের এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রচারিত মতবাদ-মধ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু দ্বৈতবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। নিম্বার্কাচার্য্য ও রামানুজের উপাস্য তত্ত্ব নানারূপ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর ন্যায় ইঁহাদেরও জীব-ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ অপরিস্ফুট। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু মধ্ব-মতে শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবের ভিত্তিটী অবলম্বন করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তের বিচিত্র হর্ম্ম্য রচনা করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ব্যাপক। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রাজ্যেই ইহার ব্যাপ্তি।

জীব, মায়া, কাল ও কর্ম্ম এসমস্ত হইতে ব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী শক্তিযোগে জগতের সৃষ্টি। এই সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি বা প্রকৃতি পদবাচ্য এবং স্রষ্টা পরব্রহ্মই পুরুষ পদবাচ্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ—(১) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্ববেদবেদ্য, (৩) জগৎ সত্য, (৪) তদ্‌গত ভেদও সত্য, (৫) জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, (৬) জীবের তারতম্য আছে, (৭) শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অনুচর হইয়া স্ব-স্বরূপে পরমানন্দ উপভোগই মোক্ষ। (৮) অহৈতুকী ভক্তিই সেই মোক্ষের সাধন; (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ অর্থাৎ আপ্ত-বচন এই তিনটি প্রমাণ। তাঁহার মতে ভগবদ্ধাম ও লীলা-পরিকরাদির সঙ্গে ব্রহ্মের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

এই ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, ধর্ম্ম-মনোভাব যাহার যে-প্রকারই থাকুক না কেন, বাল্য হইতেই ধর্ম্ম-সাধনানুশীলনে যত্নবান হওয়া উচিত। বিষয়ানলে দগ্ধ ঝামামৃত্তিকা-সদৃশ বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয় না। সুতরাং বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা, যৌবনে ধনোপার্জ্জন, বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম—এইসকল অবিদ্যাজাত নীতির দোহাই অমান্য করিয়া বাল্যে মনের কোমলতা থাকিতেই ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ!" এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই বিদ্যা বা ধনোপার্জ্জন করিতে হইবে। ধর্ম্মহীন বিদ্যা বা ধন ঐহিক ও পারত্রিক অশুভের পরিপোষক। এদিকে যাহাতে ধর্ম্মটি পোষাকী হইয়া না পড়ে সেজন্যও বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে। এই ধর্ম্মানুশীলনে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, মানুষের আত্মিক উন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা সে নিজেই। দেহ-মনের বাধা যিনি জয় করিতে পারেন, পারিপার্শ্বিক বাধা তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।

—**শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায়**, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(বৃহন্নারদীয়-পুরাণাবলম্বনে)

[৩]

বদ্ধজীবের চেতনতার ক্রম-বিকাশ ও মনুষ্য-জন্ম লাভ

ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবগণ কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্য-ভোগ-সুখ অনুভব করিয়া এবং পাপকর্ম্মের ফলে অত্যন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কর্ম্মাবসানে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। অনন্তর সর্ব্বভয়-সঙ্কুল মৃত্যু-ব্যাধিযুক্ত স্থাবরাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পর্ব্বত, তৃণ প্রভৃতি স্থাবর-জন্মে জীব আচ্ছাদিত-চেতনরূপে সর্ব্বদা মহামোহে সমাচ্ছন্ন থাকে। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বীজরূপে পৃথিবীতলে উপ্ত হয়, পরে জলসেচনাদি সংস্কার ও সামগ্রীবশে বীজ পাটিত হয়, তৎপরে মূল রূপ প্রাপ্ত হয়। মূল হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি, অঙ্কুর হইতে পর্ণ কাণ্ড লতারূপে পরিণত হয়; কাণ্ড হইতে কোরক, কোরক হইতে পুষ্পরূপ ধারণ করে। পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি সফল, কতকগুলি নিষ্ফল, কতকগুলি বা ফলের হেতুভূত হয়। সেই পুষ্পসকল প্রবৃদ্ধ হইলে তন্মূলাবধি তুষের উৎপত্তি হয়। সূর্য্য-কিরণ-সহযোগে ওষধি রস তুষমার্গে প্রবেশ করিয়া ক্ষীরভাব প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে তণ্ডুলরূপে পরিণত হয়। তণ্ডুলসকল দৃঢ় হইলে ওষধিগণ মরিয়া যায়। বনস্পতিসকলও ওষধির ন্যায় উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হয় এবং সংস্কারবশে সম্বৎসরের মধ্যে ফলবান্ হয়। এইরূপ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বহুকাল যাবৎ বায়ুদ্বারা ভঞ্জন, ছেদন, দাবাগ্নি দ্বারা দাহ এবং শীত-আতপ প্রভৃতি দ্বারা দুঃখ অনুভব করিয়া মরিয়া যায়।

অনন্তর কৃমিযোনি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখ অনুভব করে, ক্ষণেক জীবিত থাকিয়া পরক্ষণেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, বলবান্ প্রাণিগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে না। তাহারা শীত বাতাদি ক্লেশ অনুভব করিয়া এবং সর্ব্বদা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া মল-মূত্রাদি মধ্যে সঞ্চরণ করত বহুবিধ দুঃখ অনুভব করে।

আবার তাহারাই পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ বাধা সহ্য করিয়া সর্ব্বদা বৃথা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়; তাহারা প্রতিনিয়ত ক্ষতজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়,

স্বীয় প্রসূতির প্রতিও অত্যাচার করে এবং তৎকালে নানাবিষয়ে অনুরাগাদি-জনিত ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে। কোন জন্মে মাংস-মেধ্যাদি ইহাদের ভোজনসামগ্রী, কোন জন্মে বা কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি দ্বারা উদর পূর্ণ হয় এবং দুর্ব্বল প্রাণিগণের প্রতি হিংসানিরত হইয়া নানাবিধ দুঃখ পাইতে থাকে। কোন জন্মে বা বায়ু মাত্র ভোজন করিয়া থাকে এবং পরপীড়া-পরায়ণ হইয়া দুঃখ পায়। এইরূপ গ্রাম্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কখন স্বজাতি-বিয়োগ-দুঃখ, কখনও ভারবহন, কখনও পাশবন্ধন, কখন তাড়না, কখনও দাহ, কখন বা ধাবনাদি-জনিত দুঃখ অনুভব করে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

গৌড়ীয়ের চতুর্দ্দশ-বর্ষ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' চতুর্দ্দশ-বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। 'পত্রিকা'-শব্দের দ্বারা আমরা 'পত্র'কেও লক্ষ্য করিয়া থাকি। অর্থাৎ 'চিঠি-পত্র' পত্রিকা-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। সুতরাং চিঠি-পত্রকে বিশুদ্ধ ভাষায় দূরাবস্থিত সন্দেশ-বহনকারী বার্ত্তাবহ বলা হয়। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বলিলে দূরাবস্থিত বৈকুণ্ঠ-জগতের বার্ত্তাবহ বুঝিতে হইবে। এস্থলে শ্রীপত্রিকা কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠ-সংবাদ-বহনকারী মাত্র নহেন, তিনি সাক্ষাৎ বাণী-বিলাস-বিগ্রহ। সুতরাং আমরা এই বাণী-বিলাস-বিগ্রহের গৌর-পূর্ণিমা দিবসে শুভ-পদার্পণের বিষয় চিন্তা করিতেছি। বিগ্রহ বলিলেই কর-পদাদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই লক্ষ্য করে। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সেবকগণ নিরাকার কাল্পনিক পদার্থের প্রতিবিম্ব কল্পনা করিয়া তাহার কোন কর-পদাদিতে প্রণতি স্বীকার করেন না।

এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বাণী-বিলাস-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অভিনব আনন্দোৎসব-বর্ষ। শ্রীল রামানুজ লক্ষ্মণদেশিকের বাহ্য স্থূলাহার সঙ্কোচের চতুর্দ্দশ বর্ষ আমাদিগকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণরূপে গৌরসুন্দরে বিলসিত থাকিয়াও তাঁহার এক-তৃতীয়াংশ-রূপে প্রকাশিত। শ্রীমৎ হনুমৎ-ভীম-মাধ্বাচার্য্যের পূজিত 'বালকৃষ্ণ-বিগ্রহ' গৌরসুন্দরে পূর্ণরূপে অন্তঃসিদ্ধ থাকায় গৌরমূর্ত্তি পূর্ণ। সুতরাং শ্রীগৌরবিগ্রহ

যাবতীয় পূর্ণ-উপাস্য-তত্ত্বসমূহের পূর্ণ বিগ্রহ হইলেও এই চতুর্দ্দশ-বর্ষে লক্ষ্মণের লক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশ পাইতেছে।

ভারতের অধিপতি ভরত রামানুজ হইয়া তাঁহার দাস্যে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা-সেবায় চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। সুতরাং শ্রীভরতরাজের পক্ষে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ যে কত আশা-ভরসা, তাহা সকলের পক্ষেই অনুমেয়। রামানুজ শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রের অসহনীয় বিরহে ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং চতুর্দ্দশ বর্ষের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তই তাঁহার পক্ষে দাস্য-বিপ্রলম্ভের অনন্তকোটি বর্ষে পরিণত হইতেছে। আমরা এই চতুর্দ্দশ বর্ষ যেন ভরত-মহারাজের শ্রীরাম-মিলনের ন্যায় চির-প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করিতে পারি।

শ্রীশ্রীমৎ হনুমৎ-ভীম মধ্বমুনি স্বয়ং রাম-কৃষ্ণের উপাসনা শিক্ষা দিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তজ্জন্যই মধ্ব-সম্প্রদায়কে নিজ সম্প্রদায় বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক উড়ুপীতে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন সেরূপ আনন্দ তিনি দক্ষিণদেশে কোথাও লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা এই অভিনব বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচ্ছদপটে শ্রীশ্রীমন্ মধ্ব-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তি শ্রীপত্রিকা-পাঠকগণের সেবা-সৌভাগ্যের জন্য উপস্থিত করিয়াছি।

শ্রীরামচন্দ্রের সাত্ত্বিক বনবাস-লীলার অন্তিম-প্রসঙ্গ দশমৌলি বিনাশ। দশদিক যে দশ মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তিত হইয়া থাকে সেই দশ মস্তিষ্কে অদ্বয় ও অদ্বৈত শূন্যতত্ত্বের প্রকাশ দেখিতে পাইয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহা বিনাশ করিয়া থাকেন। অদ্বয় বা অদ্বৈত-চিন্তাই বিশ্বের অমঙ্গলকারিণী। ইহাই একপক্ষে রামলীলার শিক্ষা।

দ্বিতীয় পক্ষে, উক্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ সাত্ত্বিক বনবিহারে রাবণের সীতাহরণ প্রচেষ্টা লৌকিক জ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার বলিয়া প্রাকৃত দশদিক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে অসম্পৃক্ত শ্রীরামশক্তি অপ্রাকৃত সীতাদেবী—রাবণের প্রাকৃত চেষ্টার বাহিরে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর" অথবা "প্রাকৃত কভু অপ্রাকৃত হয় না"—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য সীতাহরণ লীলার প্রকাশ।

প্রাকৃত যে-প্রকার অপ্রাকৃত হয় না সেইপ্রকার অপ্রাকৃতও প্রাকৃত হয় না; এমন কি, পরস্পর সম্বন্ধযোগ্য নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কূর্ম্ম-পুরাণ হইতে দক্ষিণদেশীয় রামভক্ত সেবককে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে,—"সীতা রাবণ-কর্ত্তৃক

অপহৃত হইবার যোগ্যা নহেন। ছায়া-সীতাই অপহৃতা হয়; অপ্রাকৃত সীতা অপহৃতা হন নাই।"

চতুর্দ্দশ বর্ষের অন্তে অগ্নি-পরীক্ষাতেও অযোধ্যাক্ষেত্রে **মহানন্দ-উৎসব** প্রকাশিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র শিক্ষা দিয়াছিলেন,—'মায়াসীতা বা ছায়াসীতা' দগ্ধীভূতা হইলেও সর্ব্বকনিষ্ঠ-দেবতা অগ্নি তাঁহার নিকট সংরক্ষিতা অপ্রাকৃত সীতাদেবীকে সমর্পণ করেন। এ-স্থলেও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৫৬ সালের ২২শে জুন তাং-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের "The Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956" আইনের অষ্টম রুল অনুযায়ী জানাইতেছি যে,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী), পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়। (২) পত্রিকাখানি প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ প্রতিমাসে একবার প্রকাশিত হয়। (৩) উক্ত পত্রিকার মুদ্রণ-কারীর নাম—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। জাতি—ভারতীয় (হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ)। ঠিকানা—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী), পশ্চিম বঙ্গ। (৪) প্রকাশক—ঐ। (৫) সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। জাতি—ভারতীয় (হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ)। ঠিকানা—ঐ। (৬) শ্রীপত্রিকার স্বত্বাধিকারী—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিপক্ষে উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। এই সমিতি এখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই।

আমি ভক্তিবেদান্ত বামন এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিষয়গুলি আমার যথাসম্ভব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি—৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৮। ইং—১৪।৩।১৯৬২।

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন,
প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ, } চৈত্র ১৩৬৮ { ২য় সংখ্যা

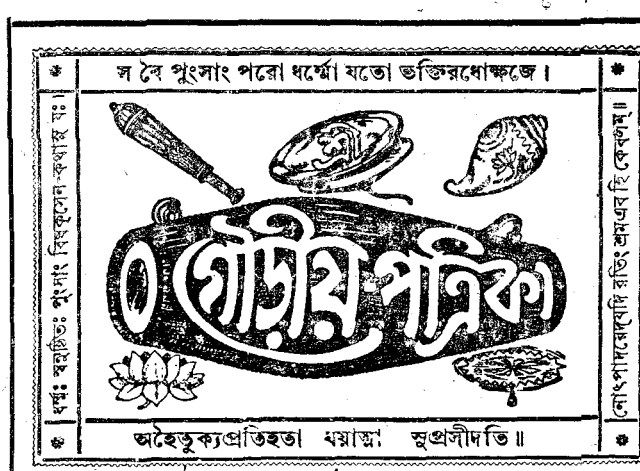


শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৪ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৩ বিষ্ণু, ৪৭৬ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৬৮ ; ইং ১৩।৪।১৯৬২ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (১)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—১-৯)

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণ-ব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি॥ ১॥

(জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির বাসনায় উন্মুখ হইয়া আত্মকারণ পদ্ম, আত্মা, জল, বায়ু ও আকাশাদি-পঞ্চককেই সৃষ্টি-ক্রিয়ার কারণ-রূপে নিরীক্ষণ করিলেন এবং চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক পরমপূজ্য ভগবান্ শ্রীগর্ভোদশায়ীর স্তব করিতে লাগিলেন,—)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য

আপনাকে জানিতে পারিলাম। আহা! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দ ভাগ্য! যেহেতু, তাহারা আপনার তত্ত্ব জানিতে পারে না। আপনিই একমাত্র জানিবার যোগ্যপুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও শুদ্ধ সত্য নহে। আপনি যে জগদ্রূপে বহুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গা প্রধানরূপ মায়ার গুণসমূহের পরিণাম হইতেই প্রতিভাত হয় (অর্থাৎ তাহাতেও শুদ্ধত্ব নাই)॥ ১॥

রূপং যদেতদববোধ-রসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ত-তমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতার-শতৈক-বীজং
যন্নাভিপদ্ম-ভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২॥

হে ভগবন্! আপনা হইতে চিচ্ছক্তির নিত্যকালই আবির্ভাবহেতু প্রকৃতির সর্ব্ববিধ গুণ স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াছে। উপাসকগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্য গুণাবতারগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শত-শত অবতারের একমাত্র মূল-কারণস্বরূপ এই মূর্ত্তি ভক্তগণের অভিমুখে প্রকটিত করিয়াছেন। আপনারই নাভিপদ্ম-ভবন হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছি॥ ২॥

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্ব-সৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৩॥

হে পরমপুরুষ! আপনার যে অনাবৃত-প্রকাশ নির্ভেদ-আনন্দমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ, তাহা এই রূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি না, কিন্তু ইহা সেই অদ্বয়-তত্ত্বেরই অসম্যক্ প্রতীতি-বিশেষ। হে আত্মন্! এই কারণেই উপাস্যের মধ্যে মুখ্য, অদ্বিতীয়, বিশ্বের সৃষ্টিবিধানকারী, সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং ভূতেন্দ্রিয়গণের কারণ, আপনার ঐ মূর্ত্তিকেই আমি আশ্রয় করিলাম॥ ৩॥

তদ্বা ইদং ভুবন-মঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ-প্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪ ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা আপনার উপাসক । আপনি আমাদের মঙ্গলবিধানের জন্য ধ্যানযোগে যে রূপ প্রদর্শন করাইলেন, নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ নারকিগণ তাহার আদর করে না । আপনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪ ॥

যে তু ত্বদীয়-চরণাম্বুজকোষ-গন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণ-বিবরৈঃ শ্রুতি-বাত-নীতম্ ।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ৫ ॥

প্রভো ! যে-সকল শুদ্ধভক্ত আপনার পাদপদ্মের সৌরভ শ্রুতিরূপ গন্ধবহযোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণরন্ধ্র দ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ আদরের সহিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগে ভবদীয় চরণপদ্মই পরম-পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন ; হে নাথ, সেই-সকল নিজজনের হৃদয়কমল হইতে আপনি কখনও দূরগত হন না ॥ ৫ ॥

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৬ ॥

'আমি ও আমার'—অনাত্মভূত অসৎ বস্তুতে যে এইরূপ অভিমান, —ইহাই ভয়-শোকাদির মূল কারণ । হে ভগবন্ ! যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন-কুটুম্বাদি বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার-লাভ, তথাপি উহাদের

জন্য বিপুল তৃষ্ণা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে 'আমি ও আমার' এইরূপ জড়াসক্তি বিদ্যমান থাকে ॥ ৬ ॥

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কাম-সুখলেশ-লবায় দীনা
লোভাভিভূত-মনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! ভবদীয় প্রসঙ্গ সর্ব্ববিধ অভদ্ররাশি বিদূরিত করিয়া থাকে। যে-সকল ব্যক্তি আপনার সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া তুচ্ছ কাম-সুখের আশায় লোভাভিভূত-হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গলজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা দৈবকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য ॥ ৭ ॥

ক্ষুত্তৃট্-ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণ-বাত-বরষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥

আহা! (ঐ হরিকথাবিমুখ) জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ, বাত-বর্ষাদ্বারা পরস্পর মুহুর্মুহুঃ ক্লিষ্ট হয়, সুদুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধভরে দুঃখ পাইতে থাকে। হে উরুক্রম! ইহাদিগের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে ॥ ৮ ॥

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

হে ঈশ! বদ্ধ লোকসকল যে-কাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ফল-প্রদাত্রী মায়াদ্বারা বর্দ্ধিত এই দেহাদি ভাবকে আপনার নিকট হইতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি না করে, সেইকাল পর্য্যন্ত অনিত্য দুঃখসমূহের প্রাপক কর্ম্মফল-প্রসবকারী এই সংসার ব্যর্থ হইলেও তাহা হইতে উপরত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আত্মহারা পাঠক

পারমার্থিক পত্রের জনৈক পাঠক আত্ম-স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া জড়াত্ম-বোধ বা জড়দেশাত্ম-বোধে সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—**আত্মা—অবিনাশী, আত্মা—অক্ষোভ্য এবং আত্মায় কোন অনুপাদেয়তা নাই।** অনাত্ম সূক্ষ্ম ও স্থূল-দেহ কাল-ক্ষোভ্য হওয়ায় উহা অনুপাদেয় ও ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার যোগ্য। যাঁহাদের দেহাত্ম-বোধ প্রবল, মানসাত্ম-বোধ প্রবল, তাঁহাদের স্বরূপ-জ্ঞানের ও বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব হওয়ায় প্রাপঞ্চিক দ্রব্যের সহিত অভিন্ন বোধ নানাবিধ ক্লেশ উৎপাদন করে। কিন্তু পারমার্থিক পত্রের পাঠক এই সকল কথা সুষ্ঠু-ভাবে জানেন। যাঁহারা গীতার ২য় অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মানাত্মবিবেক উদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়-মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"—শ্লোকগুলি বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের অনাত্মপ্রতীতি নাই, জানিতে হইবে।

ভগবদিতর দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত **অনাত্ম-প্রতীতি প্রবল হইলে জীবের বদ্ধাভিমান-মাদকতা প্রবল হয়। তৎকালে তিনি পারমার্থিকের বিদ্বেষী হইয়া পড়েন।** বালক যেরূপ না বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকের সহিত বৃথা কলহ করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করে, তদ্রূপ আত্মবিৎ-এর সহিত মতভেদ করিয়া আত্মবঞ্চিত দিশেহারা পথিক তাহার প্রত্যেক কার্য্যকেই জড়জগতের কর্ম্মপ্রকার-বিশেষ জ্ঞান করিয়া আত্মসন্ধান লাভ করেন না। **প্রাপঞ্চিক বিকারে প্রতিষ্ঠিত জীব বিকার ব্যতীত নির্ব্বিকার বিচিত্রতাময়** রাজ্যের কোন সন্ধানই পান না বলিয়া জগতের সকলেই অনাত্মবিৎএর অনুসরণ করিবেন, এই অনভিজ্ঞের বিচার সুধীসমাজ পোষণ করেন না।

হ্রস্ব-বর্গ-ঘন-প্রভৃতি-ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিগুণতাড়িত জনগণ তুরীয় বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া আত্মসংহারপূর্ব্বক যে পাপ অর্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে 'আত্মঘাতী' বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আত্মা অবিনাশী, সুতরাং তাঁহার তাদৃশ চাপল্য ক্ষণিক চাঞ্চল্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও শীঘ্রই তাঁহার ভ্রান্তি অপসারিত হয়।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব ভয়াতুর, শোকাতুর, স্পৃহাশীল, প্রচণ্ড লোভবশ, আর

অভয়চরণারবিন্দের সন্ধান না রাখার দরুণ তাঁহার যে বিপত্তি, উহা তাঁহার প্রলাপ-বিকারে পরিণত হয়। উহা অনাত্ম-প্রতীতিরই ধর্ম্ম। **ভক্তি-বিবেক উদিত না হইলে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয় না।** বিকৃত বিরূপে তাঁহাদের স্বরূপভ্রান্তি ঘটে এবং তদনুসারে নানা অমঙ্গলের বশবর্ত্তী হন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—মানব বা জীব-মাত্রেই বৈষ্ণব, জীবমাত্রেই ভগবৎপ্রকাশের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত এবং প্রাণিমাত্রেই ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতম তটস্থাশক্তি হইতে প্রকটিত ব্যাপারবিশেষ। তিনি কালাধীন হইলে তাঁহার কেবল ভেদের উপলব্ধি হয়। **ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইলে আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান হয়** এবং স্বাভাবিক আনন্দশক্তির প্রভুত্ব ক্ষীণ হইলে তাঁহাকে ত্রিতাপে গ্রাস করে।

ভগবদ্‌ভ্রান্তি সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। সেই দুঃখলাভের একমাত্র অধিকারী——জীবের অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর-দ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে শরীরদ্বয়ের মালিক হইয়া আর তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না—সে নিত্যকাল বিশুদ্ধ পারমার্থিক হইয়া আপনাকে "গৌড়ীয়" বলিয়া জানে। ভগবদ্-বিমুখ অগৌড়ীয়গণ "গৌড়ীয়" শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা প্রাপঞ্চিক দেশবাসী বলিয়া যে আত্মগরিমা প্রকাশ করেন, উহা বিবর্ত্তোত্থ ও তাৎকালিক।

তাই বলি—আত্মহারা ভ্রান্ত পাঠক! তোমার জিগ্ম-সরণীকে কণ্টকপূর্ণ করিয়া, তাহাতে পতিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য কেন ব্যস্ত হইতেছ? **শ্রীগৌড়ীয়-(পত্রিকা) পাঠ কর, গ্রাম্যবার্ত্তায় ভোগ-প্রণালীর সুখ-দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। তুমি অশোক, অভয় ও অমৃত হইয়া যাইবে। আত্মা—অমৃতের পুত্র, মর্ত্ত্যের তনয় নহে।** স্থূল শরীর—মর্ত্ত্যের তনয়, সূক্ষ্ম শরীর—মর্ত্ত্যের তনয়। আত্মা অমৃত পান করেন, ভগবদুচ্ছিষ্টেই অমৃত আশ্রিত, ইতর ভোজ্যবস্তুর মধ্যে অনেক মরণযোগ্য ভোগের বিষসমূহ বর্ত্তমান। তাহা বরণ না করিয়া গৌড়ীয়-প্রসাদামৃত কর্ণদ্বারা পান কর। তোমাকে আত্মহারা হইতে হইবে না—তোমাকে ত্রিগুণের অন্তর্গত পাঠ্যের পাঠক হইতে হইবে না; **তবেই শ্রীগৌড়ীয়ের পাঠক হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে।** তুমি কামস্কাট্‌কাবাসী হইলেও কিম্বা মার্কিণ দেশে ও মিশর দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও তোমাতে গৌড়ীয়ত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর)

ইহাই সাধনভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও ফল্গু-বৈরাগ্য ভক্তিতত্ত্বের কখনই অঙ্গ হয় না। সে-সমস্তই বিরোধ। ধন ও শিষ্যাদির জন্য যে ভক্তি প্রকাশ করা যায়, তাহা ভক্তি হইতে দূরগত শুদ্ধভক্তির বিরোধ পরিচয়। **বিবেকাদি ভক্ত্যধিকারীর গুণ বটে, ভক্তির অঙ্গ নয়। যম, নিয়ম, অহিংসা, শৌচাদি সচ্চরিত্রতা স্বয়ং ভক্ত-অঙ্গ-আশ্রয়ে শোভা পায়, অতএব তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়।** যথা—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১)

এই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির বিচার। এখন **রাগানুগা সাধনভক্তির বিষয় আলোচিত হইবে।**

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যে ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৩১)

ইষ্টবিষয়ে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা—তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণ-ভক্তি, তাহাই **রাগাত্মিকা** ভক্তি; সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত-ভাবই **রাগানুগা** ভক্তি। শাস্ত্র-শাসনানুগা ভক্তি যেমন বৈধী নামে অভিহিত, সেই-রূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' নাম পাইয়া থাকে। ইঁহারা **কেহই সাধ্যভক্তি নন, উভয়েই সাধন-ভক্তি। রাগাত্মিকা** ভক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। ব্রজবাসী ও পুরবাসী জনগণের রাগাত্মিকা ভক্তি প্রসিদ্ধা। তাঁহাদিগের ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা লুব্ধ হন, তাঁহারাই রাগানুগা সাধনভক্তির অধিকারী। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার প্রদান করে, সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তজনের ভাবে যে লোভ, তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধন-ভক্তি লহরীতে ১৪৮, ১৫০-১৫১ শ্লোক)—

তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্॥

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্।
তত্তৎ কথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

ইহাতে শাস্ত্র বা যুক্তি তল্লোভোৎপত্তির লক্ষণ নয়। কেবল সেই সেই ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে মগ্ন হইতে বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহা কেবল বিশুদ্ধ লোভ বই আর কিছুই নয়। কৃষ্ণস্মৃতি ও নিজ-বাঞ্ছিত কৃষ্ণ-প্রিয়-জনের স্মৃতির সহিত ও কৃষ্ণলীলা-কথায় রতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রজে বাস এবং সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে বাঞ্ছিত ভাবের লালসায় ব্রজ-লোকের সেবানুসরণের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিবে—ইহাই ব্রজরাগানুগ ভক্তের পরিপাটী সাধন-প্রণালী। বৈধ-ভক্তি-বিরোধে যে কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল কথিত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গের মধ্যে এইরূপ সেবার যোগ্য যে-সকল অঙ্গ হয়, সেই সমস্তই রাগানুগা সাধকদেহে স্বীকার্য্য। **যাঁহারা দাস্যরস-লুব্ধ তাঁহারা পত্রকাদির, যাঁহারা সখ্যরস লুব্ধ তাঁহারা সুবলাদির, যাঁহারা বাৎসল্যরস-লুব্ধ তাঁহারা নন্দ-যশোদাদির, যাঁহারা মধুররসে লুব্ধ তাঁহারা ব্রজগোপীদিগের ভাব ও চেষ্টার মুদ্রা সকল 'অনুসরণ' করিয়া থাকেন।**

রাগাত্মিকা ভক্তি **কামানুগা** ও **সম্বন্ধানুগা** ভেদে দ্বিবিধা। রাগানুগাও তদনুসারে দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কামানুগাই প্রধানা ও বলবতী। কামানুগা আবার সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাময়ীরূপে দ্বিবিধা। সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি কেলিতাৎপর্য্যবতী। তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তি কেবল ব্রজদেবীর ভাব-মাধুর্য্যকামিতা মাত্র। কৃষ্ণে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধমনন ও আরোপময়ী যে ভক্তি, তাহাই সম্বন্ধানুগা। পুরে মহিষী-ভাবানুগা ভক্তিই মধুররসে সম্বন্ধানুগা। ব্রজে ঐ রসে কামানুগা ব্যতীত মধুর রতি নাই।

এখন জ্ঞাতব্য, এই যে, **শ্রীগৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে সাধকের সহসা রাগানুগ হইতে বাসনা হয়। রাগমার্গে ভজনই তাঁহার অনুমোদিত।** জীবের ভাগ্যক্রমে যদি গৌরাঙ্গকৃপা-পাত্রজনের সঙ্গ-লাভ হয়, তবে ব্রজবাসীর ভাবে অবশ্যই লোভ হইবে। যে-পর্য্যন্ত সে-প্রকার সাধুসঙ্গ না হয়, সে-পর্য্যন্ত প্রায়ই সাধকগণ বৈধী ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। **গৌরপাদাশ্রয় হইলেই রাগমার্গে**

প্রবেশ হয়। রাগমার্গ-লুব্ধ ব্যক্তির প্রথমে রাগানুগা-ভক্তি। রাগানুগা-ভক্তিতে যে অধিকার, তাহা অতিশয় উচ্চ। **ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবামাত্র আর ইতর রুচি থাকে না।** পাপ, পুণ্য, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি হইতে সাধক সহসা সেই লোভ জন্মের সহিত পরিমুক্ত হন। যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১১)

বৈধ-মার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুগুরু-সঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থনিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়া সহজেই অনর্থনাশ হয়। ভাবও ঐ লোভের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়। রাগমার্গে কেবল আভাস ও কপটতাকে দূর করা আবশ্যক। তাহা থাকিলে বিষম-বিকার ও অনর্থ মাত্র ফল হয়; ভ্রষ্ট রাগকে রাগ মনে করে। অবশেষে বিষয়সঙ্গই প্রকারান্তরে বলবান্ হইয়া জীবের অধোগতি করিয়া দেয়।

শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত সাধক-পুরুষ শুদ্ধ-লোভ-ক্রমে রাগানুগা-ভক্তিকেই অবলম্বন করেন। বৈধসাধনের মধ্যে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবা, বৈষ্ণবসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রের আদর, ভগবল্লীলা স্থলে বাস **ও ভগবন্নামানুশীলনের সহিত স্বীয় সিদ্ধদেহে ব্রজবাসীর ভাব অনুসরণপূর্ব্বক মানসে ভাবমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন।** তন্মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্ জন সাধুসঙ্গের সহিত ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিনাম আশ্রয়পূর্ব্বক ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত হন। **নামাশ্রয়ে দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা-বিধির অপেক্ষা নাই।** নামাভাস ও নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন। নিরন্তর নামালোচনা করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের রূপাদৃষ্টি-ভাবনার সহিত নাম ও রূপের নিরন্তর আলোচনা করেন। ক্রমশঃ শ্রীবিগ্রহের গুণগণ, রূপ ও নাম যুগপৎ আলোচিত হয়। পরে স্বরূপগত লীলা ভাবনার সহিত

গুণ, রূপ ও নাম হইতে থাকে। লীলায় রসোদয় হয়। রসই চরম লাভ। কেবল নামানুশীলন-সময় হইতেই রসোন্মুখী ব্যাকুলতা থাকিলেই অতি স্বল্প-দিনেই রসোদয় হয়।

নামাপরাধ দশটী; যথা পাদ্মে.—

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।

(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

(৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং
(৫) তদার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্।
(৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥

(৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
(১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং-মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

(১) **শুদ্ধভক্ত-বিদ্বেষ ও নিন্দা**। (২) **অন্য দেবতাকে পৃথগীশ্বর বুদ্ধিদ্বারা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠার হানি**। (৩) **সাধুগুরুর প্রতি অবজ্ঞা**। (৪) **ভক্তিশাস্ত্রের অবহেলা**। (৫) **হরিনাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র জ্ঞান**। (৬) **হরিনামে অর্থকল্পনা**। (৭) **নামবলে পাপাচরণ**। (৮) **অন্য শুভকর্ম্মের সমান বলিয়া নামকে জানা**। (৯) **অনধিকারী লোককে হরিনাম দেওয়া**। (১০) **নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি এবং জড়াহঙ্কার-বুদ্ধি ত্যাগ না করিয়া নাম-গ্রহণ**।

নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ **ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাস**। **স্বরূপ-জ্ঞানরহিত অপরাধশূন্য নামই নামাভাস। তাহাই সাধুসঙ্গে শীঘ্রই স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধনাম হয়**। অন্যাভিলাষিতা, জ্ঞান-কর্ম্মযোগ ও বৈরাগ্যবুদ্ধি-আচ্ছাদিত নামকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলে। কোন

স্থানে তাহা ছায়া-নামাভাসপ্রায় এবং কোনস্থলে তাহা নামাপরাধ হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামানুশীলনেই নামাপরাধ ক্ষয় হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

শুদ্ধনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবই 'শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত। **সান্তর নামানুশীলকই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই—বৈষ্ণবতর'। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধনাম হয়, তিনি 'বৈষ্ণবতম'।**

যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ ১১১, মধ্য ১৬শ ৭২, ৭৪-৭৫),—

অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥
কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণবপ্রধান'॥
ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' আর 'বৈষ্ণবতম'॥

এই সকল সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবকে সম্মান করিবে। **বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবে।** এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থবৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন্ বা বনবাসীই হউন, নিজ-নিজ শ্রেণীতে সকলেই সমান। যাঁহার বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ৪০ শ্লোক),—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্ব পাপ, ক্ষয়াবশিষ্ট বা ক্ষয়োন্মুখ পাপ কিম্বা দৈবাৎ-আগত পাপে দোষদৃষ্টি করিবে না।

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"

(উপদেশামৃত ৫ম শ্লোক)

সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ-বৈষ্ণব অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধ-ভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনাম-রসের সাধন করিবে। কৃষ্ণরুচি সফল হইলে বিষয়রুচি যখন সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজে কাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ এক প্রকার সহজ বৈরাগ্যভাব উদিত হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।

উভয়বিধ সাধন-ভক্তিতেই সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা। বৈধজিজ্ঞাসুকে সদ্‌গুরু তাঁহার রুচি-অনুসারে প্রয়োজনীয় বিধি পালনের উপদেশ ও অনর্থনিবৃত্তির পথ শিক্ষা দিবেন। **রাগানুগা ভক্তি জিজ্ঞাসুকে তাঁহার স্বাভাবিক রুচির উপযোগী রসের পথ দেখাইয়া দিবেন।** রুচি বা লোভ দুই প্রকার—ক্ষণিক ও নৈসর্গিক। অনেকেই শ্রীমন্নন্দ-সুবলাদির চরিত্র শুনিয়া সেই সেই চরিত্রে বিশেষ আনন্দলাভ করেন, কখনও একটু ভাব প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেই আনন্দ ও ভাব অল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়। সে-স্থলে সেই ভাবকে ক্ষণিক লোভ বলা যায়। তদ্দৃষ্টে কোন কার্য্য হইতে পারে না। **পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রসের মধ্যে জিজ্ঞাসুর কোন্ রসে নৈসর্গিক লোভ আছে। নৈসর্গিক ভাবটী বুঝিয়া সদ্‌গুরু শিষ্যকে সেই ভাবের অনুগত করিয়া দিবেন, নতুবা অনধিকার-দোষবশতঃ উপদিষ্ট-ভাব স্থায়ী হইবে না। সকল জিজ্ঞাসুই যে মধুররসের অধিকারী হইবে, এরূপ নয়। যে-গুরু এই অধিকার বিচারে অক্ষম, তিনি সরলতার সহিত জিজ্ঞাসুকে আপনার অসামর্থ্য ব্যক্ত করিয়া অন্য উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইতে বলিবেন।** শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় না করিতে পারিলে আর উপায় নাই।

গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে সাধনভক্তি-বিষয়ে এরূপ সংক্ষেপ-আলোচনা করিলাম। যাঁহাদের বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ ও ভক্তিসন্দর্ভ ভালরূপে আলোচনা করিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"নাম নিতে যেন ভুলো না"

নাম নিতে যেন ভুলো না রে মন, নাম নিতে যেন ভুলো না।
নাম নিলে পাবি পরম শান্তি, তৃপ্ত হবে রে রসনা॥
দুঃখ-শোক কভু র'বে না হৃদয়ে
পুলকে মাতিবি আপনা ভুলিয়ে,
দেখিবিরে চিতে অমূল্য নিধি ব্রজের সে কালো-সোনা।
নাচিবি গাহিবি অনুভবি' সেই ব্রজনাথ-লীলা কণা॥

নাম নিতে যেন ভুলো না রে মন, নাম নিতে যেন ভুলো না।
ব্রজগোপী হ'বি, শ্যামেরে ভজিবি, রহে যদি হেন বাসনা॥
কালিন্দী-কূলে নীল-তরুতলে
রাধাসনে শ্যাম ঝুলনেতে ঝোলে,
গোপীগণে সেথা রাধাশ্যাম লাগি' করে কত প্রীতি-যোজনা।
গোপিনী অনুগা হয়ে আজি মন কর শ্যাম-পদ ভাবনা॥

নাম নিতে যেন ভুলো না রে মন, নাম নিতে যেন ভুলো না।
রাধা-মাধবের চরণে নমিলে সার্থক হবে এ তনিমা॥
গোণা ক'টা দিন যা'বে যে ফুরায়ে
মরণ আসিবে একদা ঘনায়ে,
মায়া ঘুমে কেন অচেতন হ'লি? জেগে উঠে হরি বল্‌না।
ভেবে দেখ্ তোর কেউ কারো নয়,—ভুলে যা এ ভোগ-বাসনা॥

নাম নিতে যেন ভুলো না রে মন, নাম নিতে যেন ভুলো না
নাম নিলে শ্যাম হইবে তুষ্ট, পূরিবে রে তোর বাসনা॥
সংসার ত্যজি' যা'বি সেই ধামে,
প্রাণপতি শ্যামে হেরিবি নয়নে,
দেখিবি সেথায় কা'র লাগি' যত ছুটে চলে ব্রজ-ললনা।
তাদের কারও অঞ্চল লুটে, কেউ বা বিবশ-বসনা॥

নাম নিতে যেন ভুলো না রে মন, নাম নিতে যেন ভুলো না।
ভক্তির বশ আমাদের কানু তাও কি তুমি হে জান না ??
কানুর বাঁশরী শুনিলে শ্রবণে
উতরোল চিত হ'বে সেই ক্ষণে,
কানুর পীরীতি বুঝিবি জীবনে এমনি নামের মহিমা!
নাম-বলে পা'বি নামীর সঙ্গ, নাম নিতে যেন ভুলো না॥

—শ্রীনামাশ্রয়াকাঙ্ক্ষী

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(বৃহন্নারদীয়-পুরাণাবলম্বনে)

[৩]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৮ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপ বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি বহু-যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ স্বীয় পুণ্যফলে, এতাদৃশ দুঃখ না পাইয়াও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও প্রথমে চর্ম্মকার, তৎপরে যথাক্রমে চণ্ডাল, ব্যাধ, রজক, কুম্ভকার, লৌহকার, সুবর্ণকার, তন্তুবায়, বণিক্ প্রভৃতি নানা জাতি হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং নানাজন্মে ধাবক, লেখক, ভৃতক, শাসন-হারক প্রভৃতির কর্ম্ম করে; কেহ দরিদ্র, কেহ হীনাঙ্গ, কেহ অধিকাঙ্গ হইয়া বহুবিধ দুঃখ পায়। এতদ্ভিন্ন জ্বর, তাপ, শীত, বাত শ্লেষ্মা, গুল্মরোগ, পাদরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, গর্ভরোগ, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি আরও নানাদুঃখ ভোগ করিতে হয়।

জন্ম-বাল্য-যৌবন বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুকালেও জীবের অশেষ যন্ত্রণা

মনুষ্যজন্মের প্রথমে স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনাবসানে যখন জরায়ুমধ্যে রেতঃ প্রবেশ করে, সেই সময়ে জীবও কর্ম্মবশে শুক্রাশ্রয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া শুক্র-শোণিতের সহিত কলনে প্রবর্ত্তিত হয়। জীব প্রবেশের পঞ্চম দিনাবধি কলন আরব্ধ হইয়া অর্দ্ধমাসে উহা সম্পূর্ণ হয়। একমাস গত হইলে উহা প্রাদেশ-পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তদবধি চৈতন্যসত্ত্বেও জননীর উদরে বায়ুবেগে এবং দুঃসহ তাপাদি-ক্লেশপ্রযুক্ত একস্থানে থাকিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। দুইমাস হইলে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়; তিন মাসের পর

কর-চরণাদি অবয়বসকল লক্ষিত হয়। চারিমাস গত হইলে অবয়ব-সন্ধিসকল পরিস্ফুট; পঞ্চমমাসে নখ এবং ষষ্ঠমাসে নখসন্ধি পরিস্ফুট হয়; সপ্তমমাস গত হইলে রোমোদ্গম এবং অষ্টমমাসের প্রারম্ভে চৈতন্য পরিস্ফুট হয়; তখন নাভিসূত্রদ্বারা তাহার শরীর পুষ্ট হয়। এই সময়ে তাহার শরীর অমেধ্য-মূত্রাদিদ্বারা সিক্ত, জরায়ুবদ্ধ ও রক্ত, অস্থি, ক্রিমি, বসা, মজ্জা, স্নায়ু, কেশাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অত্যন্ত কুৎসিৎ আকার ধারণ করে এবং মাতৃভুক্ত কটু, লবণ, উষ্ণ, রুক্ষ প্রভৃতি রসদ্বারা ভীষণভাবে পীড়িত হয়।

এসময়ে দেহী জীবাত্মা আপনাকে দুঃখানলে দহ্যমান দেখিয়া পূর্ব্ব-জন্মানুভূত দুঃখসমূহ স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে,—"হায়! অমি অতি পাপাসক্ত; আমি পূর্ব্বজন্মে স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য প্রভৃতিতে অত্যাসক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য নানা উপায়ে পরধন পরক্ষেত্র প্রভৃতি অপহরণ করিয়াছি। এবং কামান্ধ হইয়া পরস্ত্রী-হরণাদি করিয়া মহাপাপ আচরণ করিয়াছি। সেইসকল পাপ-কর্ম্মের ফলে, আমি একাকী বিবিধ নরক দুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখ পাইয়াছি। সম্প্রতি জরায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং বহির্ভাগেও তাপাদিদ্বারা অঙ্গ ক্লিষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমি স্বয়ং পাপানুষ্ঠানদ্বারা যাহাদের পোষণ করিয়াছি, সেই পুত্র-কলত্রাদি এখন কোথায়? তাহারা আপনার কর্ম্মবশে অন্যত্র গমন করিয়াছে। হায়! দেহিগণের কি দুঃখ! পাপ হইতেই এই দেহের উৎপত্তি, অতএব পাপকর্ম্ম করা উচিত নহে। আমি ভৃত্য-মিত্র-কলত্রাদির জন্য পরদ্রব্য হরণ করিয়া সেই পাপে জরায়ুমধ্যে এখন দগ্ধ হইতেছি। পূর্ব্বজন্মে অন্যের সম্পৎ দেখিয়া যেরূপ অসূয়াপরায়ণ ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম, এখন তাহার প্রতিফল-স্বরূপ গর্ভাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতেছি। পূর্ব্বে কায়-মনোবাক্যে পরপীড়া প্রদান করিয়াছি, সেই পাপে এখন ঈদৃশ কষ্ট পাইতেছি।" জীব গর্ভস্থিত হইয়া এইরূপ বিলাপপূর্ব্বক স্বয়ং আপনাকে আশ্বাস প্রদান করে। অনন্তর ভাগ্যবান্ জীব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে,—"আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিব, বিশুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব এবং জগদাধার, সত্য জ্ঞানানন্দস্বরূপ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের—সুর-মুনিগণার্চ্চিত-চরণযুগল পূজা করিয়া সংসারছেদনের কারণভূত বেদরহস্য এবং উপনিষদাদিদ্বারা স্তূত অখিল-লোকস্বামী ভগবানকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই দুঃখ-সংসার অতিক্রম করিব।"

অনন্তর প্রসবকাল সমাগত হইলে, গর্ভস্থিত জীব বায়ুদ্বারা পরিপীড়িত হইয়া জননীকে মহতী প্রসব-যন্ত্রণা প্রদান করত যোনিমার্গে নিষ্ক্রান্ত হয়। তৎকালে জীব যন্ত্র পীড়িত হইয়া সকল যাতনা অনুভব করত একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়। তদনন্তর বাহ্যবায়ু তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করে; বাহ্য বায়ু স্পর্শ হইবামাত্র তাহার গর্ভস্থিত পূর্ব্বস্মৃতি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বানুভূত কোন বিষয়ই আর তাহার স্মরণ হয় না এবং অজ্ঞানতাবশতঃ বর্ত্তমান অবস্থাও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহদ্দুঃখ অনুভব করে। এইরূপে জীব বাল্যকালে স্বীয় মল-মূত্রাদিদ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া, আধ্যাত্মিক দুঃখে পীড়িত হইয়াও কিছুই বলিতে সমর্থ হয় না। অনুক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে। যখন সে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন জননী শিশুর পাকস্থলীর বেদনা নিবারণের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যখন শিশু অঙ্গবেদনায় কাতর হইয়া রোদন করে, তখন তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত ভাবিয়া জননী তাহাকে স্তনদুগ্ধ দান করিতে যত্ন করেন। এইরূপ শিশুকালে সে সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন হইয়া যন্ত্রণা পায়, এমন কি, মশক-মৎকুণাদিও নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিশেষ কষ্ট পায়। অনন্তর বিদ্যাভ্যাসকালে পিতা-মাতা ও শিক্ষকের তাড়না সহ্য করিতে হয়। ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও পাংশু-পঙ্ক-ভস্মাদির সহিত ক্রীড়া এবং কলহ ইত্যাদি ব্যাপারে অশেষ প্রকার আধ্যাত্মিক দুঃখ অনুভব করে।

অনন্তর যৌবন-সময়ে ধনোপার্জ্জন, ধনরক্ষা এবং ধন-ব্যয়াদির জন্য মায়া-মুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। কখনও কাম-ক্রোধাদিদ্বারা চিত্ত এইরূপ দূষিত হয় যে, সর্ব্বদা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া পর ধন ও পর-স্ত্রী হরণের উপায় চিন্তা করে। কখনও বা পুত্র মিত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণের উপায় চিন্তায় ব্যস্ত থাকিয়া দুঃখানুভব করে এবং পুত্র-কন্যাদি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রোগক্লিষ্ট আত্মীয়বর্গের নিকট বসিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে,- "হায় হায়! গৃহকর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্ম কিছুই করা হইল না; আমার পরিবারে অনেকগুলি পোষ্য, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? আমার মূলধনও নাই, বৃষ্টিও হইতেছে না; ভৃত্যটী কোথায় পলায়ন করিল, গাভীগুলি কেন এখনও আসিল না; আমার সন্তানগুলি অতি শিশু, আমি স্বয়ং ব্যাধিগ্রস্ত; ধন-সম্পত্তিও কিছুই নাই, ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করায় কৃষিকর্ম্মও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। পুত্র-কন্যাগুলি আহার্য্যাভাবে রোদন করিতেছে; গৃহখানি স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে; বন্ধুগণ সাহায্যের পরিবর্ত্তে

দূরদেশে গমন করিয়াছে; একে জীবনযাত্রার কোন উপায় নাই, তাহাতে আবার রাজার ভয়ানক কর-পীড়া। তদুপরি শত্রুসকল আমার অপকার করিতেছে, কি-উপায়ে তাহাদিগকে জয় করিব? আমি এখন সামান্য কার্য্যক্ষম হইয়াছি, কোনমতে সংসার নির্ব্বাহ হইবে; ঐ আবার কে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল!"—এইরূপে অশেষ চিন্তায় আকুল হইয়া সে কোনমতেই স্বীয় দুঃখ নিবারণ করিতে পারে না; আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করে এবং 'বিধাতা কিজন্য আমাকে ঈদৃশ ভাগ্যহীন করিয়াছেন?' বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনন্তর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে শরীর জরাগ্রস্ত এবং ব্যাধি, অধৈর্য্য, অন্ধত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা কম্পিত-কলেবরে অবস্থান করে। তৎকালে শ্বাস-কাশাদি নানা পীড়া উপস্থিত হয়, শ্লেষ্মায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। তাহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সকলে অন্তরে অন্তরে মৃত্যু কামনা করিয়া যখন তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে, তখন সে মৃত্যুই শ্রেয়জনক বলিয়া মনে করে। তখনও সে এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হয়,—'আমি মরিলে আমার গৃহ-ক্ষেত্র প্রভৃতি পুত্রগণ কিরূপে রক্ষা করিবে? না জানি কাহার হস্তে পতিত হইবে? আমার ধন হয়ত কেহ অপহরণ করিবে; তাহা হইলে পুত্র-কন্যাদি আত্মীয়বর্গের জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে?' মমতা-দুঃখে কাতর হইয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। বার্দ্ধক্যপীড়িত হইয়া কিয়ৎক্ষণ-পূর্ব্বে যে-সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, ক্ষণকাল পরেই তাহা বিস্মৃত হয় এবং অতিকষ্টে স্মরণ করিয়াও আবার তখনই তাহা বিস্মৃত হয়। অনন্তর মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে, নানাপ্রকার ব্যাধি-জরাগ্রস্ত হইয়া অত্যধিক দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। অন্তিমকালে কখন শয্যায়, কখন ভূতলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ক্ষুধা-পিপাসাকাতর হইয়া 'একটু জল দাও' বলিয়া সকলের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করে। 'জরাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে জলপান অনিষ্টকারক' এইরূপ নিষেধ-সূচক বাক্যে আত্মীয়বর্গের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে হতচৈতন্য হইয়া পড়ে। তখন হস্ত-পদাদি আকর্ষণ করিতেও অক্ষম হইয়া নিস্তেজ হইয়া যায়। আত্মীয়-পরিবারবর্গ এসময়ে তাহাকে বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে থাকে। তখন বাক্‌শক্তিরহিত হওয়ায় 'আমার উপার্জ্জিত ধন কে ভোগ করিবে?'—এই ভাবিয়া রোদন করিতে থাকে। ক্রমে নাভিশ্বাস আরম্ভ হয় এবং কণ্ঠদেশে ঘুরঘুর শব্দ করিতে করিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এসময়ে যমদূতগণ

আসিয়া সেই পাপী গৃহব্রতকে পাশবদ্ধ করিয়া ভৎর্সনা করিতে করিতে যমালয়ে লইয়া যাইতে থাকে।

পাপীর যমালয়-মার্গে গমন ও নরক-বর্ণনা

এই সুদুর্গম যমমার্গ ষড়শীতি-সহস্র যোজন বিস্তৃত। পাপিগণের পক্ষে ইহা অতি ভয়ঙ্কর। পাপিগণ প্রেতশরীর প্রাপ্ত হইয়া বিবস্ত্রাবস্থায় দীনভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে এই পথে গমন করে। তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায়। যখন দুর্দ্দান্ত যমকিঙ্করগণ চাবুক প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিতে থাকে, তখন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। আরও ভয়ের কথা এই যে, এই পথ কোথাও পঙ্ক, কোথাও অগ্নি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দ্দম, কোথাও বা সন্তপ্ত বালুকারাশি-পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে তীক্ষ্ণধার শিলা, মধ্যে মধ্যে অঙ্গারবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, শস্ত্রবৃষ্টি, উষ্ণজলবৃষ্টি ও ক্ষার-কর্দ্দমবৃষ্টি হইতে থাকে। কোথাও বা উত্তপ্ত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, কোথাও বা অত্যুষ্ণ কর্দ্দম বর্ষণ হইতে থাকে। কোনস্থান অতি নিম্ন, কোথাও বা অতি দুরারোহ কণ্টক, বৃক্ষ ও গণ্ডশৈল; কোথাও বা গাঢ় অন্ধকার এবং কণ্টক-পরিপূর্ণ। কোনস্থানে অত্যুচ্চ শিলাখণ্ডে আরোহণ করিতে হয়, আবার কখনও কন্দরমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। পথে সর্ব্বত্র লোষ্ট্র এবং সূচিতুল্য কণ্টকসকল বিক্ষিপ্ত আছে। স্থানে স্থানে শেওলা ও খোঁটাসকল প্রোথিত আছে।

পাপাত্মাগণ এইরূপ বহু ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে এই পথ অতিক্রম করে। তৎকালে কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কেহ বা রোদন করিতে থাকে। যমকিঙ্করগণ কাহাকেও বা পাশবদ্ধ করিয়া অস্ত্রদ্বারা প্রহার করিতে করিতে এবং কাহারও কর্ণে, কাহারও নাসাগ্রে, কাহারও গলে, কাহারও হস্তে, কাহারও বা পদে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে; কাহারও শিশ্নাগ্রে, নাসাগ্রে বা কর্ণে লৌহভার ঝুলাইয়া দিয়া পাপিগণকে এই পথে লইয়া যায়। গমনকালে কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ পতিত হইতে থাকে, আহত হইয়া কাহারও বা শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, কাহারও চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থান একবারে ছায়া-জলশূন্য; তথায় পাপিগণের কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হইয়া যায়; তখন তাহারা আপন আপন দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। এইরূপে পাপিগণ যমালয়ে নীত হয়।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি যমরাজের নিকট পাপিগণ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কালদণ্ড-হস্তে পাপানুসারে

শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। চিত্রগুপ্ত পাপিগণের নিকট আসিয়া ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে থাকেন। তাঁহার স্বর প্রলয়কালীন সমুদ্র-নির্ঘোষের ন্যায়, অঙ্গপ্রভা পর্ব্বতপ্রমাণ অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায়। তাঁহার দ্বাবিংশতি হস্তে নানাবিধ অস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পায়। তাঁহার বিশাল শরীর, রক্তবর্ণ চক্ষু, দীর্ঘ নাসিকা, সুগভীর চক্ষু-কোটর ও বৃহৎ দন্তরাজি দেখিবামাত্র ভয় হয়; মৃত্যু, জরা প্রভৃতি তাঁহার সহচর। যমদূতেরা সকলেই পাপিগণের প্রতি গর্জ্জন করিতে থাকিলে তাহারা ভয়-কম্পিত-হৃদয়ে নিজেদের দুষ্কর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে। তৎপরে যমরাজের আজ্ঞানুসারে চিত্রগুপ্ত পাপিগণের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন,—"রে পাপাত্মা দুরাচারগণ! তোরা অহঙ্কারপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কি কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিস্ এবং কাম-ক্রোধাদি দ্বারা অন্ধ হইয়া সগর্ব্বে যে-সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস্, তাহার কারণই বা কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে যেমন হৃষ্টচিত্তে পাপসকল করিয়াছিস্, তদনুসারে এখন যাতনা ভোগ করিতে হইবে। এখন দুঃখ প্রকাশ করিলে কোন ফল হইবে না। পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির জন্য যে ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস্, তাহারই ফলভোগের নিমিত্ত তোরা এখানে আনীত হইয়াছিস্; কিন্তু যাহাদের জন্য তোরা সেইসকল কর্ম্ম করিয়াছিস্, তাহারা অন্যত্র গমন করিয়াছে, সেইসকল পাপের ফল এখন তোদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। রে পাপাচারগণ! তোরা পূর্ব্বে যে-সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছিস তাহারই ফল এখন পাইতেছিস্; এখন দুঃখ করিয়া আর কি হইবে? তোরা আপনার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া দেখ্, ধর্ম্মরাজ কখনই কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, ধর্ম্মরাজ সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন। পাপিগণ চিত্রগুপ্তের এইসকল শাসন-বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব পাপ স্মরণপূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। আজ্ঞাকারী যমকিঙ্করগণ পাপিগণকে নরকে অতিবেগে নিক্ষেপ করে। এই-রূপে তাহারা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবশেষে শেষ পাপের ফলভোগ করিবার জন্য, স্থাবরাদি হইয়া পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করে।

পাঞ্চভৌতিক দেহাদির নশ্বরত্ব ও নরক-যন্ত্রণার উপশম-ব্যবস্থা

যে ব্যক্তি দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও সুকৃতানুষ্ঠান না করে, সে-ই পাপীদিগের মধ্যে নিকৃষ্টতম। তাহাকেই শাস্ত্রকারেরা আত্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম সাধন না করে, সে

ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়; জগতে তাহার ন্যায় অচেতন আর কে আছে? এই শরীর সদা যাতনাময় এবং মলাদিদ্বারা পরিদুষ্ট। যে ব্যক্তি এই শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে, সে-ই প্রকৃত আত্মঘাতী। দেহধারী জীবগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মবিৎগণ, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিত্য ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব যত্ন-সহকারে সকলেরই ধর্ম্মাচরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কেননা ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ইহলোক পরলোকে-সর্ব্বত্রই পূজিত ও আদৃত হন।

দেবদেব জনার্দ্দনে যাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহাদিগের জন্মে এবং যাহা সৎপাত্রে বিতরিত না হয়, ঈদৃশ ধনে ধিক্। যাহার কলেবর জন্মক্লেশাপহারী ভগবান্ হরির উদ্দেশ্যে প্রণত না হয়, তাহা কেবল পাপের আকর। সৎপাত্রে দান ব্যতীত যে দ্রব্য রক্ষিত হয়, তাহা সর্পরক্ষিত মণির ন্যায় অকল্যাণকর। মরণশীল মানবগণ বিদ্যুদ্বৎ অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াই সংসার-পাশহারী বিশ্বেশ্বর হরির আরাধনায় বিমুখ হয়। সুর ও অসুরভেদে দ্বিপ্রকার সৃষ্টির মধ্যে যাহারা হরিভক্তিহীন, তাহারা আসুরী এবং যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহারা দৈবী সৃষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেইজন্য হরিভক্তিপরায়ণ মানবগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভুবনমঙ্গলকারী। যাহারা সংসার-তাপে সন্তপ্ত, ভগবান হরিই তাহাদের একমাত্র পরম গতি।

যাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ঈদৃশ জল-বুদ্বুদবৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। জীবন অতি চঞ্চল; ধন-নৃপতি ও তস্করাদিগ্রাহ্য এবং সম্পদাদির পরণামিত্ব জানিয়া অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক অবিরত সেই ভগবান্ হরির সেবায় নিযুক্ত হও। হে মানবগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে, তোমাদের আয়ুর অর্দ্ধকাল নিদ্রায় গত এবং ভোজনাদি-কার্য্য, বাল্য-বার্দ্ধক্য ও বিষয়-ভোগে কি-পরিমাণে বৃথা অতিবাহিত হইতেছে? তাই বলি, কবে আর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? অতিবাল্যে বা বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন সম্ভব নয়, অতএব শক্তি-সামর্থ্য থাকিতে যৌবনাবস্থায়ই অহঙ্কারশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হও। সংসার-গর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিও না। সকল আপদের নিলয়, মল-মূত্রাদি-দূষিত ব্যাধিমন্দির এই শরীর যখন অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী, তখন কিজন্য সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে পাপানুষ্ঠান করিতেছ? নানাক্লেশময় এই অসার সংসারে কোন বস্তুর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইহা অবশ্যই

একদিন বিলীন হইবে। ভগবান্ জনার্দ্দনই সংসারে একমাত্র সারাৎসার বস্তু। তাঁহার উপাসনা করিলেই জীবসকল ধন্য হয়।

দর্প-অহঙ্কারই মানবগণের সর্ব্বনাশের মূল, অতএব ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কামাদিশূন্য হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর। কারণ মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্ল্লভ। হে মানবগণ! কোটী কোটী জন্মে স্থাবরাদি যোনিতে ভ্রমণপূর্ব্বক অতিকষ্টে কাহারও মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মানবগণের জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে দেবতার্চ্চনে, জ্ঞানার্জ্জনে ও সাধন-ভজনে মতি হয়। দুর্ল্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি একবারও হরিপূজা না করে, তদপেক্ষা অজ্ঞান মূর্খ আর কে আছে, তাহাদের আর বিবেক-শক্তি কোথায়? যখন জগন্নাথ হরি আরাধিত হইলেই অভিমত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তখন কোন্ ব্যক্তি সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়াও তাঁহাকে পূজা না করিবে? অতএব অব্যয় হরির সেবায় নিযুক্ত হও; তিনি সর্ব্বময়, সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট হইলেই সমুদয় জগৎ সন্তুষ্ট হয়।

মানবগণের জন্মের নিমিত্তই মরণ এবং মৃত্যুর নিমিত্তই জন্ম হইয়া থাকে। নিখিল প্রাণীই মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মৃত্যুর করাল কবলে পতিত। এই জন্ম-মৃত্যুই বিষম সঙ্কট, তাহা কেবলমাত্র হরিসেবাতেই খণ্ডিত হয়। ভগবান্ জনার্দ্দনকে নিত্য ধ্যান, স্মরণ, স্তুতি বা নমস্কার করিলেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়। যাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে মহাপাতকসমূহ তিরোহিত এবং যাঁহার সেবাদ্বারা পরমপদ লাভ হয়, ঈদৃশ হরিনাম থাকিতে যে মানবগণ বারংবার সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? মানবগণের যে-পর্য্যন্ত না ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও ব্যাধিক্লেশ উপস্থিত হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহারা ধর্ম্মাচরণে অসমর্থ হইয়া পরিণামে যমকিঙ্করের করতলগত হয়। মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই নিদান, অতএব ভগবানে উহা ন্যস্ত করিয়া জীব সুখী হয়। কি আশ্চর্য্য! সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানবগণ সকলের বিধানকর্ত্তা জগদীশ্বর হরির সেবাপূজা বর্জ্জন করিয়া মদমত্ত হইয়া তাঁহার আরাধনায় বিমুখ! তাঁহার সেবা ব্যতীত জীব কি-প্রকারে নিস্তার লাভ করিবে? দুরাত্মদিগের কি মূর্খতা! এই দেহ পূর্ব্ব-জন্মের পাতক হইতেই উৎপন্ন হইয়া পাপ-কর্ম্মে রত, ইহা বিবেচনা করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক শান্তি কামনা করে, তাহাদিগের অনুক্ষণ হরি-সেবাপূজায় তৎপর হওয়া উচিত ও পরনিন্দায় বিমুখ হওয়া বিধেয়।

এই মহাঘোর সংসারে সকলেই মোহনিদ্রাভিভূত ; তন্মধ্যে যাঁহারা হরির শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কৃতার্থ। মানবগণ! এই সামান্য মানুষী বৃত্তি লাভ করিয়া পুত্র, দারা, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য প্রভৃতি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া বৃথা দর্প করিও না। জন্মাদির মূল কারণ কাম, কাম হইতে পাপের উৎপত্তি এবং কামই যশঃক্ষয়কর। ক্রোধ মানবগণের মনস্তাপের মূল, সংসার বন্ধনের হেতু এবং ধর্ম্ম-বিনাশক। মাৎসর্য্য অখিল দুঃখের কারণ এবং নরক-সাধক। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পরাপবাদ, পরনিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরিসেবায় নিরত হও। ঐ দেখ! কৃতান্তনগর নিকটেই দেখা যাইতেছে। যতক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত না হয়, যে-পর্য্যন্ত জরা আসিয়া শরীর আক্রমণ না করে, যে-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয়, তন্মধ্যেই হরির উপাসনা কর। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অনিত্য শরীরে বিশ্বাস করেন না, কেননা, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত এবং সম্পদ্ অত্যন্ত চঞ্চল। মৃত্যু যখন এই নশ্বর দেহে আসন্নপ্রায়, তখন দর্প-অভিমান করা উচিত নয়। যেখানে সংযোগ আছে, তথায় বিচ্ছেদ অনিবার্য্য ; জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী—ইহা বিবেচনা করিয়া জনার্দ্দনের সেবা-পূজায় রত হও। ভগবান্ অচ্যুত অনাদি, সর্ব্বাত্মা, অনন্তশক্তিসম্পন্ন, ওঙ্কারস্বরূপ শ্রীনাম-ব্রহ্মরূপে প্রকটিত; তিনি বেদান্তবেদ্য এবং ভবরোগের বৈদ্যস্বরূপ ; যাঁহারা তাঁহার সেবা-পূজায় রত হন, তাঁহারা অন্তিমে পরমপদ লাভে কৃতকৃতার্থ হন।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকট জাগাই-মাধাই নামক পাতকীদ্বয়ের অন্যায় ও অবৈধ পাপানুষ্ঠানের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কুপিত হইলেন এবং কহিলেন, উক্ত পাতকীদ্বয় তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ করিবার জন্যই তো ভগবানের আবির্ভাব! তিনি স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ, সাধুদিগের রক্ষা ও দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হই।

এযুগেও তিনি শচীনন্দন নিমাইরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প! কিন্তু ভক্তিবশ পুরুষ কখনও ভক্তিছাড়া থাকিতে পারেন না। আর সেই ভক্তির অধিকারী একমাত্র ভক্ত। ভগবান ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" তাই ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে অবশ্যই পূরণ করিতে হয়। ভক্তের তৃপ্তির জন্য তিনি নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। তাঁহার পরম ভক্ত ও অভিন্ন-হৃদয় নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত ইচ্ছা, ঐ দুই মহাপাতকীকে প্রেমভক্তি দান করা। নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইয়ের দেহ খণ্ড খণ্ড করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারার্থ মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন ;—

"নিত্যানন্দ কহে, খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই॥
স্বভাবতঃ ধার্ম্মিকে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তিদান।
তবে জানি পাতকী-পাবন হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥"

নিত্যানন্দ এইরূপ বলিলে মহাপ্রভু ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থ কহিলেন,—'সে দুই মহাপাপী যখন তোমার দর্শন পাইয়াছে, তখনই উদ্ধার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তুমি তাহাদের যে শুভ কামনা করিতেছ ইহাতে অচিরেই কৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল করিবেন।' ভক্তপ্রবর নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিজ্ঞা রক্ষাকল্পে ভগবান্ গৌরহরি নিজ প্রতিজ্ঞা তুচ্ছীকৃত করিলেন। যেমনটী মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র রণস্থলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—ভক্তকেই তিনি নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

এদিকে জগাই-মাধাই মাতোয়াল অবস্থায় ঘোরাফেরা করিতে করিতে যে ঘাটে মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করেন সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রভুর গৃহের সন্নিকটে অবস্থান করিতে লাগিল। রাত্রে প্রভুর গৃহে কীর্ত্তন ধ্বনি শুনিয়া মাতোয়ালদ্বয় মদ্যের বিক্ষেপে নানারূপ বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। মদের নেশায় তাহাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় তাহারা কি শুনিয়াছে বা কোথায় আছে কিছুই জানে না। দিবাভাগে মহাপ্রভুকে গঙ্গা-ঘাট-পথে দর্শন করিয়া বলে—'নিমাই পণ্ডিত, তুমি রাত্রে যে মঙ্গলচণ্ডীর গীতানুষ্ঠান করিয়াছ, আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি।' এইরূপ দুর্জ্জনকে দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভু নগর ভ্রমণ করিয়া নিশাকালে প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় মাতোয়াল জগাই-মাধাই তাঁহার পথ আগুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কেরে,—তোর নাম কি? তুই কোথায় যাইতেছিস্?'

'আমার নাম অবধূত। আমি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহে গমন করিতেছি।'—ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।

"বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুইজনে হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেইস্থানে॥"

পাপিষ্ঠকে উদ্ধার করাই মহান্তের স্বভাব,—

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর॥"

অতএব জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ছলে নিজেকে 'অবধূত' বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সহসা 'অবধূত' নাম শ্রবণমাত্রেই মাধাই ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে মুটকীদ্বারা আঘাত করিল। মুটকীর আঘাতে প্রভুর মস্তক কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্তধারা ঝরিয়া পড়িল। এমন আঘাতেও প্রভু নিত্যানন্দের হৃদয়ে কোন কষ্টই অনুভূত হইল না। তিনি নামানন্দে বিভোর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর মস্তকে রক্তধারা দেখিয়া মাতোয়াল জগাইয়ের কিন্তু দয়া হইল। মাধাই পুনরায়

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মুট্‌কীর দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইলে জগাই মাধাইয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিল,—"মাধাই, তুমি এত নির্দ্দয় কেন? দেশান্তরী মারিয়া কি তুমি বড় হইবে? আর এই অবধূতকে মারিও না। সন্ন্যাসী মারিয়া তোমার কিছু মঙ্গল হইবে না।" এইভাবে অবধূত মারিতে পুনরুদ্যত মাধাই তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগাই কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইল। নিত্যানন্দ প্রভুর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সজ্জন লোকে মহাপ্রভু-সকাশে অতি সত্বর সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলে। মহাপ্রভু এই বৃত্তান্ত শ্রবণে অস্থিরচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন—রক্তধারায় নিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রভুজী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া হাস্য করিতেছেন। প্রিয় জনের এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহার ভক্তকে বিনাশ করিবার কাহার সাধ্য আছে? যে তাঁহার ভক্তের শত্রু, সে তাঁহারও শত্রু। ইহাই তাঁহার ভক্তির মহিমা। ভক্তের লাঞ্ছনাকারীর প্রতি ভক্ত বিরূপ না হইলেও ভগবান্ বিরূপ হ'ন। যাহারা ভক্ত-বিদ্বেষী—তাহারা অসুর-শ্রেণীভুক্ত। তাই তাহাদের বিনাশই ভগবানের অভিপ্রেত। ভক্তের শত্রুতাকারী জনই ভগবানের শত্রু। এক্ষণে শত্রু-নিধনে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে রক্তধারা দর্শনে মহাপ্রভুর যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল অর্থাৎ তিনি যে প্রেমধর্ম প্রচারার্থ এ যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ সত্য যেন বিস্মৃত হইলেন। তিনি ক্রোধে স্বীয় মহাস্ত্র চক্রকে স্মরণ করিলেন।—

"রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হইল।
জগাই-মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥"

মহাপ্রভুর আহ্বানে সর্ব্বসমক্ষে সুদর্শন চক্র উপস্থিত হওয়ায় প্রভুর এই সৃষ্টিধ্বংসী লীলা দর্শনে সকলে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িল। ভক্ত তাঁহার শত্রুকে ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত ভগবান্ সেই শত্রুকে কখনও ক্ষমা করেন না—ইহাই তাঁহার আদর্শ। পুরাকালে রাজা অম্বরীষের চরণে অপরাধী দুর্ব্বাসা মুনিকে ভগবান্ স্বয়ং ক্ষমা না করিয়া ভক্ত অম্বরীষের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষ ক্ষমা করায় মহামুনি দুর্ব্বাসা সুদর্শন চক্রের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। এক্ষণে নিত্যানন্দ প্রভু

স্বীয় ইষ্টদেব মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া জগাই-মাধাই দুই মাতোয়ালের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন ; কহিলেন—'প্রভু, মাধাই মারিলেও জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। দৈবে মাথায় মুটকী ফুটিয়া রক্ত ঝরিল, ইহাতে আমি কিছু দুঃখ অনুভব করি নাই। তুমি স্থির হও, জগাই-মাধাই এ দুই দেহ আমাকে ভিক্ষা দাও।' নিত্যানন্দ প্রভুর প্রার্থনায় মহাপ্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হইলে তাঁহার ইচ্ছায় সুদর্শন চক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং জগাই-মাধাইও সুদর্শন চক্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল।

জগাই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু হৃষ্ট ও প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং জগাইকে আলিঙ্গন দান করিলেন। কহিলেন—'জগাই, তুমি নিত্যানন্দকে রাখিয়া আমাকে কিনিয়াছ। তোমায় বর দিলাম—আজ হইতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক।'

"বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ"।—ভক্তবৎসল হরি ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। প্রভু নিত্যানন্দের প্রতি জগাইয়ের ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় মাধাইকে সন্ন্যাসি-বধরূপ পাপকার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিল। জগাই প্রভু নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করায় ভক্ত পদবাচ্য হইল ও মহাপ্রভুর বিশেষ প্রীতিভাজন হইল। তাই মহাপ্রভু জগাইকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন ও তাহাকে 'প্রেমভক্তি হউক'—এই বর প্রদান করিলেন।

জগাইয়ের প্রতি প্রভুর বর শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। জগাই প্রভুর আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাইকে তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়া কৃপা করিলেন।—

"প্রভু বলে—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিনু তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥"

কিন্তু জগাই-মাধাই এক জীব দুই দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহাপ্রভু যখন জগাইকে অনুগ্রহ করিলেন ততক্ষণে মাধাইয়ের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গেল। নিত্যানন্দ প্রভু ঈশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—'প্রভুপাদ, জগাই-মাধাই দুইজনে দুই দেহ হইলেও উহারা এক জীব; অতএব উহাদের একস্থানেই পাপ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ দুইভাগ করিলেন কেন?'

মহাপ্রভু কহিলেন,—'মাধাইয়ের উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না। সে তোমার অঙ্গে রক্তপাত করিয়া বহু অপরাধ করিয়াছে।'

মাধাই কহিল,—'প্রভু, আপনাকে অসুরের দল বাণবিদ্ধ করিলে আপনি তাহাদিগকে শ্রীচরণ দান করিলেন কেন?'

তদুত্তরে মহাপ্রভু কহিলেন,—'মাধাই, তোমার অপরাধ তদপেক্ষাও বেশী। তুমি নিত্যানন্দ অঙ্গেতে রক্তপাত করিয়াছ। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি যে, এই নিত্যানন্দ-তনু আমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।'

মাধাই সবিনয়ে করযোড়ে কহিল,—'প্রভুজী, আপনি যদি আমাকে সত্য কহিলেন, তবে বলুন আমি কেমন করিয়া নিষ্কৃতি পাইব? আপনি সর্ব্বরোগ-হারী বৈদ্য-চূড়ামণি, আপনার চিকিৎসায় আমি অচিরেই ভবরোগ হইতে মুক্ত হইব। প্রভু, আর আমাকে ছলনা করিবেন না। আপনি যে জগন্নাথ তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। এখন নিজেকে আর লুকাইবার চেষ্টা করিবেন না।'

মাধাইয়ের এইরূপ কাতর মিনতিতে মহাপ্রভুর দয়া হইল। কহিলেন,—'তুমি মহা অপরাধ করিয়াছ। এক্ষণে নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর।'

মহাপ্রভুর আজ্ঞামত মাধাই তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ-সরোজে লুটাইয়া পড়িয়া তাহার দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ করিতে করিতে 'হা নিত্যানন্দ প্রভো, আমায় ক্ষমা করুন, আমার উদ্ধারের উপায় করুন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মহাপ্রভু মাধাইয়ের আর্ত্তিদর্শনে প্রীত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে কহিলেন,—'মাধাই তোমার অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছে। তুমিই ইহাকে ক্ষমা করিতে পার, নচেৎ আমি ইহাকে ক্ষমা করিব না।' অতএব মহাপ্রভুর আজ্ঞাবাণীতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রভু নিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী মাধাইকে নিত্যানন্দ ক্ষমা করিলে তবেই তাহার অপরাধ খণ্ডন হইবে, নচেৎ নহে।

"যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥"
"কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?"

নিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুর করুণা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি মাধাইকে ক্ষমা তো করিলেনই উপরন্তু তাঁহার উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন,—

"নিত্যানন্দ বলে—প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ দ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইয়েরে শুনহ নিশ্চিতি॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই॥

মাধাইয়ের প্রতি নিত্যানন্দের দয়া দেখিয়া লীলাময় মহাপ্রভু আনন্দে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'তুমি যখন মাধাইয়ের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে, তবে উহাকে কোল দিয়া উহার ভব-বন্ধন মোচন কর।'

নিত্যানন্দপ্রভু তখন মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন। স্পর্শমণি লোহাকে স্পর্শ করিয়া খাঁটি সোনায় পরিণত করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে নিজ তুল্য স্পর্শমণি করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-ভক্ত ইচ্ছা করিলে কোন পাতকীকে আপনার তুল্য ভক্ত করিয়া লইতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্পর্শনে মাধাই এবার সর্ব্বভক্তি-সমন্বিত হইল। এইভাবে জগাই-মাধাই উদ্ধার পাইয়া ভক্তিভরে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু তাহাদিগকে পুনরায় পাপ করিতে নিষেধ করিলেন। জগাই মাধাইও ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান্ হইবে এবং কখনও পাপ করিবে না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তিনি সত্য সত্যই তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।—

"প্রভু বলে—শুন শুন তোরা দুইজন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিনু মোচন॥

কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর ॥
তো দোঁহার মুখে মুই করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥"

মহাপ্রভু গৌরহরি জগাই-মাধাইকে জগতের উত্তম ভক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—

"ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব ॥
এ দুই পরশে সে করে গঙ্গা-স্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥"

মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাণী পাইয়া জগাই-মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে প্রভুর আদেশে তাহাদিগকে প্রভুর গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করা হইল। প্রভুর কৃপায় জগাই-মাধাই সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। এইভাবে ভগবান্ গৌরহরি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার একান্ত সেবক করিয়া লইলেন। নদীয়ানাথ কলিযুগপাবনাবতারী কৃপাময় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এই পাতকী উদ্ধার-লীলা জগজন সকলের ও দেবতাগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় জগাই-মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হইলেন। কৃপা-অবতার নিতাই-চাঁদের দয়া হইলে চৈতন্যচন্দ্রের দর্শন মিলিবে—ইহা সুনিশ্চিত। এ যুগে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম প্রচারের লীলা-কাহিনীসমূহের মধ্যে জগাই-মাধাই-উদ্ধার কাহিনীটী অভূতপূর্ব্ব ও অতীব বিস্ময়কর!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
ভিক্ষা— ১·০০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

পুরীপ্রান্তে বালুতটে কুটীরে নির্জ্জনে।
বাস করে বিপ্র এক নিজ জায়া-সনে॥
জপ-তপ-নিত্যকর্ম্ম, বড় উদাসীন।
মাধুকরী-ভিক্ষাযোগে কাটে নিশিদিন॥
হরিনাম লেখা তার সর্ব্ব অঙ্গময়।
একমুষ্টি চাল ঘরে নাহিক সঞ্চয়॥

একদিন গীতাপাঠে দেখে নিজ চোখে।
লেখা আছে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য শ্লোকে॥
"তদ্‌গত যারা রয় শুধু ভগবানে।
অন্যতরে উপার্জ্জন কভু নাহি জানে॥
নাহি থাকে গৃহে যদি কোনও সম্বল।
আমি নিজে যোগাইব তাঁর অন্নজল॥"

জাগিল বিপ্রের মনে কঠিন সংশয়।
"আমি নিজে বহি" একথা ঠিক ত নয়॥
ইহা ভাবি' একদিন লৌহ-শলাকায়।
'বহা' কাটি 'দদা' শব্দ লিখিলেন তায়॥

দিবারাত্র চলিল বাদলা একদিন।
কাটাইল পতি-পত্নী উপবাসে দিন॥
পরদিন ব্রাহ্মণ ভিজিয়া কোনমতে।
মাধুকরী-ভিক্ষা লাগি' বাহিরিল পথে॥
নগরে দুয়ার বন্ধ ভিক্ষা করা মানা।
তিন প্রহরে কিছু না মিলে একদানা॥

এদিকে দুপুরেতে বিপ্র-ঠাকুর-দ্বারে।
আসে এক কালছেলে ভোজ্যভার শিরে॥

তারে দেখি বিপ্রপত্নী বলিল—"ও ছেলে।
এত সুখাদ্য কে দিল, কোথায় বা পেলে ??"
কহিল সে—"বিপ্র ঠাকুর মন্দিরে গিয়ে।
পাঠায় মহাপ্রসাদ মোর হাত দিয়ে॥"

"দুর্যোগে ছেলের মাথে পাঠায় ভোজ্যভার।
কি পাষণ্ড বিপ্রঠাকুর! দয়া নাই তার ??"
এত বলি' মুছি গাত্র লয় ছেলে কোলে।
স্নেহরসে চুমু খায় ভাসে নয়ন-জলে॥
চম্‌কি উঠিয়া সে বলে বালকেরে।
"তোমার পিঠের মাঝে রক্ত কেন ঝরে॥"

বলিল বালক "মাগো! তোমা বলি কি যে।
চিরিয়াছে মোর পিঠ বিপ্র ঠাকুর নিজে॥"
"বল কি? বল কি?" বলি' হইয়া স্তম্ভিত।
পড়িল গৃহিণী ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত॥

থামিল ঝড়-বাদল সূর্য্য অস্তাচলে।
ঘরে এল বিপ্র ঠাকুর 'হরি হরি' বলে॥
প্রবেশি' কুটীরে দেখে মিষ্ট খাদ্য নানা।
পড়ে আছে, গৃহিণী কেন সংজ্ঞাহীনা ??
চোখে মুখে শিরে জল দিতে ধীরে ধীরে।
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণীর সংজ্ঞা এল ফিরে॥
চাহিয়া দেখিল নাই সে' বালক আর।
পরিচর্য্যা-তরে রত ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥

সুধাল ব্রাহ্মণ তারে "এত ভোজ্যভার।
আনি দিল কেবা ঘরে দেখি চমৎকার॥"
উত্তরিল বিপ্র-জায়া "শিরে ভোজ্যভার।
বালকের আগমন চেরা-পিঠ তার॥"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলে,—"বলিও না আর।
হতভাগ্য আমি, ব্যর্থ জ্ঞান-অহঙ্কার॥
মূর্খ আমি, গীতাবাক্য করিয়া সন্দেহ।
শলায় কেটেছি গীতা, এ যে তাঁর দেহ॥
ভুলেছি 'ভক্তের বোঝা ভগবান বয়'।
নিজে এসে মিটালেন আমার সংশয়॥
স্বচক্ষে দেখিলে তাঁরে তুমি ভাগ্যবতী।
জ্ঞান-অহঙ্কারে মত্ত আমি অন্ধ অতি॥"

—শ্রীমুরারি মোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে
অধমের ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি

আজ পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শুভ-আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমার এই ধৃষ্টতার জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর সেইসঙ্গে বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা জানাই আমার অজ্ঞানতার জন্য ; যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তাঁহাদের কৃপা-প্রসাদে যেন ক্ষমার যোগ্য হই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনার পর শ্রীবৈষ্ণব-চরণ বন্দনা করি।

সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার সৌভাগ্য আমার মত জীবের বহুলক্ষ জন্মের সুকৃতির ফল, আর সেইসঙ্গে ভগবদ্ ভক্তসঙ্গ। শাস্ত্রে আছে—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে ভক্তির উদয় হয় এবং পুরুষসকল পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন।

আমার জন্মদাতা পিতা কোন একদিন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"তোমার জীবনের কাম্যবস্তু কি ?" এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি নাই আমার অজ্ঞানতাবশতঃ। তারপর কর্ম্মের আহ্বানে আমাকে নানাদেশ

ঘুরিতে হইয়াছে এবং অবশেষে আমার সুকৃতির ফলেই আশ্রয় পাইলাম এই চুঁচুড়া শহরে—যেখানে লাভ করিলাম, বৈষ্ণব-কৃপা এবং বৈষ্ণবের কৃপাবলেই পাইলাম শ্রীগুরুদেবের দর্শন। শাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" লক্ষ লক্ষ জন্মের পর লাভ করিলাম "শ্রীগুরুকৃপা"।

সেই গুরুপ্রসাদে "দাসাধিকার" লাভ করিয়া আজিকার এই শুভ তিথিতে আপনাদের সম্মুখে কিছু বলিবার সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। আমার মন আশায় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে শ্রীগুরুদেবের অপার করুণা অনুভব করিয়া। এই শুভ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চকে আমার জন্মদাতা পিতার প্রশ্নের উত্তর দিবার মত কিছু পাইলাম বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। "শ্রীকেশব" যার একমাত্র কাণ্ডারী, তার ভয়ের কোন কারণ নাই। এখন আমাকে আপনাদের মত সাধু-সজ্জনের উপস্থিতিতেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। প্রশ্ন ছিল—"তোমার জীবনের কাম্যবস্তু কি?"

উত্তর :— শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাপূজাই আমার লক্ষ লক্ষ জন্মের কাম্যবস্তু। কারণ শ্রীগুরুকৃপা ব্যতিরেকে নিজের "স্বরূপ" জানা যায় না; জানা যায় না —জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, ধ্যান, ধ্যেয়, ধাতা এবং সেব্য, সেবক, সেবা। বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন—"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরুকৃপা বিনা নাহিক উপায়॥" আজ শ্রীগুরুপ্রসাদে আমার মত মূর্খও উত্তর দিতে দ্বিধা করিবে না যে, লৌকিক ও ব্যবহারিক গুরু অপেক্ষা পারমার্থিক গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজন-স্বীকৃত। এ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

"স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী স্নেহকর্ত্রী সদাম্বিকা।
জন্মদাতান্নদাতা স্যাৎ স্নেহকর্ত্তা পিতা সদা॥
ন ক্ষমৌ তৌ চ পিতরৌ পুত্রস্য কর্ম্ম খণ্ডিতুম্।
করোতি সদ্‌গুরুঃ শিষ্য-কর্ম্মমূল-নিকৃন্তনম্॥"

মাতা—সতত স্তনদাতৃ, গর্ভধাত্রী ও স্নেহকর্ত্রী; আর পিতা—জন্মদাতা, অন্নদাতা ও সতত স্নেহকর্ত্তা। সেই পিতা ও মাতা সন্তানের কর্ম্মমূল ছেদন করিতে পারেন না; কিন্তু সদ্‌গুরুই কেবল শিষ্যের কর্ম্মমূল ছেদনে সমর্থ।

উত্তর দিতে আসিয়া আজ আমার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। আমার বহু বক্তব্য থাকিলেও তাহা যেন শেষ হইতেছে না এবং ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। অথচ বৈষ্ণবস্থানে অব্যক্ত বাগ্‌বেগ প্রকাশ করিলেও চলিবে না। আমি কি করিব? আমার কি শক্তি আছে?

গুরুদেব যার একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল তিনি যদি তাঁর দাসকে দিয়া কিছু করাইয়া লইতে চান তাহাতে এই দাসের কোন কৃতিত্ব নাই, ইহাতে গুরুদেবেরই মহিমা বিঘোষিত হয়। শাস্ত্রে আছে—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তাঁহাকে জানিতে হইলে 'গুরুকৃপা' ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার অযোগ্য হইলেও আজ আমাকে এখানে বলিতে হইতেছে যে, আমাকে কখনও কখনও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের বহু প্রশ্ন-বাণের সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ প্রশ্নকারীরা শ্রীবৈষ্ণব-সমীপে গমনপূর্ব্বক কোন প্রশ্নের সদুত্তর জানিতে চান না। তাঁহারা শুধু আমার মত অজ্ঞ বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণকারীর নিকট প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ভগবত্তত্ত্ব জানিতে চান। তাঁহাদিগকে আমি নির্ভীকভাবে বলিতে বাধ্য হই যে, *আপনাদের ভগবৎতত্ত্ব জানিবার কোন অধিকার নাই। কারণ আপনারা* অদীক্ষিত। শাস্ত্র বলেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই পরম-পুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানকে জানিতে সমর্থ হন। গুরু-মহিমা-প্রচারে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" অর্থাৎ আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবে, কখনও তাঁহাকে মরণশীল মানব বুদ্ধি করিবে না। শ্রীগুরুদেবের হৃদয়েই ভগবান অবস্থান করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও আছে—"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে।" গুরুদেবই আমার যথাসর্ব্বস্ব, গুরুসেবাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম, শ্রীগুরুদেবে নিষ্ঠাই আমার একমাত্র জীবাতু হউক। শ্রীগুরুকৃপা প্রার্থনাই আজ আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় হউক।

শ্রীগুরুকৃপা-প্রসাদে আজ এই শুভদিনে আমি আমার জন্মদাতা পিতার প্রশ্নের উত্তর দিয়া শ্রীগুরুমহিমা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। উপসংহারে আমি আরও বলিতে বাসনা করি যে, যাঁহারা এখনও জীবনের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত" ইত্যাদি শ্রুতি-ভাগবত-বচনানুসারে শব্দব্রহ্ম-পরব্রহ্ম-নিষ্ণাত তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীগুরুর নিকট অভিগমনপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করত মনুষ্যজন্মের সার্থকতা করিয়া ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

আজ গুরুপূজার এই শুভ-বাসরে "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" এই বাক্যের মর্ম্মার্থ যাহাতে আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, শ্রীগুরুপাদপদ্মে এই কৃপাভিক্ষা করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবতান্তে বিদায় লইতেছি। ইতি—

—দাসানুদাস **শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী**

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত মঠসমূহে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিগত ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১০ই ফাল্গুন কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি ছিল। এই তিথিবরাকে ধন্য করত মদীয় **শ্রী**গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** এই ধরাধামে প্রকট হইয়াছেন।

বিশেষ করিয়া ঐ-দিবস চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ঊষাকালে মঙ্গলারতির পর সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়; সকালে ও সন্ধ্যায় পূজনীয় বামন মহারাজ পাঠমুখে শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। দ্বিপ্রহরে এতদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি গ্রন্থানুসারে পূজা-পঞ্চকাদি ও হোম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করা হয়। অদ্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-নবদ্বীপে নির্ম্মিয়মান মন্দিরাদি-পরিদর্শন-কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় তদীয় শিষ্যবর্গ প্রথমতঃ তাঁহার অর্চ্চামূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্মে, পরে পরম-গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আলেখ্যে অঞ্জলি প্রদান করেন।

১২ই ফাল্গুন কৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে **জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শুভপ্রকট-বাসরে** আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন সৌভাগ্যলাভ করত তদীয় শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করি এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যে অঞ্জলি ও আরাত্রিকান্তে আহূত অনাহূত পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীব্যাসপূজার প্রথম দিবসেও ভক্তগণকে ভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

অদ্য রাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে পূজনীয় ত্রিবিক্রম মহারাজ মথুরা মঠ হইতে প্রেরিত পূজনীয় নারায়ণ মহারাজের 'টেলিগ্রামে অঞ্জলি' পাঠ করেন। তৎপর পূজনীয় সজ্জন মহারাজ স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন, শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় স্ব-লিখিত ভাষণ ও শ্রীমতী বিজয়াদেবীর লিখিত কবিতা পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী একতারা গ্রাম-নিবাসী

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ রায়ের স্ব-রচিত সংস্কৃত কবিতা 'আচার্য্য-বন্দনা' ও শ্রীমতী করুণাময়ীদেবীর লিখিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী পূজনীয় হরিজন মহারাজের লিখিত কবিতা ও কল্যাণপুরের শ্রীমতী উষারাণী দেবীর লিখিত কবিতাদ্বয় পাঠ করেন। অনন্তর পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী 'শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীব্যাসপূজা' সম্বন্ধে এক সুন্দর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা আগামী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। বলা বাহুল্য, এই শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

গ্রন্থ-সমালোচনা

(শ্রীভাগবত পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, নবম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

প্রসিদ্ধ 'কল্যাণ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ চিন্মনলাল গোস্বামী মহাশয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় শ্রীমান্ হনুমান প্রসাদ পোদ্দার মহাশয়ের রচিত 'শ্রীরাধামাধব চিন্তন' প্রভৃতি ৫ খানা পুস্তকের সম্বন্ধে সমালোচনা ও মন্তব্য প্রসিদ্ধ পারমার্থিক শ্রীভাগবত-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

'কল্যাণ' সম্পাদকের পত্র

সম্মান্য মহোদয়!

সাদর হরিস্মরণ! পৃথকভাবে রেজিষ্টার বুক-পোষ্টে আপনার সেবার নিমিত্ত শ্রীভাইজী (শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দার) কল্যাণ সম্পাদকের লেখনী-নিঃসৃত শ্রীরাধামাধব সম্বন্ধীয় কিছু সাহিত্য প্রেরিত হইয়াছে। আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে, কৃপাপূর্ব্বক আপনি যেন ইহা অবলোকন করেন এবং পারমার্থিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণে ইহার সমালোচনা করত আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করেন। শেষ ভগবৎকৃপা!

বিনীত—
চিন্মনলাল গোস্বামী,
সহ-সম্পাদক

সমালোচনা

সম্পাদক মহাশয় নিম্ন লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থই দুইবার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত পত্রে দুই প্রকার সমালোচনার কথা প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন। যথা—একপ্রকার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ও দ্বিতীয়প্রকার পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে। সুতরাং আমরা উভয়প্রকার সমালোচনাই প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

১। **'শ্রীরাধামাধব চিন্তন'**—গ্রন্থখানি ডিমাই ৮ পেজী ৬৫০ পৃষ্ঠায় উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত তথা বাঁধাই হইয়াছে। মূল্য মাত্র ৩৷৷০ টাকা।

২। **'শ্রীরাধামাধব রস-সুধা'** ডিমাই ৮ পেজী উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত, ৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য মাত্র ১৮ নয়া পয়সা।

৩। **'শ্রীরাধা-মহিমা'** ডিমাই ৮ পেজী উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। **'স্বয়ং ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য**

৫। **শ্রীরাধা-স্বরূপ-গুণ-মহিমা** (ক)

৬। **শ্রীরাধা-স্বরূপ-গুণ-মহিমা (খ)**

উক্ত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিশুদ্ধ হিন্দী সাহিত্যে এইরূপ গ্রন্থ অতীব বিরল। সাহিত্য বলিতে সাহিত্যিকগণের ধারণা ও পারমার্থিকগণের ধারণা এক নহে। সাহিত্যামোদী ব্যক্তিসকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নানাপ্রকার প্রাকৃত চিন্তাস্রোত ও প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের লালিত্যপূর্ণ ভাষায় অর্থাৎ কর্ণ-মন-রাসায়নিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; ইহার অন্তরালে পার্থিব কুৎসিৎ চরিত্রাদিও সাহিত্যামোদিগণের পক্ষে আদরণীয় হইয়া থাকে। আমরা এইরূপ সাহিত্যের আদর অপেক্ষা পারমার্থিক সাহিত্যের আদর করিয়া থাকি। গ্রন্থকারের লেখনীতে সাহিত্যামোদিগণ প্রচুর সাহিত্যিকতার আদর্শ পাইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু পারমার্থিক সাহিত্যিকগণের সাহিত্য অন্য প্রকার। তাঁহারা সাহিত্য বলিলে—'সহিত' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া সাহিত্য শব্দ বুঝিয়া থাকেন। অর্থাৎ 'স-হিত' বলিলে 'হিতেন সহ বর্ত্তমানম্ ইতি সহিতম্।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে ভাষার দ্বারা জগতের মঙ্গল বা হিত সাধিত হয় তাহাই পারমার্থিক সাহিত্য। প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের মিলন বর্ণনায় জীবের প্রকৃত হিত নিহিত নাই। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় প্রাকৃত-গুণরহিত তত্ত্ববস্তুর মিথুন-লক্ষণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ। সুতরাং প্রাকৃত সাহিত্যিক ও অপ্রাকৃত সাহিত্যিকের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত বলিতে পারি, লেখক একজন সাধারণ সাহিত্যামোদী হইলেও তাহাতেই অপ্রাকৃত সাহিত্যের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যদিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া বহু কথাই তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি চিজ্জগতের পরমমুক্ত-পুরুষগণের কৃষ্ণ-প্রীতিমূলা ভক্তি ভাবের সম্পূর্ণ আদর্শ লেখকের লেখনীতে প্রকাশিত হইলে

আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। গৌড়ীয় গোস্বামিগণ অপ্রাকৃত পারকীয় বিপ্রলম্ভ কৃষ্ণ-প্রেমকে স্বকীয় সম্ভোগরসাপেক্ষা অধিকতর বহুমানন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদীয় অনুগত জনগণ শ্রীমতী রাধারাণীতে পারকীয় বিপ্রলম্ভ ও বাম্যভাবেরই নিত্যত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। লেখকের গ্রন্থে এই বিষয়টির অধিক উৎকর্ষতা প্রদর্শিত না হইলেও তাহার আভাস আমরা তাঁহার গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাইয়াছি।

পরমমুক্ত পুরুষ ব্যতীত সম্ভোগবাদ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, যদিও ভক্তির নানা প্রকারভেদের মধ্যে সম্ভোগবাদ স্বকীয়বাদ ও ভক্তির অন্তর্গত। ঐশ্বর্য্যপর ভাবকেও ভক্তি বলা হইয়া থাকে। লেখক তাঁহার গ্রন্থে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-ধারাকেই সর্ব্বোত্তম দেখাইবার চেষ্টা করিলেও 'শ্রীরাধামাধব চিন্তন'-গ্রন্থে অন্তিমপৃষ্ঠা দু-একটিতে তাঁহার প্রার্থনা যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে আমরা কিছু বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। কোন একজন বৈষ্ণব মহাজন বাংলা ভাষায় ত্রিপদীছন্দে লিখিয়াছিলেন—'(আমার) হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়াও লয়ে বাঁশরী',—যদিও ভক্তিমানের হৃদয়ে এই প্রকার চিন্তাস্রোত স্বাভাবিক, তথাপি ইহা কৃষ্ণপ্রীতিমূলা প্রেম-ভক্তির উন্নততম অবস্থা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥" ইহা ভক্তিরাজ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শ শিক্ষা। লেখক এই শ্লোকটি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত। ব্যক্তিগত চরিত্রে বা ভাব-ধারার উপাসনায় এইরূপ চিত্তবৃত্তি পরমমুক্ত পুরুষ ব্যতীত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত কাহারও হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না।

যাহা হউক, আমরা হিন্দী সাহিত্যে এইরূপ গ্রন্থের প্রচুর প্রচার কামনা করি এবং বিশ্বে ভক্তিগ্রন্থের যতই প্রচার ও প্রসার হইবে, ততই জীবের মঙ্গল।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভক্তিতত্ত্বালোচনার মধ্যে রাধামাধবের ঐকান্তিক ভজনের কথাই পরিস্ফুট। শুধু গৌড়ীয় কেন, চারি সম্প্রদায়ের সকল বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের বিচার-ধারায় ঐকান্তিকতা প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। ভজনরাজ্যে ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। ঐকান্তিক ভক্তির প্রধান ভূষণই ব্রহ্ম-শিবাদি-দেবতাগণকে কৃষ্ণের সহিত বা বিষ্ণুর সহিত সমজ্ঞানে উপাসনা না করা। সমগ্র দুগ্ধকুম্ভে একফোঁটা বা একমাত্রা গোময় বা গোমূত্র পতিত হইলে যে-প্রকার সমগ্র দুগ্ধই বিকৃত হইয়া যায়, সেইপ্রকার লেখকের 'শ্রীরাধামাধব-চিন্তন' গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় 'কালী-কৃষ্ণ ও শিব-রাধা' অধ্যায়টি তাহার সমস্ত গ্রন্থখানিকে বিনষ্ট করিয়াছে। তিনি এই অধ্যায়টি একটি অপ্রামাণিক আধুনিক এবং ভক্তি-বিরোধী 'মহাভাগবত' নামক গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া শুদ্ধ ভক্ত হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিয়াছেন। ইহা শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়ের কোন বৈষ্ণবই

ভক্তির অনুকূল বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সহিত অন্য দেব-দেবীকে সমান মনে করিলে নামাপরাধী হইতে হয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও একটি ভক্তিবিরুদ্ধ বিষয় লেখকের গ্রন্থের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছি যে, তিনি কৃষ্ণ এবং কাঞ্চ' অথবা বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব প্রেম-প্রভাবে কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর সহিত কাঞ্চ ও বৈষ্ণব একীভূত হইয়া সেব্য-সেবকভাব নষ্ট করিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয় লিখিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি চিন্তা-ধারায় কোন আচার্য্যবর্গই ঐরূপ মতের অনুমোদন করেন নাই। এইরূপ চিন্তাধারার দ্বারা বৈষ্ণব জগতে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা বা অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করান হইয়াছে। ইহা অবৈষ্ণব পাঠকশ্রেণীর মধ্যে খুব আদৃত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাতে ব্যথিত হইবেন।

যাহা হউক, এই শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণ লোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করাইবে এবং অশুদ্ধ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে সকলেরই অল্প-বিস্তর আনন্দদায়ক হইবে। আমরা তজ্জন্য এইরূপ সাহিত্যের প্রচার কামনা করি। বর্ত্তমান নিরীশ্বর জগতে এই গ্রন্থের দ্বারা সকলেরই উপকার হইবে। ইতি—

বিনীত

—সম্পাদক, শ্রীভাগবত পত্রিকা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

আমরা বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা বর্ত্তমান বর্ষে অতীব সমারোহে ও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্ত এবং ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে এত অধিক সংখ্যায় অন্য কোন বৎসর যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। অন্যূন দ্বি-সহস্র ব্যক্তিকে এই সপ্ত দিবস অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিতে সমিতিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত, তবে সমিতি ইতোমধ্যে অতীব তৎপরতার সহিত ৮ খানি প্রশস্ত ইষ্টকালয় ও সুপ্রশস্ত বারান্দা নির্ম্মাণ করায় অনেক যাত্রীকে স্থান দেওয়ার সুবিধা হইয়াছে। ঐ গৃহগুলির ছাদের উপরও ত্রিপল দিয়া বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তদুপরি সমিতির নিজস্ব তাঁবুগুলি এবং প্রতিবেশীদের গৃহ, বিশেষতঃ মণিপুর-রাজবাড়ীর ঠাকুর মন্দিরগুলির সংলগ্ন নাট্যমন্দির ও অন্যান্য অনেকগুলি ঘরেও বহুসংখ্যক যাত্রীকে স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীমঠের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির জলের কল থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য বৎসর বহুপরিমাণ জল বাহির হইতে ব্যবস্থা করিতে হইত। তজ্জন্য এবৎসর পরিক্রমার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ২টী সুগভীর নলকূপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে যাত্রীদের জলকষ্ট বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীরামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ

দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী নলকূপ ২টীর মধ্যে ১টী খননাদির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার সমুচিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতি বর্ষে যে পরিমাণে পরিক্রমাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সমিতি আরও ১টী ইন্দারা খনন করিবার বিষয় স্থির করিয়াছেন।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে এবৎসর যথেষ্ট পরিমাণে বৈদ্যুতিক আলোরও সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বহির্দ্বার ও অঙ্গনাদি নানাবিধ বস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হওয়ায় সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন।

পূর্ব্বপ্রচারিত পঞ্জী অনুসারে ২রা চৈত্র হইতে ৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত পরিক্রমা করা হয়। তবে প্রত্যহই রাত্রে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেই প্রত্যাবর্ত্তন করা হইয়াছে। কারণ এত অধিক সংখ্যক লোকের বাহিরে কোন স্থানেই কেবলমাত্র শিবিরে স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হইত না। ৭ই চৈত্র শ্রীগৌর-জয়ন্তীতে সকলেই উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের শ্রীমুখ হইতে সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। এবৎসর শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রত্যহই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতামুখে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত পরপক্ষ স্তম্ভিত ও স্বপক্ষ উৎফুল্লিত হন। বর্ত্তমান পাশবিক, নিরীশ্বর ও নির্ব্বিশেষ-ভাবাপন্ন শিক্ষাকে তিনি নানাভাবে গর্হণ করত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ শিক্ষাই জীবের একমাত্র চরম মঙ্গল, বিশেষতঃ শ্রীনবদ্বীপধামের প্রতিটী শিরায় প্রতিটী উপশিরায় সেই চিন্তাস্রোতই প্রবাহিত হওয়ার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তিনি সুদার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। আরও, সদ্ধর্ম্মযাজীর পক্ষে সদাচারের অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন আছে নচেৎ অসদাচারীর ধর্ম্মে আসুরিক গতি লাভ করিতে হয়—এতদ্বিষয়েও প্রচুর আলোচনা করিয়া তিনি অনেক উপদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য মাননীয় এস্.ডি.ও. মহোদয়ের অনুমতিতে মাইক ব্যবহার করিতে পাওয়ায় বক্তৃতা ও প্রসাদ সেবনকালে বিশেষ অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে, নচেৎ এ বিরাট্ জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করা কোন প্রকারে সম্ভবপর হইত না।

শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রাগভূষণ প্রভু মাইকযোগে প্রত্যহ সুমধুর কীর্ত্তন করত ভক্তবৃন্দের অপার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। সকলেই তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

৮ই চৈত্র প্রাতঃ ৮৷৷০ ঘটিকা হইতেই আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে আগত অগণিত ব্যক্তিকে নানাবিধ বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সর্ব্বশেষে এই পরিক্রমারূপ শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যাঁহারা যে-কোন প্রকার সেবার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, সমিতির সদস্যবর্গ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন ও প্রতিবর্ষেই তাঁহারা যেন এরূপ সেবায় ব্রতী থাকেন—এই বিনীত নিবেদন জানাইতেছেন।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

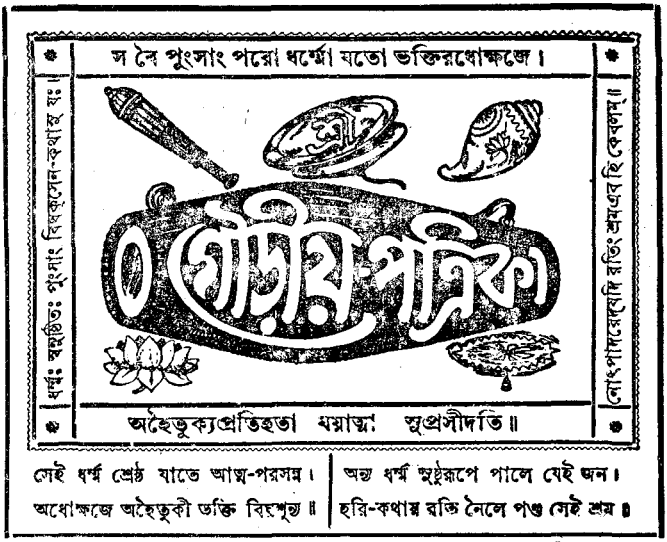
১৪শ বর্ষ } বৈশাখ ১৩৬৯ { ৩য় সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৪শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৪ মধুসূদন, ৪৭৬ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৯ ; ইং ১৪।৫।১৯৬২ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—১০-১৭)

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥১॥

(যদি বল, অবিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে সংসারক্লেশ সম্ভব হইতে পারে—বিবেকীগণ ত' মুক্ত, তাঁহাদের ভক্তির আবশ্যক কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন)—হে দেব ! ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট

থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্ বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্ন-দর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারে না, যেহেতু উহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে ॥১॥

ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্-ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥২॥

হে নাথ! (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণান্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক! ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব (সিদ্ধদেহ-ভাবগত) ভাবনানুযায়ী যে-সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন ॥২॥

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূত-দয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥৩॥

হে প্রভো! আপনি নিখিল প্রাণীতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ও সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের অলভ্য ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল বলিয়া আপনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, কিন্তু সকাম দেবগণ নানাবিধ উপচারদ্বারা উপাসনা করিয়াও আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না ॥৩॥

পুংসামতো বিবিধ-কর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।

আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিন্‌ম্রিয়তে ন যত্র ॥৪॥

(হে কর্ম্মসাক্ষিন্ !) এই জন্যই পুরুষসকলের অনুষ্ঠিত নানাবিধ শ্রৌত কর্ম্ম, দান, কঠোর তপস্যা ও পরিচর্য্যাদ্বারা যে আপনার আরাধনা—তাহাই কর্ম্ম-সমূহের শ্রেষ্ঠ ফল। যেহেতু আপনাতে অর্পিত ধর্ম্ম কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ॥৪॥

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধ-ধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভব-স্থিতি-লয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায় ॥৫॥

হে ভগবন্ ! আপনার স্বরূপ-চৈতন্যদ্বারাই সর্ব্বদা ভেদভ্রম নিরস্ত হয়। আপনি বিদ্যা-শক্তির আশ্রয়, অতএব পরতত্ত্ব ; আপনাকে নমস্কার। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত-কারণ যে (বহিরঙ্গা) মায়ার লীলাবিলাস—সেই মায়ার সহিত আপনি (ঈক্ষণাদি দ্বারা) ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা। আমরা আপনাকে নমস্কার করি ॥৫॥

যস্যাবতার-গুণ-কর্ম্ম-বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেক-জন্ম-শমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥৬॥

যাঁহার দেবকীনন্দন প্রভৃতি অবতার-সূচক, সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণবাচক ও গোবর্দ্ধন-ধর, কংসারি ইত্যাদি লীলার অনুরূপ নাম যে-ব্যক্তি প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়াও কেবলমাত্র উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্যই বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া নিরস্ত-কুহক সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হন। আমি (ব্রহ্মা) সেই জন্মাদিরহিত ভগবানে শরণাগত হই ॥৬॥

যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়-হেতব আত্মমূলম্।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্বৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবন-দ্রুমায় ॥৭॥

যিনি একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের হেতু; আমি (ব্রহ্মা), স্বয়ং তিনি বিষ্ণুরূপে ও শিব—এই ত্রিপাদ যাঁহার স্কন্ধ; মরিচ্যাদি মুনি ও মনু প্রভৃতি যাঁহার শাখা-প্রশাখারূপে বিরাজিত; তিনি স্বয়ংই যে প্রকৃতির আধিষ্ঠান—সেই প্রধানকে গুণত্রয়রূপে বিভাগ করিয়া যিনি বৃদ্ধি পাইতেছেন, সেই ভুবনাকার বৃক্ষস্বরূপ ভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥৭॥

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥৮॥

হে বিভো! লোকসকল যে-পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ আপনার কথিত (পঞ্চেরাত্রোক্ত) ভগবদর্চ্চনরূপ নিজ হিতে অমনোযোগী ও বিরুদ্ধ-কর্ম্মে রত থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই বলবান কাল তাহাদের পরমায়ু সদ্য ছেদন করিয়া থাকে। সেই কালস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

পরমার্থের স্বরূপ

আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী অধিরোহ-পথে অগ্রসর হইতে বাসনা করেন বলিয়া শ্রুতি অবরোহ-পথে তাঁহার নিকট সমাগত হন এবং তাঁহাকে লইয়া ঊর্দ্ধপথে অগ্রসর হন। কোন স্থলে আরোহবাদী অধিক উন্নতি লাভ করিতে না পারিয়া চিদ্-বিলাসরাজ্য বৈকুণ্ঠ-বিরোধী হইয়া জড়ভোগরাজ্যে প্রমত্ত হন। তৎকালে তাঁহার অবতরণ-বাদের প্রতীত হেয়তা তাঁহাকে গ্রাস করায় তাঁহার সত্যগ্রহণ-চেষ্টা অবশ হইয়া পড়ে। তলভূমিতে অবস্থিত হইয়া উন্নত সৌধের ছত্রে অবস্থান—তাঁহার নিকট অপ্রয়োজনীয় কথা হইয়া পড়ে। ছত্র হইতে ছত্রতলভূমি পর্য্যন্ত সকল দর্শনে অভিজ্ঞজন তাঁহাকে

উন্নতরাজ্যের বিচিত্রতার কথা বলিলে তলভূমিস্থিত অনভিজ্ঞের উহা ধারণা-যোগ্য হয় না। একটুকু পরিশ্রম করিয়া যদি তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া বিবরণ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ছত্রোপরিস্থিত বিচিত্রতা তলভূমিতে থাকিয়াই কতকটা উপলব্ধির বিষয় হইবে; কিন্তু জড়াভেদত্ব অপসারিত না হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্রের 'সর্ব্ব' শব্দটী তাৎপর্য্যরহিত হইয়া খণ্ডিত 'ইদং'কে "সর্ব্ব ইদং" এর সহিত ত্রিপুটী বিনষ্ট নির্ভেদবস্তু মনে করিলে তাঁহার বাস্তব-জ্ঞানে বঞ্চিত হইবার অধিকারই দৃষ্ট হয়।

ঔপাধিক বিচারে তাদৃশ ভূমিকায় জীবের চেতনধর্ম্ম ইচ্ছাশক্তির পরিচালকে যে-সকল খণ্ড ব্যাপার-সমূহ আলোচ্যের বিষয় হয়, সেইগুলি অখণ্ডকাল, অখণ্ডদেশ ও অখণ্ড পাত্র হইতে পৃথক্ স্তরে স্থাপিত। ভগবদিচ্ছার অনুকূলে যে-সকল চেষ্টা চেতনের বৃত্তিতে দেখা যায়, সেইগুলি প্রাকৃত উপাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও চেতনের চেষ্টার খণ্ডিত বস্তুর সহিত সান্নিধ্য-মুখে উহা ভগবদনুশীলন-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত। **যেখানে ভগবৎ-তাৎপর্য্যতার অভাব, তাদৃশী চেষ্টা জড়াবৃত হইয়া পূর্ণতার হানি করে।**

কৃষ্ণসেবাভিলাষিতা হইতে পৃথক্ হইয়া যে-সকল ইচ্ছা-মূলে ক্রিয়ার আবাহন দেখা যায়, সেইগুলিকে নিরাপদে "অন্যাভিলাষ" বলা যাইতে পারে। অন্যাভিলাষের ফল খণ্ডিত বদ্ধজীব-সম্প্রদায় লাভ করে। কৃষ্ণাভিলাষিতার ফল ভগবানের সেবা-কার্য্যে বিহিত হইয়া সেব্যবস্তুর তত্তৎসেবা গ্রহণে অভিলাষের অনুমোদন লাভ করে। ভগবানের হৃদ্গতভাব তাঁহার নিষ্কপট-সেবক-সম্প্রদায়েরই পরিচিত বিষয়।

যাহারা ভগবদনুশীলনে সমনস্ক নহে, তাহাদের ভগবৎ-সেবার প্রতিকূলে নিজ-সেবা-তাৎপর্য্যই প্রবল হয়। যাহাদিগের নিত্য স্বরূপানুভূতি নাই বা সে-বিষয়ে রুচি উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদিগের স্বাভাবিকী চেষ্টা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপর হয়। নিজানুভূতি-রাহিত্যে ভগবজ্জ্ঞানের অভাবক্রমে মায়িক ভোগ্যবস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ তাহাদের রুচি-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীব সেবাসুখে বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্জগতে পরিচালনা করিতে গিয়া নশ্বর বস্তুসমূহের গ্রহণ-পিপাসা প্রদর্শন করেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ভগবদ্রূপের অনুসন্ধান না করিয়া আংশিক খণ্ডিত রূপসমূহ-দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই ইচ্ছা নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় তদ্বিপরীত-ভাব-সেবা বদ্ধজীবের হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বদ্ধজীবের ঔপাধিক

ভূমিকায় বিচরণকালে প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় জড় শারীর-সৌখ্য এবং নিজ প্রেয়োবিচারে মানস-সৌখ্যাদির পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই ইন্দ্রিয়সমূহের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বরূপভ্রান্তজীব নানা বিপৎপাত আহ্বান করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। **যে-কালে কোন পারমার্থিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন তাঁহার উপদেশমুখে অর্থ হইতে পরমার্থের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার শক্তি লাভ করেন।** কোন্‌টী তাঁহার পক্ষে হিতকর ও কোন্‌টী অহিতকর, তাহা তাঁহার বিচারে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা সংরক্ষিত হইতে পারে না, সীমায় আবদ্ধ হইয়া যাহার চেষ্টা প্রতিহত হয় এবং স্বরূপভ্রান্তিক্রমে যে পাত্রের অনুকূলতা গৃহীত হয় না, সেইগুলির জন্য অভিলাষ করা তিনি তখন আবশ্যক বোধ করেন না।

নিত্যবস্তুর জন্য প্রয়াণ, কেবল-চেতনময় বস্তুর জন্য যত্ন এবং অবিনশ্বর পাত্রের সেবা করাই সেইকালে তাঁহার কৃত্য বলিয়া স্থির হয়।

পরমার্থ-বিমুখ জীব নিজার্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া বাহিরের রূপে বিমুগ্ধ হন, নিজের সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণে যত্নবান হন, ইতরপ্রাণীর বিনোদনের জন্য চাটুবাক্য শিক্ষা করেন, অপরের নিকট হইতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভের যত্ন করেন, ভগবৎপ্রতিষ্ঠা ও ভক্তপ্রতিষ্ঠা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, ভগবন্নির্ম্মাল্য-সুরভির আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছার পরিবর্ত্তে স্বীয় অভিলষিত সুরভির আঘ্রাণে ব্যস্ত হন, ভগবদ্‌বস্তুর উদ্দেশে সুগন্ধি-বস্তুসমূহের সমর্পণ প্রভৃতি তাঁহার রুচির অনুকূল হয় না। জিহ্বার স্বাদু-বোধে যে-সকল দ্রব্য বদ্ধজীবের জিহ্বা-লাম্পট্য বৃদ্ধি করে, তজ্জন্য তাঁহারা নানা প্রকার অবিহিত কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহাদের একবারও মনে পড়ে না যে, সমগ্র আস্বাদনীয় বস্তু কোন্ জিহ্বায় আস্বাদিত হইলে আস্বাদিতের তাৎপর্য্য পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করে। ভগবৎ-সেবা-রহিত জীব স্বীয় চেষ্টার দ্বারা যে শীতোষ্ণ লাভের যত্ন করেন, তাহা নিজের তাৎপর্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন, ভগবানের পাদপদ্মের সুশীতলতা এবং শীত-জড়তা অপনোদনের সামর্থ্য তাহাদের বিচারের অনুকূল হয় না। কৃষ্ণের পরম বদান্য শ্রীকর-কমল স্বীয়-স্বরূপের কল্যাণ-লাভের আকর এবং ভগবানের সুখ-তাৎপর্য্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আবদ্ধ—সেবারহিত-জীব এ কথার প্রতিকূল চেষ্টায় অবস্থিত থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিগুলি অযথারূপে অপাত্রে যুক্ত থাকায় তিনি স্বীয়

অভিলাষ পরিতৃপ্তির জন্য সর্ব্বদা বাসনাবিশিষ্ট হন, স্বরূপজ্ঞানাভাবই ইহার মূল কারণ। **উদ্বুদ্ধস্বরূপে তাঁহারা জানিতে পারেন যে, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়—বিষ্ণু, সকল ব্যক্তিগত জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের গতি—বিষ্ণু। বিষ্ণুতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠান আছে।** ভিন্ন ভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা আংশিক প্রতীতিমাত্র। যে-কালে ইন্দ্রিয়-গতি সচ্চিদানন্দবস্তুর পূর্ণবিগ্রহে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হয়, সেই কালেই তাঁহার নিজার্থে প্রতিকূল চেষ্টসমূহ ইন্দ্রিয়গতিতে নিযুক্ত হয় না।

সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক ভগবান্—এই প্রতীতির অভাবে জীবগণ নিজ নিজ ঔপাধিক অপস্বার্থপর বিচারক্রমে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে গিয়া কর্ণভূষণকে পদভূষণরূপে নির্ণয় করেন। তাহার ফলে উদ্দিষ্ট বাসনা সিদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে প্রেমের স্থানে বিরোধ আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সেই কালে তিনি অভিলাষ-সিদ্ধির পথের কণ্টক নষ্ট করিয়া প্রতিপক্ষের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, তাহা 'ক্রোধ' নামে আখ্যাত হয়। বাসনার অতৃপ্তি হইতে ক্রোধ-বৃদ্ধির উদ্ভব। ভগবৎ-সেবা-বাসনা প্রতিহত হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকেও ক্রোধ বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ক্রোধ অপস্বার্থ-তাৎপর্য্যে নিযুক্ত না হওয়ায় যে স্বরূপবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, তাহা ইতর ক্রোধের সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভগবৎসেবা-বাসনা প্রতিহত হইলে যে বৃত্তি 'ক্রোধ' নামে দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্যও অদ্বয়জ্ঞান পরমার্থবস্তুর উদ্দেশে। ভগবদ্‌বস্তুর সেবার যে কল্পনা দৃষ্ট হয়, তাহা অপর কোন প্রতিযোগী বস্তুর উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে সংঘটিত হয় না। যেখানে বস্তুর অদ্বয়জ্ঞানাভাব, সেখানেই বিষয়ের বহুত্ব। বিষয়ের বহুত্বে যে ভেদ অবস্থান করে, সে ভেদে প্রেমের অভাব বিরোধ-ধর্ম্ম বাস করায় উহার হেয়ত্ব-সম্বন্ধে শ্রেয়ো বিচারক তাদৃশ মতের সমর্থন করেন না। ভগবদিতর-বাসনা যে শ্রেণীর, ভগবৎসেবা-বাসনা সেই শ্রেণীর হইলেও ইহাদের মধ্যে যে ভেদ অবস্থিত আছে, তাহা নাশ করিবার প্রয়াস ভগবৎসেবা-বিমুখ জনগণের রুচির অনুকূল হওয়ায় তাহারা সমন্বয়বাদের পক্ষপাতী। কিন্তু তাদৃশ সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যরূপ বিরোধ-ধর্ম্ম আবাহন করে বলিয়া উহাকে আত্মবিদ্‌গণ প্রেমধর্ম্ম বলিতে প্রস্তুত হন না। জড়কামনা প্রতিরুদ্ধ হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহাতে ফলরূপে তাৎকালিক শুভ স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেও উহা স্থায়ী নহে; আবার অনেক স্থলে সেরূপ ক্রোধ কেবল অশুভ

উৎপন্ন করে। তখন ক্রোধের প্রতিষ্ঠা ঔচিত্যবোধে উহার আবাহন অপ্রয়োজনীয় স্থির হয়। কিন্তু ভগবৎসেবা-বাসনা-মুখে যে ক্রোধের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা পরমশুভ প্রকাশ করে এবং তাদৃশ চেষ্টা সুবিহিত হইয়াই এরূপ ধারণাসকল বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। **যেখানে এক তাৎপর্য্য-পরতা অবস্থিত অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান কার্য্য করে, সেই স্থলে প্রতিযোগী ভেদ বা বৈশিষ্ট্য, কাম বা ক্রোধ পরস্পর বিবদমান না হইয়া সমতাৎপর্য্যপর হওয়ায় প্রেম আহূত হয়।**

ইতর জগতে কাম ও ক্রোধ—'লোভ' নামক বৃত্তি আনয়ন করে। ক্রোধের বিক্রমে অশুভ ফল দর্শন করিয়া বা বিনাশশীল শুভ দেখিয়া স্বরূপভ্রান্ত জীবের যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহা 'লোভ' নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণসেবা-লৌল্য লোভ-পর্য্যায়ে গণিত হইলেও উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যাঁহারা পর্য্যালোচনা করেন না, তাঁহারাই অপস্বার্থপর লোভের সহিত সমপর্য্যায় গণনা করার অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন না। 'লোভ' বস্তুটী কাম-পর্য্যায়ের অনুকূল দ্বিতীয়স্তর। তথায় প্রতিকূল দ্বিতীয়স্তর ক্রোধের অধিষ্ঠান নাই। লোভনীয় বস্তু, যেখানে অদ্বয়জ্ঞান, সেস্থলে তাদৃশ লোভ ইতরলোভের ন্যায় গর্হণযোগ্য নহে, উহাই পরম উপাদেয়। নিত্যে লোভ এবং অনিত্য বস্তুতে ক্ষণকালের জন্য লোভ বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনিত্য বস্তুর জন্য লুব্ধ জনগণ তাহাদের বৃত্তিটী বহুকালের জন্য সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হয়। পক্ষান্তরে **অদ্বয়জ্ঞানে লুব্ধ জনগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর নব-নবায়মান আকর্ষণে আকৃষ্ট হন।** ভগবদ্বস্তু তাঁহাদিগের রুচিকে আকর্ষণ করে বলিয়া তাঁহাদের লোভের বিষয় সেই বস্তু হইয়া পড়ে। **সেকালে ইতরলোভে তাঁহাদের রুচি দেখা যায় না।** যাঁহারা সমন্বয়বাদ অবলম্বন করিয়া লোভনীয় বস্তুবিচারে স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রচার করেন, তাহাদের অপস্বার্থপরতা নিঃশ্রেয়স লাভের ব্যাঘ্যাত করে।

ইতর বস্তুতে লোভের অবকাশ নিষ্ফল হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে 'মোহ' বলে। লোভের প্রতিকূলভাবে প্রতিষ্ঠিত মোহ জীবের কামনা বা লোভকে প্রতিরোধ করে। তিনি সেই কালে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া লুব্ধ হইবার প্রয়াসেও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। কোন সময়ে বিরুদ্ধ লোভের প্রবলতাক্রমেও 'মোহ' উপস্থিত হয়। **ভগবদ্রূপে মুগ্ধ না হইলেই জীব রূপজমোহে আবদ্ধ হন। ভগবদ্গীত শ্রবণাভাবে জীবের**

হৃৎ-কর্ণ রসযুক্ত হয় না। সেকালে তিনি স্বীয় অপস্বার্থপর বৃত্তিবশে যে-প্রকারে স্তম্ভিত হন, তাহা মোহ-পর্য্যায়ে গণিত। মেস্‌মার (Mesmer) প্রমুখ সম্মোহন-বিদ্যাপারঙ্গত ব্যক্তিগণ ভোগাশার মোহে বদ্ধজীবকে যে স্তম্ভিত করেন, ভগবদ্রূপাদির মোহকে সেই পর্য্যায়ে গণনা করা জীবের স্বরূপ-বিভ্রান্তির লক্ষণের অন্যতর।

কামনা ও লোভের তৃতীয়স্তরে মদের স্থান। কামনা সিদ্ধি ও লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মত্ততা-বৃত্তি দেখা যায়। অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্-বস্তুর গুণকীর্ত্তনে যাঁহার মত্ততা উপস্থিত হয়, তাঁহাকে কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ বিপরীত ও অপ্রীতিকর ভাবসমূহ ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যেখানে ভগবদ্-বিমুখতাক্রমে কাম-লোভের অনুকূলে মত্ততা উপস্থিত হইয়া ক্রোধ ও মোহের বশবর্ত্তিতায় বিপত্তি উদ্ভাবিত করে, সে-স্থলে যে মত্ততা, তাহার সহিত ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা সমপর্য্যায়ে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে। একের দ্বারা প্রেমে প্রতিষ্ঠান, অপরের দ্বারা ত্রিতাপক্লিষ্ট প্রমত্ত জীবগণ অন্য জীবের প্রতি বন্ধুত্ব বা শত্রুতাক্রমে মৎসরতা বৃত্তিতে **উদ্বুদ্ধ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্‌গুণ-মত্ততাক্রমে নির্ম্মৎসরতা লাভ করেন।**

পারমার্থিকের পরিচয় এই যে, তিনি নির্ম্মৎসর অর্থাৎ লৌকিক অসহনশীলতা তাঁহাতে স্থান পায় না। আর ভোগী—কাম-লোভ-মদোন্মত্ত, ক্রোধ-মোহ-প্রতিহত হইয়া যে মৎসরতা প্রদর্শন করিতে গিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করেন, তাহাতে প্রেমের গন্ধ নাই, কেবল অপস্বার্থ ও নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরতা আছে। যাঁহারা কামাদি রিপু-ষট্‌কের বশীভূত হইয়া প্রকৃত ইন্দ্রিয়গতির প্রতিকূলাচরণ করেন, তাঁহারা পরমার্থে বঞ্চিত। এই রিপুষট্‌কের বশীভূত জীবসকল প্রাকৃত কারণসমূহকে বাহিরের ভোগময় রাজ্যে প্রধাবিত করাইয়া অন্তঃকরণ মনকে কলুষিত করেন এবং তাহাতে যে বুদ্ধির উৎপত্তি লাভ করে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু প্রীতিপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজন করিলে ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া এরূপ বুদ্ধিযোগ দান করেন, যাহার ফলে জীবের নিত্যকাল নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দের অভাব ত্রিতাপের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় না। **কিন্তু অন্যাভিলাষিতাযুক্ত নরগণ ভগবদ্‌বস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে মাপিতে গিয়া সেবা-বঞ্চিত হন।** সুতরাং অনর্থযুক্ত বিচার যে-সকল কথাকে 'পরমার্থ' বলিয়া প্রচার করেন, এইগুলি সামান্যার্থ, উহা কখনই পরমার্থ পদবাচ্য হইতে পারে না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিই জীবের সাধ্য

সর্ব্ববেদ-প্রণয়ন, অধ্যয়ন ও বিচার করত ব্রহ্মা শত-শত-কল্পেও যে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সমস্তযোগ ও বৈরাগ্য-মার্গের একেশ্বর হইয়াও দেবাধিদেব মহাদেব যাহা সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন এবং মুক্তজীবসকল যে বস্তুকে স্ব-মহিমা বলিয়া নিত্য আদর করেন, সেই অখিল সাধন-তত্ত্বের একমাত্র সাধ্যবস্তু এবং সর্ব্বশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ পরম-পুরুষার্থ যে প্রেম—তাহাই সম্প্রতি দীনদয়াল মহাপ্রভুর কৃপাকণ অবলম্বন-পূর্ব্বক বিচারিত হইবে। শ্রীরূপগোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলিয়া প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন; যথা,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে 'প্রেমফল'।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার' শুখি' যায় পাতা॥

তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা॥

'নিষিদ্ধাচার 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি'—যত উপশাখাগণ॥

সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল-শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥
এই ত' পরম ফল—'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁ'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪)

মহাপ্রভুর এই রূপককে কবিরাজ গোস্বামী কি অপার-পাণ্ডিত্যের সহিত উপরোক্ত পয়ারে বর্ণন করিয়াছেন! জীব যদি এই পয়ারের অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে ধন্য হয়। স্তূপাকার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে ফল না মিলে, তাহা এই আটাইশটি পংক্তি ভাল করিয়া বুঝিলে অনায়াসে পাওয়া যায়। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে জীবসকল এই ব্রহ্মাণ্ডে অনাদিকাল হইতে যাতায়াত করিতেছে। যেইবার ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইবার ভক্তিতে জীবের শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন। সাধুগুরুর নির্দ্দেশমতে সেই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধাকে চিত্তে ভাল করিয়া রোপণ করেন। জীব তখন মালী হইয়া হরি-নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। লতা বাড়িতে বাড়িতে জড়ীয় জগৎকে ভেদপূর্ব্বক চিজ্জগতের সীমারূপ বিরজা পার হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করত চিদ্বিলাসময় পরব্যোমে প্রবেশ করে। ব্রহ্মাণ্ড ভেদকালে আর একটী প্রকরণ লাভ হয়; তাহার নাম কৃষ্ণকৃপা। জীব স্বীয় চিৎস্বরূপে ক্ষুদ্র; তাহার আলোচনা করিতে করিতে জড়-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ-ধর্ম্ম নিরস্ত হইয়া জীবের সত্তানাশের উদ্যম হইয়া পড়ে। এই সময় কৃষ্ণভক্তের বিশেষ কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা সহায়তা করেন। সে কৃপা এই,—চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীশক্তি অত্যন্ত প্রভাবময়ী। মায়া-নিরসন-সময়ে চিদ্বিশেষ-হানি হইতে জীবকে রক্ষা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়া সাধনভক্তিতে ভাবরূপে

উদিতা হন। সেই ভাববলে জীব, রতিলাভ করত ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। হ্লাদিনী-শক্তির কৃপাব্যতীত জীব প্রেমরূপ প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্‌বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন। পরব্যোমের উপরিভাগে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। তথায় কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে ভক্তিলতা বিস্তৃত হইয়া প্রেমফল প্রদান করেন। মালী এদিকে নিরন্তর হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল লতার মূলে সেচন করিতে থাকেন। যে-সময় লতা অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে-সময়ে মালীকে আর কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। বৈষ্ণব-অপরাধ অর্থাৎ সাধুভক্তগণের প্রতি হিংসা-দ্বেষ-নিন্দারূপ অপরাধ উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় কখন কখন উঠিয়া ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাতে তাহার পত্রাদি শুষ্ক হইয়া যায়। কখন বা লতাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। এই সময় মালীকে বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত যেন ঐ অপরাধ-হস্তী উঠিতে না পারে। আর এক উপদ্রব এই যে, ভক্তিলতার সঙ্গে সময়ে সময়ে উপশাখা উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেকজলে বাড়িয়া বাড়িয়া মূল-শাখাকে বাড়িতে দেয় না। ভোগ, মোক্ষ, সিদ্ধি, কামনা, পাপাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীবহিংসা, ক্রূরতা, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা, অর্থ-পুণ্যলাভাগ্রহ ইত্যাদি অনেক উপশাখা উৎপন্ন হয়। মালী সতর্ক হইয়া ঐ সকল উপশাখা উঠিতে উঠিতেই ছেদন করিয়া ফেলিবেন। এরূপ করিলে মূলশাখা জড়ীয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃতধাম বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যায়। প্রেমফল পাকিয়া পাকিয়া পড়িতে থাকে এবং মালী পরমানন্দে তাহা সেবন করে। **এই প্রেমই পরমপুরুষার্থ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ইহার নিকট তৃণতুল্য।**

এখন প্রেমের স্বরূপ ও প্রকারাদির সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইতেছে। যথা,—

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১)

তথা (প্রেমভক্তি-লহরীতে ১ম শ্লোক),—

সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তে সমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা যায়। সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিৎ-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়াশক্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাব চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-বৃত্তিবিশেষ। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরমবৃত্তিরূপ চমৎকার ভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিদ্গত প্রেমের হেয় ছায়া মাত্র।

শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়ীভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। যথা,—

সাধনভক্তি হইতে হয় 'রতি'র উদয়।
রতি গাঢ় হইতে তা'র 'প্রেম' নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৬-১৭৭)

ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহা উদয় হইলে যে-প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। যথা,—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁ'র ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁ'রে নাহি ভায়॥
'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নামগানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২০-৩১)

যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ রতিভক্তিলহরীতে ১১ শ্লোক),—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥

আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম-গানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলা-সম্বন্ধস্থলে বাস ইত্যাদি অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

এই রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। **রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, স্বয়ং চিদ্ব্যাপার অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন, এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন।** কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত এবং সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুইপ্রকারে রতির উদয় হয়; জগতে সাধনাভিনিবেশজ রতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধসাধনজ ভেদে দ্বিবিধ।

রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতিতে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সব লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভ্যাসকেই রতি বলিয়া থাকে।

কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সব স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।

জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয় তথাপি তিনি কৃতার্থ, তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নয়, বিধি-প্রসক্ত-নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।

রতির চেষ্টারূপ অঙ্গ অনুভাব ও সঞ্চারি-সামগ্রীবিশেষ। তন্মিলনে গাঢ় রতিরূপ প্রেম, রস হইয়া পড়ে। রসবিষয়ে কৃষ্ণের রসামৃতসমুদ্রত্ব-বিচার-প্রবন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমরস-বিষয়ে, এস্থলে পুনরায় বলা হইল না, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগ ভক্তিসাধনক্রমে প্রায়ই **কেবল-প্রেম** উদিত হয়। বিধিমার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই **মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম** লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নারদের প্রতি শিক্ষা

একদিন নারদ চিন্তয়ে মনে মনে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত কেবা ত্রিভুবনে ??
আজীবন বীণাযন্ত্রে কেবা মোর মত ?
হরিনাম গুণগানে আছে সদা রত ??
অন্তর্যামী ভগবান জানিল অন্তরে।
দেবর্ষি নারদ আজ মত্ত অহঙ্কারে॥
একদা নারদ পুনঃ এল গোলোকেতে।
ছলনায় বলে হরি তাঁরে কৌতুকেতে॥
শিরঃপীড়া-যন্ত্রণায় আমি ত অস্থির।
হে নারদ! প্রিয় মোর কর উপকার॥
একটু পায়ের ধূলি পাইলে সত্বর।
শিরঃপীড়া উপশম হইবে আমার॥
শুনিয়া একথা মুনি ভাবে মনে মনে।
দিবে কেবা পদ-ধূলি স্বয়ং ভগবানে ??
এত ভাবি' ধূলিতরে চলে ব্রহ্মলোকে।
পর পর স্বর্গপুরে আর শিবলোকে॥
সকল লোকেতে বলে—"তুমি কি পাগল ?
পদধূলি দিতে কেবা হইবে আগল ??
এতই সাহস কার হইবেক মনে ?
নিজের পায়ের ধূলি দিবে ভগবানে ??
ধূলি আহরণে তিনি ভ্রমে যথা তথা।
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোক কহে এই কথা॥
সব চেষ্টা ব্যর্থ দেখি' নারদ তখন।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে গেল বৃন্দাবন॥
দেখিয়া নারদে ব্রজে বলে গোপীগণ।
"কুশলে আছে ত মোদের কালবরণ ??"

বলিল দেবর্ষি—"শুন ওগো গোপীগণ!
ঘুরিতেছি আমি তার অসুখ-কারণ॥
যদি দেয় কেহ কারে পদ-ধূলি দান।
তবে তার শিরঃপীড়া হয় উপশম॥
কত স্থান ভ্রমিলাম ঔষধের তরে।
পদধূলি দিতে নারে সকলেই ডরে॥
কেহ যদি পদধূলি নাহি করে দান।
শীঘ্রই ঘটিবে তার ঘোর অকল্যাণ॥"
শুনিয়া ত এই কথা বলে গোপীগণ।
এত ভীরু দেব-ঋষি, নাহি করে দান॥
দিতেছি আমরা ধূলি যাও তাড়াতাড়ি।
এত বলি' গোপীগণ দিল পদ বাড়ি'॥
নারদ লইল ধূলি নামাবলী 'পরে।
ছুটে যায় অতি শীঘ্র শ্রীগোলোক পুরে॥
গোপীদের ব্যাকুলতা করিয়া বর্ণন।
তাহাদের পদধূলি করে সমর্পণ॥
গোপী-কথা, শুনে হরি প্রেমাশ্রুতে ভাসি'।
লইল মস্তকোপরি পদধূলি হাসি॥
দেখাইল নারদেরে ব্রজ-গোপী-প্রেম।
যাহার তুলনা নাই,—অনন্ত, অসীম॥
জানিল পরম-ভক্ত ব্রজ-গোপীগণ।
লজ্জায় ঋষির হয় বিশুষ্ক বদন॥

—**শ্রীমুরারিমোহন প্রধান**, পিছলদা (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

পূর্ব্বে মুদ্রিত প্রবন্ধসকল তত্ত্বসন্দর্ভের সার। অতঃপর ভগবৎ ও পরমাত্ম-সন্দর্ভ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু উক্ত পুস্তকদ্বয়ের অপ্রাপ্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভই আরম্ভ করা হইল। ভবিষ্যতে অপর সন্দর্ভদ্বয় আলোচিত হইবে। তত্ত্ব, পরমাত্ম, ভগবৎ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত সন্দর্ভত্রয়ে যে তত্ত্ববস্তুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে সেই পরতত্ত্বকে নির্দ্দিষ্টরূপে পরিচিত করাইবার জন্য এই সন্দর্ভের আরম্ভ। শ্রীভগবানের রাম, নৃসিংহ, বামনাদি বহু স্বরূপ থাকিলেও কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষরূপে প্রকাশমান, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতমুনি শৌনকাদির নিকট বলিয়াছেন, অদ্বয়-বস্তুর তিন প্রকার প্রকাশ—জ্ঞানিগণের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, যোগিগণের নিকট পরমাত্মা এবং ভক্তগণের নিকট ভগবানরূপে। বহুধর্ম্মাশ্রয়ী এক হইলে গ্রহণ-ভেদ জন্য উপলব্ধিভেদ হয়। যথা—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্‌ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ (ভাঃ ৩।৩২।৩৩)

যেমন এক দুগ্ধ শ্বেতত্বাদি বহুগুণাশ্রয়; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূত হয়—চক্ষু দ্বারা শ্বেতত্ব, ত্বক্ দ্বারা শীতলত্ব এবং জিহ্বা দ্বারা মধুরত্ব, তদ্রূপ অদ্বয়বস্তু ভগবানও বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বর্ত্মানুসারে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন। চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা দুগ্ধের জ্ঞান জন্মিলেও উহা অসম্যক, আংশিক ও বাহ্যজ্ঞান মাত্র, কিন্তু রসনেন্দ্রিয় দ্বারাই দুগ্ধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও মাধুর্য্যাদি স্বাদ গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা বহিঃপ্রতীতি অসম্যক বা আংশিক প্রতীতি হইলেও শুদ্ধভক্তিদ্বারাই পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয়। এ সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত—

চমস্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরিভিঃ বিভাবিতা কৃতিং।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥

যখন রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ গগন-পথে আসিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে একটী তেজঃপুঞ্জ, পরে নিকটবর্ত্তী হইলে আকারযুক্ত শরীরী এবং আরও সন্নিকটবর্ত্তী হইলে দেবর্ষি নারদ বলিয়া স্থির

করিলেন। একই নারদের দূরত্ব-নিকটত্ব নিবন্ধন সাক্ষাতের তারতম্যের ন্যায় পরতত্ত্ব সম্বন্ধেও তদ্রূপ তারতম্য জানিতে হইবে। ভগবদ্রূপে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎই মুখ্য।

শ্রীভগবৎতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্য আছে। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরাকার নহেন। উপাসনামার্গে প্রাদেশ-পরিমিত চতুর্ভুজাদি আকারে পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণিত। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্॥ (ভাঃ ১।৩।৩৩)

যে জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে স্থূল-সূক্ষ্মদেহের আত্মাতে অধ্যাস ভ্রমকল্পিত বলিয়া বুঝা যায় সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। ঈশ্বরাকার বহুবিধ থাকিলেও কোন্‌টী ভগবদাকার, কোন্‌টী পরমাত্মার আকার, তদুভয়ের স্বরূপ এবং স্থান-কর্ম্ম কীদৃশ, এই প্রশ্নের সমাধান জন্য শ্রীসূত বলিয়াছেন—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ (ভাঃ ১।৩।১)

সাধনের তারতম্যানুসারে যিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবানরূপে আবির্ভূত হন, সেই অখণ্ড পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সহিত সম্ভূত ষোড়শকলা-সমন্বিত পুরুষাকার প্রকটন করেন। তিনি তৎপূর্ব্বেও ছিলেন, তবে জগৎ ছিল না বলিয়া জগতের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশ-সম্ভাবনা ছিল না। এখন প্রকট হইলেন। জগৎসৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ করিলেন। সমষ্টি জীব ব্রহ্মা, ব্যষ্টি জীব এবং তাহাদের অধিষ্ঠান চতুর্দ্দশ ভুবন ও দেহসকলের প্রাদুর্ভাব জন্য ঐ রূপ প্রকট করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্তই ঐ পুরুষের রূপে লীন ছিল। চিচ্ছক্তি-সমন্বিত পরমাত্মা কাল-শক্তিদ্বারা ক্ষোভিতা গুণময়ী মায়াতে জীবাখ্য চিদাভাস অর্পণ করেন। সাত্বত তন্ত্রে সেই পুরুষের তিনটী রূপ উক্ত হইয়াছে ;—প্রথম—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়—ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং তৃতীয়—সর্ব্বভূতান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এই প্রথম পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইলেও সৃষ্টিভিন্ন অন্যকার্য্যেও তাঁহার সামর্থ্য আছে। তজ্জন্যই 'ষোড়শকল' বলিয়াছেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। কিন্তু ইঁহার পূর্ণত্ব আপেক্ষিক। এই প্রথম পুরুষ স্বরূপ-শক্তির আশ্রয় হইলেও মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া জগৎসৃষ্টি করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এই পুরুষ

হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইঁহার অংশী। তিনি কেবল স্বরূপ-শক্তিতে বিলাস করেন। মায়াশক্তির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

দ্বিতীয় পুরুষের বর্ণন—

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ (ভাঃ ১।৩।২)

প্রথম পুরুষ অংশে ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ-বারিতে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টৃ প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রথম পুরুষ প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক এবং সহস্রশীর্ষাদি-লক্ষণবিশিষ্ট লীলাবিগ্রহ। তাঁহা হইতে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ত্রয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল উৎপন্ন হয়। তাঁহার ইচ্ছায় এই সকল সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। ঐ অণ্ড মধ্যে প্রথম পুরুষ অংশে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভে প্রবেশ করার জন্য গর্ভোদশায়ী নাম। এস্থলে মায়াবাদিদের জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। প্রলয়ের পূর্ব্বে যে বস্তুর যে নাম, যে রূপ ছিল, সৃষ্টির পরে সেই সকল বস্তুর সেই সেই নাম-রূপ প্রকাশ হইল। ভগবানের এই রূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জিত। তাঁহারই অবয়ব-সংস্থানে সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ দ্বারা বিরাট আকার প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। এই পুরুষের আকার নির্দ্দেশ করিতেছেন—

পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ (ভাঃ ১।৩।৪)

উপাসকগণ এই পুরুষের অনন্ত চরণ, উরু, বাহু ও বদনের দ্বারা অদ্ভুত অনন্ত মস্তক, কর্ণ, নয়ন ও নাসিকাযুক্ত অনন্ত মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলশোভিত রূপ ভক্তিচক্ষে দর্শন করেন। ইঁহারও পূর্ণত্ব যথা—

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৫)

এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত গর্ভোদশায়ী পুরুষ নানা অবতারের বীজ ও আশ্রয়। ইঁহার অংশদ্বারা দেব-তির্য্যক্-নরাদি সৃষ্ট হয়।

সেই পুরুষ চতুঃসনরূপে প্রকটিত হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়াবতারে রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করেন। তৃতীয় নারদরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্বিষয়ে

অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলের নৈষ্কর্ম্ম্য বিধানের জন্য সাত্বত-তন্ত্র কীর্ত্তন করেন। কর্ম্ম-সকল জীবের সংসার বন্ধনের হেতু; কিন্তু ভগবৎ সেবাকর্ম্ম কর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাহা বন্ধন-মোচক বলিয়া কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র—দেবর্ষি সাত্বত তন্ত্রে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

চতুর্থাবতারে নরনারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মসংযম-সমন্বিত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। পঞ্চমাবতারে সিদ্ধগণের অধিপতি কপিল নামে আবির্ভূত হইয়া আসুরি-ব্রাহ্মণকে তত্ত্বসমূহের নির্ণায়ক, কালক্রমে বিলুপ্ত সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ করেন। ষষ্ঠে দত্তাত্রেয় অলর্কাদির নিকট আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সপ্তমাবতারে যজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন। অষ্টমাবতার ঋষভদেব সর্ব্ববর্ণাশ্রম-নমস্কৃত পারমহংস্য-ধর্ম্মের রীতি-নীতি প্রদর্শন করেন। নবমাবতার পৃথু রাজদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি দোহন করেন। দশমে মৎস্যাবতার তরণীরূপে কল্পিতা পৃথিবীতে বৈবস্বত মনুকে স্থাপনপূর্ব্বক রক্ষা করেন। একাদশে কূর্ম্ম দেবাসুরগণ ক্ষীরসাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দরকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেন। দ্বাদশে ধন্বন্তরি সুধা লইয়া উত্থিত হন, ও ত্রয়োদশে মোহিনী সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবতাগণকে প্রদান করেন। চতুর্দ্দশে নরসিংহরূপে হিরণ্য-কশিপুর বিনাশ করেন। পঞ্চদশাবতারে বামন বলিরাজার নিকট হইতে স্বর্গ ফিরাইয়া লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন। ষোড়শে পরশুরাম একবিংশতিবার ব্রাহ্মণ-দ্রোহী রাজগণকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সপ্তদশে সত্যবতী-গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ-বিভাগাদি করিয়াছিলেন। অষ্টাদশে শ্রীরামচন্দ্র দেবকার্য্যার্থ সমুদ্র-বন্ধন ও রাবণাদিকে বিনাশ করেন। ঊনবিংশ ও বিংশাবতারে রাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। একবিংশে বুদ্ধ অসুর-মোহনার্থ গয়া প্রদেশে অবতীর্ণ হন। দ্বাবিংশে কলির যুগসন্ধ্যায় রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে কল্কিরূপে আবির্ভূত হইয়া ম্লেচ্ছ রাজগণের বিনাশ সাধন করিবেন।

অবতারগণ মধ্যে যাঁহারা অংশাবতার, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিশেষ জানিতে হইবে—চতুঃসন-নারদ-ব্যাসাদিতে জ্ঞান ও ভক্তি-শক্তির আবেশ এবং পৃথুতে ক্রিয়াশক্তির আবেশ।

মহাপ্রভাবশালী ঋষি, দেবতা, মনু, মনুপুত্র ও প্রজাপতিগণ শ্রীহরির বিভূতি। যাঁহাদিগেতে অল্পশক্তির প্রকাশ তাঁহারা বিভূতি, আর যাঁহাদিগেতে

মহাশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা আবেশ। বিভূতি ও আবেশাবতার স্বরূপতঃ জীব। মহত্তম জীবে ভগবানের অল্পশক্তি প্রকাশ পাইলে বিভূতি ও অধিক শক্তি প্রকাশ পাইলে আবেশ বলা হয়। যেমন লৌহ অগ্নিসংযোগে অগ্নি-সাধর্ম্ম্য লাভ করে তদ্রূপ।

পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ-অবতারের অংশ ও কলা, কিন্তু বিংশতিতম অবতাররূপে কথিত শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাবতারেরও অংশী অবতারী স্বয়ং ভগবান, সেকথা সূত গোস্বামী "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অবতার-গণের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ থাকায় সূত নিজ ভ্রম পরবর্ত্তী শ্লোকে সংশোধন করিয়াছেন।

অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের উল্লেখ শুনিয়া শৌনকাদির মনে সংশয় হইল —বর্ণিত অবতারগণ-মধ্যে কে কাহার অংশ এবং কেই বা অংশী? আর যত অবতারের কথা বলা হইয়াছে কুত্রাপি ভগবান্ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—উল্লেখ করিলেন কেন? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য কোন অসাধারণ ধর্ম্মাদি উল্লেখ না করিয়া সাক্ষাৎ উপদেশ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীচরিতামৃতেও উক্তি আছে—

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥

মীমাংসা-শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—বচনগত বিরোধ সমাধান-বিষয়ে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ইহাদের সমবায় স্থলে যথাক্রমে পর প্রমাণের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতি ও লিঙ্গমধ্যে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ ও বাক্যমধ্যে বাক্য দুর্ব্বল ইত্যাদি। এতদনুসারে শ্রুতির সর্ব্বাধিক প্রাবল্য দেখা যায়। জীব গোস্বামী প্রভুরও উক্তি—সাক্ষাদুপদেশস্তু শ্রুতিঃ; সাক্ষাদুপ-দেশকে 'শ্রুতি' বলে।

ব্রহ্মসংহিতার বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্, নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গণসহ নর্ত্তন ও কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। উহা আলোচনা করিলে জানা যায়—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গৌড়ীয় ভক্তগণের উপাস্য দেবতা কিনা। শ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই; সেজন্য সচল জগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ-দেবকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে (৮০-৮৫ পয়ারে) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সিংহদ্বারে দলই আসি করিল বন্দনে॥
তারে বলে,—কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাত॥
সেই কহে,—ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন॥
'তুমি মোর সখা, দেখাহ, কাঁহা প্রাণনাথ'।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত॥
সেই বলে,—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দরশন।
দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥

শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা দেবী একই বস্তু—ভিন্ন নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বস্তু, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা দেবী সেই একই বস্তু—কিছুমাত্র ভেদ নাই। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১২শ অধ্যায়ে ১৭১ পয়ারে এইরূপ লিখিত আছে—

সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধররূপ শ্রীমুষল করে॥

পুনঃ দেখে জগন্নাথ মূর্ত্তি সর্ব্বজন।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম ॥

শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে ১৩৯ হইতে ১৮৫ পয়ার পাঠ করিলে সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১০ম পরিচ্ছেদে ১৩৬ পয়ারে শ্রীশিখি-মাহিতির কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে অনুভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের অভেদত্ব-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শিখি মাহিতি—[গৌঃ গঃ ১৮৯ শ্লোক—"রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধা-দাস্যৌ পুরা স্থিতে। তে জ্ঞেয়ে শিখি মাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ ॥" ইনি ও ইঁহার ভগিনী, উভয়েই প্রভুর উৎকলবাসী অন্তরঙ্গ ভক্ত; যথা—চৈতন্য-চরিত মহাকাব্যে ১৩ সর্গ ৮৯-১০৯—] পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শিখি মাহিতি (মহান্তি) নামক এক বিমলচিত্ত, করুণহৃদয় মহাত্মা বাস করেন। তিনি নীলাচল-তিলক শ্রীজগন্নাথের দাসস্বরূপ। 'মুরারি মাহিতি' নামক ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শুদ্ধবুদ্ধিমতী মাধবী দেবী। প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী, উভয়েই গৌরসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সহজাত নিশ্চলা শুভবুদ্ধি কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের বিস্মৃতি পোষণ করে নাই। সম্প্রতি বৃন্দাবনচন্দ্র গৌরচন্দ্ররূপে এই ধরণীতলে উদিত হইয়া এই ভ্রাতা-ভগিনীর শুভ গৌরস্নেহরাশি নিয়ত বিধান করিতেছে। নীলাচলেন্দ্র জগন্নাথের প্রেমভৃত্য নিজ অগ্রজ শিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার নিমিত্ত ইঁহাদের নিরতিশয় যত্ন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শিখি মাহিতি কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন না।

অপর একদিবস অনুজগণের উপদেশক্রমে ও নিয়ত বহু মানসিক আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে, তিনি রজনীশেষে চকিত হইয়া 'গৌরপাদপদ্ম দর্শনকারী অনুজগণ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে' এইরূপ একটী স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনে পুলক প্রযুক্ত ও হর্ষহেতু দ্বিগুণ চকিত হইয়া ক্রমশঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক অনুজদ্বয়কে দেখিলেন। জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত ঐ মহৎ অনুজদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। শিখি মাহিতি তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,—'ভাই, আমি যে স্বপ্ন

দেখিয়াছি, তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উহা অতি বিচিত্র। শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয়, অদ্যই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল। দেখিলাম গৌরসুন্দর নীলাচলেন্দ্রকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাতে ক্ষণে-ক্ষণে প্রবেশ ও পুনঃ-পুনঃ বহির্গত হইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতেছেন,—এইরূপ লীলা বিস্তার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এখনও পরমেশ্বর গৌরসুন্দরকে তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি ভ্রান্ত হইতেছে? হায়, সেই অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাকে জগন্নাথদেবের সমীপাগত দেখিয়া আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘ, উন্নত ললিত বাহুদ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে উৎপুলকিতাঙ্গ হইয়া শিখি অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রেমগদ্‌গদবাক্যে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রভুর দর্শননিমিত্ত জগন্নাথ দর্শনে যাইতে কহিলেন। তখন তিনজনেই সম্মত হইয়া নীলাচলপতির দর্শন-জন্য গমন করিলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখি মাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে গৌরসুন্দরকে ঠিক তদ্রূপ ভাববিশিষ্ট দর্শন করায় তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। মহাবদান্য মহাপ্রভুও তাঁহাকে 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন; শিখি মাহিতিও গৌরসেবাময় বুদ্ধিযুক্ত অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। তদবধি শিখি মাহিতি গৌরপাদপদ্মগন্ধে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অভীষ্টদেব শ্রীগৌরের সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমণ কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বত্র জগন্নাথ-দর্শন

'আমি যতক্ষণ ধরি' দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত॥
কি দক্ষিণে, কিবা বামে, কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মুখ বিনে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।১৫-১৬)

যিনি শ্রীজগন্নাথ তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ; জীবকে প্রেমভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগৌরহরিরূপে প্রাকট্য—

আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৯৪-৯৫)

পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব জাগতিক বিধি-নিষেধের অতীত বস্তু

দামোদর স্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই।
হেন বুঝি, ওড়ন যাত্রায় দোষ নাই॥
পরংব্রহ্ম জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।১১৪-১১৫)

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভুর জগন্নাথরূপে দর্শন-দান

সকল জানেন প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথরূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ-বলাই আসি' হৈলা বিজয়॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।১২৬-১২৭)

শ্রীগৌরসুন্দর নিজতত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক স্বমুখে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি রাম, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য, মুঞি কূর্ম্ম, বরাহ, বামন॥
* * * *
মুঞি নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ১।২৫১-২৫৩)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব পাঠ করিলে জানা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন; যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৩।১৩৫-১৩৭—

আপনেই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে॥
আপন প্রসাদ কর, আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন॥
আপনে আপনা দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু, তোমার মহত্ত্ব॥

যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ করিয়া ভক্তকে কৃপা করেন, রক্ষা করেন, সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভগবান্ নৃসিংহদেবের সহিত শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর কিছুমাত্র ভেদ নাই।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ-নৃসিংহসহ কিছু ভেদ নাই॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২।৬৭)

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাদেবীতে ভেদদর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে বক্রেশ্বরের নির্জ্জন বনে ভজনোদ্দেশ্যে রাঢ়-দেশে প্রবেশ করেন, কিন্তু বক্রেশ্বর পৌঁছিবার ৪ ক্রোশ পথ থাকিতে শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞাক্রমে প্রভু গতি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হন।

অচল জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সচল জগন্নাথের নীলাচল যাত্রা

বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
"নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে"॥
এই বলি চলিলেন হই পূর্ব্বমুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ সুখ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ১।৯০-৯২)

শ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থ মহাপ্রভুর অদ্ভুত আর্ত্তি বা বিপ্রলম্ভ প্রেমোন্মাদ

হাহা প্রভু জগন্নাথ বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি' ঘন করয়ে ক্রন্দন॥

* * * *

কোনমতে এ আর্ত্তির নহে সম্বরণ।
কান্দে আর এইমত চিন্তে, মনে মন॥

* * * *

প্রভু বলে—তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
'নীলাচলচন্দ্র' বলি' পড়িলা ভূমিতে॥

* * * *

বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হইতে॥
নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা পাসরি॥
কারে বলি রাত্রিদিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাবার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে—নিরবধি রহি' পাশে॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস॥

*　　*　　*

আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥

*　　*　　*

চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে।
(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৮৬, ৮৮, ৯৩-৯৪, ১০৯-১১৩, ১১৭, ১২১, ১৩২)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুল আনন্দ

হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ, সুভদ্রা, সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈলা জগন্নাথ কোলে করিবারে॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৪২৭-৪৩০)
জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।১১৭)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। কেবল ভাগ্যহীন জনগণই শ্রীজগন্নাথদর্শনে বিমুখতা প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তন্নিজজনগণ পরম আর্ত্তিভরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—"শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাঁহার যত আর্ত্তি অধিক, তিনি ততই ভাগ্যবান্, আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করি।"

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে সেই স্ত্রীরে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি, প্রভু কহিতে লাগিলা।
"এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা!!
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়!!

পূর্ব্বে আমি যবে কৈলুঁ জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

জগতের সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণের দাস। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবের পরম ধর্ম্ম। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে সকল জীবকেই শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

"আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে,—কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি বর-দান

সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণনাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সবার শরীরে॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করায় শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু কোন এক সময় দ্রাবিড় দেশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা প্রাপ্তির জন্য এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—

এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
জগন্নাথদেব তোমার সব ভাল কৈলা॥
আগা ও ঈপ্সিত তুমি ভুঞ্জিবে এখন।
শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ॥ (চৈঃ মঙ্গল অন্ত্য ২০০ পৃঃ)

পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আখ্যায়িকাটি অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল :—

এক সময় বিভীষণ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য পুরী যাইতেছেন জানিতে পারিয়া দ্রাবিড় দেশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকেন। বিভীষণ পুরী গম্ভীরায় সচল জগন্নাথ সন্ন্যাসবেষী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া (দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবকে দর্শন না করিয়া) প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি জগন্নাথদেব দর্শন করিতে গিয়া, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন কেন?

তখন বিভীষণ শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভু যে একজন তাহা জানাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গটি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-নামক গ্রন্থে অন্ত্য খণ্ডে ১৯৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

জগন্নাথদেব তুমি না দেখিলা কেনে।
স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে॥
সন্ন্যাসীর আজ্ঞা তুমি কৈলো শিরোপরি।
সন্ন্যাসী বা কেবা কহ—না কর চাতুরী॥
রাজা কহে—শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাৎ নয়ন॥

ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এইরূপে স্তব করেন,—

ব্রাহ্মণ কহয়ে—গোসাঞি, আমি ত অবুধ।
কত কত জীব আছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ॥
সভাকার প্রাণ তুমি, সভাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহো তুমি জগন্নাথ॥
* * * *
গৌরাঙ্গ-কিরণে জগন্নাথ হৈলা গোরা।
ভাবময় হৈল দেহ পরম বিভোরা॥
* * * *
জগন্নাথ প্রকাশ হৈলা ন্যাসীরূপে॥ (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

শ্রীপুরীধামে প্রতিবৎসর রথযাত্রা কালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপানির্দ্দেশমত শ্রীরামানন্দ বসু ও শ্রীসত্যরাজ খাঁন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য পট্টডোরী আনয়ন করিতেন, ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্ম্মাণ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৪।২৪৮-২৪৯)

অতএব শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাপূজাকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় ভক্তগণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের সেবা-জ্ঞানে কখনই পরিত্যাগ করেন না, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞানেই তাঁহার সেবাপূজা করিয়া থাকেন।

পরিশেষে শ্রীহরির পাদপদ্মে একটি প্রার্থনা-গীতি গান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :—

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে, হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিত পাবন, পতিত-তারণে রত॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ, তুমি ত করুণাময়।
তব দয়া পাত্র, নাহি মোর সম, অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার, অধম পামরে ত্রাহি॥
সকল বুঝিয়া, আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা, তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস, আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ, আমার নহি ত' আমি॥
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া শরণ, লয়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া, পালন করহে তায়॥

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছু দ্রব্য, সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না।

ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন)

হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণুসদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়।

অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
(স্কন্দ পুরাণ, উৎকল খণ্ড, ৩৮।১৯-২০)

কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তি মাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে।

রুদন্তি পাতকাঃ সর্ব্বে নিশ্বসন্তি মুহুর্ম্মুহুঃ।
হাহাকৃত্য পলায়ন্তি জগন্নাথান্ন-ভক্ষণাৎ ॥

শ্রীজগন্নাথান্ন ভক্ষণে পাতকরাশি মুহুর্ম্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করত হাহাকার করিতে করিতে (উর্দ্ধশ্বাসে) পলায়ন করে।

—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব কেন ?

ধৃ+মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম; অথবা যাহা ধারণ করিলে নিত্যকাল স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। প্রত্যেক বস্তুরই একটি নিজস্ব ধর্ম্ম আছে। বস্তুকে যাহা ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাই বস্তুর ধর্ম্ম। যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে তাহাই বস্তু। বস্তুর ধর্ম্মই বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। বস্তুর স্বধর্ম্মই তাহার নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু কোন ঘটনাবশতঃ অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বস্তুর ধর্ম্ম অনেক সময় রূপান্তরিত হইয়া যায় তখন তাহা নৈমিত্তিক। বস্তুর পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম নহে ও কোনও নিমিত্ত আশ্রয় করায় তাহা নৈমিত্তিক; সুতরাং নিত্য হইতে পারে না। জল একটী তরল পদার্থ। ঘটনাবশতঃ অর্থাৎ শৈত্য প্রয়োগের ফলে জল যখন শিলা হয়, তখন তাহা কাঠিন্য স্বভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শৈত্যরূপ নিমিত্ত বিগত হইলেই অর্থাৎ তাপ প্রয়োগের ফলে শিলা (বরফ) পুনরায় পূর্ব্ববৎ জলে পরিণত হয়। এক্ষণে জল বস্তুটীকে জলরূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহার তারল্য স্বভাব। জলের তারল্য স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া শিলারূপে কাঠিন্য স্বভাবে পরিণত হইলে সেই পরিবর্ত্তিত স্বভাবকে স্বভাব বলা যায় না,—তাহা নিসর্গ। নিসর্গ অনেক সময় স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করিলেও তাহা কোন কিছুর নিমিত্ত উদয় হয় বলিয়া

নৈমিত্তিক। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন,—'বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা, কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।' বস্তুর নিত্য বিশেষ গুণই তাহার স্বভাব। বস্তুর অস্তিত্ব হইতেই তাহার স্বভাবের উদয়। জীব বাস্তব বস্তু। ভগবানের সহিত জীবের যখন অবস্থিতি রহিয়াছে তখন হইতেই জীবের স্বভাবের স্থিতি।

জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীব ইচ্ছা করিলে চিজ্জগতে বা অচিজ্জগতে প্রবেশ করিতে পারে। জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—'জীব চিদ্ধর্ম্মী বটে, কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড়ধর্ম্মবশ হইবার যোগ্য।' ভগবানের অপর এক বহিরঙ্গা শক্তি মায়া-দ্বারা জীব আবৃত। জীব সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই জীবের যে স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে, সেই স্বাতন্ত্র্যবশে জীব ভগবদ্ বহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবশ হইয়া পড়িয়াছে। মায়াবশ্য জীব মায়াদ্বারা চালিত হইয়া এ জগতে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতেছে। যে-সমস্ত জীব গঠন হইতেই নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া চিজ্জগতে ভগবৎ সেবায় মগ্ন, তাঁহারা নিত্য আনন্দ অনুভব করিতেছেন। জীব-ভগবানের নিত্যদাস; ভগবানের নিত্য দাসত্বই জীবের স্বভাব। মায়া দ্বারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত জীব ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইয়া ভগবদ্ বহির্ম্মুখতাকেই নিজ স্বভাব বলিয়া মনে করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

অর্থাৎ,—"সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব সত্ত্ব, রজস্তম,—এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত 'প্রাকৃত' বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণ-জাত প্রাকৃত অভিমানবশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।"

এক্ষণে ভগবদ্ দাস্যই জীবের স্বধর্ম্ম হইলে কে সেই ভগবান্, তাহা জানা আবশ্যক। 'ভগবান্'-শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

অর্থাৎ,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি তিনিই ভগবান্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥"

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। কৃষ্ণই একমাত্র নিমিত্ত-পুরুষ, তিনিই সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

ছান্দোগ্য বলেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥"

ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

হরিবংশ বলেন,—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি—সমাকৃতি। কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ। যথা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ,—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ, তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥"

আধুনিক জগতে নানা ধর্ম্ম ও নানা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলেন, 'যত মত তত পথ'। কিন্তু আসলে মত একটী ও পথও একটী। 'যত মত

তত পথ'—কথাটী নেহাৎ গোঁজামিল দেওয়া এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু নহে। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে সেখানে নানা ধর্ম্মের কোন বালাই থাকে না। ভগবান্ প্রভু, জীব দাস; তিনি ঈশ, জীব ঈশিতব্য; তিনি সেব্য, জীব সেবক; —ইহাতে আবার কি সংশয় থাকিতে পারে? সমুদ্র হইতেই তরঙ্গের উৎপত্তি, তরঙ্গের সমুদ্র কখনই নহে; তেমনি জগৎ ও জীব হইতে ঈশ্বর সৃষ্টি হয় নাই। ঈশ্বরই একমাত্র স্রষ্টা,—তাঁহা হইতেই সকল সৃষ্টি। শ্রীভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া বহু ভাগ্যবলে আমাদের এই দুর্ল্লভ মানুষ-জন্ম লাভ হইয়াছে। মানুষের ন্যায় বিচার-বুদ্ধি অন্য কোন প্রাণীর নাই। জৈবধর্ম্ম গ্রহণ ও পালনের অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে।

বর্ত্তমানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানাধর্ম্ম পৃথিবীতে চালু রহিয়াছে। তন্মধ্যে মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অনুরূপ নিরাকারবাদী ধর্ম্মগুলিতে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব নাই এবং ইহাদের বিচারও নিতান্ত হেয়। এইসকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভগবৎপ্রেমলাভ কখনই সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী স্বীকার করিলে তাঁহাকে সাকার বলিতেই হইবে। আকার কথাটী মৌলিক। তিনি সাকার বলিয়াই তাঁহা হইতেই সমস্ত সাকার বস্তুর উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। নিরাকার বলিয়া কিছুই নাই। মৌলিক রূপই ভগবানের প্রকৃত রূপ। ভগবান্ কৃষ্ণের প্রেম লাভই অণুচৈতন্য জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাস্ত্র বলেন,—

"দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥"

অর্থাৎ,—"এই স্বয়ং-রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কোন কালে চতুর্ভুজ (রূপ মৌলিক) নহেন (—আংশিক মাত্র)। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।"

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা মায়াবাদী; সুতরাং অপরাধী। হিন্দুধর্ম্মের অপৌরুষেয় শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বেদ শুধুমাত্র অদ্বৈতবাদের কথা বলেন নাই। বেদে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ উভয়ই কথিত হইয়াছে। কাজেই উভয় মতবাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। আচার্য্য শঙ্কর শুধুমাত্র বেদের অদ্বৈতবাদের কথা জগতে প্রচার করিয়া লোকসকলকে বেদের একাংশ জানাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে যখন শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম বিলোপ হইবার উপক্রম হইল, দেব-দেবীর মূর্ত্তি-পূজা বৌদ্ধবাদ প্রচারের ফলে উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন

সাক্ষাৎ শঙ্কর 'আচার্য্য শঙ্কর' নামে জগতে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধবাদের তুল্য এক অভিনব বাদ প্রচার করিয়া বেদের প্রমাণ্য প্রতিপাদন করিলেন। 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'—আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ শিব। আচার্য্য শঙ্করের এই মায়াবাদ প্রচারের মূলে ছিল, ভগবান কৃষ্ণের আদেশ। পরে ঐ অদ্বৈত মত নিরসন-কল্পে যুগাচার্য্য রামানুজ, মধ্ব, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হ'ন। পরিশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া জগদ্‌বাসীকে বিমল প্রেমরস প্রদান করিলেন। তিনি শুদ্ধ অদ্বৈত ও দ্বৈত মত উভয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে সার সংগ্রহ করত **'অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব'** প্রকাশ করিলেন। তিনি মধ্বাচার্য্যের মতবাদই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। সর্ব্বদা নিত্যভেদের পরিচয়ই প্রবল। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বাণী—

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহ ত' অভেদ ??
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ??"

জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—

"বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় আমরা পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

জীব দুই প্রকারের, যথা নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবায় মগ্ন, আর নিত্যবদ্ধ মায়া সঙ্গবশতঃ কৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া নিয়ত দুঃখই পাইয়া থাকে। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্য সংসার ॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
'নিত্যবদ্ধ' কৃষ্ণ হইতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে, নরকাদি-দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥　(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

ভারত-তীর্থ দর্শন

"গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক এক যাত্রায় সপ্ত মোক্ষ-দায়িকা পুরী, তিন ধাম ও প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরাদি দর্শন ও তীর্থস্নানাদির বিরাট আয়োজন করিয়া তীর্থযাত্রীদের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। মুক্ত-পুরুষের সঙ্গ লাভে এবং তদীয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দের ঐকান্তিক বৈষ্ণবাচার-ব্যবহার দর্শন করিয়া যাত্রীসকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়াছেন। মহাজনগণ বলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

এখানে আমি যে বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহা আলোচনা করিবার অধিকার একমাত্র বিষ্ণুভক্তগণেরই আছে। কারণ বিষ্ণুভক্ত বিনা গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা এবং সেবাবৃত্তি অনুভব করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। তবে প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে সেবাকার্য্যের মহিমা ও তৎসঙ্গের কৃপাপ্রভাবে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহা আত্মশোধনের জন্য বর্ণনা করিতে গেলে ধৃষ্টতা হইলেও বৈষ্ণবগণ মার্জ্জনা করিবেন। ভারততীর্থ দর্শনকারী যাত্রীসকলের মধ্যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-প্রসাদে সেবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

পাঠকগণের অনেকেই আশা করি "নবদ্বীপ-পরিক্রমার-স্মৃতি" মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। হাজার হাজার পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দকে উক্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ সেবাকার্য্যদ্বারা আনন্দে অভিভূত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি সকলকেই প্রতিবৎসরই "নবদ্বীপ-পরিক্রমা" দর্শন ও তাহাতে যোগদান করিতে প্রার্থনা করিতেছি। সেই সঙ্গে পাঠকবৃন্দকেও শ্রীল গুরুদেবের আদেশে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারাও যেন "নবদ্বীপ-পরিক্রমায়" আসিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্য করেন এবং শ্রীবেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দের সেবাযত্ন প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া নিজেদের জীবনকেও কৃষ্ণসেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন।

সেবাবৃত্তি আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, হরি-কৃপা-লাভ করিতে

হইলেই সেবাকার্য্যের একান্ত প্রয়োজন এবং কৃষ্ণদাসগণের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই ; জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিকে শোধন ও উন্নত করিবার জন্যই "ভারত-তীর্থ-দর্শনের" ও 'নবদ্বীপ-পরিক্রমার" সেবাকার্য্যরূপ ব্যবস্থার আয়োজন। সুতরাং সকলকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। শাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রত্যক্ষ-ভাবে তাহার আচরণ দেখিলেই অতি সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানের যেরূপ Practical Classএ যোগ না দিলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না সেইরূপ।

অধুনা **ভারত-তীর্থ-দর্শনের** ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে বার, তারিখ ও সময়ের বহুল উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিয়া পাঠকবর্গের উদ্বেগ সৃষ্টি করিব না। বর্ণনায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। সেইজন্য পাঠকদের নিকট প্রারম্ভেই ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

শুভ যাত্রারম্ভ

ইংরাজি ৩রা অক্টোবর ১৯৬১, বাং ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৬৮ সাল রাত্র ৯-২০ মিঃ সময় মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সুযোগ্য শিষ্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "সাধুসঙ্গে সমগ্র-ভারত-তীর্থ" পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "বিজয়-বিগ্রহ" ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-সংযোগে হাওড়া ষ্টেশনে অপরাহ্ণে লইয়া আসেন এবং উক্ত সময় ও তারিখে হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাটফর্ম হইতে দিল্লী এক্সপ্রেস যোগে যাত্রা সুরু হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ১১৮ জন যাত্রী (সমিতির সভ্যবৃন্দসহ) "রিজার্ভ-টুরিষ্ট-কার" গাড়ীতে যাত্রা আরম্ভ করেন। সস্ত্রীক আমিও উক্ত যাত্রায় অংশ গ্রহণ করি। সমিতি প্রতিবৎসরই সর্ব্বসাধারণের জন্য এই অপূর্ব্ব সুযোগ দানের ব্যবস্থা করিয়া আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের ধন্যবাদার্হ হইয়া আসিতেছেন।

উক্ত টুরিষ্ট-কারে সমস্ত যাত্রীগণের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বহুযাত্রী কক্ষান্তরে যাইতে বাধ্য হন। সাধুসঙ্গে, তীর্থদর্শন-মানসে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আশায় তাঁহারা এইরূপ অসুবিধা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন। আমাদের সংরক্ষিত গাড়ী (টুরিষ্ট-কার) রাত্র প্রায় ১-৩০ মিঃ সময় আসানসোল রেল-ষ্টেশনে কাটিয়া দিল। এখান হইতে যাত্রীগাড়ী সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং আমরা সকলে পরের দিন (ইং ৪।১০।৬১) সকাল ৭-৩০ মিঃ তীর্থদর্শনের তালিকার প্রথম দর্শনীয় ঐতিহাসিক (বন) বিষ্ণুপুরে অবতরণ করিলাম।

বিষ্ণুপুর

শ্রীল গুরুদেব কয়েকজন ভক্তসহ রিজার্ভ-টুরিষ্ট-কার লইয়া এখান হইতে রওয়ানা হইয়া খড়গপুর গেলেন। ইতোমধ্যে আমরা পরিক্রমা-দর্শনাদির জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমাদের পরিক্রমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, সমিতির নিয়ামক-আচার্য্য কখনও কখনও স্বয়ং অথবা তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাদি পরিচালনা করিয়া পরিক্রমা-কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করেন।

বিষ্ণুপুর রেলষ্টেশন হইতে দর্শনীয় স্থান সহরের ৩।৪ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিয়া আমরা নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম। (১) দলমাদল কামান—এ সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি আছে। একদা মুসলমান দস্যুগণ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিবার জন্য উপস্থিত হইল। তৎকালীন রাজা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও শত্রু পক্ষের গতিরোধ করিতে পারিতেছেন না। রাজাকে যুদ্ধে অপারক দর্শন করিয়া রাজার সেবিত বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন স্বয়ং **দলমাদল কামান** পরিচালনা করিয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য স্বয়ং ভগবান সেবকরূপে আবির্ভূত হন। এস্থলেও স্বয়ং মদনমোহন সৈন্য পরিচালনা করিয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই হইতে দলমাদল কামান ও শ্রীমদন-মোহনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইয়াছে। শ্রীভগবানের বিভূতি-যোগের উপরই আমাদের লক্ষ্য বেশী। ভগবানের স্পর্শে ধন্য দলমাদল কামানকে দণ্ডবৎ ও স্পর্শ করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।

রাজা বীরহাম্বীরের অধস্তন বংশধর শ্রীনৃপেন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা-মদনমোহন বিগ্রহ, রাসমঞ্চ ও রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলাম। রাস মঞ্চটী বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ইহার কারুকার্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। পথিমধ্যে ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুরের বহু তোরণদ্বার বা সিংহদ্বার এবং মন্দির ভগ্নাবস্থায় কালের প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও দর্শন করিলাম। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও মন্দিরগাত্রে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯; ইং ৩১।৫।৬২

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ১৭ই আষাঢ় ১৩৬৯, ইং ২রা জুলাই ১৯৬২, সোমবার হইতে ২৭শে আষাঢ় ১৩৬৯, ইং ১২ই জুলাই ১৯৬২, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **১৭ই আষাঢ়,** ২রা জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১৮ই আষাঢ়,** ৩রা জুলাই, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন** মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৯শে আষাঢ়,৪ঠা** জুলাই বুধবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **২০শে আষাঢ়,** ৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার **হইতে ২২শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ** ও **শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২১শে আষাঢ়,** ৮ই জুলাই, রবিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **২৪শে আষাঢ়,** ৯ই জুলাই, সোমবার **হইতে ২৬শে আষাঢ়,** ১১ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা **হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২৭শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহা-প্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ | ৪র্থ সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৪শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৭ ত্রিবিক্রম, ৪৭৬ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ ; ইং ১৫।৬।১৯৬২ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (৩)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—১৮-২৫)

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্ ॥১॥

হে ভগবন্! সর্ব্বলোকমান্য দ্বিপরার্দ্ধ-কালস্থায়ী স্থানারূঢ় হইয়াও আমি কাল হইতে ভীত হই এবং আপনাকে পাইবার জন্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তপস্যা করি; সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥১॥

তির্য্যঙ্মনুষ্য-বিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃত-সেতুপরীপ্সয়া যঃ।

রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥২॥

হে ভগবন্! আপনি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক্, দেব, নরাদি জীব-যোনিতে স্বীয় নিত্য মূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং আত্মারামতাহেতু (জীব-গোচর প্রাকৃত) বিষয়-সুখ হইতে নিরস্ত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব (আপনাতে উপাধি ধর্ম্মের সংস্পর্শ না থাকাতে) আপনিই পুরুষোত্তম; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনাকে নমস্কার ॥২॥

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃত-লোকযাত্রঃ।
অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপু-স্পর্শানুকূলাং
ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥৩॥

হে প্রভো! আপনি পঞ্চপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট নিদ্রাদির হেতুভূত অবিদ্যাকর্ত্তৃক অনভিভূত হইয়াও লোকত্রয়ের সংস্থানরূপ ভবদীয় উদরে অবস্থিত জনগণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত ভয়ানক তরঙ্গসঙ্কুল অন্তর্জ্জলে অনন্ত নাগশয্যায় শায়িত হইয়া তৎস্পর্শসুখে নিদ্রা স্বীকার করিয়াছিলেন ॥৩॥

যন্নাভি-পদ্ম-ভবনাদহমাসমীড্য
লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্তে উদরস্থভবায় যোগ-
নিদ্রাবসান-বিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥৪॥

হে স্তবনীয় পুরুষ! আপনারই অনুগ্রহে আপনার নাভিকমল হইতে (সৃষ্ট্যাদি দ্বারা) লোকত্রয়ের উপকার-বিধানকারী—আমি (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছি। (প্রলয়কালে) সংসার-প্রপঞ্চ যখন আপনার উদরস্থ থাকে, তখন আপনি নিদ্রিত থাকেন। যোগনিদ্রার অবসান হওয়াতে এখন আপনার নয়নকমল বিকসিত হইয়াছে; আপনাকে নমস্কার ॥৪॥

স্বোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণত-প্রিয়োঽসৌ ॥৫॥

সেই ভগবান্ আপনিই সমস্ত জগতের একমাত্র সুহৃৎ ও আত্মা। আপনি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা বিশ্বের সুখ বিধান করেন। আপনি ভক্তবৎসল, (আমিও আপনার প্রণত ভক্ত) সেই প্রজ্ঞা আমাতে যোজনা করুন্ যেন আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই ॥৫॥

এষ প্রপন্ন-বরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীত-গুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্ম-শমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥৬॥

(এইরূপে ব্রহ্মা স্তব সমাপন করিয়া চারিটী শ্লোকে নিজে নিজে প্রার্থনা করিতেছেন)—প্রণত জনগণের বরপ্রদ, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের অবতার সেই ভগবান্ নিজ স্বরূপশক্তির সহিত যে যে লীলা সাধন করিবেন, আমি তাঁহারই অর্থাৎ সেই বিষ্ণুরই প্রভাবযুক্ত এই বিশ্বসৃষ্টি-কার্য্য করিলেও, আমার চিত্তকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করুন্ যেন আমি কর্ম্মাসক্তি ও তজ্জনিত বৈষম্যাদি পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই ॥৬॥

নাভি-হ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞান-শক্তিরহমাসমনন্ত-শক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥৭॥

জলমধ্যে শায়িত অনন্ত শক্তিমান পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে মহত্তত্ত্বাভিমানী আমি জাত হইয়াছি এবং তাঁহার বিচিত্ররূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি, নিগমের অবয়বস্বরূপ আমার বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয় ॥৭॥

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেম-স্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥৮॥

সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ সামান্য করুণাবিশিষ্ট নহেন। তিনি সাতিশয় প্রেমহাস্যে নয়নকমল বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনোদন করুন্ ॥৮॥

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম

মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করে। ইন্দ্রিয়ের পরিচালক পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচপ্রকার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সুখলাভ করেন। সুখের স্বল্পতা বা সুখের বিপরীত দুঃখ ইন্দ্রিয়-প্রীতিপর বদ্ধজীবের আদরণীয় হয় না। তিনি কৃষ্ণপ্রেমাকে 'বিষয়' বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কৃষ্ণ-প্রেমা তাঁহার আনন্দের উদয় করায় না। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমের আদর করেন, তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ী কোনরূপেই আদর করিতে পারেন না।

বিষয়ী লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই স্বীয় নশ্বর ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকায় কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার বৃত্তিসমূহ রুদ্ধ হয়; কৃষ্ণপ্রেমাকে কোন জাগতিক জড়বিচারের ধ্যেয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহার বিচারে কৃষ্ণপ্রেমার স্থান অধিকার করে। **প্রাকৃত-সহজিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিয়া আপনাকে কৃষ্ণপ্রেমে ডগ-মগ মনে করে** এবং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারায় সাধুবৃত্তির বিদ্বেষই কৃষ্ণপ্রেমা বলিয়া তাহার অনুভূত হয়।

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি-দ্বারা ভাগ্যহীন ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ব্যক্তির নিত্যানিত্য বিবেক স্তব্ধ করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগী তৎকালে ইন্দ্রিয়তর্পণরহিত ত্যাগীর বিচারকে কোন স্থলে আবাহন ও কোন স্থলে বিসর্জ্জন করাই সুবিধাজনক মনে করেন। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসেবোন্মুখ জনগণকে বিষয়ী ও যোষিৎ-লম্পট জনগণের সঙ্গপরিত্যাগের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। জড়বস্তুতে আসক্ত জনগণ অপ্রাকৃত অনুভূতির সহিত

ভোগপর অনুভবকে সমজাতীয় জ্ঞান করিয়া সুজনগণের চরণে অপরাধী হন—রাইকানুর গানের ব্যপদেশে আপনাকে প্রেমিক আখ্যায় অভিহিত করেন। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম প্রেম'　　বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত,　　লক্ষ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ,　　প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন ভক্তি,　　তাতে নৈল আসুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে ?
দশ অপরাধ ত্যজি'　　নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে ॥
না মানিলে সুভজন,　　সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি,　　টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম,　　যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র,　　হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই,　　লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত বরিলে—কাম,　　মিথ্যা তাহে 'প্রেম'নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেমা, আর শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপ্রেমা একজাতীয় পদার্থ নহে। অবিবেকিগণের প্রীতি কখনই 'কৃষ্ণপ্রেমা'শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না। অবিবেকিগণ যে সখ্য, বাল্যলীলাত্মক বাৎসল্য ও মধুর রসের চিত্রসম্বলিত গীতির আবাহন করেন, সেইগুলি জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরতায় পর্য্যবসিত হয়

বলিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগিজনগণ উহাকে আদর করেন না। হাটে বাজারে রাইকানুর প্রেম বলিয়া যে কথা বিগীত ও শ্রুত হয়, তাহা কৃষ্ণানুরাগি-জনের নিকট 'মিছাভক্তি' নামে একটা ব্যাপারবিশেষ বলিয়া পরিত্যক্ত হয় মাত্র।

মদ্যপ যেরূপ নিজ রুচিবশে শৌণ্ডিকের পণ্যগ্রহণে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানরহিত হইয়া ব্যস্ত হয়,—কামুক যেরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত হয়, প্রাকৃত সহজিয়াও তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের নামে লোক ঠকাইতে গিয়া, মহাজনের গীতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের ভোগের সন্ধান লইতে লইতে অমঙ্গলের দিকে ধাবিত হন, জনপ্রীতি ও নিজের হরিবৈমুখ্যকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া বোধ করায় কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতিরহিত সাধুজনগণকে অপ্রীতিময় বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন। কখনও ম্যাজিক লণ্ঠনে, কখনও বা মহাজন কবিতার সঙ্কলন-কার্য্যে রত থাকিয়া অবিবেচনার উন্নত শিখায় আরোহণ করেন। এরূপ দণ্ডই প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনিবার্য্য। ভজনানন্দী জনগণ ইহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। **সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥**"—প্রভৃতি বাক্যবিরোধী জনগণ আত্মবঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলের পথে ধাবমান হয়। তাহাদের কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দমন করাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জনসাধারণের দেখিবার ও বুঝিবার ভুল হয়, গ্লোব্‌-ভালক্যানাইজিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও রাইকানুর গীতিসঙ্কলনকারী চিত্রে প্রদর্শনীয় গোষ্ঠ-বিহারাদিবিষয়ক মহাজনগীতি-প্রকাশকারী ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি ভদ্রগণ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন বলিয়াই আমরা জানি। সাহিত্যিক শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের ছায়াচিত্রযোগে যে গৌরলীলা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের পোষণকার্য্যরত কণ্ট্রাক্টর সুবর্ণবণিকরত্ন দত্ত মহাশয় কেবল অর্থসাহায্যে জগতের মঙ্গল করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। ইঁহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীর অনুগমন করিলে নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল করিতে পারিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে কেবল-প্রেমই সর্ব্বোত্তম ফল। প্রেমও—ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ ভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল। ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। ভাবোত্থ প্রেমের উদয়ক্রম শ্রীচরিতামৃতে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ'-'কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩,১৫)

এ বিষয়ে কারিকা,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্ম্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিরেব সা॥
প্রতিফলন-ধর্ম্মত্বাৎ বদ্ধজীবে নিসর্গতঃ।
ইতরেষু চ সর্ব্বেষু রাগোঽস্তি বিষয়াদিষু॥
লিঙ্গভঙ্গোত্তরা ভক্তিঃ শুদ্ধপ্রীতিরনুত্তমা।
তৎপূর্ব্বমাত্মনিক্ষেপাৎ ভক্তিঃ প্রীতিময়ী সতী॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখে সা চ বিষয়প্রীতিরেব হি।
সা চৈব কৃষ্ণসাম্মুখ্যাৎ কৃষ্ণপ্রীতিঃ সুনির্ম্মলা॥

রত্যাদি-ভাবপর্য্যন্তং স্বরূপলক্ষণং স্মৃতম্ ।
দাস্যসখ্যাদি-সম্বন্ধাৎ স চৈব রসতাং ব্রজেৎ ॥
তরঙ্গরঙ্গিণী প্রীতিশ্চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী ।
বিষয়ে সচ্চিদানন্দে রসবিস্তারিণী মতা ।
প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রসঃ কৃষ্ণে স্বভাবতঃ ॥
কৃষ্ণেতি নামধেয়ন্তু জনাকর্ষ-বিশেষতঃ ।
চিদ্ঘনানন্দ-সর্ব্বস্বং রূপং চামৃতং প্রিয়ম্ ॥
অনন্তগুণ-সম্পূর্ণো লীলাঢ্যঃ গোপীবল্লভঃ ।
এভির্লিঙ্গৈর্হরিঃ সাক্ষাদ্ দৃশ্যতে প্রেষ্ঠমাত্মনঃ ॥
তেন বৃন্দাবনে রম্যে তদ্বনে রমতে তু যঃ ।
স ধন্যঃ শুদ্ধবুদ্ধো হি কেনোপনিষদাং মতে ॥

আকর্ষ (চুম্বক) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীব সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য-অবস্থায় যে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতির স্বরূপলক্ষণ। এই রাগধর্ম্ম চিজ্জগতে স্বভাবসিদ্ধ। জড়জগৎ সেই চিজ্জগতের প্রতিফলন। জীব তাহাতে বৈধর্ম্ম অঙ্গীকার করায় চিৎপ্রতিফলিত জড়ধর্ম্মে তাঁহার ইতরবিষয়াদিতে নিসর্গজাত একপ্রকার রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হইলে আর বস্তুসিদ্ধ শুদ্ধভাব উদিত হয় না। সেই লিঙ্গভঙ্গের পরে যে ভক্তি লক্ষিতা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধপ্রীতি। তৎপূর্ব্বে জড়ীয়স্বরূপ-তিরস্কার ও চিৎ-স্বরূপ—পুরস্কাররূপ আত্মনিক্ষেপ-প্রক্রিয়াদ্বারা যে ভক্তি হয় তাহা প্রীতিময়ী হইতে পারে, প্রীত্যাত্মিকা হইতে পারে না। তাহার লক্ষণ শ্রীচরিতামৃতে,—

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে ।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥
বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত সাধন ।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥

'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১ ৪৫, ১৪৮, ১৫১-১৫৪)

বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধোদয়ে সামগ্রী-সাহচর্য্যে রসতা-লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। শ্রীজীবের প্রীতিসন্দর্ভানুসারে শিক্ষাষ্টক-ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে (সম্মোদনভাষ্য ৭ম শ্লোক),—

উল্লাস-মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্ত-রসেঽনুমীয়তে। যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি-ভঙ্গহেত্তবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। যস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটীল্যাভাসপূর্ব্বক-ভাববৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। **যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেম-ময়ং ভয়ং ভজতে।** চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে মহাবাষ্পাদিবিকারঃ। দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরম-সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যতে। স্নেহ এবাভিলাষাত্মকো রাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগপরং দুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভাবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পর-ভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্দ্ধ-চমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা-কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকম্। বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভয়ত্র মহোদীপ্যশেষ-সাত্ত্বিক-বিকারাদিকং জায়ত ইতি।

অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। **রতি জন্মিলে কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়। সেই উল্লাসময়ী রতিতে যখন অত্যন্ত মমতা আবির্ভূত হয়, তখন তাহার নাম—প্রেম।** তাহা দাস্যরসে অনুভূত হয়। যাহা উৎপন্ন হইলে আর প্রীতিভঙ্গ-হেতুসকল বলবান্ হইতে পারে না, সেই প্রেম বিশ্বাসময় হইলে প্রণয় হয়, তাহা সখ্যরসে লক্ষিত। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমযোগ্যতাস্থলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের অতিশয় অভিমানে কৌটীল্যের একটু আভাস যুক্ত হইয়া প্রেমবৈচিত্র্যরূপ প্রণয় মান হইয়া পড়ে। **মান হইলে শ্রীভগবানও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন।** চিত্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই স্নেহ। স্নেহ জন্মিলে মহা-বাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, তদ্বিষয়ের মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। স্নেহ অভিলাষাত্মক হইলে রাগ হয়। রাগ জন্মিলে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। **সংযোগ-বিষয়ে সুখও দুঃখ। বিয়োগ-বিষয়ে দুঃখও সুখ।** সেই রাগ যখন নিজ বিষয়কে নব-নব-ভাবে সর্ব্বদা অনুভব করে ও নিজে নব-নব-ভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম—অনুরাগ। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশভাবরূপ প্রেমবৈচিত্র্যক্রমে তাহার বিষয়সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্মলাভের লালসা দেখা যায়। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি হয়। **অনুরাগ অসমোর্দ্ধ-চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন অবস্থা পাইলে তাহাকে মহাভাব বলে।** মহাভাব জন্মিলে যোগসময়ে নিমেষ সহ্য হয় না ও কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগ-সময়ে ক্ষণকালকে কল্প বোধ হয়। অনুরাগে ও মহাভাবে মহাদীপ্তির সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।

প্রীতি অশেষ-তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। **কৃষ্ণতত্ত্বের জনাকর্ষণবিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম। শ্যামরূপ চিদ্ঘনানন্দ-সর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক। গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণ-গুণদ্বারা সম্পূর্ণ ও নিত্যলীলা-রসাঢ্য। এই নাম-রূপ, গুণ ও লীলাপরিচয়ের দ্বারা আত্মার শ্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।** সেই কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনরূপ তদ্বনে যিনি রমণ করেন, তিনি কেনোপনিষন্মতে ধন্য ও শুদ্ধবুদ্ধ।

পঞ্চাঙ্গে সদ্ধিয়ামন্বয়সুকৃতিমতাং সৎকৃপৈকপ্রভাবাৎ
রাগপ্রাপ্তেষ্টদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্ধা।
বেদাতীতা হি ভক্তির্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা
ক্ষিপ্রং প্রীতির্বিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌরশিক্ষৈব গূঢ়া ॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনে নিরাপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাস্যে পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণ-সেবারূপা বেদাতীতা রাগানুগা নামে সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর

পত্রে নিবেদন

শ্রীশ্রীচরণসরোজেষু, শতকোটি প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

পরম পূজনীয় প্রভুপাদ,

কোন ভাগ্যে পেনু যদি মনুষ্য-জনম।
তবু না টুটিল মোর মায়ার বন্ধন ॥
পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বরেতে রাখি নাই মতি।
তেকারণে এ জনমে হ'ল না সদ্‌গতি ॥
অসতে আবিষ্ট মন, সতে নাহি ধায়।
মায়ার নফর হ'য়ে ঘুরে ফিরে চায় ॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁহারে ভুলিয়া।
নিজ দোষে দুঃখ ভুঞ্জি মায়ায় মজিয়া ॥

মায়া-সঙ্গ করি' মোর পরমার্থ গেল।
কাক যথা নিম্ব পেয়ে রসাল ভুলিল॥

মায়িক জীবের তরে এ কারা রচনা।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হ'য়ে পেতেছি যাতনা॥
দুঃখ শোক অবিরত পেতেছি অন্তরে।
তবু না ত্যজিতে পারি এ মায়া সংসারে॥

বিষয় ভোগেতে মত্ত চিত্ত অনুক্ষণ।
উষ্ট্র যেন কাঁটা-তৃণ করিছে ভক্ষণ॥
দয়াল ঈশ্বর কৃষ্ণ জীব দুঃখ হেরি'।
শাস্ত্র মাঝে তার উপায় কহেন ফুকারি'॥

এ মায়া-বন্ধন ত্যজি' হইতে উদ্ধার।
স্বয়ং ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সার॥
সেই কৃষ্ণ, ভক্তি বিনা না দেয় দরশন।
কর্ম্ম-জ্ঞান-সিদ্ধি যোগে দুঃখ সর্বক্ষণ॥

গুরুর কৃপায় জীবের কৃষ্ণে হয় মতি।
মায়া ফাঁদ হ'তে তবে পায় সে নিষ্কৃতি॥
ব্যবহারিক গুরুগণে করি' উপেক্ষণ।
পারমার্থিক গুরুপদে লইব শরণ॥

ব্যবহারিক গুরুপাশে শুদ্ধভক্তি নাই।
অন্ন কি মিলিতে পারে 'হাভাতের' ঠাঁই??
যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ পরম পণ্ডিত।
প্রেমভক্তি শিক্ষা জীবে দেন অবিরত॥

কর্ম্ম জ্ঞানাদিরে ত্যজি' স্থাপিয়া ভকতি।
অন্য মত খণ্ডে কহি' শাস্ত্রের যুকতি॥
নিত্য বস্তু কৃষ্ণ হন সর্ব্ব দেবেশ্বর।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তাঁহার কিঙ্কর॥

একমাত্র গোবিন্দ যাহা দিতে পারে।
অন্য দেবগণে কভু তাহা দিতে নারে॥
হেন শাস্ত্রমর্ম্ম কথা কহে যেই জন।
তিনিই তো সদ্‌গুরু, তিনি মহাজন॥
সদ্‌গুরু-কৃপায় জীবে পায় ঈশ্বরে।
লতা যেন দণ্ড ধরি' ওঠে বৃক্ষ-শিরে॥
সদ্‌গুরু-চরণতলে লইয়া আশ্রয়।
কায়মনোবাক্যে যে শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
গুরুর কৃপায় সেই নেহারে ঈশ্বরে।
পরিপূর্ণ ভক্তিসুখ পায় সে অন্তরে॥
তুমি গুরু, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভকতপ্রবর।
তোমা হেন কেহ নাই দয়ার সাগর॥
তুমি প্রভু যুগে যুগে আসি' ধরাধামে।
কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিছ যত জীবগণে॥
সর্ব্ব জন্ম হ'তে দুর্ল্লভ মনুষ্য-জনম।
ততোধিক দুর্ল্লভ ভাগবত-দর্শন॥
মহাপাপী জীব মুই, কত জন্ম ঘুরে।
বড় ভাগ্যে এ জনমে হেরিনু তোমারে॥
ব্যাসাভিন্ন তুমি গুরু ভক্তারাধ্য ধন।
জীবনে সম্বল মোর তোমার চরণ॥
বড় ক্লেশকর এই সংসার যাতনা।
না জানি কবে গো মোরে করিবে করুণা॥
কত পাপী তাপী জনে করিলে উদ্ধার।
দেখাইলে ভক্তিপথ—কৃষ্ণপ্রেম-সার॥
আমি অতি অভাজন পাতকী-প্রধান।
পেয়েও না পেনু আজো তব কৃপা-কণ॥

আমি মূঢ় হীন ছার আছি যে পড়িয়া।
কৃপা করি তার' মোরে দিওনা ঠেলিয়া॥
তোমার চরণে আমি বড় অপরাধী।
কৃপা করি ক্ষম মোরে ওগো গুণনিধি॥

তুমি রুষ্ট হলে মোর ঠাঁই কোথা হবে?
তুমি না করিলে কৃপা কে মোরে তারিবে??
ঈশ্বরও তুষ্ট হয় তুমি তুষ্ট হ'লে।
তুমি রুষ্টে, ঈশ্বর তুষ্ট নহে কোনকালে॥

অতএব তুমি পূজ্য, বন্দ্য যে আমার।
রাখ তব পাদপদ্ম মোর বক্ষ 'পর॥
তব পদ বিনা আর কিছু নাহি চাই।
কৃপা করি ও চরণে দেহ মোরে ঠাঁই॥

বন্দি প্রভুপাদ সদা তোমার চরণ।
অন্তর-বাসনা মম করহ পূরণ॥
এইমাত্র প্রার্থনা মোর তোমার চরণে।
সর্ব্বকাল এ কাঙালে রাখিও স্মরণে॥

তোমার চরণধূলি আর পদজল।
জন্মে জন্মে এ কাঙালের হউক সম্বল॥
পত্রদ্বারে বর্ণিলাম এই নিবেদন।
লহ মোর ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য প্রণাম॥

ভবদীয় শ্রীচরণ-সেবাভিলাষী—
—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

সন্দর্ভ-সার

(কৃষ্ণসন্দর্ভ—২)

শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্ হন তবে প্রপঞ্চে অবতরণ করিলেন কেন? তদুত্তর—অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি পৃথিবীর ভার হরণার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই, কিন্তু নিজ নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যভিচার না ঘটাইয়া নিজ পরিজনগণের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদন করিবার জন্য জন্মাদি-লীলাদ্বারা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করত কখনও কখনও জগতের লৌক-নয়নে আবির্ভূত হন। প্রপঞ্চাতীত শ্রীধাম হইতে ভগবৎস্বরূপের প্রাকৃত বৈভবে অবতরণকে 'অবতার' বলে। অবতার-শব্দের অর্থ কেবল অংশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলরামও পুরুষের অংশবিশেষ নহেন। অংশাবতারগণ অংশীর ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব তদ্রূপ নহে। যথা বরাহ-পুরাণে—

স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে।
অংশিনো যস্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথাস্থিতিঃ॥
তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।
বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্॥

অংশের অংশীতুল্য সামর্থ্যাদির কথা যাহা বলা হইল, তাহা কেবল অংশ অংশীর ঐক্যহেতু। যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে উৎপন্ন প্রবাহসকলের অক্ষয়তা, সরোবরের অক্ষয়তাহেতু স্বীকৃত হয়। এস্থলেও তদ্রূপ অংশীর সামর্থ্যাদি হইতে অংশের সামর্থ্য সেই জাতীয় বুঝিতে হইবে। উভয়ের যদি একই সামর্থ্য হয়, তবে কে অংশ আর কে অংশী তাহা বুঝা যায় না। তাহা হইলে অংশ হইতে অংশীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়া পড়ে। অবতার ও অবতারীর তারতম্য নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং
সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য
কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্॥
স্বমেবধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং
যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি॥

কোন সময়ে সনৎকুমারাদি মুনিগণ পরমপুরুষের তত্ত্ব জানিবার জন্য পাতালতলে আসীন অপ্রতিহতজ্ঞান আদ্য ভগবান সঙ্কর্ষণ দেবকে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বাসুদেবকে নিজ আশ্রয়তত্ত্বকে ধ্যানে অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেছিলেন। এস্থলে সঙ্কর্ষণাপেক্ষা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যাইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'চ' স্থানে 'স্ব' শব্দ পাঠ করিয়া স্বাংশ শব্দদ্বারা স্বাংশ মৎস্যাদি হইতে বিভিন্নাংশ জীবকে পৃথক দেখাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য—অখণ্ড তেজোরাশিসদৃশ শ্রীকৃষ্ণ। তেজোহংশ তুল্য মৎস্যাদি স্বাংশ এবং খদ্যোত-তুল্য জীব। যেমন অখণ্ড তেজের অংশ হইলেও সূর্য্য ও খদ্যোত সমান নহে, তদ্রূপ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ সমান নহে। স্বাংশের সূর্য্যতুল্য প্রচুর শক্তি। তিনি জগৎ প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জীব নিজেকেও প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যতম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকার্দ্ধদ্বারা অবতার সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য অবতার সকলকে পুরুষের অংশরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। আর পরিভাষারূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্যরূপে নির্ণয় করিলেন।

'পরিভাষা' অনিয়মে নিয়মকারিণী অর্থাৎ যে বাক্য অনিয়মিতভাবে বর্ণিত বিষয়সকলকে কোন নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহাই পরিভাষা। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষার উল্লেখ করা হয়, বারংবার হয় না। একবার উল্লেখ মাত্রেই উহা দ্বারা কোটি বাক্য শাসিত হয়। অতএব 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যটী গুণবাদ নহে। 'গুণবাদ' অর্থে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনোক্ত অর্থবাদের প্রকার-ভেদ।

প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে অর্থবাদই গুণবাদ নামে অভিহিত হয়। যথা 'আদিত্য-যূপ' এই বাক্য প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বাধিত হইতেছে। কারণ আদিত্য ও যূপের যে অভেদ বলা হইল, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, দুইটী ভিন্ন বস্তু। সুতরাং এস্থলে অর্থবাদ স্বীকারপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অর্থ-সঙ্গতি করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রূপগুণবিশিষ্ট যূপ বুঝিতে হইবে। ফলকথা, গুণবাদে মুখ্যার্থ বাধিত এবং গৌণার্থ প্রতীত হয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-

ভগবত্তাদ্যোতক বাক্য গুণবাদ নহে। যদি উহা পরিভাষাবাক্য না হইত, তবে অন্যবাক্যবিরোধে ইহার গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে হইত। তাহাতে উহা গুণবাদ বলিয়া স্বীকৃত হইত। কিন্তু উহা পরিভাষা বাক্য হওয়ায় বিরোধী বাক্যসকলকে ইহার অনুগত ভাবে দেখিতে হইবে—অর্থাৎ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যের মুখ্যার্থ সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া, প্রয়োজন হইলে, ইহার বিরোধী বাক্যের গৌণার্থ করিতে হইবে।

যদি কেহ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের এই পরিভাষাবাক্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিরোধী বাক্য শাসন করিতে পারেন, অন্য পুরাণস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-বিরোধী বাক্য, এই বাক্যদ্বারা শাসিত হইবে কেন?—এরূপ বলা যায় না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র; তদুপরি এই পরিভাষা বাক্যটী তাৎপর্য্য নির্ণয়ের একমাত্র সহায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সকলশাস্ত্র-উপমর্দ্দকত্ব তত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এখানেও হইবে। অতএব শাস্ত্রান্তরের বচনকেও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—এই বাক্যের অনুগতভাবে পণ্ডিতগণ দেখিয়া থাকেন। পরিভাষা বাক্যই শাস্ত্রে রাজা এবং অন্যবাক্যসকল তাহার অনুচরস্থানীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় স্থান শ্রীকৃষ্ণের অংশত্বসূচক বলিয়া আপাতপ্রতীয়মান হয়। সে সকলকে উল্লেখ করিয়া দেখান হইতেছে—

১। 'অংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ' (১০।১।২) এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ; কিন্তু **বাস্তবিক অর্থ**—'অংশেন বলদেবেন সহ', সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

২। 'বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ' (১০।২০।৪৮) যথাশ্রুত অর্থ—হরির অংশ শ্রীরামকৃষ্ণদ্বারা পৃথিবী নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিল। **বাস্তবিক অর্থ**—হরির কলা (বিভূতিরূপা) ভূঃ (পৃথিবী) আভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) অর্থাৎ হরির বিভূতিরূপা পৃথিবী রামকৃষ্ণের দ্বারা নিরতিশয় শোভাশালিনী হইয়াছিল।

৩। দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্
অংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ। (১০।২।৪১)

যথাশ্রুত অর্থ—দেবগণ দেবকীকে বলিতেছেন—হে মাতঃ, সাক্ষাৎ ভগবান্ পরম পুরুষ আমাদের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অংশদ্বারা আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। **বাস্তবিক অর্থ**—যিনি মৎস্যাদি অংশরূপে পূর্ব্বে আমাদের

মঙ্গলার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ংই আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন।

৪। জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং (১০।২।১৮) যথাশ্রুত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুতের অংশ। **বাস্তবার্থ**—অচ্যুত অংশসকল যাহাতে অর্থাৎ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে অংশসকল তাঁহাতে অবস্থান করেন সেই সর্ব্বাংশপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ।

৫। এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরেঃ নারায়ণস্য চ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥ (১০।৪৩।২৩)

যথাশ্রুত অর্থ—ইহাঁরা (রাম কৃষ্ণ) সাক্ষাৎ নারায়ণ হরির অংশে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বাক্যটী রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট দর্শক-জনবৃন্দের বাক্য—সুবিজ্ঞ বাক্য নহে। তথাপি ইহার **সরস্বতী-প্রতিপাদিত অর্থ** (সহার্থে তৃতীয়া দ্বারা) "সর্ব্বাংশ সহ অবতীর্ণ" বুঝা যায়।

৬। তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ (৪।১।৫৮)

যথাশ্রুত অর্থ—পৃথিবীর ভারহরণার্থ শ্রীহরির অংশদ্বয় যদুকুলজাত শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুকুলজাত অর্জ্জুন এখানে আসিয়াছেন। **বাস্তবার্থ**—'আগতৌ' পদে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় এবং 'কৃষ্ণৌ' পদে কর্ম্মকারকে ২য়া বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং নানাবতার-বীজ হরির নর-নারায়ণাখ্য অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীনর-নারায়ণ আগত ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ম্ম কারক জানিতে হইবে। **কীদৃশ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন?** পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য এবং ভক্তসুখদ নানাবিধ অন্য লীলার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদুকুরূদ্বহ—যদু ও কুরুবংশে অবতীর্য। 'অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্'—এই আগমবাক্যে অর্জ্জুনে নর নামক ঋষি প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া 'নরাবেশ' বলা হইয়াছে। আর ব্রহ্মার স্তবে 'নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনাং' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই অনন্যসিদ্ধ নারায়ণ, ইহা প্রতিপাদিত।

দশমে রুক্মিণী পরিহাস-প্রসঙ্গে—

যয়োরেব সমং বীর্য্যং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥

যে দুইজনের সমান প্রভাব, সমান কুলে জন্ম, সমান আকৃতি ও সমান অভ্যুদয়, তাহাদের পরস্পরের বিবাহ ও মৈত্রী সুখের কারণ। উত্তমাধমের বিবাহ মৈত্রী সুখের কারণ হইতে পারে না—এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি অনুসারে নর

ঋষির আবেশের সহিত স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইতে পারে না। কারণ আবেশ অবতার কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্ট জীববিশেষ। শ্রীঅর্জ্জুন যদি তাহা হইতেন তবে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সখা হইতে পারেন না। বিষ্ণু-ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি যস্ত্বামনু স মামনু।
অভেদেনাত্মনো বেদ্মি ত্বামহং পাণ্ডুনন্দন॥

হে পাণ্ডুপুত্র, যে তোমাকে জানে, সে আমাকে জানে; যে তোমার অনুগত সে আমার অনুগত; আমি তোমাকে নিজের সহিত অভিন্ন মনে করি। এই বাক্যদ্বারা শ্রীনারায়ণ-সখা নরঋষি হইতে অর্জ্জুনের পূর্ণত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব অর্জ্জুনের নরের 'আবেশ' না হইয়া 'প্রবেশ' হওয়াই সমুচিত।

--ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগীতার গান

মঙ্গলাচরণ

শ্রীগুরু-বন্দনা করি',　　তাঁহার চরণ ধরি,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদ।
আর যত শিক্ষাগুরু,　　সবে বাঞ্ছা-কল্পতরু,
কৃপা কর ঘুচুক বিষাদ॥১॥

রূপ-সনাতন প্রভু,　　গৌড়ীয়-আচার্য্য বিভু,
আর সেই ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব-গোপালভট্ট,　　বৃন্দাবনে যে সংঘট্ট,
মিলে প্রভু দাসরঘুনাথ॥২॥

গোস্বামী প্রভুর গণ,　　আশ্রয় সেই শ্রীচরণ,
অন্য মোর কিছু আশা নাই।
তাঁর মধ্যে যে শ্রীজীব,　　উজ্জ্বল আচার্য্য-দীপ,
দিয়াছেন চরণেতে ঠাঁই॥৩॥

আমি সে দুর্ম্মতি অতি,　　বিষয়-ভোগতে মতি,
কৃপা করি' আনিল টানিয়া।
মূর্খ মুই নীচ অতি,　　শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
কৃপা-বারি দিল সে সিঞ্চিয়া॥৪॥

পতিতপাবন প্রভু,
পতিতপাবন প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত কৃপা-পারাবার, নিত্যানন্দ-গৌর বিভু,
শ্রীবাসাদি-গদাধর, কৃপা কর এ কিঙ্কর,
বুঝিলাম তব কৃপা সার ॥৫॥
বৃন্দাবন রম্যস্থান, সেবাকুঞ্জ তার নাম,
শ্রীরাধা-দামোদর স্থিতি।
তাঁহার চরণে মুই, একান্ত আশ্রয় লই,
কৃপা করি' কর মোর গতি ॥৬॥
"শ্রীগীতার গান" এই তোমার চরণে থুই,
লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি।
কি জানি কি লিখি আমি, একান্ত ভরসা তুমি,
যে লিখাও সেই পত্যাবলী ॥৭॥
অভয় চরণ তব, আশ্রয়ে সর্ব্বদা র'ব,
এই মোর নিত্যকাল আশ।
'ভক্তি-বেদান্ত' বলে, আমি কিন্তু দাস হ'লে,
বিমোচন এ মায়ার ফাঁস ॥৮॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হইয়া একত্র।
যুদ্ধকামী মম পুত্র পাণ্ডব সর্ব্বত্র ॥১॥
কি করিল তারপর কহত সঞ্জয়।
ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসিল সন্দিগ্ধ-হৃদয় ॥২॥

ভাষ্য-ভূমিকা

বসুদেব-পুত্র ও যশোদানন্দন হরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কি, তাঁহার কত প্রকার শক্তি, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বীর্য্য, তেজ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি নিরূপণ করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে কদাপি সম্ভব নহে। মনুষ্য ত দূরের কথা, দেবতা-ঋষি, এমন কি, ভগবানের অবতারগণের যিনি শ্রেষ্ঠ অনন্ত-দেব তিনিও অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তমুখে সেই ভগবানের অনন্ত গুণের বর্ণনা

করিয়াও সীমা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অতএব সেই ভগবানের বিষয় কিছু জানিতে হইলে, ভগবান স্বয়ং বা তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ তাঁহার ভক্ত বা আচার্য্যগণের পাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই শাস্ত্রীয় বিধি। প্রকৃত জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদঃ" হইতে হইবে; অর্থাৎ গীতার নির্দ্দেশ অনুসারেই আচার্য্য উপাসনা করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে হইবে।

আমরা "গীতার গানের" ভাষ্য করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিব। আধুনিক আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীপাদ নিম্বার্ক আদি ভারতের প্রতিষ্ঠালব্ধ আচার্য্যগণ আমাদের পূজ্য ও স্মরণীয়। তাঁহারা সকলেই পরমার্থবিদ্ আচার্য্য।

উল্লিখিত আচার্য্যগণের মধ্যে মোটামুটি দুইটি সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়ের নাম সাত্বত ভাগবত-সম্প্রদায়, আর অন্য সম্প্রদায়ের নাম নির্ব্বিশেষ-বাদী বা মায়াবাদী। দুই সম্প্রদায়ই মুক্তিপথের পথিক। দুই সম্প্রদায়ই অশাশ্বত দুঃখের আগার অজ্ঞান ভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই একই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বে, কেহ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে, কেহ বা সবিশেষ ভগবৎতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবার জন্য, নশ্বর জগতের মৈথুন্য-আগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিত্য জ্ঞান-ভূমিকায় অধিরূঢ় হইবার জন্য প্রযত্নবান্। অতএব এই দুই সম্প্রদায়ই স্বয়ং পদ্মনাভের মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ভবসমুদ্রের নৌকা-স্বরূপ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতাকে মান্য করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন।

এই দুই সম্প্রদায়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদিকর্ত্তা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্যশুদ্ধ নিত্য-মুক্ত অপ্রাকৃত পরমপুরুষ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সাত্বত ভাগবত-সম্প্রদায়ভুক্ত শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রতি প্রেমপরবশে বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং সেইজন্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবানই স্বীকার করিয়াছেন। আর নির্ব্বিশেষ-বাদাশ্রিত সম্প্রদায় যাঁহারা অনির্দ্দিষ্ট অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসক, সেই সম্প্রদায়কে তদপেক্ষা ন্যূন স্বীকার করা হইয়াছে। যাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের উপাসক—তাঁহাদের সাধনা অল্প আয়াসেই সিদ্ধ হয়, আর যাঁহারা

ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ ব্রহ্মতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ উপাসক, তাঁহাদের সিদ্ধি বিলম্বে এবং কষ্টসাধ্য বলিয়াই গীতায় স্বীকার করা হইয়াছে।

পরতত্ত্ব অন্তিমে কিন্তু চিৎ সবিশেষ ভগবৎতত্ত্ব,—নির্ব্বিশেষ নহে। ভগবানের অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরণীয় আচার্য্য শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতার ভাষ্যে ভগবান নারায়ণকে সবিশেষ তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, ভগবান নারায়ণ মায়িক সৃষ্টিতত্ত্বের পরতত্ত্ব; সর্ব্বদা জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, শক্তি, শ্রী, বীর্য্য, বৈরাগ্য-আদির একান্ত ভোক্তা। মূল জড়া প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি বা বৈষ্ণবী শক্তি—একথা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টির পরে যে-সকল মায়িকতত্ত্ব আবিষ্কৃত বা কথিত হইয়াছে, যথা দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সকলেই মায়িক সৃষ্টির অধীনতত্ত্ব বা সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবানের অধীনতত্ত্ব। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য"—একথা ব্যতিরেকভাবে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন।

ভগবান্ মায়িকতত্ত্বের বা সৃষ্টির পরতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান আদি সমস্তই অপ্রাকৃত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অপ্রাকৃততত্ত্ব অদ্বয়-জ্ঞান বলিয়া ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য আদি সবই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। একটি অপরটি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব। শ্রুতি-বচন অনুসারে—"ভগবান এই জগৎকে সৃষ্টি করিলেন", "তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন", "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক নারায়ণই ছিলেন,—ব্রহ্মা বা শিব কেহই ছিলেন না" ইত্যাদি বচনদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান বর্ত্তমান ছিলেন, সৃষ্টির অবস্থানকালে বর্ত্তমানে আছেন এবং সৃষ্টির লয় হইবার পরেও ভগবান থাকিবেন। সেই ত্রিকালসত্য বা পরমসত্য ভগবানই যে পরাৎপরতত্ত্ব, তাহা ভগবদ্গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই সিদ্ধান্তই সাত্বত ভাগবত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের মূল ব্যক্তি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যদি সেই তত্ত্বকেই স্বীকার করিলেন, তবে মায়াবাদী ও ভাগবত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য এই যে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে-সময়ে নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সেই সময়মাত্রের জন্য মায়াবাদ প্রচার করিবার আবশ্যকতা ছিল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেন যে, মায়াবাদ-বিচার প্রচার করিবার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য দোষী নন; কেন না, তিনি ভগবানের আজ্ঞানুসারেই ঐ

প্রকার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে-সময়ে অসুরগণকে ঐ কথা (ভগবান নিরাকার নির্ব্বিশেষ) বলা ছাড়া উপায় ছিল না। অন্য ভাষায় মায়াবাদ বিচার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পারমার্থিক কূটনীতি বা spiritual diplomacy.

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য নিরীশ্বর ভৌতিকবাদিগণকে হাত করিবার জন্য বা অসুর-মোহন করিবার জন্য ভগবানকে নিরাকার, নিঃশক্তিক বলিবার যতই ছলনা করুন না কেন, তিনি তাঁহার গীতার ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন—

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্ত-সম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥"

অর্থাৎ পরাৎপরতত্ত্ব নারায়ণ অব্যক্তের পরপারে অবস্থিত আছেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড বা তদন্তর্গত সমস্ত বৈশিষ্ট্য অব্যক্ত হইতেই সম্ভূত হইয়াছে। অনন্ত কোটি ভূমণ্ডল এই এক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই অবস্থিত এবং সপ্তদ্বীপ মেদিনীও তাহার মধ্যে একটি। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে,—

স ভগবান্ সৃষ্ট্বা ইদং জগৎ তস্য স্থিতিং চিকির্ষুর্ মরীচ্যাদীন্ অগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্।"

অর্থাৎ "সেই পরতত্ত্ব নারায়ণ ভগবান্ মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিবার পর তাহার স্থিত্যাদি রক্ষার্থে মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্পষ্ট উক্তি আছে যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি সমস্ত দেবতাগণকে এবং ভগবতী দুর্গা, গায়ত্রী, শচী আদি সমস্ত দেবীগণকে নিজ শরীর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন) এবং অতঃপর সৃষ্টির প্রভাব বিস্তারের জন্য বেদোক্ত প্রবৃত্তি-মার্গের ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন।"

পরে **"ততঃ অন্যান্ চ সনক-সনন্দনাদীন্ উৎপাদ্য নিবৃত্তি-লক্ষণং ধর্ম্মং জ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।**

অর্থাৎ—"প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার পর আবার সনকাদি কুমার-চতুষ্টয়কে সৃষ্টি করিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত নিবৃত্তিমার্গের ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এইস্থলে জ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে সনকাদি কুমার-চতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এইজন্য যে, কুমার-চতুষ্টয় প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই নির্ব্বিশেষবাদী কুমারগণ পরে সবিশেষবাদী ভাগবত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, যথা—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।

অন্তর্গতং স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

"সেই অরবিন্দনেত্র ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক-মিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধ-যুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া **নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ** তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল এবং তাঁহারা নির্ব্বিশেষ চিন্তা ত্যাগ করিয়া সবিশেষপর ভাগবত-সম্প্রদায়ের মহাজন গুরু হইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এতদ্দ্বারা স্বীকার করিলেন যে, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকও স্বয়ং ভগবান। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্, ন বৈ বিদুর্ঋষয়নাপি দেবাঃ"। মূলধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সংস্থাপক ভগবান নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) এবং সেই ধর্ম্মের প্রচারক ব্রহ্মা-সনকাদি মহাজনগণ। অতএব গীতার প্রসিদ্ধ বাক্য "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" সর্ব্ববাদি-সম্মত বেদবাণী। শ্রীভগবানই 'ধর্ম্মস্য গোপ্তা', তিনিই সনাতন সাত্বত জৈবধর্ম্মের রক্ষক; অতএব যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের দ্বারা পুনর্ব্বার কথিত বেদোক্ত ধর্ম্ম-পুস্তক শ্রীভগবদ্গীতা সকলেরই অবশ্য পাঠ্য। সেই মূল গীতার শ্লোকগুলির বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সরল বঙ্গভাষায় নিয়ত গান করিবার অভিলাষে **"গীতার গান"** সম্পাদিত হইল।

সেই ভগবান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত যশ, অনন্ত শ্রী, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেব। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, অনন্ত চিচ্ছক্তি লক্ষ্মীগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত-বিগ্রহ এবং অনন্ত চিদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত; তিনি সমস্ত মায়িক সৃষ্টবস্তু হইতে পূর্ণ স্বতন্ত্র, অনন্ত জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—হইয়াও নিজের ইচ্ছাক্রমে বহু হইবার বাসনা করিয়া অনন্ত বিষ্ণুতত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্বে নিজেকে বিস্তার করিয়াছেন। তিনি নবযৌবনসম্পন্ন, নিত্যবিগ্রহ, অনন্তচিদ্‌গুণের আধার-স্বরূপ। বিষ্ণু-পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অখিল চিদ্‌চিৎ জগৎ সমস্তই তাঁহার শক্তির পরিচয় মাত্র। অগ্নি যেমন একস্থানে থাকিয়া তাহার তাপ এবং জ্যোতি বিস্তার করে, তদ্রূপ পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যধাম গোলোক

বৃন্দাবনে নিত্যকাল নিত্য বিলাসপরায়ণ থাকিয়াও তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস-পরাক্রমে নিজ স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ শক্তির দ্বারা তিনিই অখিল জগতে বিস্তৃত হইয়া আছেন। ইহাই ভগবানের যোগৈশ্বর্য্য বা অচিন্ত্য শক্তির পরিচয়।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন—

"পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণো ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তম্ অখিলং জগৎ সৃষ্ট্বা স্বেন রূপেন অবস্থিতঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতগণকে সৃজন করিয়া তিনি নিরাকার হইয়া যান নাই, পরন্তু নিজের স্বরূপেই অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থে পরমব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব নাই—একথা বলা চলিবে না। ভগবান নিজ শক্তি-পরিণামদ্বারা সমস্ত সৃষ্টি করিয়াও নিজের স্বরূপে নিত্য কালই বর্ত্তমান আছেন। অতএব ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেব-তির্য্যক্ মনুষ্যাদি, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-রাক্ষসাদি সকলেই তাঁহার সৃষ্টির বস্তু—অধীন তত্ত্ব। সূর্য্য যেমন নিজস্থানে অবস্থান করিয়াও অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত এবং তাপদান করিতেছেন, তদ্রূপ গোলোকবিহারী হরি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়াও একই সময়ে তাঁহার নিত্যধামে নিত্যলীলায় বিলাস-পরায়ণ আছেন।

তাঁহার অধীন-তত্ত্ব সমস্ত ভূতগণ নিজেদের মধ্যে যে যতই বড় হউন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভগবানের তুল্য বা তদপেক্ষা উচ্চ নহেন। অতএব 'মনুষ্যের কি কথা, ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে আরাধনা করিতে উপযুক্ত নহেন। তিনি সকলের পক্ষেই 'অবাঙ্-মনসোগোচরঃ' তত্ত্ব। কিন্তু তথাপি তিনি, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন,—

"ব্রহ্মাদি-দেব-মনুষ্যানাং ধ্যানারাধনাদ্যগোচরোঽপি অপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্য্য-মহোদধিঃ স্বমেব রূপং তত্তৎ সজাতীয়-সংস্থানং স্ব-স্বভাবম্ অজহদ্ এব কুর্ব্বন্ তেষু তেষু কালেষু অবতীর্য্য তৈঃ তৈঃ আরাধিততত্ত্ব-দিষ্ট্যানুরূপং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যং ফলং প্রযচ্ছন্ ভূভারাবতারণাপদেশেন অস্মদাদীনাম্ অপি সমাশ্রয়নীয়ায় অবতীর্য্য উর্ব্যা সকল-মনুজন-নয়ন-বিষয়তাং গতঃ, পরাবর-নিখিলজন-মনোনয়নহারিদিব্যচেষ্টিতানি কুর্ব্বন্ পূতনা-শকট-যমলার্জ্জুনারিষ্ট-প্রলম্ব-ধেনুক-কালিয়-কেশি-কুবলয়াপীড়-চানুর-মুষ্টিক-তো স ল-কংসাদীন্ নিহত্য অনবধিক দয়া-সৌহার্দানুরাগ-ভাবালোকালাপাস্তৈঃ বিশ্বং আপ্যায়য়ন্ নিরতিশয়-সৌন্দর্য্য-সৌশীল্যাদি গুণগণাধিকারেন অক্রূর-

মালাকারাদীন্ পরম-ভাগবতান্ কৃত্বা পাণ্ডুতনয়-যুদ্ধপ্রোৎসাহনব্যজেন পরম-পুরুষার্থ-লক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়ং জ্ঞান-কর্ম্মানুগৃহীতং ভক্তিযোগং অবতারয়ামাস ॥”

অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অবাঙ্‌মনসোগোচর তত্ত্ব হইয়াও তিনি নিজের অহৈতুকী কৃপা এবং কারুণ্যবশে এবং সৌশীল্য-ঔদার্য্য-বাৎসল্যাদি অপ্রাকৃত গুণের মহাসমুদ্র বলিয়া, নিজের চিৎ-স্বরূপ নাম-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য যথাবৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তিনি সেই সেই নগণ্য দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদির সাক্ষাদ্রূপে আরাধিত হন। এবং সেই সেই লোকের অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম প্রদান লীলা করিয়া থাকেন। ভূভার হরণমাত্র উপলক্ষ করিয়া তিনি নিজ ভক্তগণকেই কৃপা করিবার জন্য তাঁহার নিজ অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির সাহচর্য্যে সকল মনুষ্যের দর্শনযোগ্য হন। এবং যোগ্যাযোগ্য সকলের মনোনয়ন-চমৎকারকারী মনোহর দিব্যলীলার আবিষ্কার করেন। তৎতৎ লীলা প্রকটিকরণ-মানসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃক্রোড়ে শিশুকাল হইতেই পূতনা-শকটাসুর বধ, যমলার্জ্জুন উদ্ধার, অরিষ্ট-ধেনুক-প্রলম্বাসুর কালীয়-কেশি-কুবলয়াপীড়-চানূর-মুষ্টিক-তোসল-কংসাদিকে হত্যারূপ পরাগতি দান করিলেন। আর তাঁহার নিজ অহৈতুকী নিরতিশয় দয়া-সৌহার্দ্দ-অনুরাগ ভাবালোকন-আলাপাদিদ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়া নিরতিশয় বাৎসল্য গুণ আবিষ্কারপূর্ব্বক অক্রূরাদি মালাকারগণকে পরমভাগবত পদ দান করিয়া, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার ছলে সংসারমুক্তির পর বেদান্তসম্মত অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত পরমপুরুষার্থ শুদ্ধভক্তিযোগের অবতারণা করিয়াছেন।

সেই ভগবদ্গীতারূপ শব্দব্রহ্ম স্বয়ং পদ্মনাভের মুখারবিন্দ হইতে উচ্চারিত হওয়ায় অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত ভগবদ্-বাণীরূপ অভিন্ন ভগবদ্ বিগ্রহ। উত্তরকালে কলিযুগহত নানাবিধ মনুষ্যজাতির কল্যাণবিস্তার করিয়া, ভগবান কি তত্ত্ব তাহা জানাইবার জন্য স্বপরিকর বৈশিষ্ট্যে স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-জীবশক্তি-নিরূপিকা পরমার্থরাজ্যের প্রবেশিকা গ্রন্থ-স্বরূপ শ্রীগীতোপনিষদ উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ **বিশ্বনাথ-বলদেব** আদি অস্মদীয় আচার্য্য মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীপাদ **ভক্তিবিনোদ ঠাকুর** গীতাসম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ—

"ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটি অর্থ গীতোপনিষদ-শাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য ঈশ্বর, অণুচৈতন্য জীব, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাশ্রয় দ্রব্য প্রকৃতি ত্রৈগুণ-শূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ কাল এবং পুরুষ-প্রযত্ননিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদি বাচ্য কর্ম্ম এই প্রকার অর্থ-পঞ্চকের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এ চারিটি নিত্য। জীব, প্রকৃতি এবং কাল ঈশ্বরাধীন। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী। সম্বিৎস্বরূপ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই সম্বেত্তা এবং অস্মদর্থ নির্দ্দিষ্ট। ঈশ্বর ও জীবের অস্মদর্থ অহঙ্কার চিন্ময়, তাহা মহত্তত্ত্বজাত অনিত্য অহঙ্কার নহে। মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার জীবকে আশ্রয় করে এবং যখন প্রকৃতিমুক্ত হন, তখন ঐ অহঙ্কার প্রকৃতিতেই লীন হয় অর্থাৎ মুক্ত জীবের সঙ্গে যায় না। ঈশ্বর ও জীব উভয়েই কর্ত্তা ও ভোক্তা; ভোক্তৃত্ব-শব্দে অনুভবিতৃত্ব মাত্র। যদিও প্রকাশরূপ প্রকাশত্বের ন্যায় সম্বিৎ হইতে সম্বিতৃত্বের সিদ্ধ হয়, তথাপি সম্বিদ্‌গত বিশেষতার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তত্ত্বে ভেদ নাই, কিন্তু নিত্য বিশেষ ধর্ম্মই ভেদবৎ (স্বরূপ) তত্ত্ববিশেষ। অতএব নিত্য-অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ পরম তত্ত্বই এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদাভাবেও ভেদ-প্রতীতি নিত্য-তত্ত্বাশ্রিত; ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবগত স্বগতভেদ নিত্য, অনিবার্য্য। এই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার গীতাশাস্ত্রের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

"এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম এবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপ-সকল যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে। জীবাত্ম-যাথাত্ম্যই পরমাত্ম-যাথাত্ম্যর উপযোগী। পরমাত্ম-যাথাত্ম্য তদুপাসনোপযোগী এবং প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপকরণস্বরূপ, এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাথাত্ম্য-প্রাপ্তির উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে ত্রিবিধ। ফলাশা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তি-সাধনের উপকার হয়। অতএব পরম্পরা-ক্রমে কর্ম্মের তৎসাধনোপায়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণভেদে কর্ম্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত হিংসাশূন্য কর্ম্মই গৌণ। কর্ম্মদ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানবিশিষ্ট হইলে ভক্তিরূপে পরিণত হয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

ধর্ম্মের গ্লানি

পুরাকালে একমাত্র ব্রাহ্মণ সৃজন।
প্রকৃতির গুণে হয় কর্ম্ম বিবর্ত্তন॥
কর্ম্ম অনুযায়ী হয় বর্ণের বিভেদ।
তাই আজ পৃথিবীতে কত বর্ণভেদ॥
বর্ণ সৃষ্টি হয় নাই—জন্ম-কুলগত।
গীতা কহে—বর্ণ সৃষ্টি গুণ-কর্ম্মগত॥
পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে বিদ্যমান।
সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবের ধর্ম্ম পায় স্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের এই সার-মর্ম্ম।
সর্ব্বধর্ম্ম মধ্যে-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম॥
'আচার' প্রথম ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান।
আচারেতে হয় যত সমাজ-কল্যাণ॥
আচারবিহীন ধর্ম্ম ধর্ম্ম কভু নয়।
অনাচারে ধর্ম্মনাশ—সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥
ব্রাহ্মণ-সন্তান আজ ব্রহ্মজ্ঞান-হীন।
উপবীত-চিহ্নে চায় হইতে ব্রাহ্মণ॥
বৈষ্ণব-সন্তানগণ বৈষ্ণবতা বিনে।
বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত হইবে কেমনে??
দেব-দ্বিজ-গুরুপূজা উঠে গেল দূরে।
কালের তাণ্ডব নৃত্য প্রতি ঘরে ঘরে॥
হিন্দুর সমাজ আজ শৌচ-বিরহিত।
মদ্য, মাংস, ধূম্রপানে সদাই আসক্ত॥
ঈর্ষা, হিংসা, পরপীড়া, পরস্ত্রী-গমন।
অনাচার, অত্যাচার, কুভক্ষ্য-ভক্ষণ॥
ধূতি, উত্তরীয় ছিল হিন্দুর বসন।
এবে তার পরিবর্ত্তে লুঙ্গি পরিধান॥

তদুপরি পাঞ্জাবীর কতই বাহার।
যার কাছে সার্ট, কোর্ট পায় হতাদর॥

তুলসীর মালা কণ্ঠে করিত ধারণ।
গলদেশে বগ্‌লেশ ধরিছে এখন॥
লজ্জায় 'তিলক' কভু করে নাকো ভুলে।
সুসভ্য মানব পাছে 'চিতা-বাঘ' বলে॥

শিরোদেশে শিখা রাখা কিবা শোভা তায়?
সভ্যদেশে অসভ্যের পরিচয় পায়!!
গোধন হিন্দুর ছিল প্রধান সম্বল।
ঘরে ঘরে পুষিতেছে কুকুরের দল॥

মন্দিরে মঙ্গলারতি কিবা প্রয়োজন?
অঙ্গনে মোরগ-ডাক ত্রিসন্ধ্যা যখন॥
সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে পাঠ ও কীর্ত্তন।
এবে সেথা মাতাইতেছে রেডিওর গান॥

প্রসাদে সন্তুষ্ট ছিল বৈষ্ণবের গণ।
তার গৃহে পেঁয়াজেতে মৎস্যের ভোজন॥
পয়সা থাকিলে ঘরে বড় ভক্ত বলে।
কত সম্প্রদায় তারে টানে নিজদলে॥

পিতামাতা অতিথিরে অন্ন দিতে ভার।
বনিতায় সাজাইতে হয় জমিদার॥
শ্বশুর-শ্যালক এলে পড়ে তার পায়।
গুরু-বৈষ্ণবের আগে মাথা না নোয়ায়॥

স্ত্রীগণের বশে যত পুরুষের গণ।
ঘুরিছে নিয়ত হস্ত-পুত্তলিকা সম॥
এই ত কালের সাজ দেখা নাহি যায়।
ওহে দয়াময় প্রভু! কি করি উপায়॥

জগতে ধর্ম্মের গ্লানি যখন যখন।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়গো তখন ॥
ধর্ম্মের স্থাপন তুমি করহ সংসারে।
যুগে যুগে আবির্ভাব হও বারে বারে ॥
তাই ডাকিতেছি প্রভু, এ ঘোর দুর্দ্দিনে।
কৃপা করি' রক্ষা কর অধর্ম্ম-প্লাবনে ॥
ধর্ম্মের স্থাপন কর অধর্ম্ম নিপাতে।
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধ্বজা উঠুক জগতে ॥

—শ্রীমুরারিমোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

"যেই 'নাম'—সেই 'কৃষ্ণ' ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত ফিরে আপনি শ্রীহরি ॥"

উপরি-উক্ত ছত্র দুইটী আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই পরিচিত। বাল্যকাল হইতে মাসী-পিসীর মুখে বা কোন সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়া থাকিলেও বৃদ্ধদশাবধি তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি স্বল্প পুণ্যবানের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে কিনা সন্দেহ।

আজ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে কৃপা-ভিক্ষা করত 'শ্রীনাম' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া ভগবচ্চরণ-কমলে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিব।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী ১০৮)

শ্রীনাম বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চিন্ময়-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কারণ নাম ও নামী-কৃষ্ণ অভেদ। জড় বস্তুর সহিত তাহার নামের পার্থক্য আছে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে উহা আদৌ প্রযোজ্য নহে। প্রাকৃত শরীর-ধারীর একটি ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে না, যেমন চরণের সাহায্যে গমন সাধিত হয়—দর্শন সম্ভব নয়; কিন্তু আধোক্ষজ ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ।

সুতরাং "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ। তিনে ভেদ নাই—তিন একরূপ"—যদিও প্রত্যেটীর এক একটী বৈশিষ্ট্য আছে। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত ব্যক্তি গুরু-কৃপায় 'নামের' স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। নিজ নিজ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র-অধ্যয়ন বা চেষ্টা দ্বারা কখনও পরতত্ত্ব বস্তু বোধগম্য হয় না। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার শ্রীপাদপদ্ম বরণ করেন, তখন তাহার নিকট পরমাত্মরূপী ভগবান নিজরূপ প্রকটিত করেন।

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার'—উক্তিটীর বাস্তব সত্য আমাদের হৃদয়ে নির্ব্বিচারে ধারণ করিয়া ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীল রূপ-গোস্বামি বিরচিত নামাষ্টক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বয়ং ভগবান—কৃষ্ণের দুইটী স্বরূপ বিদ্যমান, যথা—বাচ্য ও বাচক। তন্মধ্যে 'বাচক' বিগ্রহটী সাতিশয় করুণ।

বাচক-বিগ্রহের কৃপালাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'নাম'-প্রভুর চরণে শরণাগতি প্রয়োজন। 'নাম' অপ্রাকৃত শব্দ। তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত মন কোন ধারণাই করিতে পারে না। তবে কিভাবে তাঁহার শরণাগত হওয়া যায়? ইহা যেন হেঁয়ালীর মত মনে হয়। এই দুর্ব্বোধ্য সমস্যা একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সমাধান করিতে পারেন। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই বাচক-বিগ্রহের সহিত শিষ্যের যোগাযোগ সংঘটিত করেন।

অনুকূল-ভাবের সহিত প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করিয়া একমাত্র রক্ষক ও পালক-জ্ঞানে দৈন্যভরে যদি গুরুদেবের চরণে আত্মনিবেদন করা যায়, তবে উহাকেই প্রকৃত শরণাগতি বলা যায়। সাধারণতঃ আত্মনিবেদন করিতে গিয়া আমরা গুরুদেবকে বঞ্চনা করিয়া বসি এবং নিজেরাও বঞ্চিত হই। 'গুরুদেব! আমি তোমার'—কথাটী শুধু মুখেই উচ্চারিত হয়। 'আমি' বলিতে 'কায়, বাক্য ও মন'—এই তিনটীর সমষ্টিকে বুঝায়। শরণাগত হওয়া অর্থে—এই তিনটী বস্তুর দাবী হইতে একেবারে নিঃসত্ত্ববান্ হওয়া। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি—আমরা ষোল আনার পরিবর্ত্তে এক আনা পরিমাণে তিনটীর মধ্যে একটীও সমর্পণ করিতে পারি কিনা, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কায় ও বাক্য যদিও অর্পিত হয়, মনটী কিন্তু পৌনে ষোল আনা নিজের ও কুটুম্ববর্গের জন্য রিজার্ভ বা সংরক্ষিত করিয়া রাখি। কারণ মনকে যদি পূর্ণমাত্রায় প্রদান করি, তবে কুটুম্বভরণের উপায় কি? গৃহমেধী এবম্বিধ বিচার-প্রণোদিত হইয়া চিন্তিত থাকে। এবং মনে মনে এক অপূর্ব্ব ধারণা বদ্ধমূল রাখে যে,

গুরুদেব তথা ভগবানের নিকট প্রপন্ন হওয়া গেল, পক্ষান্তরে সংসার-সাগরে স্বীয় দেহ-তরণীর 'নোঙর'টা কায়েম রহিল। নির্ব্বিবাদে জড়ানন্দ-রসে ডুবিয়া 'ভূয়া' ভজন করিব, আর তিলক-মালাধারী সাধুর বেষে লোক-দেখানো 'গোরা'ভজার অভিনয়ে জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব।

দুষ্ট মনের এই ত স্বভাব! মন ত জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। জীবাত্মা যখন ভগবানের তটস্থা শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করে তখনই 'মন' নামক সূক্ষ্ম দেহ তাহাকে আবরণ করে। সেই মনের হাত এড়াইতে না পারিলে, মুক্ত পদবাচ্য হওয়া যায় না এবং মুক্ত হইতে না পারিলে 'শ্রীনামে'র ভজনে যোগ্যতালাভ করা যায় না। কারণ 'শ্রীনাম' একমাত্র মুক্তকুল-উপাস্য। 'স্বরূপসিদ্ধি' বা 'স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি'কে মুক্তি বলা হয়।

আমাদের প্রাকৃত জিহ্বার সাহায্যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কখনও উচ্চারিত হয় না। 'নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।' যদি হরি-গুরু-কৃপায় 'নামে' রোচমানা প্রবৃত্তি জাগে, তবে আদরের সহিত (নববিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনক্রমে) অনুক্ষণ সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারিত ও গীত হইতে পারেন।

নাম-ভজন বলিতে নামের সেবনকেই বুঝায়। 'ভজন অর্থে মালাটানা বা 'কাছিটানা' নয়। অপরাধশূন্য ও ভগবানে সম্বন্ধযুক্ত সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির ভজন সুষ্ঠু হয়। নিষ্কপটভাবে নিষ্ঠার সহিত অর্থাৎ ব্যবধানরহিত হইয়া যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নাম গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত হরিভজনকারী বলিয়া বিবেচিত হন। তিনিই শুদ্ধভক্ত।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা ও দ্বাপর যুগে অর্চ্চনদ্বারা বিষ্ণুকে লাভ করা যাইত, কিন্তু কলিযুগে সে-সমস্ত অসম্ভব বলিয়া শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন দ্বারাই কলিহত জীবের পক্ষে সেই ফল বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুলভ।

যাহাদের হৃদয় পাপ-মলিন, তাহারা কখনও সৎশাস্ত্রে বা সদ্‌গুরুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা কিরূপে নাম-ভজন করিবে? নাম-ভজন করিতে করিতে প্রকৃত নাম-নিষ্ঠার উদয় হইবে এবং ক্রমশঃ রুচিক্রমে পরমাত্মার নিকট জীবাত্মার অবস্থান হয় এবং এক কথায় তখন তাহার নৈরন্তর্য্য

সংযুক্ত থাকে। তখন 'নাম'কে মুহূর্ত্তমাত্র ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইলে সাধকের অবিদ্যা-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-গুহায় ভাব-সূর্য্যের উদয় হয়।

এইরূপে ভাব বা রতির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইলে প্রেম-ভক্তি-লতায় পরিণত হয়। সেই প্রেম-লতিকা উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করত বিরজা-ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্যোম, পরবর্ত্তী গোলোকধামে পৌঁছায় এবং তথায় গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সাদরে বরণ করিয়া তাঁহার নিত্যসেবায় রত থাকে।

ভজনের ইহাই ক্রমপন্থা। এই পন্থানুযায়ী নিরপরাধে নির্ব্ব্যলীকভাবে নিষ্ঠার সহিত নামভজন করিলে নামী-কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায় এবং সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক ও ধন্য হয়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

—শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব কেন ?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর)

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥"

অর্থাৎ, "সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র আরাধ্য। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতাকে কখন অবজ্ঞা করিবে না।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যে জাতির যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা। তদুত্তরে এই বলা যায়, জগতে নানা জাতি আছে। কিন্তু জাতি নিত্য নহে। কাহারও কোন কুলে জন্ম হইলে যে, সে ঐ কুলের ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহা ঠিক নহে। যে-সে কুলে বা যে-কোন জাতির মধ্যে কাহারও জন্ম হইতে পারে, তথাপি তাহার কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম নিত্যই থাকে। অতএব বর্ণ নিত্য নহে। যে কোন বর্ণে জন্ম হউক না কেন, জাতকের স্বভাব, গুণ, কর্ম্ম দেখিয়া বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ বর্ণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

অর্থাৎ,—"মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে যে লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাইবে সেই বর্ণে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না।"

গীতা বলেন,—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ॥"

অর্থাৎ—"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিনটী গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাব-সিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ, সেই স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে।" জাতিধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম মানুষের জীবদ্দশাতেই বর্ত্তমান থাকে। এ জন্মে যে-জাতি ও যে-বর্ণের মধ্যে জন্ম হইয়াছে, মৃত্যুর পর জন্মান্তরে কর্ম্মানুসারে অন্য বর্ণ ও অন্য জাতির মধ্যে জন্ম হইতে পারে, অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ মনুষ্যেতর প্রাণীরূপেও জন্ম হইতে পারে। কোন কারণে মনুষ্যজন্ম হারাইলে বর্ণধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের কিছুই থাকে না। সুতরাং বর্ণধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের নিত্যতা নাই। যে ধর্ম্ম জীবের সর্ব্বাবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম। জীব যে-কোন জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, অথবা জীব জন্মরহিত হইয়া মুক্ত হইলেও জীবের কৃষ্ণ-দাসত্ব নিত্য। 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ আছে,—'নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম জীবের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে থাকে না। যথা—ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চণ্ডাল-জন্ম লাভ করিলেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ-বর্ণগত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর স্বধর্ম্ম নয়। 'স্বধর্ম্ম' শব্দটিও এস্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না। নিত্যধর্ম্মই বস্তুতঃ জীবের স্বধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী।"

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ,—"নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত নিত্যধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলেও, তাহাই তাহার পক্ষে ভাল। পরধর্ম্ম বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেননা স্বধর্ম্ম পালন করিতে

হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ভগবানের নাম গ্রহণ করাকেই নৈরন্তর্য্য নামে অভিহিত করা যায়। ইহা সাধনভক্তির স্তর-বিশেষ।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথম শ্রবণ-গুরুর নিকট শাস্ত্রের মাধ্যমে যখনই ভগবৎ কথায় বিশ্বাস জন্মে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার উষর মরুভূমি-সদৃশ হৃদয়ে কোমল শ্রদ্ধার উন্মেষ দেখা দিয়াছে। শ্রদ্ধা—ভক্তিলতার বীজস্বরূপা। সেই বীজকে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ-জলসিঞ্চনে পুষ্ট করিতে হইবে। বীজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন মহান্ত-সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য পরম করুণ ভগবান সাধু-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ মিলাইয়া দেন। তাঁহার কৃপা-রশ্মি দ্বারা শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইতে থাকে। তখন গুরুদেব-প্রদত্ত 'নাম'-ভজনক্রমে অনর্থগুলি নিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে।

ভজনে যতই উৎকর্ষ লাভ হয়, অনর্থ ততই স্বতঃ সুদূরে চলিয়া যায়; আর অনর্থ যে-পরিমাণে নিবৃত্ত হয়, মায়িক দশা সেই পরিমাণে তিরোহিত হয়।

অনর্থ চারি প্রকার, যথা—স্বরূপের ভ্রম, অসৎ-তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য।

প্রত্যেক অনর্থ আবার চারি প্রকার দৃষ্ট হয়ঃ—

১। স্বরূপের ভ্রম, যথা—স্বীয় তত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ও বিরোধী তত্ত্বের ভ্রম।

২। অসৎ-তৃষ্ণা, যথা—ঐহিক ভোগ, পারত্রিক ভোগ, সিদ্ধি ও মুক্তিবাঞ্ছা।

৩। অপরাধ, যথা—নামাপরাধ, বিগ্রহাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও অন্য নরের প্রতি অপরাধ।

৪। হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য, যথা—তুচ্ছাশক্তি, কুটিনাটী, মাৎসর্য্য ও স্ব-প্রতিষ্ঠতা।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রকৃষ্ট সঙ্গ করিতে করিতে যদি নামানুশীলনে রত থাকি, তবেই আমাদের ভজনে সফলতা লাভের সম্ভাবনা, অন্যথায় পণ্ডশ্রম বলিয়া গণ্য হইবে। 'অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ হরিনাম।'—একথা জানিয়াও আমরা সংশোধিত হইবার প্রয়াসী নহি। আমরা অহংতা-মমতারূপ সর্ব্বনাশা

নামাপরাধ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া 'অষ্টপ্রহর', 'চব্বিশপ্রহর' উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনের সঙ্গে নামভজন করিয়া চলিতেছি। উহার মধ্যে কাহারও কাহারও 'দশা' প্রাপ্তির ছলনা দেখা যায়। ইহা প্রচ্ছন্ন ভণ্ডামি ব্যতীত কিছু নহে। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে থাকিয়া সবই দেখিতেছেন। ভাবের ঘরে চুরি করিতে শিখিয়া আমাদের মত হতভাগ্যের মুখবিবরে পক্ক কদলী প্রবেশ করিতেছে এবং কখনও 'ঢঙ্গ' বিপ্রের ন্যায় পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত পুরস্কার মিলিতেছে।

সহজিয়াগণের পক্ষে হরিভজন যত সহজ বলিয়া মনে হয়, কার্য্যতঃ তত অনায়াস-সাধ্য নহে। জনশ্রুতি আছে,—'কষ্ট না করিলে কেষ্ট মিলে না।' ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। বৈষ্ণবের লিঙ্গ ধারণ করিয়া মালা টানিলেই ভজনক্রিয়া সমাপ্তি হইল—ইহাই মূর্খ সাধারণের ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভাব-ধারায় আমরা যদি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হই, তবে পরিণামে মানব-জীবনের চরম সার্থকতা ব্যাহত হইবে; Summumbonum of Life অর্থাৎ জীবনের একমাত্র প্রয়োজন—'কৃষ্ণপ্রেম' কখনও লাভ করা সম্ভব হইবে না।

পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিহত জীবকে উদ্দেশ করিয়া নবদ্বীপ-বাসীর কর্ণে এই সংসার-তারক বাণী প্রদান করিয়াছিলেন,—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।' ইহার মধ্যে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, কিভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হয়, জীবের প্রয়োজনই বা কি—বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে ভজনাধিকার লাভ করা যায়।

বিদ্যালয়ে যেমন কোন নিম্নশ্রেণীর ছাত্র উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য-বিষয়ে চর্চ্চা করিলে অনাধিকারগত দোষ বর্ত্তায়, সেইরূপ প্রাথমিক সাধনস্তর শ্রদ্ধাকে উপেক্ষা করিয়া বা প্রকৃত উপলব্ধি না করিয়া সিদ্ধের ভাবধারা অর্থাৎ সিদ্ধ-প্রণালীর সহিত ভজন করিলে কখনও অনর্থ নিবৃত্ত হইবে না। 'অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে, ভক্তি নিষ্ঠা হয়।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নিষ্ঠাভক্তি হইতে শ্রবণান্তে রুচি উৎপন্ন হয় এবং সেই রুচি প্রগাঢ় হইলে আসক্তিতে পরিণত হয়।

'আসক্তি' অর্থাৎ 'আঠা'র মত লাগিয়া থাকা। লৌহ যেমন চুম্বকাকৃষ্ট হইলে একত্র সম্মিলিত হয়, সেইরূপ নাম-ভজনকারীও নামের সহিত নিরন্তর

করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না ; কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।"

অতএব মানুষ মাত্রেরই স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অনাদি ও নিত্য। যাহার আদি নাই, তাহার অন্তও নাই। পরম পূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—"যে-সময় হইতে জীব হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই (বৈষ্ণব) মতও হইয়াছে। জড়ীয় কালে জীবের আদি পাওয়া যায় না ; অতএব জীব অনাদি ও জৈব-ধর্ম্মরূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মও অনাদি। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইবামাত্রই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি-মূল যে বেদ-সঙ্গীত বাণী, তাহা উদিত হয়।"

জীবের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ধর্ম্ম,—ইহাই নিত্যধর্ম্ম ;—এধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই পরিবর্ত্তন হয় না ও হইবে না। পরমপুরুষ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পুনরায় নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'নিত্যধর্ম্ম এক, অখণ্ড ও নির্দ্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আকারে, নানা অবস্থায়, নানা লোককর্ত্তৃক নানারূপে বিকৃত হয়।' গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ তাঁহার পৃথিবীতে অবতরণের কারণ 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে 'ধর্ম্মস্য' এক বচনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ভাগবত-ধর্ম্ম একটিমাত্র, ইহাই বুঝা যায়। 'জৈব-ধর্ম্ম' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে। বিকৃতিস্থলে অসূয়ারহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে ; অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে—সন্দেহ নাই।'

মানুষের অধিকার অনুযায়ী স্বভাব ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বভাবের মানুষ দেখা যায় এবং সেই সেই স্বভাবের মানুষের শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা আনিবার জন্য শাস্ত্রও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত বলেন,—'যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

যে-সকল শাস্ত্র হরিনামের মহিমা ও ভক্ত-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র। মাধ্বধৃত স্কান্দবচন যথা,—

"ঋগ্ যজুঃ সামর্থবাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥"

অর্থাৎ, "ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব,—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে-সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র' মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়।"

শাস্ত্র-আজ্ঞা মানিয়া কৃষ্ণভজন করাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর গোবিন্দের মহিমা এমন বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে যাহা অন্য কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। দেবর্ষি নারদের আদেশে সত্যবতী-সুত মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়া চিত্তে সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।—

"সব শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তে নাহি পায়েন প্রকাশ ॥
যখন শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির স্থলে আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রবেশ করাইতে সাহসী হন নাই। 'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্'—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ ও প্রেমই পরম পুরুষার্থ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের আনুগত্যে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণে জীবের মঙ্গল হইবে।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥"

বর্ত্তমানে শক্তি-উপাসকগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে চেষ্টা করেন। 'শক্তিঃ শক্তিমতোরভেদঃ'—শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। তথাপি শক্তি পুরুষের ইচ্ছাধীন; শক্তিমানের ইচ্ছা ব্যতীত শক্তি কার্য্য করিতে পারেন না—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। চৈতন্য ও স্বাধীন ইচ্ছা একমাত্র পুরুষ-

আশ্রিত। 'কুঠারে কাঠ কাটিল'—কথাটি বলা মাত্রে বুঝিতে হইবে যে, এই কুঠার-চালনার মূলে কোন শক্তিমান্ পুরুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা কার্য্য করিয়াছে। পুরুষোত্তম গোবিন্দের ইচ্ছাতেই তাঁহার শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তি এক বই দুই নহেন। বৈষ্ণবগণ পূর্ণ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত ও বিশুদ্ধ শাক্ত। ত্রিভুবন-পূজিতা দুর্গাদেবী শ্রীগোবিন্দের চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা। ইনি ত্রিগুণময়ী ও মায়িক জগতের অধিকর্ত্রী। ব্রহ্মসংহিতায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

চণ্ডী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে,—'মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহতে জগৎ"—অর্থাৎ, 'শ্রীহরির শক্তি মহামায়া, ইনিই জগৎ মোহিত করেন।' মহামায়া দুর্গাদেবী বদ্ধজীব মোহনবশতঃ লজ্জায় শ্রীভগবানের সম্মুখীন হইতে পারেন না। কৃষ্ণ-বিমুখজনকে দণ্ড দেওয়াই ইঁহার কার্য্য। জীব যাহাতে কৃষ্ণোন্মুখ না হয় তজ্জন্য ইনি জীবকে মায়িক বস্তু দিয়া ভুলাইয়া রাখেন;—ইহাই তাঁহার কপট-কৃপা। কিন্তু জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে চাহিলে তখন জীবকে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদান করিয়া নিষ্কপট কৃপা করেন। আদ্যাস্তোত্রে উল্লিখিত আছে,—

"বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা"

এই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় সম্পর্কে সকল শাস্ত্রের মীমাংসা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উড়িষ্যায় সমিতির নূতন শাখা

[শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, সাং কোরণ্ট,
পোঃ রাণ্ডীয়াহাট (বালেশ্বর)]

পাঠকবর্গ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলান্তর্গত ভদ্রকের সন্নিকট কোরণ্ট নামক গ্রামে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। কোরণ্ট একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে উড়িষ্যার করণগণের অধিক পরিমাণে বসবাস রহিয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীবৃন্দের অধিকাংশই সুশিক্ষিত এবং উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এখানে একটী শাখা স্থাপন করায় স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতি শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবা ও উক্ত প্রচারকেন্দ্র পরিচালনের জন্য **মাননীয় শ্রীযুত লালমোহন মহাপাত্র মহাশয়ের নিকট হইতে** অনুমান ১৮০/ একশত আশীবিঘা ধানী জমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদান্ত সমিতির শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই শাখার নাম '**শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র** রাখিয়াছেন।

এই স্থানটী উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার ভদ্রক মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রক সহরের মাত্র ২॥০ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত ও শালিন্দী-তটবর্ত্তী একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে সর্ব্বদাই বাস, রিক্সা ও জলযানাদি যাতায়াত করিয়া থাকে। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে,—শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এই ভদ্রক মহকুমার সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার (এস, ডি, ও) পদে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ রচনা করিয়া সমাপ্ত করেন। আমরা **শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে** অবস্থান করিয়া শ্রীল ঠাকুরের পূত চরিত্র সর্ব্বদাই স্মরণ করিবার সুযোগ পাইব।

এই মঠটি ভদ্রক রেলষ্টেশনের পরই বাউদপুর ষ্টেশন হইতে তিন ফার্লং দূরে অবস্থিত। যানবাহনের রাস্তা অতিশয় উত্তম, তথা স্থানটীর পরিবেশও অতীব মনোরম। আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে **উক্ত শ্রীল লালমোহন মহাপাত্র ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে** শুদ্ধভক্তি প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ | আষাঢ় ১৩৬৯ | ৫ম সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৪শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৮ বামন, ৪৭৬ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৬৯ ; ইং ১৬।৭।১৯৬২ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মাদি-ঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীবরাহদেব-স্তোত্র-দ্বাদশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশেঽধ্যায়ে—৩৬-৪৭)

শ্রীঋষয় ঊচুঃ—

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোম-গর্ত্তেষু নিলিল্যুরধ্বয়-
স্তস্মৈ নমঃ কারণ-শূকরায় তে ॥১॥

(হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য-বধান্তে বরাহদেব শুভ্র দন্তাগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে, ব্রহ্মাদি-প্রমুখ ঋষিগণ কৃতাঞ্জলি-পুটে তমালশ্যাম-শ্রীমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুকে বৈদিকসূক্তসদৃশ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

ঋষিগণ বলিলেন,—হে অজিত! হে যজ্ঞারাধ্য! আপনিই

জয়যুক্ত হইলেন, জয়যুক্ত হইলেন ; আপনি স্বীয় বেদময়ী তনুকে অত্যন্ত চালনা করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার। যাঁহার লোমকূপে সাগরসমূহ বিলীনপ্রায় রহিয়াছে, সেই পৃথিবীর উদ্ধার-নিমিত্ত শূকর-রূপধারী আপনাকে নমস্কার ॥১॥

রূপং তবৈতন্নন্বু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোম-
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥২॥

হে দেব! আপনার যজ্ঞাত্মক শ্রীমূর্ত্তি দুষ্কৃতগণের দর্শনের বিষয় নহে। আপনার চর্ম্মে গায়ত্র্যাদি ছন্দ, রোমে কুশ, দর্শনে ঘৃত এবং পাদপদ্মে হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয় বিরাজমান ॥২॥

স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাশয়ো-
রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ॥৩॥

হে পরমেশ্বর! আপনার মুখাগ্রে স্রুক্ ('জুহূ' নামক যজ্ঞপাত্র), আপনার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র, উদরে ইড়া বা যজ্ঞীয় ভক্ষণ-পাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস বা সোমপাত্র, মুখে প্রাশিত্র বা ব্রহ্মভাগ-পাত্র প্রকাশিত ; আর মুখান্তর্ব্বর্ত্তি-ছিদ্রে আপনার যে চর্ব্বণ, তাহাই আমাদের অগ্নিহোত্র ॥৩॥

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং
ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়-দংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ
সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥৪॥

(হে ভগবন্!) আপনার পুনঃ পুনঃ প্রকাশই দীক্ষা অর্থাৎ দীক্ষনীয় যজ্ঞ, গ্রীবাদেশ উপসদ অর্থাৎ তিনটি যজ্ঞবিশেষ, দণ্ডসমূহ প্রায়ণীয়া অর্থাৎ দীক্ষানন্তর যজ্ঞ এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তি-যজ্ঞ,

জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর-নামক যজ্ঞ-বিশেষ, সত্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি ও আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগ্নি—এই দুইটিই আপনার শিরোদেশ এবং চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন আপনার পঞ্চপ্রাণ ॥৪॥

সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ
সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্ব্বাণি শরীরসন্ধয়-
স্ত্বং সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥৫॥

হে দেব! আপনার রেতঃ—সোম-যজ্ঞ; আসন অথবা বাল্যাদি অবস্থাই—প্রাতঃসবনাদি কর্ম্ম, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম—এই সপ্তযজ্ঞ-ভেদই আপনার ত্বক্-মাংসাদি সপ্তধাতু, এবং আপনার শরীরের সন্ধিসকল সমগ্র যজ্ঞস্বরূপ; আপনি সর্ব্বযজ্ঞময়, যজ্ঞাঙ্গভূতা ঈশ্বর-ভক্তিই আপনার বন্ধন ॥৫॥

নমো নমস্তেঽখিল-মন্ত্রদেবতা-
দ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।
বৈরাগ্য-ভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-
জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমোঃ নমঃ ॥৬॥

সমগ্র মন্ত্রদেবতা, দ্রব্য, সর্ব্বযজ্ঞ ও যজ্ঞাদি ব্যাপাররূপী আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বৈরাগ্য অর্থাৎ কর্ম্মফল-স্পৃহাশূন্য যে ভক্তি, তদ্দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য ও ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়, আপনি সেই জ্ঞান-স্বরূপ; অতএব, জ্ঞান-প্রদানকারী গুরুস্বরূপ, আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥৬॥

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা
বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা।
যথা বনান্নিঃসরতে দতা ধৃতা
মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্র-পদ্মিনী ॥৭॥

হে পৃথ্বীধর, হে ভগবন্! আপনার দশনাগ্রে ধৃত পর্ব্বতাদির সহিত পৃথিবী, জল হইতে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥৭॥

ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং
ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা
কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥৮॥

হে ভগবন্! মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গদ্বারা মেঘ ধৃত হইলে যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনার বেদময় এই শৌকর বপুঃ, দণ্ডধৃত ভূমণ্ডলদ্বারা শোভা পাইতেছে ॥৮॥

সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া
যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥৯॥

(হে জগদ্বিধাতঃ!) স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থান জন্য আপনার পত্নী জগজ্জননী এই ধরণীকে সংস্থাপন করুন্। আপনি জগতের পিতা, আপনার সহিত মাতা ধরণীকে নমস্কার করি। যাজ্ঞিকগণের কাষ্ঠে অগ্নিস্থাপনের ন্যায় আপনি এই ধরণীতে নিজশক্তি নিহিত করিয়াছেন ॥৯॥

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো
রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে
যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥১০॥

হে প্রভো! রসতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার-বাসনা আপনি ভিন্ন কাহারই বা হইতে পারে? ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কারণ আপনি সর্ব্ববিস্ময়ের আধারস্বরূপ; আপনি মায়ায় ঈক্ষণ দ্বারা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥১০॥

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-
র্জনস্তপঃ-সত্য-নিবাসিনো বয়ম্ ।
সটাশিখোদ্ধূত-শিবাম্বুবিন্দুভি-
র্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ ॥১১॥

হে পরমেশ্বর ! আপনি যে স্বীয় বেদময় শৌকরবপুঃ কম্পন করিতেছেন, তাহাতে আপনার কেশরের অগ্রভাগ হইতে উচ্ছলিত পবিত্র জলকণা মহঃ, জন, তপ ও সত্যলোক-নিবাসী আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের পরম পবিত্রতা বিধান করিতেছে ॥১১॥

স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে
যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ ।
যদ্‌যোগমায়া-গুণযোগ-মোহিতং
বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥১২॥

আপনার লীলা অগম্য ও অপার ; অহো, যে ব্যক্তি ভবদীয় লীলার অবধি জানিতে বাসনা করে, সে অতিশয় মূঢ়মতি ; হে ভগবন্ ! আপনার মায়ার গুণসংযোগ-মোহিত এই সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করুন্ ॥১২॥

ভারত ও পরমার্থ

অপ্রাকৃত জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় যে "ভারত" শব্দের প্রয়োগ, তাহা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির বিচারে দেশগত ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত। স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষ্য করিয়া যে 'মনুষ্যজন্ম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে পাত্রগত। বিগত কালের সাপেক্ষ ধর্ম্মে ভাবী কালের উক্তিমুখে যে অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির প্রকাশ, তাহা প্রাপঞ্চিক বদ্ধজীবের জন্য হইলেও নিত্য জগতে—কেবল চেতনময় পরব্যোমে অখণ্ডকাল বর্ত্তমান রাজ্যে অপ্রাকৃত শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তির দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহারা আভিধানিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোপযোগী শব্দার্থ তাৎপর্য্যে আশ্বস্ত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তুরীয় জগতের শব্দে বিদ্বদ্-রূঢ়ি বৃত্তির নিত্যাবকাশে শ্রদ্ধা রহিত হয়, তাহাদিগের দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞানে যে প্রপঞ্চ

পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তাহারা নিত্য-লীলা-প্রবেশে প্রতিহত-চেষ্ট হইয়া এখানেই জন্ম-জন্মান্তরবাদে আবদ্ধ থাকে। কর্ম্মভূমি ভারতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ কালক্ষুব্ধ হওয়ায় নশ্বর-ধর্ম্মে অবস্থিত। যে-কাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের লীলা-ভূমিকাকে কর্ম্ম ভূমিকা বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, সেই কালেই তাহারা খণ্ডকালাধীন থাকে। কিন্তু **লীলাময় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যখন জীব-বিশেষকে স্বীয় বংশী-নিনাদে আকর্ষণ করিয়া পরব্যোমে লীলানুষ্ঠানবিষয়ে পারঙ্গত করেন, তখন তাঁহার দেশকালগত দোষ-দর্শনের অবকাশ ঘটে না।** মায়াকৃষ্ট জীব বৈকুণ্ঠাকর্ষণের অযোগ্য বলিয়াই তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ঐতিহাসিক পাত্রের কালাধীনে জন্ম স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চাবতীর্ণ লীলা-প্রকাশ-দর্শনাভাবে আপনাকে কর্ম্মজগতের আনুষ্ঠানিক পথিকবিশেষ মনে করে।

এই সকল পথিকের অর্থশাস্ত্রেই অধিকার; পরমার্থ শাস্ত্রে তাহাদিগের চিদিন্দ্রিয়ের উন্মেষণাভাবে তাহারা বদ্ধভাবেই রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের জন্য বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকল বেদানুগ-শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত নাম, অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পরিকরসমূহ ও অপ্রাকৃত লীলাকে যাহারা প্রাপঞ্চিক জগতের বিষয়ের ন্যায় ভেদ-দর্শনে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদিগের ভাগ্যহীনতার পরিচয়ে ভূতাকাশোত্থ শব্দসমূহ অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির প্রকাশকসূত্রে ভোক্তৃগণের নিকট বিভিন্ন ভোগ্যভাবে অবস্থিত হইয়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাত্মক অস্ত্রসমূহের দ্বারা উপচার আরম্ভে প্রবৃত্ত হয়। তখন বদ্ধজীব অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত নিজ দুর্ভাগ্য বিচার করিয়া মায়াবদ্ধ রাজ্য হইতে বিশ্রাম লাভের নিষ্কপট প্রার্থনা করে। তখনই তাহার লীলানুভূতির সূত্রপাত হয়।

প্রপঞ্চাতীত 'অপ্রাকৃত' শব্দ অপ্রাকৃত উপাদানের অবলম্বনে জীবের নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়, নিত্যানন্দময় স্বরূপানুভূতিতে ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হইবার অবকাশ পায়। তজ্জন্যই **ক্রমপদ্ধতি-বিচারে সিদ্ধির পথে সাধনকালে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বশেষে লীলার বিবরণ-সমূহের শ্রবণ-যোগ্যতা হয়।**

শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া নাম-মহিমাত্মক বিষ্ণু-নিঃশ্বসিত বেদমন্ত্র-সমূহের অর্থ যদি বিষ্ণু-পূজাপর না হয় এবং ইতরচেষ্টাপর হয় বা নিবৃত্তিপরা

কাল্পনিকী চেষ্টার প্রকারভেদ হয়, তাহা হইলে কখনই ক্রিয়া হইতে লীলার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ভারতে এই কর্ম্মবাদের সহিত লীলা-বৈশিষ্ট্য-উদ্গাথার সামগান প্রভূত-ভাবে উদ্গীত হইয়াছে। যেখানে শব্দের অজহল্লক্ষণা বৃত্তির আদরমুখে ভোগ্য-পিপাসা, সেইখানেই অপস্বার্থক্রমে জীবের স্বরূপ-বিভ্রান্তিবশতঃ কাল্পনিক অহংগ্রহোপাসনার চেষ্টা এবং শ্রুতিদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ, অধীর মায়াবাদিগণের উহাকেই 'পরমার্থ' বলিয়া স্থাপন-চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর পাঠকগণের নিকটে আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় হওয়ায় আমরা তাহাদের বোধগম্য অনুকূল ভাষার সাহায্যে তাহাদের প্রতিকূল চেষ্টা বাঁচাইয়া সত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অজহল্লক্ষণাবৃত্তি অর্থাৎ ঈশ-বিমুখ-শব্দবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রপঞ্চাগত দেশগত পার্থক্যে নির্ণীত 'ভারত' ভারতেতর সংজ্ঞিত প্রদেশ হইতে ভিন্ন। 'ভারত' প্রমুখ প্রদেশসমূহ মুখ্য দেশের উল্লেখ দ্বারা পরিগণিত হয়। প্রপঞ্চাগত ভারতে লীলাগত পরোপকার-ধর্ম্ম অবতরণ করিতে সমর্থ।

প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় "উপদেশ" শব্দে যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা লীলান্তর্গত-বিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও অবর-ভূমিকাস্থিত ব্যাপারসমূহ প্রপঞ্চান্তর্গত। তাদৃশ প্রাপঞ্চিক অবরতা নিত্য-লীলার মধ্যে না থাকায় ভৌমলীলা বর্ণনে যে-সকল অবৈধচেষ্টামূলে অভিমন্যু, কংস, অঘ-বকাদির অবস্থান, তাহা পরব্যোমে অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকায় লীলার তত্তদংশ 'প্রতিকূল চেষ্টা' নামে অভিহিত হইয়া কেবল প্রপঞ্চে উহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্যের অবকাশ আছে।

ক্রিয়ার অবসান আছে, লীলার অবসান নাই। ক্রিয়া নশ্বর—কালক্ষোভ্য, লীলা—অখণ্ডকালে নিত্য বর্ত্তমান। প্রাপঞ্চিক লীলা-বতরণের দর্শনকারীর ভোগময়ী দৃষ্টির অবসান না হইলে নিত্যলীলা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লীলাকে অনিত্যবোধ করিয়া অজহল্লক্ষণাশব্দ-বৃত্তির অধ্যাপকগণ যে ভ্রমে পতিত হন, তাহা তাঁহাদিগের সত্যবিস্মৃতির ফল মাত্র। নিত্যতার অবর্ত্তমান ভূমিকা হইতে অধিরোহবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে গেলে এইরূপ শব্দ-বিপর্য্যয় তাহাদের পরমার্থানুশীলনের দ্বার রুদ্ধ করিবে। অর্গল-বদ্ধ-দ্বারের অভ্যন্তরে অবস্থিত জনগণের রচনাকে মিথ্যা বা কল্পনা প্রভৃতি বলা হয়। মায়াবাদী বা মিথ্যাবাদী সম্প্রদায় নিত্যসত্যের উপলব্ধি-রহিত হওয়ায় তাহারা ডিঙ্গাইয়া বড় হইয়া ভক্তের আসন অধিকারের চেষ্টা করিতে

পারেন। কিন্তু তাহাদের অর্থশাস্ত্র পারমার্থিক অনুশীলনে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহাদের প্রয়াস এরূপভাবে নিষ্ফলতা লাভ করিয়া লীলা-প্রবেশে বঞ্চিত হওয়ায় নামাপরাধ করিতে করিতে রূপশ্রবণ (?) দ্বারা রূপাপরাধ, গুণশ্রবণ (?) দ্বারা গুণাপরাধ, পরিকর শ্রবণ (?) হইতে পরিকরাপরাধ এবং লীলাশ্রবণ (?) করিতে করিতে নরকপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি ও সভ্যগণের আবাস-স্থল। অন্যান্য দেশবাসী ভারত হইতে ন্যূনাধিক সভ্যতা, আত্মমর্য্যাদা, বিদ্যা-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা করিয়াছেন। এইজন্যই ভারতকে 'কর্ম্মভূমি' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তদুপলক্ষণে অন্যান্য দেশও পরিগণিত হইবার যোগ্য। মুখ্যভাবে ভারতকে লক্ষিত করিলে সকল দেশের সভ্য অধিবাসিগণ ভারতীয় কর্ম্মচতুরতা, ধর্ম্মনৈপুণ্য ও নীতিতে নিপুণতা লাভ করিবে।

ভারতে পরমার্থ-বিষয়ে যে ধারা পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই আংশিক প্রতিফলন, কোথায়ও বা বিকৃত প্রতিফলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকস্থলে উহা অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবারই যোগ্য। **মানবজীবনের সাফল্য-বর্ণনে পরমার্থকেই লক্ষ্য করা হয়।** পারমার্থিকগণের সৌভাগ্যের সহিত বিষয়-দাবদগ্ধ ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ জনগণের আপেক্ষিক তুলনায় মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে ন্যূন।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তি পারমার্থিক রাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্যই সাধারণ ভাষায় 'উপকার' শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে। মানব-সভ্যতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেই মানব-সমাজ পারমার্থিকতার সহিত অর্থশাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিবেন। **বিদ্যার উন্নতশৃঙ্গ, নীতির পরমোচ্চ সীমা, সভ্যতার চরম আদর্শ একমাত্র পারমার্থিক জীবনেই লক্ষিত হয়।** জীবের পারমার্থিক জীবন-অভাবে অর্থশাস্ত্রের অধোগামী স্রোতে নিপতিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্য্যয়-ক্রমে ক্ষণভঙ্গুর-জীবনে ইন্দ্রিয়তৎপরতা মাত্রই অবশেষ থাকে। যখন পরমার্থ-ভূমিকা হইতে নিম্নগামী হইয়া জীব মনো-ভূমিকার রাজ্যে অবতরণপূর্ব্বক পঞ্চমাত্রার অনুসন্ধানে নিজেন্দ্রিয় নিয়োগ করেন, তখনই তাহাকে পরম প্রয়োজন হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক প্রয়োজন-প্রতিম বিষয়সমূহে ধাবিত হইতে দেখা যায়। তাহার গন্তব্যপথে নানাপ্রকার স্থূল বিচার আসিয়া জড়ভোগের মহিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হন। সেইকালে

দার্শনিকগণের ভাষায় অনাত্মবোধে ভোগপ্রবৃত্তির চিত্র কাম-ক্রোধাদির বিকাশ প্রদর্শন করে।

এরূপ অপ্রীতিকর ও অসুবিধাজনক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রীতিরাজ্যের অনুসন্ধানে পরোপকারী নিহিত। এই সকল কথা ভারতের উন্নতশ্রেণীর সমাজ-মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশবাসীও তাহাদের অনুকরণ করিয়া নিজ স্বভাবকে ন্যূনাধিক উন্নত করিয়াছেন। আবার পাত্রবিশেষে ঐ সকল উচ্চ কথা সমধিক আদরপ্রাপ্ত না হওয়ায় যে আপাত-সুখকর-পরিণাম-বিষময়ফল আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে মনোবৃত্তির ব্যবসায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। কোথায়ও বা স্থূলজগতে হিংসাবৃত্তির প্রবলতা লক্ষ্য করিবার অসুযোগ হয় নাই। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

পত্রিকা-সমালোচনা

"শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী" নাম্নী একখানি পত্রিকা শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশ হইতেছে। আমাদের কোন আত্মীয় মহোদয় ঐ পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যা আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন। পত্রিকা দুইখণ্ড পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতটি জগতে প্রচার করা এই পত্রিকার তাৎপর্য্য। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বীয় প্রাণনাথের লীলারস বর্ণনসুখে সর্ব্বদা নিমগ্না। আমরা শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিতেছি। 'শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী' সেই শিক্ষা ব্রজমণ্ডলে প্রচার করুন। এখন আমাদের উপদেশ এই যে, পত্রিকাখানি যেন নিয়মিতরূপে মাসে মাসে বাহির হয়। দুই এক সংখ্যা বাহির করিয়া মাঝে মাঝে স্থগিত রাখিলে জনগণের বিশ্বাস উঠিয়া যায়। আজকাল স্বল্পবয়স্ক যশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পত্রিকা প্রকাশ করিতে অত্যন্ত তৎপর, কিন্তু প্রথম হইতেই তাহাদের মনে থাকে যে, দুই এক খণ্ড বাহির করিয়া বন্ধ করিবে। বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যমতবোধিনীর লেখক ও প্রচারকগণ সেরূপ উদ্ধতস্বভাব হইবেন না।

পত্রিকাপাঠে আরও দেখা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী বলিয়া একটি সভা হইয়াছে। ঐ সভার প্রথম অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ কোন গোস্বামীপাদ

কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। গোস্বামীপাদ উক্ত প্রবন্ধে "শ্রীচৈতন্য-মতের জ্ঞাপক কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনাটি সমস্ত পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম না। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামীদিগের বিরচিত গ্রন্থসমূহ হইতে গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকাকে বিদ্যাভূষণ-বিরচিত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।** এই কার্য্যের দ্বারা লেখক মহাশয় নিজের কোন দুরভিসন্ধির আভাস দিয়াছেন। পরমার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে সরলতার নিতান্ত আবশ্যক। যে গ্রন্থ, সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদরের বস্তু, নিজের কোন নবীন মত সংস্থাপনের উদ্দেশে তাহাকে অপদস্ত করা শুভ-কার্য্য নয়। প্রাচীন মতের প্রতি আক্রমণ করা আজকাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। **শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যে-প্রকার সম্মান করা উচিত লেখক তাহা করেন নাই। যাঁহার 'গোবিন্দ ভাষ্য' পাঠ করিয়া লেখক বেদান্ত-বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইতে পারেন, সেই বৈষ্ণবদিগের পূজনীয় শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জালিয়াতে ফেলা উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় নয়।** "তুমি ফুলবাগানে কাঁটার বেড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছ" এই প্রবাদটী প্রবন্ধ-মধ্যস্থ করায় লেখকের অত্যন্ত চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাজনদিগের গ্রন্থালোচন-সময়ে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্যসকল ব্যবহার করা উচিত। **শ্রীবিদ্যাভূষণ ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় বৈষ্ণব-সমাজের অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু। তাঁহাদের সম্বন্ধে যাঁহারা কটাক্ষ করেন, তাঁহারা হয় নিতান্ত অবৈষ্ণব, নয় তত্ত্ব-বিচারাক্ষম।** লেখক মহাশয় ভবিষ্যতে সতর্ক হইলে নিজের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন। লেখক মহাশয় পরে যে-সকল বিষয় আলোচনা করিবেন তাহাও আমরা সতর্কতার সহিত সমালোচনা করিব।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক গোস্বামী বংশের পরিচয় দিয়াও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামীদিগের আচার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দ ও তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত নামের ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু লেখক মহাশয় কেন যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পরে বসাইয়া দেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আশঙ্কা হয় যে, কলি-দূষিত কোন মত তাঁহার হৃদয়ে আছে। আমাদের উপদেশ এই যে, সেরূপ অভিসন্ধি শীঘ্র যেন পরিত্যাগ করেন।

*　　*　　*　　*

ব্রজধাম হইতে "শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী" নামক যে নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার তৃতীয়সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলাম। এই সংখ্যায় মঙ্গলাচরণ, শ্রীচৈতন্যমতের সূচনা ও বিবাদ-রহস্য বলিয়া যে তিনটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তদ্দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। মঙ্গলাচরণে "সুরেশানাং দুর্গং" এই শ্লোকের যে গদ্য-পদ্যময়ী ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং অবশেষে "কলৌ যং বিদ্বাংসঃ" এই শ্লোকের যে বিচার লিখিত হইয়াছে তৎপাঠে পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায় না। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিলে সকলেই লেখকের পরিচয় পাইবেন।

"অন্তঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি শ্লোক এবং স্তবাবলীস্থিত এই শ্লোক দ্বারা নিশ্চয় হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর। গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা মহাপ্রভুতে সর্ব্বথা ভক্ত-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ হইয়াছিল।" লেখকের বাঙ্গালা ভাষা লইয়া কোন বিতর্ক করিব না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কথাগুলি বুঝিতে না পারিয়া আমরা হতজ্ঞান হইয়াছি। মহাপ্রভুতে ভক্ত-দৃষ্টিতে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। **মহাপ্রভুকে ভক্তরূপে দৃষ্টি করিতে হয়, কি ভক্ত হইয়া দৃষ্টি করিতে হয়, একথাটী অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন রহিল।** লেখক মহাশয় ভবিষ্যতে একটু কৃপা করিয়া সহজে বোধ হয় এইরূপ শব্দগুলি ব্যবহার করিলে আমরা চরিতার্থ হই।

'শ্রীচৈতন্যমতের সূচনা' বলিয়া যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমরা একপ্রকার নৈরাশ্য-সুখ লাভ করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, তত্ত্ববিৎ গোস্বামী মহোদয়গণের তাত্ত্বিক বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক লেখক মহাশয় বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন। কিন্তু প্রথমেই "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" এই শ্লোকটী দেখিয়া আমরা বুঝিলাম যে, **লেখক মহাশয়ের 'বৈদান্তিক তত্ত্ব' ও 'ভজন-তত্ত্বের' যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা জানা নাই।** * **চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-বিষয়ে মতটী নিজকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব-বিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তি-তত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ব-বিচারস্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়।** সম্পূর্ণ তত্ত্বসংখ্যা

করিতে হইলে ষট্‌সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ব-বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। ভক্তি-সন্দর্ভে এইরূপ কথিত আছে—

অত্র পূর্ব্বসন্দর্ভচতুষ্টয়েন সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র পূর্ণসনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরতত্ত্বরূপসম্বন্ধি চ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিধাবির্ভাবতয়া শব্দিত-মিতি নিরূপিতং। তত্র ভগবত্তৈনৈবাবির্ভাবস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ। স চ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্দ্ধারিতম্। পরমাত্ম-বৈভবগণনে চ তত্তটস্থশক্তি-রূপানাং চিদেকরসানামপি অনাদি-পরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যলব্ধ-ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃতস্বরূপ-জ্ঞানানাং তদৈব সত্ত্ব-রজস্তমোময়ো জড়প্রধানচরিত-স্বভাবানাং জীবানাং সংসার-দুঃখঞ্চ কথিতম্।

পুনশ্চ প্রীতিসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে, যথা ;—

ইহ খলু সকল-শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যং পরমতত্ত্বং হি সন্দর্ভ-চতুষ্টয়েন পূর্ব্বং সমবধ্যত। তদুপাসনা চ তদনন্তর সন্দর্ভেঽভিহিতা। তৎক্রম-প্রাপ্তত্বেন প্রয়োজনং খল্বধুনা বিবিচ্যতে।

এই সন্দর্ভসার বাক্যগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ-নিত্যমুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব—এইসমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নবতত্ত্ব হয়। এই নবতত্ত্ব প্রমেয় ও স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবতশিরঃ স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। **এবম্বিধ দশটী সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখ-রহিত বিচারকে কখনই বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।** লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত বিভাগেই যখন এত অসম্পূর্ণতা, তখন তাঁহার ভবিষ্যদালোচনায় যে কোন প্রকার সুন্দরতা থাকিবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি অসঙ্গত কথা আছে। তাহা আমরা অবকাশ পাইলে দেখাইব।

শেষভাগে যে ভাষা কবিতাটী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বোধ হয়, লেখক অত্যন্ত দলাদলী-প্রিয়। নিজের শক্তিক্রমে (অপরকে) জয় করিতে না পারিয়া অবশেষে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে 'বর্ব্বরাদি' শব্দ প্রয়োগ করত নিজের স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মহামন্ত্রের স্বরূপ

হে হরে মাধুর্য্যগুণে,　　হরি' লবে নেত্র-মনে,
মোহন মূরতি দরশাই'।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম,　　মহাআকর্ষক-ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥
হে হরে ধরম হরি,'　　গুরু-ভয় আদি করি,'
কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে,　　আকর্ষিয়া আনি' বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর॥
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি,　　কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা' দেখি' চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে,　　উরজ কর্ষহ বলে,
স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি,'　　লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র,　　হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
হে হরে বসনহর,　　তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হার মত বাঁধা।
হে রাম রমণ-অঙ্গ,　　নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি' পূরহ নিজ সাধা॥
হে হরে হরিতে বলি,　　নাহি হেন কুতুহলি,
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত,　　তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস আবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম রমণশ্রেষ্ঠ,　　মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনি না জানি।

হে রাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস মূরতি তনুখানি ॥
হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর ॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেকে কলপ শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায় ॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহঁ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয় অদূরে ॥

—"পদকল্পতরু", ১৮৩ পর্ব্ব

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—৩)

এসকল স্থান ছাড়া যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে 'অংশাদি' শব্দ প্রযুক্ত, তত্তৎস্থানে গীতার—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" শ্লোকের দ্বারা মীমাংসা করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি যোগমায়া-সমাবৃত; সুতরাং সকলের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণকালে গর্গ-ঋষি "নারায়ণসমো গুণৈঃ" বলিয়াছেন। এস্থলে মাধুর্য্যাবগাহী নন্দ-মহারাজ "গুণৈঃ নারায়ণস্য সমঃ" অর্থাৎ গুণে নারায়ণসম অর্থ ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু গর্গের অভিপ্রায়—নারায়ণঃ সমো যস্য অর্থাৎ 'নারায়ণ যাঁহার সমান' এই অর্থ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-তত্ত্ব, নারায়ণ আশ্রিততত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

১০ম স্কন্ধ, ৮৯ অধ্যায়ে ভূমাপুরুষের উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের

অংশ বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তব বিচারে শ্রীকৃষ্ণের অংশই ভূমাপুরুষ, ইহা প্রতিপাদিত হয়। যথা—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা মায়াপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥
(ভাঃ ১০।৮৯।৫৮)

এই উপাখ্যানের অর্থ,—দ্বারকাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় গিয়া 'রাজার পাপে আমার সন্তান নষ্ট হইতেছে, বলিয়া চীৎকার করিলে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের ভাবী সন্তানকে রক্ষা করিবেন, না পারিলে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন—এই প্রতিজ্ঞা করেন; কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় সময় অর্জ্জুনের যথোচিত ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেহের সহিত সন্তান অপহৃত হইল। অর্জ্জুন যমালয় প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কোথাও ব্রাহ্মণ-সন্তানকে না পাইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া সপ্ত সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, লোকালোক পর্ব্বত এবং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ তমঃ ভেদ করিয়া মহাকালপুরে প্রবেশ করেন। মহাকাল-পুরস্থিত ভূমা পুরুষ "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিবার বাসনায় দ্বিজপুত্রগণকে আনয়ন করিয়াছেন" বলিয়া পুত্রগণকে অর্পণ করেন। এই ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অংশরূপে বলিয়াছেন, এইরূপ সংশয় হইতে পারে। এসম্বন্ধে দুইটী বিচার বলা হইতেছে,—১ম বাক্যের বলবত্তা প্রদর্শন, ২য় মহাকালপুরস্থ ভূমাপুরুষোক্ত শ্লোকের বাস্তবার্থ প্রকাশ। শাস্ত্র—শাসনাত্মক। শাসন—শিক্ষা, উপদেশ প্রদান দ্বারা। সেই উপদেশ দুইপ্রকার—সাক্ষাৎ এবং অর্থান্তর দ্বারা। সাক্ষাৎ উপদেশকে শ্রুতি বলে। নিরপেক্ষভাবে যে উপদেশ দান, তাহাই শ্রুতি। এজন্য বলা হয়—শ্রুতি নিরপেক্ষরবা অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা যাহা বলা হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান।

পূর্ব্বমীমাংসার রীতি অনুসারে সমস্যা দ্বারা অর্থাৎ আখ্যায়িকা দ্বারা উপদেশ শ্রুতি হইতে দূরে অর্থ প্রতীতি করায় বলিয়া অর্থবোধের অপ্রাধান্য-হেতু শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যা নিরস্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাকালপুরাখ্যান—সমাখ্যা। শৌনকের প্রতি সূতের সাক্ষাৎ উপদেশ,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যা দ্বারা কথিত মহাকালপুর প্রসঙ্গোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব নিরস্ত হইয়াছে।

এস্থলে সংশয়,—আমার অংশ তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরবধের

জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট আগমন কর।—ইহাই শ্রুতি হউক? তাহা হইতে পারে না। কারণ (১) শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতায় ব্যভিচার হয় না বলিয়া ভূমাকে বক্তা এবং নিজকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার তথায় গমনের প্রস্তাব করা যায় না। (২) "তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-কুমারসকলকে আনিয়াছি"—ভূমাপুরুষের এই উক্তি হইতে কার্য্যান্তরে তাৎপর্য্য দেখা যায়। (৩) শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের রূপ-মাধুর্য্য-শ্রবণে মোহিত হইয়াই দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ব-উপদেশ করিবার তাৎপর্য্য দেখা যায় না।

যাহারা এই সকল যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয় না, অস্বীকার্য্য বিষয় স্বীকার করত যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অপেক্ষা অপূর্ণ স্বীকার করিলেও তাৎপর্য্য সমাধান হয় না। যেহেতু সমস্ত অবতারই নিজ স্বরূপে নিজ নিত্যধামে নিত্য অবস্থান করেন, কখনও অংশীতে প্রবেশ করেন না। কাহারও মতে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ। এইজন্য তোমরা নরনারায়ণ ঋষি, সত্বর আমার নিকট আগমন কর—এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থও বিরুদ্ধ হয়। একবার বলিতেছেন—তোমরা সত্বর আমার নিকট আগমন কর, আবার বলিতেছেন—তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম আচরণ কর। এই বিরুদ্ধ উপদেশদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দৃষ্ট হয়। বদরিকাশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণের নিত্য অবস্থান প্রসিদ্ধ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ হইলে ভূমাপুরুষের নিকট যাইতে পারেন না। আর ভূমাপুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া নর-নারায়ণ ঋষিরূপে থাকিতে পারেন না, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাঁহার অংশ হইতেন তবে। যিনি সর্ব্বদা সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই ভূমাপুরুষ দূর হইতেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিতে পারিতেন। কিন্তু তোমাদের "দর্শনেচ্ছু আমি" এই বাক্যে সর্ব্বদা দর্শনে ব্যভিচার দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদি দর্শন দেন, তবে দর্শনে সমর্থ হন—ইহাই স্থির হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে তিনি ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা তদীয় অংশ হইতে পারেন না, কিন্তু ভূমাপুরুষ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অধিক শক্তিমত্তা প্রতিপাদিত হইতেছে।

অন্যপ্রকার সন্দেহ,—ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ দর্শনে অর্জ্জুন নেত্র মুদ্রিত করেন এবং ভূমাপুরুষকে দেখিয়া সাধ্বসযুক্ত হন। এস্থলে ভূমাপুরুষের অংশী শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সর্ব্বদা দেখেন, তাঁহার এইভাবের হেতু কি? ইহার

সমাধান—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাকালপুরে গমনলীলা ও তৎসঙ্গে অর্জ্জুনের সহিত কৌতুক বিশেষ সম্পাদন জন্য যে পরিমাণ শক্তি বিকাশ করা প্রয়োজন ততটুকুই প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনন্ত শক্তির আশ্রয় হইলেও তৎসমুদয় গোপন রাখিয়াছিলেন। এজন্য অর্জ্জুনের পক্ষে তেজের আধিক্য দর্শন বিরুদ্ধ নহে। লীলাতে এইরূপ বহু ব্যাপার আছে, যাহাতে পূর্ণ-শক্তির বিকাশাভাব দেখা যায়। কোন কোন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত ব্যক্তির মত পলায়ন পরাভবাদিও দেখা যায়। আর একটী সন্দেহ,—শ্রীকৃষ্ণ ভূমা-পুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। তদুত্তর,—শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নরলীলার কৌতুক বিশেষ। শ্রীরুদ্র, নারদাদি ঋষির প্রতিও এইরূপ লীলা দেখা গিয়াছে। তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হীনত্ব প্রতিপাদিত হয় না, উহা নরলীলার বৈশিষ্ট্য মাত্র। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ লীলা করেন। তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই। অতঃপর বাস্তবার্থ প্রদর্শন করা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পূজালীলায় গোপগণের বিস্ময়রূপ কৌতুক প্রদর্শন জন্য কোন দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজেকে নিজে প্রণাম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বিস্ময় উৎপাদন অন্য মহাকালপুরে নিজেকে নিজে নমস্কার করেন এবং ঐ মূর্ত্তিতে ঐসকল কথা বলেন। এজন্য গোবর্দ্ধন পূজাকালে ১০।২৪।৩৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—গোবর্দ্ধনরূপ আপনাকে ব্রজবাসিজনসহ নিজে প্রণাম করিয়াছিলেন। এস্থলেও ১০।৮৯।৫৭ শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে। প্রথমোক্ত সময়ে তিনি নিজেই কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং করণ—এস্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। এজন্য হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি যে তেজ দেখিতেছ, উহা অন্য কিছু নহে, আমারই সনাতন তেজ।

মহাকালপুর গমন উপাখ্যানে মহাকালপুরুষকে পুরুষোত্তমোত্তম বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ,—জীব—পুরুষ, তাহার অন্তর্যামী—পুরুষোত্তম; সেই অন্তর্যামী পুরুষ মহাকালপুরুষের অংশ বলিয়া তিনি পুরুষোত্তমোত্তম।

শ্লোকোক্ত 'কলাবতীর্ণৌ' অর্থে কলাতে অবতীর্ণ; কলা মায়িক প্রপঞ্চ, তাহাতে অবতীর্ণ। কলা মায়িক প্রপঞ্চ, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অথবা কলাযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধারয়।

সম্বোধনের পর বলিতেছেন,—তোমরা অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হও। শ্রীকৃষ্ণ হতারিগতিদায়ক, এজন্য

অসুরগণের মুক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা। মহাকালপুরে মুক্তপুরুষগণ অবস্থান করেন। 'ত্বরয়েতং' লোটের রূপ নহে। প্রার্থনার নিজন্ত ত্বর ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ যাতম্ প্রত্যয় হইয়াছে। অস্তি শব্দ চতুর্থী বিভক্তি-যুক্ত। অব্যয় শব্দ বলিয়া বিভক্তির লোপ। চতুর্মর্থে চতুর্থী বিভক্তি। যেমন এধেভ্যো ব্রজতি—কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইতেছে। শ্লোকোক্ত 'অসুরান্' 'অসুরগণকে বধকর' ও 'সমীপস্থ কর' উভয় ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

উক্তশ্লোকে ভূমাপুরুষ বলিয়াছেন,—তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ণকাম নর-নারায়ণ-ঋষি হইয়াও সৃষ্টি রক্ষার্থ মহদ্ব্যক্তির আচরণ ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। বাস্তবার্থ,—তোমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপে লোকহিতকর কার্য্য করিতেছ তাহা নহে, বৈভবান্তর দ্বারাও লোকহিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছ। ভূমাপুরুষ এই সকল বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী ভূমাপুরুষের দ্বিজপুত্র-হরণ-তাৎপর্য্য,— শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক-শিরোমণি, তিনি দ্বিজপুত্রগণের জন্য নিশ্চয় এখানে আসিবেন, তদুপলক্ষে তাঁহার দর্শন পাইব। সুতরাং দ্বিজপুত্রগণের আনয়নই আমার অভীষ্টসিদ্ধির উপায়। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রয়োজন নাই এবং তিনি অধিক শক্তিশালী বলিয়া ভূমাপুরুষের ইচ্ছামাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিজধামে লইতে পারেন না—এই বিচারেই ব্রাহ্মণ-পুত্রগণের অপহরণ। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত,—আমার দর্শনের জন্য সেই মহাত্মাকর্ত্তৃক বালকগণ নিহত। ভূমাপুরুষের অভিপ্রায়,—ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন, অন্য কারণে নহে। "দ্বিজাত্মজা" শ্লোকে 'আচরতাং' পদ—আ-চর + শতৃ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া ষষ্ঠীবিভক্তির বহুবচনান্ত পদ। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত। সুতরাং নিয়োগার্থে লোট্ প্রয়োগে 'আচরতাং' এই অর্থ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব কেন ?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৯ পৃষ্ঠার পর)

দুর্গাদেবী যখন শুদ্ধ-চৈতন্যাশ্রিতা, তখন তিনি ত্রিগুণাতীতা এবং চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকারই অংশস্বরূপা। জীব কখন মায়াশক্তি ত্যাগ করিয়া চিচ্ছক্তির অধীন হয়, তদ্বিষয়ে পরম পূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড়শক্তি; ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড-নাশন—সেই শক্তির কার্য্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্রে 'বিষ্ণুমায়া', 'মহামায়া' 'মায়া' ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন; রূপকভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত আছে। যে-পর্য্যন্ত জীব বিষয়-মগ্ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত সে সেই শক্তির অধীন। জীবের শুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলে নিজের স্বরূপ-বোধ-সহকারে, সেই শক্তির পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎসুখ লাভ করে।"

আবার দেখা যায়, শৈব উপাসকগণ শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। কিন্তু ভগবান্ একমাত্র কৃষ্ণ, শিব তাঁহার কিঙ্কর—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত।

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—ইত্যাদি শাস্ত্রবচন অনুসারে শিব যে ভগবদ্‌ভক্ত, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। শিব যে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, তাহা ব্রহ্ম-সংহিতায় উল্লেখ আছে,—

"ক্ষীরং যথা দধি-বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে শিব-তত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষিত হইয়াছে ;—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ-সংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥"

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥"

ঈশ্বর-কোটির অন্তর্গত হইয়াও শিব কৃষ্ণের ভক্ত-অবতার। একমাত্র কৃষ্ণের সেবাই ঈশ্বরের সেবা এবং তাহাই পারমার্থিক। পরম ভাগবত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মতে,—"সম্প্রতি শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, ও সৌর—ইহারা জ্ঞানলাভের অধীন। ইহারা যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে, সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদ ব্রহ্ম-সম্পত্তি পাইবার আশায় করিয়া থাকে। যাহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ভুক্তি মুক্তি আশা নাই, তাঁহারা সেই সেই মূর্ত্তিতে-অবিধিপূর্ব্বক বিষ্ণু-সেবাই করিয়া থাকেন। ভগবন্মূর্ত্তি নিত্য চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। উপাস্যতত্ত্বকে যদি ভগবান না বলা যায়, তবে অনিত্যের উপাসনা হয়।"

পঞ্চোপাসকের যে ভগবন্মূর্ত্তি-সেবা, তাহাও পারমার্থিক নয়; কেননা, তাহারা ভগবানের নিত্যমূর্ত্তি স্বীকার করে না। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ কেন নিত্যমূর্ত্তি নহে, তদুত্তরে ঠাকুর মহাশয় বলেন,—'তাহাদের মতে একটি পার্থিব তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে।' কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত হয় না—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত নিজেকে অভেদ মনে করিয়া ঈশ্বরের দেহে লীন হইবার অযথা চেষ্টা করেন, তাঁহারা প্রেমসুখ কোনদিনই লাভ করিতে পারেন না, বরং নিয়ত যন্ত্রণাই পাইয়া থাকেন, কারণ ঈশ্বর-সাযুজ্য অসম্ভব। শাস্ত্র বলেন,—'কৈবল্যং নরকায়তে।' আবার যাঁহারা জীবকে ঈশ্বরের সমান মনে করিয়া জীব-সেবায় রত হন, তাঁহাদের মত আরও দূষিত। শাস্ত্র তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে,—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥"

হিন্দুদিগের মধ্যে যে বহু দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে, সেই সকল দেব-দেবীই ভগবদ্ অংশ বা ভগবদ্ভক্ত—ইহা সকল শাস্ত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সকল দেব-দেবীই কৃষ্ণের অংশ বা কলা। যাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের

সহিত দেবগণকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। মহাভারত বাক্য যথা—

"সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্॥"

অর্থাৎ—"বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।"

শ্বেতাশ্বতরে বলেন,—

"ত্বমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং ত্বং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

অর্থাৎ,—"তুমি ব্রহ্ম, রুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম-মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও পরম-দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও প্রতি (পালক)। তুমি পর-(শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলা-পরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥"

অর্থাৎ "ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হরির নিয়োগ-মতে আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন। ত্রিগুণ মায়াশক্তিধর (অথবা অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থা-শক্তিধর) সেই হরি পরমাত্মরূপে বিশ্বকে পালন করেন।"

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবান কৃষ্ণই সকল সৃষ্টির মূল ও অনাদি, এবং দেববৃন্দ তাঁহার অধীন-তত্ত্ব। তিনি নিত্য গোলোকধামে বাস করেন। সর্ব্বোপরিস্থিত এই গোলোকধাম, ইহার ঊর্দ্ধে আর কিছুই নাই। গোলোক-ধামের নিম্নে দেবীধাম, মহেশধাম প্রভৃতি রহিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

একমাত্র শ্রীহরির পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায় এবং তাহাতে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ,—

"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

প্রভুর উপর আবার প্রভু কে আছে? তিনি নিজের নামেই সকল দেব-

দেবীর নামকরণ করিয়াছেন। শুধু কতিপয় মুখ্য নাম যাহা একমাত্র তাঁহাকেই উদ্দেশ করিবে এইরূপ নাম নিজের জন্য রাখিয়াছেন; যথা—গোবিন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি। একমাত্র ভগবানই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। দেব-দেবীগণ তাঁহারই ইচ্ছায় কার্য্য করেন মাত্র। কোন দেব-দেবীই জীবকে মুক্তি দিতে পারেন না। দেব-দেবীগণ যিনি যে শক্তির অধিকারী, তিনি সেই শক্তিই দিতে পারেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী বিদ্যা দিতে পারেন, লক্ষ্মীদেবী জড়ৈশ্বর্য্য দান করিতে পারেন। কিন্তু কেহই মুক্তি দিবার অধিকারী নহেন। ব্রহ্মলোক হইতে পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। মায়িক সকল বস্তুই দেব-দেবীগণ দিতে পারেন। কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ যাহা দিতে পারেন, দেবতাগণ কেহই তাহা দিতে পারেন না। মুক্তি দিবার অধিকারী একমাত্র কৃষ্ণ। মুক্তি দেন বলিয়াই তিনি 'মুকুন্দ' নামে পরিচিত। "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ", "বিষ্ণুর্জ্জিল্লাভম্"—প্রভৃতি শাস্ত্রবচন অনুসারে জানা যায়, জীব স্বরূপ লাভ করত ভগবদ্‌দাস্যে নিযুক্ত হইলেই মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। গীতাশাস্ত্রে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা অবিধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

অর্থাৎ "শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবকে উপদেশ করিতেছেন,—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ।"

গীতায় ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"

অর্থাৎ "অন্যান্য দেবোপাসকগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক লাভ করেন। পিতৃলোকের উপাসকগণ অনিত্য পিতৃলোক এবং ভূত-পূজকগণ ভূতত্বই প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।" এ স্থলে বুঝিতে হইবে, "যত মত তত পথ" কথাটি যে তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা গীতার সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং হিন্দু-শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বৈষ্ণবেরা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্রে বৈষ্ণব সুদুর্ল্লভ বলা হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

অর্থাৎ, "জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গপ্রভাবে আমার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে 'যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত', অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।"

বৈষ্ণব-দাসানুদাস হওয়ার তুল্য আনন্দ আর কিছুতে নাই। স্বয়ং মহাদেবও বৈষ্ণব পদ বাঞ্ছা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শিব বলিতেছেন,—

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যয়ে॥"

অর্থাৎ, "বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন; আর অধিক পুণ্যাচরণ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তি-চক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব-পদ প্রাপ্ত হন। যাহা আমরাও (আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ) আধিকারিক কাল অতীত হইলে সেই বৈষ্ণব-পদ পাইব।"

আধুনিক জগতে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহা দুই প্রকার যথা—শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম রসভেদে চারি প্রকার, যথা --দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আর বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুই প্রকার; যথা কর্ম্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ। স্মার্ত্তমতাবলম্বী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পর্য্যায়ে, আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলাভে সচেষ্ট পঞ্চোপাসকগণ জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্তর্গত। 'জৈব-ধর্ম্ম' বলেন,—"পঞ্চউপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নয়। এবম্ভূত বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে পৃথক করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। কালদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলেন।"

শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ভগবান্

নিজেই এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া জীবকে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। নৈমিত্তিক ভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষালাভ করিতে যত্নবান্ হইলে অচিরেই বৈষ্ণব হইতে পারা যাইবে। অন্যান্য ধর্ম্মে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব যতখানি আছে, সেই ধর্ম্ম সেই পরিমাণে বিশুদ্ধতা লাভ করিবে। অল্পভাগ্যে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না। বহুভাগ্যে বিশেষ সুকৃতিবান্ পুরুষই বৈষ্ণব হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন,—

"অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্পভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
অগ্রে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

যে বংশে জন্ম হয়, সেই বংশের ধর্ম্মই যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারকোন হেতু নাই। জীবের নিজ অধিকার অনুযায়ী বেদোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণ-দাস্যরূপ ধর্ম্মটিই জীবের স্বধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্মই নৈমিত্তিক। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ। বেদে এই ধর্ম্মের কথাই উল্লিখিত আছে। বৈষ্ণব যে-কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথা—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বাণী,—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"

কলিদোষে আমরা আজ স্বরূপ-ধর্ম্ম হারাইয়া এত দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। আমরা মানুষ; মানবতার ধর্ম্মই আমাদের মানুষ বলিয়া পরিচয় করাইয়াছে। স্ব-স্বরূপ উপলব্ধিই ঐ মানবতার ধর্ম্ম। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে না পারিলে সে জন্মের সার্থকতা থাকে না। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবা করাই শ্রীভগবানের নিত্যদাস জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। দাসের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা করা এবং ইহাই তাহার নিত্য বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম। অতএব আমরা নৈমিত্তিক ভাব ত্যাগ করিয়া আমাদের স্বরূপধর্ম্ম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীরথযাত্রা—মহোৎসব-বিধি

(স্কন্দপুরাণান্তর্গত বিষ্ণুখণ্ডাবলম্বনে)

বৈশাখ মাসের রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী তৃতীয়া তিথিতে শ্রীরথযাত্রা-উদ্যোক্তা শুচি হইয়া আচার্য্যানুগত্যে সুদক্ষ তিনজন বা একজন সূত্রধরকে অরণ্যযাগার্থ সাদরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বরণ করিবে। অনন্তর সেই মন্ত্রবিৎ অনুষ্ঠাতা সূত্রধরের সহিত বনমধ্যে যে স্থানে উত্তম বৃক্ষ আছে তথায় গমনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠদ্বারা বহ্নিস্থাপনান্তে তরুমূলে ঘৃতধারা-সমন্বিত অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে দিক্‌পাল ও ক্ষেত্রপালগণকে পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক বনস্পতির প্রীত্যর্থে শতসংখ্যক দুগ্ধান্নাহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। এই সময়ে আচার্য্য মনে মনে ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে চিন্তা করত মঙ্গলগীত-সমন্বিত তূর্য্যধ্বনিসহ কুঠারহস্তে মন্ত্রোচ্চারণমুখে ঘৃতধারাসিক্ত বৃক্ষ-মূলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ ছেদন করিবেন। পরে সূত্রধরকে বনমধ্যে বৃক্ষ ছেদন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনুষ্ঠাতা আচার্য্যসহ স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। রথ গঠনোপযোগী কাষ্ঠ যদি স্বস্থানে পাওয়া যায়, তবে যথোক্ত বিধানানুসারে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক উহা সংস্কার করিয়া লইবে। অগ্রে বিঘ্ন-বিনাশার্থ সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশনের উৎসবান্তে রথ গঠন-কার্য্য আরম্ভ করাইবে।

ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের লৌহময় ষোড়শচক্র, ষোড়শ অরকাষ্ঠ এবং অক্ষ ও কুবর অতি দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। উহার চতুর্দ্দিকে বিচিত্রভাবে গঠিত কাষ্ঠপুত্তলিকাসমূহ ও মধ্যস্থলে বেদী করিতে হইবে। সমুন্নত অথচ বিচিত্র মণ্ডল-সুশোভিত উক্ত বেদীর চতুঃসংখ্যক সুন্দর তোরণ ও চতুঃসংখ্যক মনোহর দ্বার থাকিবে এবং উহাকে বিবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত ও হেমপট্টে বিমণ্ডিত করিতে হইবে। দ্বাবিংশতি-হস্তপরিমিত উচ্চ উক্ত বেদীকে পতাকা-মালায় অলঙ্কৃত করিবে এবং উহার রক্তচন্দন-কাষ্ঠনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ করিতে হইবে। গরুড়ের দেহ স্থূল ও নাসিকা দীর্ঘ, কর্ণদ্বয় কুণ্ডল-বিভূষিত ও সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হইবে এবং চঞ্চুপুটে একটি সর্প থাকিবে। উহার পক্ষদ্বয় এরূপভাবে গঠিত হইবে যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া গগনাঙ্গনে উড্ডীন হইতেছে। দৈত্য-দানবগণের বল-দর্পহারী ঐ গরুড়ের সর্ব্বশরীর সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া সুশোভিত করিবে। পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের এইরূপ রথ করা কর্ত্তব্য এবং উহা যেন সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ও

অভ্যন্তরে ভগবানের আসনোপযুক্ত সুন্দর আসনে সুসজ্জিত হয়। এইরূপ বলরামের চতুর্দ্দশচক্র ও সুভদ্রাদেবীর দ্বাদশচক্রযুক্ত রথ করিবে এবং বলদেবের সপ্তচ্ছদময় লাঙ্গলধ্বজ ও সুভদ্রার পদ্ম-কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত পদ্মধ্বজ করিতে হইবে। এইরূপভাবে রথত্রয় নির্ম্মাণ করাইয়া আষাঢ়মাসীয় শুক্লপক্ষে বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদ শুভদিনে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র ও বিধানানুসারে মহাসমারোহে উক্ত দেবত্রয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত রথত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে তদুপরি মনুষ্য, পক্ষী, মার্জ্জার বা নকুলাদি কিংবা কোন অশুভকর প্রাণী আরোহণ করিতে না পারে, এরূপভাবে রক্ষা করিবে। অনন্তর দিবসত্রয় অতীত হইলে পর উক্ত রথত্রয়ের উত্তরে পূর্ব্বনির্ম্মিত মণ্ডপমধ্যে রথযাত্রারূপ মহোৎসবের অঙ্গকার্য্যে অঙ্কুরার্পণ করিবে। যদি কখনও আধিদৈবিকাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে শান্তিবাচন ও ক্রিয়াদি কর্ত্তব্য।

ভগবান্ রথারোহণে যে-পথে মহাবেদীতে গমন করিবেন সেই পথের উত্তমরূপ সংস্কার করিবে এবং সেই পথের উভয়পার্শ্বে তরু-গুল্মাদি, পুষ্পস্তবক, মাল্য, দুকূল ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডল (বিশ্রামার্থ আসন বিশেষ) এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যেন দেখিলেই বোধ হয়, তথায় পুষ্পিত অরণ্যরাজি বিরাজ করিতেছে। যাহাতে রথ অনায়াসে যাইতে পারে, তজ্জন্য মার্গভূমি সুন্দররূপে সমতল করিবে এবং পঙ্কহীন কঙ্করাদিশূন্য নির্ম্মল, সদ্গন্ধযুক্ত হইবে, যেন সকলেই তদুপরি সুখে বিচরণ করিতে পারে। ঐ মার্গের চতুর্দ্দিক যাহাতে আমোদিত হয়, তজ্জন্য সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণ পাত্র ও চন্দন-জল-সঞ্চালন-যন্ত্রসকল স্থাপন করিবে। জগন্নাথদেবের রথ গমনকালে পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য স্থানে স্থানে পুষ্পরাজি স্থাপন করিতে হইবে এবং বহুসংখ্যক গায়ক ও নর্ত্তক তৎকালে নৃত্য গীতাদি করিতে থাকিবে এবং মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইবে। বহু প্রকারে চিত্র-বিচিত্রিত বহুসংখ্যক পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে এবং স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত বহুল ধ্বজদণ্ড সমুচ্ছ্রিত হইবে। বহুবিধ পতাকা ভূমিতলে ও অলঙ্কৃত মাতঙ্গাদি বাহনোপরি সংস্থাপিত হইবে। এইরূপে রথযাত্রানুষ্ঠাতা নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক মহাসমারোহে পরম ভক্তিসহকারে এবং সানন্দচিত্তে ভগবানের রথযাত্রা মহোৎসব সমাধা করিবেন।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে অরুণোদয়কালে জগন্নাথদেবকে সম্যক্রূপে অগ্রে অর্চ্চনা করিবে। পরে মহোৎসবানুষ্ঠাতা

বৈষ্ণব, যতি ও তপস্বিগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া রথযাত্রার নিমিত্ত নীলাচলনাথের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে প্রভো! আপনি পুরাকালে ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছি; হে নাথ! আপনার জয় হউক, আপনি রথারোহণে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করুন। ভবদীয় কৃপাবলোকনে দশদিক্ পবিত্র হউক এবং চরাচর বিশ্ববাসী কল্যাণপ্রদ মোক্ষলাভ করুক। হে ভগবন্! আপনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়াই এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

অনন্তর ভগবানকে লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে দ্বিজাতিগণ শাকুন-সূক্তনিচয় পাঠ করিতে থাকিবে এবং তদীয় অঙ্গে কর্পূরচূর্ণ ও কুসুমরাজি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে। তৎকালে কেহ কেহ মঙ্গলগাথা পাঠ, কেহ কেহ "জয় জয়" ধ্বনি এবং কেহ কেহ "জিতং তে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকিবে। সূত-মাগধগণ সানন্দে ভগবানের পুণ্যকীর্ত্তি গান এবং যাত্রাকালে ভগবানের উভয়পার্শ্বস্থিত জনগণ স্ব স্ব করভূষণের সুমধুর নিনাদসহ স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ডশ্রেণী মৃদুভাবে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিবে। ঐ সময়ে দিগ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল স্বর্ণপাত্রস্থ কৃষ্ণাগুরু-গন্ধে আমোদিত করিবে এবং ভগবানের বিজয়ার্থ বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর শব্দ হইতে থাকিবে।

এইরূপ মহাসমারোহের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি সমবেত হইয়া অগ্রে বলরাম, পরে সুভদ্রা ও তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেবকে ক্রমান্বয়ে রথসন্নিধানে লইয়া যাইতে থাকিবে। তৎকালে ভগবানের উভয় পার্শ্বে রত্নখচিত স্বর্ণদণ্ড-সমন্বিত চিনাংশুক-বস্ত্রাবৃত প্রান্তভাগ মুক্তাদাম-বিভূষিত ছত্রসকল ধারণ ও চামরাদি ব্যাজন করিবে। এস্থলে কি রাজা, কি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, কি অপর নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই সমান। দেবত্রয়কে বহনকালে মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য তুলীপূর্ণ আস্তরণোপরি তাঁহাদের রক্ষা করিয়া শ্রমাবসানে পুনরায় রথাভিমুখে লইয়া যাইতে হইবে। অনন্তর রথসন্নিধানে গমনান্তে মহোৎসব ও মঙ্গলগীত আরম্ভ করাইয়া রথপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক মনোহর চন্দ্রাতপশোভিত, মাল্য-চামরাদি-সমন্বিত কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে আমোদিত রথমধ্যে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে প্রবিষ্ট করাইবে। অতঃপর শ্রীবিগ্রহত্রয়কে তুলীপূর্ণ শয্যার উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে

বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত করিবে এবং ভক্তিপূর্ণচিত্তে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

ভগবান্ পুরুষোত্তমদেবের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাত্রা আর দৃষ্ট হয় না; কারণ তিনি স্বীয় পূর্ব্বাদেশের সম্মান রক্ষার্থ প্রতিবর্ষে রথারোহণ করত গুণ্ডিচামণ্ডপে পরম কুতূহলে গমন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তদিগের রথ-যাত্রা অপেক্ষা পূজ্যতম উৎসব আর নাই। ভক্তবৎসল কৃপাময় ভগবান্ এইরূপে বলরাম ও সুভদ্রার সহিত দশদিক্ উদ্ভাসিত করত রথারোহণে গমন করিতে করিতে স্বীয় শ্রীমদঙ্গের সমীরণ-সংস্পর্শে দেহিগণের পাপপুঞ্জ বিদূরিত করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বভাবসিদ্ধ মুক্তিপ্রদ হইলেও অজ্ঞ ও বিশ্বাসহীন জীবগণের বিশ্বাসোৎপাদনার্থই রথযাত্রাদি লীলা করিয়াছেন। জগদ্বন্ধু কৌতুক-বশতঃ রথারূঢ় হইয়া যে-সময়ে মহাবেদী মহোৎসবে গমন করেন, সেই সময়ে ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দও আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত ভগবানের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রথের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহাবেদী-মহোৎসবে গমনরত জগন্নাথদেবকে বৈদিক স্তবের দ্বারা প্রতিপদবিক্ষেপে প্রণাম করিতে থাকেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এইরূপে মহাসমারোহে রথারোহণে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে যে-সময়ে সূর্য্যদেব দেবগণের, বিশেষতঃ মানবগণের ললাটদেশ সন্তপ্ত করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য রথরজ্জু আকর্ষণকারী জনগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি পথিমধ্যে অচলভাবে অবস্থিত হন। ঐ সময়ে তাঁহার সন্তাপ নিবারণোদ্দেশ্যে পঞ্চামৃত ও পুষ্প-কর্পূরবাসিত সুশীতল সলিল দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিতে হয় এবং চন্দন-কর্পূর-কস্তূরীদ্বারা তদীয় সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে সুগন্ধি মাল্যাভরণযুক্ত সুশোভন চীনচেল, চামর ও সুশীতল ব্যজনদ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে বীজন করিবে। দেবত্রয়কে শর্করা, সুমধুর পেয়, মিষ্টান্ন, খর্জ্জুর, নারিকেল, রম্ভা, তাল, পনসাদি বিবিধ সুস্বাদু ফল, ইক্ষু, ক্ষীরোৎপন্ন বহু প্রকার সুখাদ্য বস্তু, সুবাসিত সুশীতল জল এবং কর্পূর-লবঙ্গাদি-বাসিত পক্ক-তাম্বূলাদি উপকরণদ্বারা পূজা করিবে।

অনন্তর অপরাহ্ণকালে ভগবানের সর্ব্বশরীর মন্দ মন্দ দক্ষিণানিলে বীজিত হইতে থাকিলে, সেই রথস্থিত দেবত্রয়কে পুনরায় লইয়া যাইতে আরম্ভ

করিবে। ঐ সময়ে গায়কগণ বেণু-বীণাবাদন-সহকারে তাঁহার সহিত সঙ্গীত করিতে করিতে যাইবে, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিবে এবং চতুর্দ্দিকে নিরন্তর পুষ্পবর্ষণ, সুমধুর মধুরিকাধ্বনি ও চামর সঞ্চালন হইতে থাকিবে। নীলাদ্রিনাথ এইরূপে গমন করিতে থাকিলে সূর্য্যদেব যখন অস্তমিত হইবেন, সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দীপমালা প্রজ্জ্বালিত করিবে এবং সেই দীপাবলীর আলোকে অবশিষ্ট পথ লইয়া যাইবে। অনন্তর দেবত্রয়কে রথ হইতে অবরোহণ করাইয়া গুণ্ডিচার মনোহর মণ্ডপমধ্যে স্থাপন করিবে।

গুণ্ডিচা-মণ্ডপের অভ্যন্তরভাগের ঊর্দ্ধদেশ মনোহর চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দ্দিক মনোহর মাল্য ও চামরদ্বারা বিভূষিত হইবে। উহার স্তম্ভসকল বিবিধ রত্ন-দ্বারা খচিত, অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণবেদিকায় সুশোভিত ও চতুর্দ্দিক প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। ঐ মণ্ডপ সুন্দর সোপানমালায় বিরাজিত ও সুপ্রশস্ত দ্বারচতুষ্টয়ে সুশোভিত হইবে; দেখিলেই বোধ হয় যেন—ত্রৈলোক্যের সর্ব্বাড়ম্বরযুক্ত মহাযজ্ঞের ঐ মহাবেদীতে দারুব্রহ্ম সদ্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সেই গুণ্ডিচামণ্ডপে সুর-নর-মুনি-বন্দিতচরণ পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেব বলরাম-সুভদ্রার সহিত আসীন হইলে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি বিবিধ পূজোপহারে অর্চ্চনপূর্ব্বক নৃত্য-গীতাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান করিবে। বিবিধ পুষ্পোপহার, সুগন্ধি অনুলেপন দ্রব্য, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যসম্ভূত ধূপাবলী, গন্ধ-তৈলের দীপমালা এবং নানাপ্রকার অন্যান্য উপহার দ্রব্যে অখিল জগতের অধীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইবে।

গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ জনার্দ্দন সপ্তদিবস তথায় অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, "হে রাজেন্দ্র! আমি প্রতি বৎসর বিন্দুতীর্থ-তটে সপ্তদিবস অবস্থিতি করিব এবং আমার অবস্থিতিতে সমুদয় তীর্থই তথায় অবস্থিতি করিবে।"

গুণ্ডিচা-বাড়ীতে ভগবানের রথ বিশেষ সাবধানের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। ভূত-প্রেতাদি এবং আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা যাহাতে রথের কোন অনিষ্টসাধন না করিতে পারে তজ্জন্য প্রতিদিন রথের ধ্বজস্থিত দেবতাগণকে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি উত্তম উপচার-দ্রব্যাদিদ্বারা পূজা ও পায়সাদি নিবেদন করিবে। রথত্রয়কে এইরূপ যত্নসহকারে রক্ষা করিতে হইবে, যেন মানব বা গ্রাম্যপশু তাহাতে আরোহণ না করে বা তাহার উপর অশুভসূচক কোন পক্ষীর অবস্থান না ঘটে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন রাখিবে।

অনন্তর অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মাল্য, পতাকা চামরাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিবে। তৎপরে নবম দিবসের প্রাতঃকালে মহাসমারোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেবত্রয়কে পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্যাত্রা অতি দুর্ল্লভ। ভক্তিসমন্বিত হইয়া সাতিশয় যত্নসহকারে ইহা সম্পাদন করিতে হইবে। পুনর্যাত্রাকালে রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ স্তুতিবাদ, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত, বারংবার পুষ্পবৃষ্টি, নানাপ্রকার নৃত্য গীত, বিবিধ উপহার দান, ব্যজনচামর দ্বারা বীজন ছত্রধারণ এবং উপঢৌকনাদি প্রদানদ্বারা নীলাদ্রিনাথের সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বযাত্রা ও পুনর্যাত্রা—উভয়ই মুক্তিদায়ক। ভগবানের নিজ মন্দির নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার যে নিজ-মন্দিরে প্রবেশ—এই উভয় অনুষ্ঠান একই উৎসব বলিয়া পুরাবিৎ পণ্ডিত-গণ ভগবানের এই রথযাত্রাকে **'নবদিনাত্মিকা'** যাত্রা বলিয়া থাকেন। এই রথযাত্রানুষ্ঠান অঙ্গত্রয়ান্বিত, উহার পূর্ব্বযাত্রা এক অঙ্গ, গুণ্ডিচা-মণ্ডপে অবস্থান দ্বিতীয় অঙ্গ এবং পুনর্যাত্রা উহার তৃতীয় অঙ্গ এইজন্য যাঁহারা ঐ অঙ্গত্রয়যুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রা সমাধা করেন, তাঁহারাই মহাবেদী-মহোৎসবের পূর্ণফল প্রাপ্ত হন।

রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নীলাচল হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতে এবং পুনর্যাত্রাকালে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিলেও মানবগণ মুক্ত হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি পদব্রজে গমন করত ভগবানকে রথারূঢ় অবস্থায় দর্শন করে, তাহার জন্ম সার্থক এবং তিনি যথার্থ মহাত্মা, তিনি নিশ্চয়ই হরির প্রিয়স্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বতীর্থের আধার এবং সর্ব্বপ্রকার দানের কল্পতরুসদৃশ জনার্দ্দন হরি রথারোহণে অগ্রবর্ত্তী প্রণত মানবদিগকে দর্শনদানকালে যাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম-স্তুতি করেন, তাঁহাদিগকে ইহসংসারে পুনরায় আর আসিতে হয় না, ভগবদ্ধামে তাঁহারা নিত্যকাল বিরাজ করেন। রথযাত্রাকালে নাম-সংকীর্ত্তন করিলেও শত কোটী জন্মার্জ্জিত পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। ভগবানের রথচ্ছায়া স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিদূরিত হয় এবং গাত্রে রথ-রেণু সংলগ্ন হইলে অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হয়। প্রবল বারিবর্ষণহেতু পঙ্কিল রথপথে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভগবানকে প্রণিপাত করিলে মোক্ষলাভ হয়। কোটী গো-দান বা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ইহার নিকট তুচ্ছ। ভক্তি ব্যতীত কেবল যাত্রা-কৌতুকবশতঃ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের অনুগমন করিলেও অশেষ

ফললাভ হয়। সনাতন দারুব্রহ্ম যখন রথারোহণে গমন করেন, তখন বৈদিক-স্তোত্র ও ইতিহাস-পুরাণাদিধৃত স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিলে নিষ্পাপ হইয়া নারদাদি মহর্ষিগণের সহিত বিষ্ণুলোকে নিত্যানন্দ লাভ হয়। পুরুষোত্তম-দেবের সম্মুখে তাল-লয়-সঙ্গীতমাধুর্য্যবিহীন হইয়া নৃত্য-গীতাদি করিলেও সাধু-বৈষ্ণব-সংসর্গে নিশ্চয়ই পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের রথ-যাত্রাকালে পরম-ভক্তিসহকারে পুনঃপুনঃ "জয়কৃষ্ণ! জয়কৃষ্ণ!" উচ্চারণ করিলে তাহাকে আর জননীর গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। ভগবানের সম্মুখে যাহারা পুষ্পবৃষ্টি করে, যাহারা পবিত্র সহস্র নাম পাঠ করে, সুরবৃন্দও অবনতমস্তকে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করেন; তাঁহারা বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী হইয়া ভগবদ্ধামে বাস করেন। যাত্রাকালে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কোন বস্তু দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট ভক্ষ্য-ভোজ্য উপঢৌকনাদি অর্পণ যাহা কিছু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। রথাধিষ্ঠিত দারুব্রহ্মের দর্শনলাভে কৃতার্থ ব্যক্তি রথ-পথের পঙ্ক-ধূলিতে পুলকিতাঙ্গ হইলে, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে স্নান এবং সর্ব্ববিধ দানের ফললাভ হয়; স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। রথস্থিত দেবত্রয়কে অবলোকন, যথাশক্তি অর্চ্চন, বারত্রয় বা বারচতুষ্টয়, কিম্বা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলে, বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিলে অন্তিমে ভগবল্লোকে তাঁহার নিত্য-সেবা লাভ হয়। যাহা অনুষ্ঠান বা দর্শন করিলে মানবকে আর সংসার-ক্লেশে অবসন্ন হইতে হয় না এবং জীব পরমা গতিলাভে সক্ষম হয়, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৃপাপূর্ব্বক ভগবানের রথযাত্রা-রূপ সেই পরমরহস্য ব্যক্ত করিয়া অখিললোকের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

—শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, ভক্তি-প্রতাপ

কামনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তিবিনোদের পিরীতি কথাটী কি দিব উপমা তার।
এ দাস অধম কেবল জানয়ে প্রেমের পিরীতি সার ॥১॥
রূপ বিনা যথা বসন-ভূষণে শোভা নাহি পায় নারী।
কৃষ্ণপ্রেম বিনা সকলি বিফল, অন্য গুণ তুচ্ছ করি ॥২॥

বানরের গলে শোভে না কখন মণি-মুকুতার হার।
হরি কথা বিনা শোভে না কখন মানুষ-রতন আর ॥৩॥
ধিক্ মোরে ধিক্ শত শত ধিক্ জীবন বিফলে গেল।
কৃষ্ণ না পূজিনু শাস্ত্র না শিখিনু-গুরুসেবা নাহি হ'ল ॥৪॥
কত ছিল আশা হিয়ার মাঝারে কতই কামনা মোর।
একে একে সব হইতেছে ক্ষীণ, সমুখে বিপদ ঘোর ॥৫॥
গুরুদেব বসি হৃদয়-মন্দিরে প্রভু শ্রীহরি সহিত।
করুন প্রদান উজল কিরণ নাশিতে আঁধার যত ॥৬॥
সংসার যাতনা বাড়িতেছে অতি অভাব ঘিরিছে মোরে।
ব্যাধির ভাবনা দিতেছে যন্ত্রণা নিজকর্ম্ম অনুসারে ॥৭॥
আমার লিপিতে হরিগুণ নাই—কেন শুনিবে তোমরা ?
কঠোর হইতে কঠোর সে গান হবে ভোগসুখ-হারা ॥৮॥
আমার লিপিকা হরিরে পূজিবে এ আশা আমার নাই।
আমার লিপিকা প্রেম পিয়াইবে—কেমনে হইবে ভাই ? ৯॥
আরো ছিল আশা আরো ছিল ভাষা আরো ছিল কথা যাহা।
গুরু-আশীর্ব্বাদ ফলিবে যেদিন প্রকাশ হইবে তাহা ॥১০॥
আশীস্ করিও তোমরা সকলে পাঠক-পাঠিকাগণ।
আশীস্ করিও ভ্রাতা-ভগিনীরা হঞা সবে একমন ॥১১॥
কামনা তোমার হইবে সফল কহিও তোমরা সবে।
জীবনের শেষে কৃষ্ণেরে মিলিবে জীবন সার্থক হবে ॥১২॥
আশীস্ করিও তোমরা সকলে তব আশাপূর্ণ হবে।
ভাবিতেছ যাহা পূর্ণ হ'বে তাহা জীবন সার্থক হবে ॥১৩॥
গুরুদেব তব জীবিত রহিবে তোমার ইচ্ছামত।
তাঁহার প্রভাবে প্রচারি' ধর্ম্ম কাঁপাবে ধরণী কত ॥১৪॥
পূর্ব্ব-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছি যাহা তাহা হইল ইহা ;—
গুরু-আশীর্ব্বাদ ফলিবে যেদিন প্রকাশ হইবে তাহা ॥১৫॥
সকলের মনে উদয় হইবে ইহা বা আবার কি ?
শুন সবে তবে হয়ে একমনে আমার মনের কথাটি—১৬॥

গুরু-আশীর্ব্বাদ পূর্ব্ব ইতিহাস শুন সবে দিয়া মন।
প্রার্থনা করিনু গুরুর নিকটে জানানু আত্মনিবেদন ;—১৭ ॥
সংসার-তটিনী অতি ভয়ঙ্কর, জীবন বিফলে যাবে।
চাহি না খেলিতে সংসার মাঝারে কেমনে নিষ্কৃতি হ'বে ॥১৮॥
কি কারণে হেথা রেখেছ আমারে, বাঁধিয়া মায়ার ডোরে।
দাও গো নিষ্কৃতি সংসার হইতে, তোমার চরণ 'পরে ॥১৯॥
কহ গুরুদেব এ ভব-সংসার কেমনে হইব পার।
কেমনে মিলিবে হরিরে আমার কহ মোরে তত্ত্বসার ॥২০॥
গুরুদেব পিছু কন্ কিছু কিছু আমারে তত্ত্ব-কথা ;—
কৃষ্ণ-নাম জপ, কৃষ্ণ-গুণ গাহ, কাটাইওনা কাল বৃথা ॥২১॥
এইরূপে সদা জপিতে জপিতে তৃপ্ত হইবে মোর সম।
জীবনের শেষে কৃষ্ণেরে মিলিবে—ইহা আশীর্ব্বাদ মম ॥২২॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দী

বহুরূপী নাস্তিকতা-ব্যাধি ও তদুপশম-ব্যবস্থা

ভগবান্ জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য হইলেও ভগবানই তিন তত্ত্বের মূল। এই তিন তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ ও সম্পর্কও নিত্য। ভগবানের নিত্যদাসত্ব বা সেবনবৃত্তিই জীব ও মায়ার স্বরূপগত ধর্ম্ম। আদিসৃষ্টিতে তটাস্থাশক্তি জীব-সত্তা দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হয়—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অবস্থা। নিত্যমুক্তগণ নিত্যকাল শুদ্ধভাবে ভগবদ্ধামে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎ-পার্ষদরূপে তাঁহার সেবামগ্ন থাকেন। আর নিত্যবদ্ধগণ ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া জড়মায়া-সম্বন্ধপ্রযুক্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডাগত সেই অনন্ত জীবগণ যে চৌরাশী (৮৪) লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন শাস্ত্রে তাহার নিম্নরূপ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥"

জলজ প্রাণীরূপে নয় লক্ষবার, স্থাবর-জন্ম বিশ লক্ষ, ক্রিমি-কীটরূপে এগার লক্ষবার, পক্ষী-জন্ম দশ লক্ষ, পশুরূপে ত্রিশ লক্ষবার এবং মনুষ্য-জন্ম চারি লক্ষবার— এই ৮৪ লক্ষ জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডগত বদ্ধ-জীবসমূহ প্রতি-নিয়ত নির্মজ্জিত হইতেছে।

মায়াবদ্ধজীবগণের চৌরাশীলক্ষ জন্মের ক্রম-পর্য্যায় ব্যাখ্যামুখে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ। চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। তার সমসূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি-জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত'॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৮—১৪৯)

ভগবৎ-সৃষ্ট জীবগণের চেতনতার বিকাশক্রমে তাহাদিগকে সাধারণতঃ পাঁচ-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কুচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণ-বিকচিত-চেতন। ইহার মধ্যে স্থাবর-অচল পর্ব্বত-বৃক্ষ-লতা; জঙ্গম-সচল জলচর-স্থলচর-তির্য্যক্-কৃমি-কীট, পক্ষী এবং পশু ইত্যাদি আচ্ছাদিত ও সঙ্কুচিত-চেতনমধ্যে পরিগণিত। স্থলচরের মধ্যে ভগবানের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি মানবই অতি অল্পসংখ্যক, ইহারা ৩য় প্রকার-মুকুলিত-চেতন নামে অভিহিত। তন্মধ্যে অসভ্য, বন্য, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ প্রভৃতি ব্যতীত যাঁহারা বৈদিক বা বেদানুগ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদেরও অনেকেই বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরীশ্বর-নিনৈতিক ও নিরীশ্বর-নৈতিক নামে অভিহিত হইয়া বাস্তব-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত। যাঁহারা সেশ্বর-নৈতিক, তাঁহারাই আস্তিক্যবাদী বা দৈব-ভাবাপন্ন ভক্ত-সম্প্রদায়, আর যাহারা নিরীশ্বরবাদী তাহারাই নাস্তিক, অভক্ত বা অসুর-স্বভাববিশিষ্ট। তাই শাস্ত্র নিবৃত্তি-প্রবৃত্তিমার্গ ও নিষ্কাম-সকামভেদে মানবশ্রেণীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

বিষ্ণুভক্তগণই নিষ্কাম বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেবভাবাপন্ন 'আস্তিক' এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুবিদ্বেষী কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীমাত্রই সকাম আসুরিক-স্বভাববিশিষ্ট 'নাস্তিক' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই শেষোক্ত বিষ্ণু-বিদ্বেষী বা বিদ্রোহাচরণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি মানবের অনাশ্রিত অবস্থায় ধর্ম্মের অননুষ্ঠান বা অজ্ঞতাপ্রসূত পাপাদি-ক্ষালনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-গ্রহণের ভাণ করিয়া সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধের আবাহনপূর্ব্বক চরমে অশেষ দুর্গতি বরণ করে, সেই নাস্তিকগণের উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া তাহারা জন্ম-মৃত্যুরূপ অপগতিই লাভ করে, সংসার-বন্ধন-দশা হইতে নিজেদের চেষ্টা দ্বারা তাহারা কখনই মুক্ত হইতে পারে না। ফল কথা এই যে, ভগবদ্ভজন-বিরোধী যত প্রকার চিন্তাস্রোত সকলই নাস্তিকতা এবং ইহাই নাস্তিকের চরম বিপর্য্যয় ও মৃত্যুবাণ-স্বরূপ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐরূপ বহুমুখী নাস্তিকতার তালিকা প্রদানপূর্ব্বক তাহার প্রতিকার বা উপশম-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হরিকথা-শ্রবণ ও ভগবদ্ভজন-বিমুখ চারি প্রকার সাধারণ নাস্তিকের তালিকা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে—

শ্ব-বিড্‌বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণ-পথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ (ভাঃ ২।৩।১৯)

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপর সকল প্রকার বহির্ম্মুখ মানবই দ্বিপদ-নর-পশু-তুল্য। গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, সেই সকল পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ গর্দ্দভাদি পশু-সদৃশ ও তাহাদের সম্মানিত।

(ক) সারমেয়-কর্ত্তৃক পূজিত ব্যক্তি।—কুকুর যেরূপ বিনা কারণে ও বৃথা চীৎকার করিতে থাকে, কখনও রাস্তায় হাতী দেখিয়া অধিক জোরে ঘেউ ঘেউ করে, কখনও কুক্কুরী-কর্ত্তৃক পাদতাড়িত হইয়াও তাহার সঙ্গ কামনা করে, সেইরূপ যাহারা বিনা কারণে সাধুগণকে দেখিলেই রাগিয়া উঠে, কামের বশে অসৎকথায় ও সাধুগণের নিন্দাতেই আনন্দবোধ করে, তাহারা এবং তাহাদের

অনুগত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিকথা শ্রবণ বা তাঁহাদের কৃপা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না।

(খ) বিষয়-বিষ্ঠা-ভক্ষণকারী শূকরের পূজ্য-লৌকিক সম্মানের জন্য লালায়িত ব্যক্তি।—গ্রাম্য-শূকর সর্ব্বদা বিষ্ঠা ভোজন এবং কর্দ্দমের মধ্যে ক্রীড়া করে। যাহারা জাগতিক শ্রেষ্ঠতা, সুখ ও মলিনতাকে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাহারা সজ্জনগণের নিকট কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গুণ ও প্রশংসা শুনিতে চাহে না।

(গ) উষ্ট্রের পূজ্য সংসার-ভোগে মত্ত ব্যক্তি।—উট কাঁটা ঘাস খাইতে ভালবাসে। এমন কি, কাঁটাতে তাহার মুখ ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িলেও সে কাঁটা খাওয়ার স্বভাব ও লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঐরূপ যাহাদের নানাপ্রকার কু-বিষয়ের কাঁটা ভক্ষণ করিবার স্বভাব, তাহাদের মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেলেও তাহারা নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের নিকট বিষয়-কথাই পরম-সুখকর খাদ্য এবং সাধু-শাস্ত্র-কীর্ত্তিত মঙ্গলময়ী হরিকথা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়।

(ঘ) শাস্ত্রের ভারবাহী গর্দ্দভের পূজ্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি।—গর্দ্দভ উহার পৃষ্ঠে অনেক চিনির বস্তা বহন করে বটে, কিন্তু চিনির স্বাদ কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ ধোপার পালিত পশুরূপেও লোকের মলিন বস্ত্রের ভার বহন করে। সেইরূপ যাহারা বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অথবা যাহারা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থাপকগণের অনুগত হইয়া লোকের পাপ-মলিন-বসন অর্থাৎ লোকের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাবরণের মলিনতার বোঝাই শুধু বহন করে, তাহাদের পরম কল্যাণপ্রদ হরিকথা শ্রবণের রুচি আদৌ হয় না।

(ক) করীন্দ্রে ভ্রাজমানেঽপি স্তূয়মানে সুপুরুষৈঃ।
বুকস্তি সারমেয়াশ্চেৎ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে ??

(শ্রীসিদ্ধান্তদর্শনম্ ৮।১)

হস্তি চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাবনা নহি যো নিন্দে সংসার ॥ (শ্রীতুলসীদাস)

—ইত্যাদি শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, করীন্দ্র-রূপী সজ্জন পথচারীর প্রতি কামুক মাৎসর্য্য-পরায়ণ সারমেয়-তুল্য দুর্জ্জনগণের

কদর্য্য-রব বা বৃথা সমালোচনা কখনই কার্য্যকরী হয় না ও ইহাদ্বারা তাহাদের স্ব স্ব অসৎস্বভাবই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কুক্কুরের বৃথা চীৎকার যেরূপ ভীতি-জনিত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও অসৌজন্যের পরিচায়ক, তদ্রূপ সজ্জন-বিদ্বেষী মৎসরগণের বৃথা সমালোচনা বা মন্তব্য-প্রকাশকে তাহাদের বহুপুষ্ট অসৎ-প্রবৃত্তির উদ্দীপনা জানিয়া ভক্তবৃন্দ তাহাতে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন না। "Barking creatures seldom bite"—ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। আয়ুক্ষয় ও মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং অনেকক্ষেত্রে প্রাণহানিরও সম্ভাবনা থাকে। নীতিশাস্ত্রে বর্ণিত রজকের পালিত কুক্কুরের লণ্ডড়াঘাতে মৃত্যুই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সারমেয়-তুল্য ব্যক্তিগণ প্রাকৃত দৃষ্টিতে নিষ্কাম ভক্তের কর্ম্মের বহ্বাড়ম্বর দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগকে অলস, পরমুখাপেক্ষী, সমাজের পরগাছা ভাবিয়া নিজেদের অশাস্ত্রীয় কর্ম্মের তুষ্পার স্পৃহা ও বাহাদুরী খ্যাপন করেন। কাণাকড়ি-সর্ব্বস্ব কর্ম্মীগণ নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই—"out of breath for no purpose and very busy about nothing." ঐরূপ বৃথা কর্ম্ম-ব্যস্ততা যে তাহাদের নিজেদের ও জগতের কোন ভাবী সুফল ও মঙ্গল প্রসার করিবে না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অহর্নিশ কামলা-রোগীর ন্যায় স্বীয় ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ও চিন্তাস্রোতানুসারে সমগ্র বিশ্বকে তাহাদের ভোগের উপকরণ মনে করিয়া তাহাতেই ধাবিত হয়। এই সকল ভোগী কর্ম্ম-জড়-গণকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন—"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ং॥" ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া তাহারা কাল-যাপনপূর্ব্বক নিজেদের বিচারকেই বহুমানন করে।

(খ) গ্রাম্য-শূকর যেরূপ কর্দ্দম-লিপ্তাবস্থায় বিষ্ঠাভোজী হইয়া তাহার স্ত্রী শাবকগণসহ বংশবৃদ্ধি-কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তদ্রূপ বিষয়-বিষ্ঠাভোজী দুর্জ্জনগণও পরিণামে দুঃখজনক মৈথুনাদি-ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া সাংসারিক অনিত্য সুখ ও মলিনতাকেই আশ্রয় করত গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইয়া পড়ে। তাহারা মায়ার বৈভব জড়ীয় প্রতিষ্ঠালাভ করত তুচ্ছ বিষয়-সুখ উপভোগে ব্যস্ত বলিয়া ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রশংসা ও মহিমা তাহাদের নিকট অস্বস্তিকর বোধ হয়। বিষয়ীগণের পরম আদৃত সংস্পর্শজনিত স্ত্রী-সঙ্গরূপ সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ (গীঃ ৫।২১)

জগতের আপাত সুখমত্ত বিষয়ীগণের ভোগের পরিণাম সম্বন্ধে ইন্দ্রের শূকরযোনি-প্রাপ্তি ও ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক তদ্দশা হইতে মুক্তি-প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।—

স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতি একদিন ইন্দ্রকে উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা-পূজাদি না করিয়া অপ্সরাগণের সহিত নৃত্য-গীতাদিতে মত্ত রহিলেন। অতিথি-স্থানীয় ব্রাহ্মণ গুরুর পূজার পরিবর্ত্তে স্ত্রী-সম্ভোগাদি তুচ্ছ বিষয়ে প্রমত্ত থাকায় ইন্দ্রের শূকরযোনি লাভ হইল। তুলনা করিলে স্বর্গের রাজা ও গ্রাম্য-শূকরে বিষয়-সুখ একইরূপ।—"সেই পুণ্যে, সেই পাপে করে বিষয়-ভোগ।" ইন্দ্রের কামনানুসারে তাহার বিষয়-ভোগই জুটিয়া গেল। শূকর-দেহ লাভ করিয়া ইন্দ্র একটি শূকরীর সহিত মিলিত হওয়ায় কতকগুলি শাবক হইল। এইরূপে সকলে একত্র মিলিত হইয়া বিষ্ঠা-ভোজনাদিরূপ পার্থিব তুচ্ছ সুখকেই একমাত্র কাম্য জানিয়া বিষ্ঠা-কর্দ্দমাক্ত গৃহের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী ব্রহ্মা শূকররূপী সেই ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে ইন্দ্র! তুমি ত স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর! তুমি তথাকার অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা-ভোজনে লিপ্ত হইয়াছ কেন এবং এই ক্লেদপূর্ণ স্থানই কি তোমার বাসযোগ্য?" ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে শূকর তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করিল। ব্রহ্মা কোনমতেই শূকরকে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেন না। কারণ সে বিষ্ঠা-ভোজন, সন্তানাদিসহ শূকরীর সঙ্গসুখকেই তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং তাহার আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ ক্লেদলিপ্ত স্থানকে শান্তিময় স্বদেশ জ্ঞান করিয়া তাহাতেই মসগুল ও দরদী হইয়া উহার উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত। শূকররূপী ইন্দ্র দুঃখপূর্ণ ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত হইয়া তাহার স্বরূপ ও স্বদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মা একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি স্বরূপোপলব্ধি ও নিত্যসুখের ব্যাঘাতজনক মায়িক আসক্তির বস্তুগুলিকে নষ্ট করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, শূকরের শাবকগুলি এবং পরে শূকরীকেও চিরতরে জগত হইতে অপসারিত করিলেন। শাবক ও শূকরীর মৃত্যুকালে শূকরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, সে করুণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মঙ্গলময় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিল। অবশেষে স্বজনশূন্য অবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া সেই শূকর তাহার বিপদকালে মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল। তখন ব্রহ্মার কথায় আস্থা-

স্থাপনপূর্ব্বক সে জানিতে পারিল যে, শূকরদেহ তাহার নিত্যদেহ বা স্বরূপ নহে, সে নিত্যস্বরূপে ভগবদ্দাস ইন্দ্র এবং ভগবদাজ্ঞায় স্বর্গরাজ্য-পালনই তাহার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। এইরূপে ব্রহ্মার কৃপায় ইন্দ্র শূকরযোনি হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন।

পরদুঃখকাতর বৈষ্ণব ও সদ্‌গুরু অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণের ত্রিতাপক্লেশ দূরীকরণে অকপটভাবে চেষ্টান্বিত হইলেও, স্বরূপভ্রান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব নিত্য-স্বরূপের উদ্বোধক কৃষ্ণভক্তিপর হরিকথা শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইয়া মঙ্গলকামী উপদেশদাতাকে শত্রুজ্ঞান করে। অনভিজ্ঞ জনসাধারণ গণমতের যাহা ভাল লাগে তাহাতে সায় দিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণপূর্ব্বক বাস্তব সত্য-প্রচারকগণকে শত্রু ও তাহাদের নিত্য-স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল ভগবৎ-কথা প্রচারকে হিংসা বলিয়া মনে করে।

জগতের সকলপ্রকার বিপদাপদই পরমার্থ-পথে আমাদের মঙ্গললাভের সুবর্ণ সুযোগ। এইরূপ বিপদ-পাতকে ভক্তগণ ভজনের সহায়ক বিবেচনা করেন। ইহাকে কখনই ভগবানের নির্দ্দয়তা বা ক্রূরতা মনে করা উচিত নয়। আমরা জাগতিক সকলপ্রকার সম্বল বা আশ্রয়শূন্য হইলেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-দাতা ভগবানের কথায় শ্রদ্ধালাভ করি ও নিকপটে বলিতে পারি—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।" জাগতিক কৌলিন্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্যের অভিমানে মত্ত থাকিলে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে পরহিতব্রত সাধুর কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা হয় না। শরণাগত জীবই সদ্‌গুরুর নিকট হইতে তাহার নিত্য-স্বরূপের ও নিত্যস্বদেশের কথা জানিতে পারেন। জাগতিক সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি-চেষ্টা নিত্যধর্ম্ম নহে, বরং উহা স্বরূপ-বিরোধী। একমাত্র হরিকথা ও ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখকর যাবতীয় বিষয়-চেষ্টা বিষ্ঠায় বিহার মাত্র। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতি বৎসরই শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব করিয়া থাকেন। এই বৎসর বিগত ১৭ই আষাঢ় ১৩৬৯, ইং ২রা জুলাই ১৯৬২, সোমবার হইতে ২৭শে আষাঢ় ১৩৬৯, ইং ১২ই জুলাই ১৯৬২, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ একাদশ দিবসব্যাপী মহা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

১৭ই আষাঢ় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে

প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূত-জীবনী ও বিবধ শিক্ষা পাঠ করেন। ঐদিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা হইতে শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত কয়েকটি সংস্কৃত কীর্ত্তন ও কয়েকটি বাংলা কীর্ত্তন গীত হইলে পর শ্রীপাদ ব্রজানন্দ প্রভু ঠাকুরের রচিত 'জৈববধর্ম্ম' পাঠ করেন। পরে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বহুজন সমক্ষে প্রায় দেড়-ঘণ্টাব্যাপী শ্রীল ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, মঙ্গলবার সকালে শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে গমন করিয়া যথারীতি শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন করা হয়।

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, বুধবার—শ্রীরথযাত্রা দিবস। অন্য'ন্য বৎসরাপেক্ষা এই বৎসরের উৎসবে ভক্ত-সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐদিন পূর্ব্বাহ্ণ সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুরম্য-রথে আরোহণ করিয়া শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরাভিমুখে শুভযাত্রা করিয়া বেলা ৯॥ ঘটিকায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে উপস্থিত হন।

বৈকালে শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের শেষে তিনি বলেন যে,— "বাংলাদেশের সাধারণ রথযাত্রা-উৎসবকারীগণ বাংলার স্মার্ত্ত পঞ্জিকাকারগণের ভ্রান্ত বিচারে পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত দিবসেই রথযাত্রা উৎসব করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত।"

এই উৎসবোপলক্ষ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব সপ্তাহাধিককাল সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। সহরের বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (এডভোকেট) মহোদয় এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষিত জনগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষলাভ করেন।

হেরাপঞ্চমীর উৎসবও বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এবং গুণ্ডিচাবাড়ীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে হেরাপঞ্চমী উপাখ্যান পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

১২ই জুলাই, বৃহস্পতিবার দিবসে পুনর্যাত্রাও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হন। এই দিন রাত্রে সহস্রাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

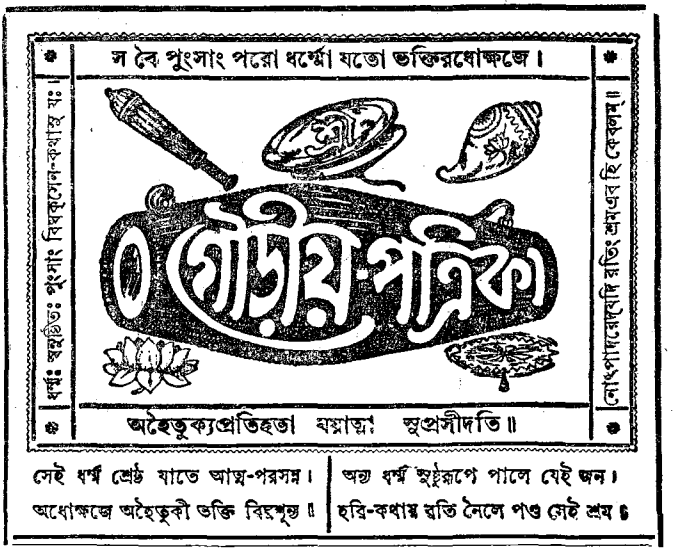
১৪শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৬৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৪শ বর্ষ | গর্ভোদশয়ী, ২ হৃষীকেশ, ৪৭৬ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৬৯ ; ইং ১৭।৮।১৯৬২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকর্দ্দমঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তি-সত্যযুগাবতার-বিষ্ণুস্তোত্রম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশেঽধ্যায়ে—১৩-২১)

শ্রীঋষিরুবাচ,—

জুষ্টং বতাদ্যাখিল-সত্ত্বরাশেঃ
সাংসিদ্ধ্যমক্ষোস্তব দর্শনান্নঃ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভি-
রাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥১॥

(সত্যযুগে কর্দ্দম-ঋষি সমাধিযুক্তাবস্থায় বরদাতা শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী-রূপে তাঁহাকে দর্শনদান করিলে ঋষিবর মস্তকদ্বারা ভূলুণ্ঠিত প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীকর্দ্দমঋষি হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন,—হে পরমপূজ্য দেবতা!

উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বহুতর জন্ম ব্যাপিয়া যোগসিদ্ধ ঋষিগণ যে ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই নিখিল সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া অদ্য আমার নয়নযুগল সার্থক হইল ॥১॥

যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎ-
পাদারবিন্দং ভবসিন্ধু-পোতম্।
উপাসতে কামলবায় তেষাং
রাসীশ কামান্ নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥২॥

হে ভগবন্! ভবদীয় চরণকমল সংসার-সমুদ্রের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ; যাহাদের বুদ্ধি আপনার বহিরঙ্গা-মায়দ্বারা নষ্ট হইয়াছে তাহারাই, যে-সকল কাম নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল তুচ্ছ কামোপভোগের জন্য আপনার ঐ চরণ ভজন করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়, আপনিও তাহাদিগকে ঐ সকল তুচ্ছ কাম প্রদান করিয়া থাকেন ॥২॥

তথাপি চাহং পরিবোঢ়ু কামঃ
সমানশীলাং গৃহমেধ-ধেনুম্।
উপেয়িবান্ মূলমশেষ-মূলং
দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রি পস্য ॥৩॥

হে প্রভো! আমি সকাম ভক্তগণের এরূপ নিন্দা করিয়াও অত্যন্ত দুরাশয়তাপ্রযুক্ত স্বয়ং মদনুরূপ-স্বভাববিশিষ্টা গৃহস্থাশ্রমের কামধেনুরূপিণী ত্রিবর্ণদোগ্ধ্রী ভার্য্যালাভ-মানসে নিখিল পুরুষার্থের মূলকারণ কল্পবৃক্ষস্বরূপ ভবদীয় শ্রীচরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াছি ॥৩॥

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্র্যা
লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ।
অহঞ্চ লোকানুগতো বহামি
বলিঞ্চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥৪॥

হে অধীশ! আপনি প্রজাপতি, আপনার বাক্যরূপ তন্ত্রীদ্বারা এই সকল কামোপহত লোক পশুবৎ আবদ্ধ আছে; হে ধর্ম্মমূর্ত্তে, আমিও ঐ সকল লোকেরই অনুগামী। অতএব কালাত্মা আপনার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া ভার্য্যা-লাভে অভিলাষী হইতেছি,

(হে প্রভো, আমি যে কেবল কামকামী ব্যক্তিদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া পুত্র-কলত্রাদির বাসনায় ভার্য্যা-লাভেচ্ছু হইতেছি তাহা নহে, কিন্তু দেব, ঋষি ও পিতৃ—এই ঋণত্রয়ের অপনোদনার্থেই আমার এতাদৃশ প্রার্থনা) ॥৪॥

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ
হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্ ।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধু-
পীযূষ-নির্যাপিত-দেহধর্ম্মাঃ ॥৫॥

হে ভগবন্ ! আপনি কালাত্মক, সে জন্য আমরা আপনার ভয়ে ভীত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকি ; কিন্তু আপনার ভক্তগণের তাদৃশ কোন ভয়ই নাই ; কারণ, তাঁহারা (ভবদীয় ভক্তবৃন্দ) সমুদয় কামোপহত লোকদিগকে এবং তদনুগত মাদৃশ কর্ম্মজড় পশুদিগকে অনাদর করিয়া আপনার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাহাতে পরস্পর আপনার গুণ-কথামৃতপানে তাঁহাদের দেহধর্ম্ম, ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারিত হয় ॥৫॥

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং
ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব্ব ।
ষণ্ণেম্যনন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি
করালস্রোতো জগদাচ্ছিত্ত ধাবৎ ॥৬॥

প্রভো ! আপনার ত্রিনাভিরূপ কালচক্র অত্যদ্ভুত ; উহা অজর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষোপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ; অধিমাস বা মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস ইহার ত্রয়োদশ অর, তিনশতষষ্টি অহোরাত্ররূপ ইহার তিনশতষষ্টি পর্ব্ব, ষড় ঋতু ইহার ষড় নেমি, অনন্ত ক্ষণলবাদি ইহার পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধারভূত বলয় ; ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। হে ভগবন্ ! এই কালচক্র সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান থাকিলেও ইহা আপনার ভক্তগণের আয়ু হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না ॥৬॥

একং স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া
দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া ।

সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে
যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥৭॥

হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগৎসৃষ্টি মানসে আত্মাতে অধিকৃত আপনার ঈক্ষণযোগহেতু যোগযুক্তা দ্বিতীয়া মায়ার প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় বহিরঙ্গারূপে স্বীকার করিয়াছেন; উক্ত শক্তিত্রয়দ্বারা উর্ণনাভির (মাকড়সার) ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সাধন করিতেছেন ॥৭॥

নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং
যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্।
অনুগ্রহায়াস্বপি যর্হি মায়য়া
লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ ॥৮॥

হে পরমেশ্বর! আমাদের ন্যায় আপনার সকাম উপাসকগণের নিমিত্ত আপনি যে শব্দাদি জড়ভোগ্য বিষয়সুখ বিস্তার করিতেছেন, তাহা যদিও আপনার অভিলষিত নহে, তথাপি আমাদের ন্যায় আপনার সকাম উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বিধান করুন্ অর্থাৎ দেব-ঋষি-পিতৃঋণ দূরীকরণান্তর উহা যেন আমাদের মুক্তি বিধান করে; কেননা, আমরা আপনার যে তুলসী-শোভিত বিগ্রহ দর্শন করিতেছি, তাহা জীবের ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন ॥৮॥

তং ত্বানুভূত্যোপরত-ক্রিয়ার্থং
স্বমায়য়াবর্ত্তিত-লোকতন্ত্রম্।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদ-
সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥৯॥

হে ভগবন্! ভবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জীবের কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহা নিরস্ত হয়; আপনি স্বীয় মায়াশক্তির প্রেরণাদ্বারা দেব-তির্য্যগাদি লোকসমূহের সুখ-দুঃখ কর্ম্মফলরূপ উপকরণ সর্ব্বদা আবর্ত্তন করিতেছেন। আপনি (অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্রচেতা) সকাম পুরুষেরও কাম প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্য, কি সকাম, কি নিষ্কাম, সকলেই আপনার পাদপদ্মে প্রণত হয়—আপনাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৯॥

ভারত ও পরমার্থ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

উন্নত ভারতীয় সমাজ ভারতেতর প্রদেশের অপবৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া পুণ্য ভূমির অমর্য্যাদা-সাধন দোষাবহ নহে বলিয়া বিবেচনা করেন। এইসকল কারণে পরমার্থের প্রচারকসূত্রে পরমদয়ানিধি পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য ভারতবাসীকে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতেতর প্রদেশবাসিগণ প্রকৃত ভারতবাসীর ন্যায় সম-স্বভাব-সম্পন্ন হইলে তাহাদের জন্য এই উক্তির বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং **'পারমার্থিক ভারত বলিতে আমরা সঙ্কীর্ণতা অবলম্বনপূর্ব্বক কোন দেশ বিশেষকেই লক্ষ্য করি নাই।**

মনোধর্ম্মজীবী ও স্থূলদেহের উন্নতিকামী সম্প্রদায় যেরূপ অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহাতে পারমার্থিকের বিরোধাচরণই অনেকক্ষেত্রে তাহাদের পৌরুষক্রিয়ার অন্যতমতা লাভ করে। 'পারমার্থিক' শব্দে আমরা কেবলমাত্র আত্মবিদ্‌গণের স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া উন্নত মানবজাতির প্রসঙ্গই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অর্থশাস্ত্র-নিপুণ মনোধর্ম্মজীবী ষড়রিপুদাসগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যা-প্রতিভার ছলনায় ভারতবর্ষের সঙ্কীর্ণ দলাদলির সম্প্রদায়-বিশেষের মতকে 'জনমত' বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া যে পরমার্থ-বিরোধ করেন, তাদৃশ বিচারের পক্ষাশ্রয় করা উদার চিৎসমন্বয়বাদের বিরোধী বলিয়া মনে করি।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগের কুমতকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া যে মায়াবাদাতীত বিচারসমূহকে গ্রহণ করিবার বাসনায় অধিরোহবাদ ও ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহাতে কোনও দিন কোনও সফল হইতে পারে না, একথা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিলে আমাদিগের নিবেদন নিতান্ত অনুর্ব্বরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় হইবে না।

ভারতেতর প্রদেশের সহিত বিদ্বেষমুখে ভারতবাসীর মঙ্গলকামনায় যে-সকল নবোদ্ভাবিত প্রস্তাব রচিত হয়, তাহার অনেকগুলি মনঃকল্পিত ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাঘাতজনিত জানিতে হইবে। **পারমার্থিক বিচার ঐ সকল বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করেন।** তাহাদের বিচারে ও হৃদয়গত-ভাবে মৎসরতার অভাব থাকায় কেবল পরমার্থই তাহাদের মৃগ্য বিষয়; সুতরাং লৌকিক অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার

যে প্রয়াস করেন, তাহা ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গনের ন্যায় নিষ্ফলতা লাভ করে, উহা রাবণের সীতাহরণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকরতায় পর্য্যবসিত হয়। কেবল বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইলে যে বিষময় ফলের উদয় হয়, তাহা গৃহব্রত-গণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মাত্র। পারমার্থিক বিচার ঐগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জানিয়া তাহাদের সহিত সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হন না।

আমরা অনেক সময় সুধীগণের মুখে শুনিতে পাই যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে ভেদ আছে। সুতরাং ইহা ভেদবাদীরই কথা। অতএব **অভেদবাদীরাই ভেদবাদাবলম্বনে "ব্যবহার" ও "পরমার্থের" বিচার করেন।**

নির্ভেদমায়াবাদী মায়িক বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক উহাকে 'ব্যবহার', আর যেখানে নিরিন্দ্রিয় জ্ঞেয় বস্তুর কথা নিরিন্দ্রিয়জনগণের সেন্দ্রিয় বৃত্তিরোধ জ্ঞাপন করে, উহাই 'পরমার্থ' বলিয়া মনে করেন। 'ব্যবহার' শব্দে লোকদৃষ্ট ব্যাপার-সমূহ। মায়াবাদীর মতে লোকাতীত ব্যাপারে বিচিত্রতা না থাকায় নিরিন্দ্রিয়ের অবস্থান-হেতু জীবের কেবল-চিদিন্দ্রিয়ের অথবা ভগবানের কেবল চিদিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ স্তব্ধ। যেন জড়জগতের নিখুঁত খাঁটী জড় বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতেই অবস্থান করা কেবল চেতনের ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ জাড্য-সাধন কেবল-চেতনধর্ম্মের কতদূর সম্মতি প্রদান করিতে প্রস্তুত, তাহাই বিবেচ্য। জড়-ব্যবহার-রাহিত্যে 'প্রয়োজন' বুদ্ধি হওয়ায় তাদৃশী ক্ষণভঙ্গুরা চেষ্টা ব্যবহারোত্তর ভূমিকায় যে পরমার্থের কল্পনা করে, সেই কল্পনামাত্রটিই যে চিদ্‌বৈশিষ্ট্য-নিরসনে একমাত্র অস্ত্র, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না। ব্যবহার-রাজ্য লৌকিক হইলেও ইহাই পরমার্থের প্রারম্ভিক ভূমিকা হইতে পারে, যাহারা বিশ্বাস করেন না, তাহাদিগকে সুধীগণ বৈরাগ্যের অপব্যবহারকারী বলিয়া নির্ণয় করেন। প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তু-বিচারে নিত্য হরির সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট নিত্য বস্তুসমূহকে ভোগময় পর্য্যায়ে পরিগণিত করিবার অসদ্‌বাসনা আমাদিগের সেবোদ্দীপনী ক্রিয়া ও চিত্তবৃত্তিকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে।

কাল্পনিক পরমার্থ ও প্রকৃত পরমার্থ অনেক স্থলে এক না হইয়া ভেদ উৎপন্ন করে। জড়ের আদর্শ দেখিয়া তাহার নশ্বরতা উপলব্ধি করত যদি কেহ কেবল চেতনময় সবিশেষ রাজ্যে জড় জগতের ন্যায় বিচিত্রা-রাহিত্যই কল্পনা করিয়া তাহাতে 'পরমার্থ' জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহার

অনুমানমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। কেবল-চেতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার মতে যখন বক্তা, শ্রোতা ও বক্তৃতার অভাব হয়, তখন মুক্ত অবস্থায় তাহার সকল কথাই মূকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যিনি চিদ্‌বৈচিত্র্যের অস্বীকার করেন, চিদ্‌বিচিত্রতার বিবরণসমূহ শ্রুতিযোগে সমাগত হয় না, বলেন এবং শ্রবণকারীর কেবল-চেতন-শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা উহা শ্রুত হয় না, এরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন, তাহাকে বিশুদ্ধ আধ্যক্ষিক জ্ঞানী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি মুখে বেদ মানেন এবং মূর্খতা-থাকা-কালে অধিক মূর্খতাতে আবদ্ধ হইবার জন্য যে-সকল উপদেশ বিধান করেন, তাহা অনভিজ্ঞ-জনোচিত বা অজ্ঞানোত্থ বিচার-বিশেষ।

যাঁহার কেবল-চেতন-রাজ্যে পরমার্থের সন্ধান আছে, তিনিই কেবল চিচ্ছক্তিদ্বারা পারমার্থিক বিচিত্রতায় অবস্থিত হইয়া তাহারই অংশবিশেষরূপে প্রকাশিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে নানাপ্রকারে আধ্যক্ষিক বিচারে আবদ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে চিদুদ্দীপনায় সাহায্য করিলে শ্রোতৃবর্গ অনর্থমুক্ত হইয়া চিদ্‌বৈচিত্র্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

চিদ্‌বিচিত্রতার অনুভূতিক্রমে তাঁহার জড়জগতের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দৃঢ়তা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া বাস্তবসত্যে অবস্থিত হইবার বল লাভ করে। আধ্যক্ষিক ভাষা যে প্রাপঞ্চিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, যে প্রত্যক্ষবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্ত জড়বিশ্লেষণ ও জড়ানুভূতির জড়েন্দ্রিয়তৎপরতা লাভ করে, তাহা হইতে ন্যূনাধিক পার্থক্যলাভ করিয়া কেবল বাস্তবসত্যরাজ্যে কেবলজ্ঞানের বিচিত্রতার সহিত অবিমিশ্র সত্যের অখিল কল্যাণগুণ-নিলয়ত্বে ক্রমশঃ আস্থা স্থাপিত হয়। যাঁহাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভোগ রাজ্য হইতে ন্যূনাধিক বিদায় লইয়াছেন। **এই অবস্থাকেই পারমার্থিকগণ স্বরূপবোধ বলিয়া থাকেন।**

ব্যবহারিক যুক্তিচাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানযোগে জড়ের ভোগধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করে, কালধর্ম্মে খণ্ডিত হয়, পাত্রগত অধিষ্ঠানকে জড়াত্মক মনে করে। সত্ত্বরজস্তমমিশ্র অবস্থা হইতে যে সত্তাজ্ঞানের অনুভূতি হয়, তাহা মিশ্র; উহা অবিমিশ্র কেবলজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। জড়রাজ্যে বিচরণশীল আধ্যক্ষিক-জ্ঞানদৃপ্ত অধ্যাপকমণ্ডলী পরমার্থের কোন সন্ধান না রাখায় জড়ের অধিকতর শুদ্ধতাকে নির্ব্বিশিষ্ট কেবলজ্ঞান বলিয়া বিচার-কৌশল প্রদর্শন করে। উহা আধ্যক্ষিকগণের ইন্দ্রিয়োপযোগী। তাহাতে 'পরমার্থ' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

আধ্যক্ষিকগণ তাহাদের পরিভাষায় পরমার্থকেই ভ্রমজাত 'ব্যবহার'-বিশেষ জ্ঞান করে। তজ্জন্য তাহারা প্রকৃত পরমার্থের সন্ধান পান না। নির্ব্বিশেষ-ঘন-জড়তাকে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে অভিহিত করিয়া 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের শুদ্ধপ্রতীতি হইতে বঞ্চিত হন।

পারমার্থিক শাস্ত্রাধীতী অভিমানী জনগণের বাক্যসমূহ অনভিজ্ঞ-সমাজে আদরণীয় হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত পরমার্থের কোন সন্ধান না থাকায় তাহারা চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কোন খবরই রাখেন না। যাঁহারা চিদ্‌বিলাস বৈচিত্র্যের কথা আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর নিকট বলিবার প্রয়াস করেন, তাহারা দাম্পত্যরসে অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট প্রাপ্তবয়স্কের জড়রস-বিচিত্রতার কথা জ্ঞাপন করিলে যেরূপ শিশুর কৌতূহল দেখা যায়, সে-প্রকার চমৎকারিতা পোষণ করিলেও নির্ব্বিশেষবাদীর তৎকালে ধারণার অবকাশ হয় না।

যেরূপ কাফ্রিবালকের লিপির কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বিস্ময় উপস্থিত হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করিতে কিছু বিলম্ব হয়, সেইরূপ অমুক্ত-বদ্ধ-ভোগপর জীবের মায়াবাদ-রাজ্যে বিচরণ কালে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে শক্তি হয় না।

পরমার্থরাজ্যের পারমার্থিক পরিভাষায় জীবের অনর্থময়ী ভোগ-প্রবৃত্তি নিরসন করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ-কথা বলাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রমত্ত প্রেয়ঃপন্থী সর্ব্বদাই অজ্ঞতাবশে অভিনব নিত্য-সত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

"শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্"-গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি

বিল্বমঙ্গল গোস্বামী এই গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীমৎকবিকর্ণপুর গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমচ্চৈতন্যদাস গোস্বামী ইহার প্রাচীন টীকাকর্ত্তা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই টীকা অবলম্বন করিয়া স্বীয় 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' টীকা লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত। যথা চরিতামৃত আদি দশম পরিচ্ছেদে—

"চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর।
তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥"

চৈতন্যদাস গোস্বামিকৃত টীকাটি সংক্ষেপে অতিসুন্দর ও রসপূর্ণ। এইরূপ টীকা অপ্রচলিত থাকা ভাল নয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করা বাহুল্য। চরিতামৃতে মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদে (৩০৬-৩০৮ পয়ারে) এইরূপ লেখা আছে—

'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শুনি' প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লইল॥
'কর্ণামৃত' সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি।

এখন দেখুন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে শিক্ষা তাহা দুই গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বশিক্ষা শ্রীব্রহ্মসংহিতার এবং ভজন-শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে। সুতরাং যিনি শ্রীচৈতন্যের শিক্ষানুগত-ভজন-প্রয়াসী, তিনি প্রত্যহ বিশেষ যত্নে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পাঠ করিবেন। এই গ্রন্থের ভজনপ্রণালী-সম্বন্ধে আমরা অনুবাদের শেষভাগে (উপসংহারে) কিছু দেখাইব।

শ্রীযুত কবিরাজ গোস্বামী জনশ্রুতি অবলম্বনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, বিল্ব-মঙ্গল গোস্বামী কৃষ্ণবেণ্বা-নদীতীর-নিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে বিষয়ী, পরে ব্রহ্মজ্ঞানী ও অবশেষে কৃষ্ণভক্ত হন। ইঁহার বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে জগতে জীবগতি জানিতে পারা যায়। জগতে যত জীব আছেন তাঁহারা প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত অধিকারানুসারে ত্রিবিধ। লোকে বলেন যে, দর্শন ছয় প্রকার; কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দর্শনকে তিন প্রকারে বিভাগ করি অর্থাৎ প্রাকৃত দর্শন, আধ্যাত্মিক দর্শন ও অপ্রাকৃত দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব-মীমাংসা—ইঁহারা প্রাকৃত দর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য—এই তিনটি আধ্যাত্মিক দর্শন। বেদান্ত স্বয়ং অপ্রাকৃত দর্শন। এই ত্রিবিধ দর্শনের সমস্ত কার্য্যকে আমরা এইরূপে অঙ্কিত করি।

প্রথম প্রাকৃত দর্শন—(১) অবিদ্যাজনিত প্রাকৃতদেহে অহংতা-জ্ঞান এবং সেই দেহানুগত সকল বিষয়ে মমতা-জ্ঞান। এই অহংতা ও মমতা হইতে দেহের জন্ম-বৃদ্ধি ইত্যাদি ষড়বিকার, জরা-মরণ প্রভৃতি পরিণতি ও পীড়া এবং মনের অনুভূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, বিকল্প, নির্দ্ধারণ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববুদ্ধি

ও কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বিকার (রিপু)। (২) উক্ত অহংতা মমতা হইতে (মায়াবদ্ধ) জীব (সমূহের) পরস্পরের ঔপাধিক সম্বন্ধজ্ঞান ও বাহ্য জগতের ভোক্তৃত্ব-জ্ঞান। কর্ম্ম, ঔপাধিককর্ম্ম, বর্ণাশ্রম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা, প্রাকৃত-ফলোদ্দেশে তত্তৎফলোপযোগি-দেবতাপূজা, অষ্টাঙ্গযোগের প্রথমসপ্তাঙ্গ, পুণ্যবিধি, পাপনিষেধ, জয়, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান ও শিল্প। (৩) জড়গত ঔপাধিক-জ্ঞানজনিত পুণ্য হইতেই ঐহিক পার্থিব সুখ, নানাবিধ চিন্তাসুখ ও পারলৌকিক স্বর্গীয় সুখসমুদয়। (৪) জড়গত-ঔপাধিক-জ্ঞানান্তর্গত মৎসরতাজনিত পাপবিকার হইতে কলহ, যুদ্ধ, দুশ্চিন্তা, পীড়া, ভয়, মনস্তাপাদি ঐহিক দুঃখ ও নরকাদিরূপ পারত্রিক দুঃখ সমুদয়। (৫) প্রাকৃত দর্শনাবেশেই জীবের সংসার, অপগতি বা বন্ধন। বন্ধন দুই প্রকার অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্খলরূপ পুণ্যবন্ধন ও লৌহময় শৃঙ্খলরূপ পাপবন্ধন। এই সমস্ত প্রাকৃত দর্শনের অনুগত। মনুষ্য যতদিন প্রাকৃত, ততদিন এই দর্শনে আবিষ্ট।

দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন—(১) প্রাকৃতদর্শনবিষয়ে বিবেকজনিত বৈরাগ্য। (২) প্রকৃতির বিপরীত সুতরাং অস্ফুট-সত্তাজ্ঞান। (৩) সেই অস্ফুট-সত্তায় নীরস-সর্ব্বৈকত্ব-জ্ঞান। (৪) নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাগ্রহতা। (৫) প্রাকৃতবন্ধনমুক্তি-স্পৃহারূপা সাযুজ্য-নির্ব্বাণ-গতি-চিন্তা। এই পাঁচটিই আধ্যাত্মিক-দর্শনান্তর্গত। প্রাকৃত বিষয়ে তুচ্ছ জ্ঞান হইয়াও যতদিন অপ্রাকৃত-জ্ঞানে অভিনিবেশ না হয়, ততদিন এই দর্শনাবস্থা থাকে। বুদ্ধিদোষে যাঁহাদের এই দর্শনে স্থিতি হয়, তাঁহারা দুয়ের বাহির; সুতরাং শোচনীয়, অপরাধবদ্ধ।

তৃতীয় অপ্রাকৃত-দর্শন—(১) জ্ঞান বা শুদ্ধ-জ্ঞান, প্রকৃতির অতীত বিশেষ ও বিচিত্রতা-জ্ঞান। প্রকৃতি যে তত্ত্বের প্রতিফলন বা হেয়-প্রতিচ্ছবি সেই তত্ত্বের বিচিত্র-জ্ঞান। (২) শুদ্ধ-বিজ্ঞান, প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক-ধিক্কারি বৈদান্তিক শুদ্ধ-জ্ঞান। (৩) শুদ্ধ-জ্ঞানাত্মিক শক্তি-শক্তিমৎ সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিচেষ্টা। (৪) শুদ্ধভক্ত-সঙ্গলিপ্সা। (৫) প্রেম—অপ্রাকৃত-আনন্দচিন্ময়রসোপলব্ধি। এই জ্ঞানে অর্থাৎ অপ্রাকৃতদর্শনে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। ইহাই জীবের স্বমহিমা।

বিল্বমঙ্গল গোস্বামী প্রথমে প্রাকৃত দর্শনে থাকিয়া পাপাশ্রয়ে চিন্তামণি বেশ্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। একদিন কৃষ্ণবেণা অসময়ে পার হইয়া চিন্তা-মণির নিকট বহু কষ্টে গিয়া চিন্তামণির বৈরাগ্য দেখিয়া ও উপদেশ পাইয়া

প্রথমে তাঁহার আধ্যাত্মিক-দর্শনে স্পৃহা জন্মিল। তিনি স্বকৃত 'অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যা' এই শ্লোকে নিজের দুই অবস্থাই প্রকাশ করিয়াছেন। অবশেষে বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবোপদেশে তিনি ভক্ত হইলে, অপ্রাকৃত-দর্শনে তাঁহার রতি জন্মিল। জাতরতি হইয়া তিনি কৃষ্ণরসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত দর্শনেও তিনটি অবস্থা—সাধকাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। সাধকাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গমাত্রই সাধন হয়। সেই সাধনাবস্থায় আবার বৈধ ও রাগানুগ ভেদ আছে। সঙ্গক্রমে বিল্বমঙ্গল মহাশয়ের রাগানুগা ভক্তিতেই লোভ হইয়াছিল। অন্য কোন গ্রন্থে তিনি নিজের সাধন-পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রেমাবস্থার পরিচয়। অন্তর্দ্দশা ও বাহ্যদশা সকল শ্লোকেতেই সূচিত আছে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভক্ত-সেবাই কৃষ্ণ-সেবা

"রাজসূয়-যজ্ঞ" শেষ কহে যুধিষ্ঠির।
বাজেনাকো জয়ডঙ্কা কেন যদুবর?
স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর তুমি যজ্ঞে বিদ্যমান।
কিবা অঙ্গহানি হয় যজ্ঞেতে এখন॥
কহিলেন যদুপতি—"পূর্ণ নয় ব্রত।
কারণ তোমার যজ্ঞ, ভক্ত-বিরহিত॥
ভুক্ত হ'ল বহু লোক তব যজ্ঞে ভাই।
তার মাঝে একটিও ভক্ত দেখি নাই॥
লক্ষ-লক্ষ লোকে তুমি ভোজ্যে নাহি তুষি।
এক ভক্ত তুষিলেই আমি হই খুশি॥
ভক্তাধীন সদা আমি, ভক্তই হৃদয়।
মোর চেয়ে মোর ভক্ত বড় অতিশয়॥
ভকত-বিহীন যজ্ঞ তাই মহারাজ।
সেই দোষে জয়ডঙ্কা বাজিল না আজ॥"

কহে রাজা, কোথা পা'ব শুদ্ধ-ভক্ত আমি ?
সত্বর সন্ধান বল তুমি অন্তর্যামী ॥
কহিলেন বাসুদেব "মন কর শুচি।
নগরের প্রান্তে আছে বাল্মিকী নামে মুচি ॥"
দেখি নাই সন্নিকটে ভক্ত তার মত।
আনিলে তাহারে পূর্ণ হইবেক ব্রত ॥"
ছুটিলেন ভীমসেন পাইল সাক্ষাৎ।
রাজার আদেশ দিয়া করে প্রণিপাত ॥
কহিলেন বাল্মিকী "আমি অস্পৃশ্য, অশুচি।
কেমনে যাইব যজ্ঞে আমি হই মুচি ॥
কাকুতি-মিনতি কথা ভীমসেন নাহি শুনে।
আনি' তারে বসাইল রাজ-সিংহাসনে ॥
পদ ধৌত করে তার স্নিগ্ধ বারি দানে।
ঘুচাইল ক্লান্তি তার চামর ব্যজনে ॥
রাঁধিয়া দ্রৌপদী নিজে বিবিধ ব্যঞ্জন।
স্বর্ণ-থালে অন্নসহ করে নিবেদন ॥
হাত তার ধুয়ে দিল মহারাজ নিজে।
মুচি খায় মহাখাদ্য সঙ্কোচে ও লাজে ॥
তাহার ভোজন অন্তে কহে মহারাজ।
বাদ্য কর জয়ডঙ্কা পূর্ণ যজ্ঞ আজ ॥
বাজিল না জয়ডঙ্কা, নৃপ নতশির।
'হ'ল কিবা অপরাধ' কহ কৃষ্ণধীর ॥
কহিলেন কৃষ্ণ "যজ্ঞ হয় অঙ্গহানি।
এরে ঘৃণা করেছে দ্রৌপদী ঠাকুরাণী ॥
'বাল্মিকী' নামের অর্থ দ্রৌপদীর মনে।
দেব, ঋষি আসিবেন এই যজ্ঞস্থানে ॥
কিন্তু দেখে—এক দীন, ছিন্নবাস-পরা।
হয় যার বৃত্তি—জুতা মেরামত করা ॥

ভক্তে ঘৃণা-অপরাধে হয় যজ্ঞ নাশ।
এখন আমার বাক্য করহ বিশ্বাস॥"
শুনি' রাজা দ্রৌপদীরে করেন ভৎর্সন।
দ্রৌপদী ছুটিয়া আসি' করেন বন্দন॥
মুচির চরণ স্পর্শ করিল যেমন।
অকস্মাৎ জয়ডঙ্কা বাজিল তখন॥
ভক্তের চরণ-স্পর্শে যজ্ঞ হ'ল শেষ।
কৃষ্ণ চেয়ে কৃষ্ণ-ভক্তে মহিমা অশেষ॥

—শ্রীমুরারি মোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৪)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে,—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিত-কৃষ্ণৌ মহামুনে।" দেবগণ পৃথিবীর ভারহরণের জন্য প্রার্থনা করিলে ভগবান বিষ্ণু দুইটি কেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন,—একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণ। সেই কেশদ্বয় যদুকুলবধূ দেবকী ও রোহিণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শুক্ল-কেশটি বলভদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশটি কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, তাহা হইলে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ ও কেশাবতার-স্বরূপ। এ বিষয়ে শ্রীধর স্বামীর (ভাঃ ২।৭।২৬) শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্য,—বার্দ্ধক্যবশতঃ কেশের শুক্লত্ব সম্ভব হয়; কিন্তু ভগবান অবিকারী, বয়সাধিক্যহেতু তাঁহার পরিণাম হওয়া অর্থাৎ কেশের পক্কতা সম্ভব হয় না। বিষ্ণুপুরাণে "আপন্যর কেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন"—একথার তাৎপর্য্য—কেশমাত্রের আবির্ভাব নহে; ভূভার-হরণকার্য্য এমন বেশী কি, যে-জন্য আমার আবির্ভাব প্রয়োজন? 'আমার কেশও তাহা করিতে পারে'—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বর্ণ-সূচনার জন্য কেশোদ্ধার করিয়াছিলেন। এস্থলে এই তাৎপর্য্য সম্ভব হয়,—হে দেবগণ! আপনারা আমাকে অবতীর্ণ করাইতে কেন আগ্রহ

করিতেছেন? আমি শ্বেতদ্বীপস্থ অনিরুদ্ধাখ্য পুরুষ-বিশেষমাত্র, আমার শিরোধার্য্য (কেশ যেমন মস্তকে ধারণ করে তদ্রূপ যাঁহারা আমার নিরতিশয় পূজ্য, আমার অংশী) শ্রীরাম-কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন।

যাঁহারা সিত-কৃষ্ণ কেশ শব্দে শুক্ল-কৃষ্ণকেশ অর্থ করেন তাঁহাদের বিচার সুন্দর নহে। কারণ দেবতা মাত্রেই জরাবর্জ্জিত। শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ঈশ্বর, কালবশে তাঁহার বার্দ্ধক্যহেতু কেশের পক্কাবস্থা সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ আদিপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিবার বহু হেতু বিদ্যমান। কৃষ্ণ-বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দসকলের যে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। শ্রীভগবানই ঐ সকলের বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে স্থানে-স্থানে কৃষ্ণচন্দ্রকে 'বিষ্ণু' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। **কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনই জয়ন্তী আখ্যায় অভিহিত, অন্য কোন অবতারের জন্ম-তিথি জয়ন্তী আখ্যায় আখ্যাত হয় নাই। মনুষ্যের জন্য জয়ন্তী শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক।**

শ্রীভগবান যে কালবশে পরিণাম প্রাপ্ত হন না, তাহা দেবকীদেবীর উক্তিতে (ভাঃ ১০।৩।২৬ শ্লোকে) জানা যায়—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ, হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক ভগবন্! নিমেষাদি-বৎসর পর্য্যন্ত বিভাগানুসারে দ্বিপরার্দ্ধবৎসর-রূপ কাল—যাহা দ্বারা এই বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে তোমার লীলামাত্র বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঐ কাল তোমারই লীলাভিব্যক্তিকারিণী শক্তি। অতএব তুমিই একমাত্র অভয় স্থান বলিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এস্থলে দেখা যায় যে, কাল শ্রীভগবানের অধীন, ভগবান কালের অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহার কখনও কালকৃত পরিণাম হইতে পারে না। সহস্রনামভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম॥

অর্থাৎ, আমাতে বিদ্যমান জ্যোতিঃ সকলের নাম কেশ। অতএব সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ আমাকে 'কেশব' বলেন। কেশ শব্দের 'অংশু' (তেজ) সুসিদ্ধ হইলে উক্ত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ বাসুদেব সঙ্কর্ষণের অবতার সূচনার্থ

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত তেজ অনিরুদ্ধে থাকা সম্ভব নহে। কারণ অবতার অবতারীর তেজের অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষণে 'উজ্জহার' শব্দের অর্থ বলা হইতেছে,—উদ্ধার করিয়া বা প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন। অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বত বুঝাইবার জন্য যেমন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে একদেশমাত্র দেখান হয়, তদ্রূপ শ্রীরাম-কৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শুক্ল-কৃষ্ণ তেজ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ তদুভয়ের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গীয় মহাভারতের শ্লোক—

স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ধবর্হে শুক্লমেকমপরং চাপি কৃষ্ণং।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ ॥

এখানে 'উদ্ধবর্হে' অর্থে যোগবলে নিজ সন্নিধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। অংশেঅংশীর তেজ বিদ্যমান থাকে বলিয়া শ্বেতদ্বীপ-পতি উক্ত জ্যোতির্দ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভূভারহরণ ও জগৎ পালন শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য, উহা শ্রীরাম-কৃষ্ণের কার্য্য নহে। অতএব শ্রীবিষ্ণুর রাম-কৃষ্ণে প্রবেশ জানিতে হইবে।

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—ক্ষীরোদশায়ী কোন পর্ব্বতগুহায় নিজ মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া তথায় গরুড়কে রাখিয়া স্বয়ং দেবকীগর্ভে প্রবেশ করেন। ইহার তাৎপর্য্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকট সময়ে শ্রীকৃষ্ণে নিখিল স্বরূপের প্রবেশ বলায় জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং ভগবান বা পরিপূর্ণ স্বরূপ। অপ্রকট লীলায় ঐ সকল স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন বলিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতার হানি ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল ভগবৎস্বরূপ; জীব, জগৎ প্রপঞ্চ সকলই তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। কেহই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তবে "আবির্ভাব সময়ে তাঁহাতে অন্যান্য স্বরূপের প্রবেশ" বলার তাৎপর্য্য,—তাঁহার অপ্রকট কালে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ দ্বারা জগৎ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিজনবৃন্দসহ বিবিধ লীলারস আস্বাদনে রত থাকেন। লীলা প্রকটকালে সকল স্বরূপের কার্য্য তিনি স্বয়ং সম্পাদন করেন বলিয়া তাঁহাতে ঐ সকল স্বরূপের প্রবেশ বলা হইয়াছে। তখন যে ঐ সকল স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন না তাহা নহে। তখনও তাঁহারা নিজ-নিজ ধামে স্ব-স্বরূপেই বিরাজ করেন;

তবে যুগপৎ অবতারগণের শক্তি ও নিজ স্বয়ং ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই অভিব্যক্ত হয় বলিয়া সর্ব্বাবতারের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ বলা হয়।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে,—"নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা।" এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ অবতার মনে করা যায় না। এই তিনের মধ্যে প্রথমে শ্রীনৃসিংহ, তৎপরে শ্রীরাম ও অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। বিষ্ণুপুরাণে জয়-বিজয়ের হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি জন্মে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি কেন হইল না, অথচ শিশুপাল দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর ঋষি মৈত্রেয়ের নিকট বলিয়াছেন—'হতারি-গতি-দায়কত্ব-গুণ' অন্য ভগবৎ স্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিরূপ সদ্‌গতিই দিয়া থাকেন; কিন্তু সর্ব্ব-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে নিহত শত্রু মাত্রকেই মুক্তি দিয়া থাকেন। পূতনাকে ধাত্রীযোগ্যা গতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন অন্য ভগবৎ স্বরূপ হইতে অসুরগণের মুক্তি হয় না। এজন্য জয়-বিজয়ের হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ এবং রাবণ-কুম্ভকর্ণ জন্মদ্বয়ে শ্রীনৃসিংহ-বরাহ ও শ্রীরাম-হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি হয় নাই, জাগতিক বৈভব ত্রিলোকের আধিপত্য মাত্র প্রাপ্তি হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রভূতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে প্রথমে ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতু বলিয়া, পূতনাদির ঐশ্বর্য্য-দর্শন ছাড়াও মোক্ষলাভ এবং কালনেমির ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎকারের পরও মুক্তির অভাব জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভুত স্বভাবের কথা কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণুপুরাণীয় গদ্যবাক্য—"অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সাংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল সুরাসুরাদিদুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যক্ ভক্তিমতামিতি।" অর্থাৎ ভগবদ্দ্বেষে স্থিরসংকল্প হইয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ বা কীর্ত্তন করা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ সুরাসুরাদিদুর্লভ মুক্তিদান করিয়া থাকেন, সম্যক ভক্তিমান জনকে যে তদপেক্ষা অধিক কোন বিশিষ্ট ফল প্রদান করিবেন তাহা কি আর বলিতে হইবে? শ্রীমদ্ভাগবতেও নারদ-গোস্বামীর বাক্য—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-পৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাস-বিলোকনাদ্যৈঃ।

ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

অর্থাৎ, বৈরভাববদ্ধ হইয়া শিশুপাল, পৌত্র, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ শয়ন, উপবেশনাদি কালে শ্রীকৃষ্ণের গতি-বিলাস ও অবলোকনাদি চিন্তা করিতে করিতে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাঁহার সাম্য প্রাপ্ত হইয়ছিল, অতএব অনুরক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?

অতএব শ্রীমদ্‌ভাগবতে জয়-বিজয়ের তিন-জন্মের কথায় ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উহাদের মোক্ষ সম্ভব বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই, তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র স্মরণ করিলেও নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে চিন্তা-কারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। বেণরাজা বিষ্ণুদ্বেষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণদ্বেষীগণের মত বিষ্ণুতে তাহার আবেশ ছিল না বলিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব-ধর্ম্ম না থাকায় শ্রীভগবানে আবেশের অভাবে মুক্তি হয় নাই। এজন্য ভাগবতে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ (ভাঃ ৭।১।৩০-৩১)

অর্থাৎ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়া বহু-ব্যক্তি ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়-হেতু, শিশুপালাদি বিদ্বেষ করিয়া যাদগবণ সম্বন্ধহেতু, তোমরা (যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন) স্নেহদ্বারা, আর আমরা ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব দ্বেষাদিদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ঘটিলে মুক্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য শক্তি অন্য অবতারে দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-প্রতিপাদক বহু বাক্য দেখা যাইতেছে। একবাক্য দ্বারা বহু বিরোধী বাক্যের সমাধান হইয়া যাইতেছে। বেদান্ত-সূত্রাদিতেও দেখা যায়, এক মহাবাক্যদ্বারা নানা বিরোধী বাক্য পরিহার করিয়া মহাবাক্যের স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিচার সম্বন্ধে উক্ত রীতি অনুসারে সমস্ত বিরোধী বাক্যের সমাধান হইয়াছে। বাক্য-সকলের দুর্ব্বলতা ও বলবত্তাই বিচারণীয়। জগতে যেমন দেখা যায়, পরাক্রমশালী এক ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ব্যক্তিকে পরাভূত করে, শাস্ত্র-বাক্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)
কিবা বর্ণী, কিবাশ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন;
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

উক্ত পয়ারগুলির দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীগুরুদেব যে-কোন বর্ণে বা আশ্রমে আসিতে পারেন, তাঁহার জন্মগত বা কুলগত দোষ থাকে না; সুতরাং তাহা দর্শনও করিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্‌ত্বই শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ-লক্ষণ। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান আছে কিনা, ইহা গুরুত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বেই বিচার্য্য বিষয়। 'বর্ণ' বলিতে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং 'আশ্রম' বলিতে—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম বুঝায়। ব্রাহ্মণ বর্ণসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুতরাং গুরু; সন্ন্যাসী—সকল আশ্রমের গুরু, অতএব সকল বর্ণেও গুরু-শাস্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

যদি উচ্চ বর্ণাশ্রমে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ গুরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিম্ন বর্ণাশ্রমের অতত্ত্বজ্ঞ গুরুর আবশ্যক হয় না। ডিগ্রী পাওয়া উপযুক্ত মাষ্টার থাকিতে ডিগ্রীশূন্য অনুপযুক্ত শিক্ষকের নিকট পড়িতে যাওয়া উচিত নহে। যদি উচ্চ আশ্রমে উপযুক্ত কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ গুরুর অভাব হয়, তাহা হইলে নিম্ন আশ্রমেও উপযুক্ত তত্ত্ববিদ্ সদ্‌গুরু পাওয়া গেলে তাঁহাকেই গ্রহণ করা আবশ্যক —ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। ইহার প্রমাণ—শাস্ত্রে অধিকাংশ মুনি-ঋষিগণই উচ্চ বর্ণাশ্রমী, কিন্তু নিম্ন বর্ণাশ্রমীও অতি অল্প নহে।

উচ্চ বর্ণাশ্রমীর স্বভাবতঃ উন্নত ধারণা-শক্তি থাকায় পরতত্ত্ব-বস্তু কঠিন হইলেও অল্পায়াসে তাঁহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নিম্ন বর্ণাশ্রমীর সেরূপ শিক্ষার অভাব এবং তাহা লাভ করিতেও তাহার পক্ষে বহু সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে তাহাদের মধ্যেও যদি সেই প্রকার উন্নত বৈষ্ণব থাকেন, তাহা হইলে তিনিও গুরুর কার্য্য করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন কনক-কামিনীতে বা জাতিতে আসক্ত ব্যক্তি সেই প্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তবে সেই গুরু ও সেই শিষ্য উভয়ই মহারৌরবে পতিত হইবে। শাস্ত্রের দুই-একটি শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া যদি অনুন্নত গৃহব্রত ব্যক্তিগণ গুরু সাজিয়া বসেন, তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ও

পরবঞ্চনা ছাড়া আর কি ফল ফলিতে পারে? শাস্ত্রে সন্ন্যাসীকে শ্রেষ্ঠ ও গৃহস্থগণকে সকলের নিম্ন-স্থান দিয়াছেন,—

গৃহাশ্রমো **জঘনতো** ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।১৩)

গৃহস্থ-আশ্রম 'জঘনতো' অর্থাৎ জঘন-দেশ হইতে উৎপন্ন সুতরাং তাহাকে জঘন্য বলা হয়। জঘন-দেশ শরীরের সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত, তজ্জন্য গৃহস্থ-আশ্রম সকলের নিম্ন আশ্রম। গৃহীগণ যতদিন গৃহত্যাগ না করেন,—গৃহটিকে সার মনে করিয়া বসিয়া থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে জঘন-চিন্তা বা জঘন্য কর্ম্মাদি অপরিহার্য্য। গৃহ ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, জঘন-চিন্তা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"ব্যাস হেন জনক ছাড়িয়া শুক।
উলটিয়া না দেখিলা জনকের মুখ॥"

শুকদেবের পিতার নাম বেদব্যাস, মাতার নাম—বিটিকা। শুকদেব মায়া আকর্ষণ করিবে বলিয়া মাতৃগর্ভে ১২শ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু লবমাত্র মায়াশূন্যতার অবকাশে তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতা-পিতার অধীন না হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব প্রাণাধিক একমাত্র পুত্র বনাভিমুখে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া তাহার পশ্চাতে 'পুত্র' 'পুত্র' বলিয়া বহুদূরে গমন করিতেছেন; কিন্তু শুকদেব কোথায় বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন—তাহাকে আর দেখিতে না পাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার দ্বারা আমরা কি শিক্ষা পাই? ব্যাসের ন্যায় সিদ্ধমহাপুরুষ পিতা, আর শুকদেবের মত সিদ্ধ-মহাপুরুষ পুত্র। ব্যাসের বা এত পুত্রস্নেহ কেন এবং শুকদেবের জন্যই বা এত আকর্ষণ কেন? যাঁহারা ত্রিগুণাতীত, তাঁহাদের আবার এত মায়ার প্রতি অনুরাগ কেন?

শ্রীশুকদেব গোস্বামী আমাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভজন করিবার জন্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহটি অন্ধকূপ-সদৃশ; গৃহে থাকিয়া ঐকান্তিকভাবে ভগবদুপাসনা অতি অল্পলোকের ভাগ্যে হয়। পক্ষান্তরে মুক্তপুরুষগণই ঐরূপ ভগবদারাধনায় সক্ষম। গৃহমেধিগণের পক্ষে সংসারে থাকিয়া ভগবদ্ভজন—ছলনামাত্র।

শ্রীব্যাসদেব শুকদেবের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন; সেই বৈষ্ণব-পুত্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি শুকদেবের

পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। এখানে প্রাকৃত মায়ার সম্বন্ধ নাই। ব্যাসদেবের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদের নিকট মায়ার অধিকার নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবের আলিঙ্গন নিতান্ত প্রয়োজন। পুত্ররূপে যখন বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইয়াছে তখন তাহার আলিঙ্গন শিক্ষা দেওয়াই ব্যাসের বিশুদ্ধ আচরণ—মায়ায় মোহিত হওয়া বা পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হওয়ার আদর্শ নহে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী সন্ন্যাসীই সর্ব্ব বর্ণ ও আশ্রমের গুরু—ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রসম্মত। কারণ সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসী সকলকেই শিষ্য করিতে পারেন। গৃহস্থ উন্নত অধিকারী হইলেও মাত্র গৃহী-শিষ্যও উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীকে শিষ্য করিতে পারেন। গৃহী-গুরুর ত্যাগী-শিষ্য করিবার অধিকার নাই। যিনি যে-রস আস্বাদন করেন নাই, তিনি কিভাবে অন্যকে সেই রস আস্বাদন করাইবেন? গৃহস্থগণ যদি ত্যাগীর আনুগত্য না করেন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে অসৎসঙ্গ-প্রভাবে গৃহমেধী বা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িবেন। নিম্ন আশ্রমীগণ যদি উচ্চ আশ্রমীকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহারা পতিত হইবেন।

গৃহী-গুরুর দ্বারা বর্ত্তমানকালে জগন্মঙ্গল সুদূর-পরাহত। যদিও শাস্ত্রে গৃহী-গুরু সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা জগতের সামগ্রিক উপকার খুব কমই আশা করা যায়। যুগে যুগে ত্যাগী আচার্য্য মহাপুরুষগণই জগতে লুপ্তধর্ম্ম প্রকট করাইয়া থাকেন। যখন মহা-পুরুষগণ ইহ জগৎ হইতে চলিয়া যান, তখন ধর্ম্মের ভিতর নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। নানা উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম আসিয়া তখন চিদ্ধর্ম্ম-সূর্য্যকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়।

কলির প্রভাবে যখন জগৎ কৃষ্ণভক্তি-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুররূপে এবং পরে শ্রীল ঈশ্বরপুরী সেই অঙ্কুর পুষ্ট করিয়াছেন। সন্ন্যাসি-শিরোমণি জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং মালাকার হইয়া জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর তাঁহার পার্ষদ গোস্বামীবর্গও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই ত্যাগী—সন্ন্যাসী। কয়েক পুরুষ পরেই উপযুক্ত ত্যাগী প্রচারক না থাকায় আউল, বাউল, নেড়া, নেড়ী, জাত-গোঁসাই প্রভৃতি বিপুলভাবে ব্যভিচার-ব্যবসা পাতিয়া বসিয়াছিল, ভক্তি-সিদ্ধান্ত তখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় আমরা বহু শাস্ত্র-

সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছি। তাই শুদ্ধ গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন,—বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল বা ভগীরথ-স্বরূপ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। ভগীরথ যে-প্রকার আরাধনা করিয়া ইহজগতে গঙ্গা আনয়নপূর্ব্বক জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, এই মহাপুরুষও আরাধনা করিয়া ইহজগতে ভক্তির স্রোতস্বিনী সরস্বতী—অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে আবির্ভাব করাইয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সমগ্র বিশ্বে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করিয়া জগৎ ধন্য করিয়াছেন। তিনি গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে শুদ্ধ-ভক্তিমান্ প্রচারক প্রেরণপূর্ব্বক জগতের অপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, মিছাধর্ম্ম দূর করিয়া জগৎকে শুদ্ধভক্তি-প্রবাহে পবিত্র করিয়াছেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীল প্রভুপাদ এই বাণীর বাস্তব সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব ত্যাগী মহাপুরুষগণই প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রচারক—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৃহী বাউলগণ ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া কেবল অপরাধ সঞ্চয় করে মাত্র।

যদি কেহ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণ বজায় রাখিবার জন্য গৃহী গুরুতে বা জাতিগত ব্রাহ্মণে অন্যায়ভাবে আসক্ত হন, তাহাতে আমরা আর কি বলিতে পারি? শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসি-গুরু থাকিতেও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া নিম্ন আশ্রমে কেহ গুরুগ্রহণ করিলেই বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয় ইহার ভিতর বিশেষ কোনও কারণ আছে। সে কারণ আর অন্য কিছুই নহে—নিজ নিজ ভোগ বাসনার বা অসদাচারের প্রশ্রয় দেওয়া।

আমরা অনেক সময় উন্নত বৈষ্ণবকে গুরু না করিয়া শৌক্র-ব্রাহ্মণ দেখিয়া গুরু করিয়া বসি। ইহাতে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়। কারণ বৈষ্ণবতা অপেক্ষা কুলগত ব্রাহ্মণতার বহুমানন করায়, বৈষ্ণব অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরই পূজা করা হইল। আজকাল অনেকে সন্ন্যাসী গুরু করিতে পারিলে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিয়া থাকেন; তবে তাহার মধ্যেও যদি কোনও শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত সন্ন্যাসী পাওয়া যায়, তবে সেখানেই গুরু করিলে দুইকুল বা তিনকুল বজায় রাখা হইল—মনে করেন। ইহাতে বৈষ্ণব অপেক্ষা ব্রাহ্মণে সম্মান অধিক করায় সেই সকল শিষ্যগণের বৈষ্ণব-অপরাধই হইল; তাহারা অনেক চেষ্টা করিলেও বৈষ্ণব হওয়া তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। ঐকান্তিক বৈষ্ণবতার অভাবহেতুই কেহ কেহ কুলগত সম্মানের প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ
(আসাম-প্রদেশের প্রচারক)

'তৃণাদপি সুনীচ' কাহাকে বলা হইবে ?

ত্রিকাল-সত্য কথা শুনিবার বা বলিবার লোক এখন দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ। জাগতিক লোক বা প্রকৃতি-কবলিত জীব কেবল বাহ্য বিষয় লইয়াই সর্ব্বদা মসগুল হইয়া থাকেন, কিন্তু পরাবিদ্যা বা অন্তর্জগতের প্রতি আদৌ দৃষ্টি করেন না। শাস্ত্রীয় উপদেশাবলীর দুইটি দিক আছে :—একটি বাহ্যার্থ-প্রকাশক, অন্যটি অন্তর্নিহিত অর্থ।

'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে হইলে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা না হইলে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যায় না—ইহা বাহ্যার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কারণ মাটির ভিতরে প্রবেশ করিলে আত্মার অথবা জগতের কি উপকার হইবে? তাহা অপেক্ষা মাটির উপরের বৃক্ষ, লতা-গুল্মাদি জগতের অনেক উপকার সাধন করিয়া থাকে। অত্যন্ত নিদাঘে পরিশ্রান্ত পথিকগণ বনস্পতির ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কতই না শান্তি উপভোগ করেন। যদি ঐ বনস্পতি মাটির নীচে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে পরিশ্রান্ত পথিকগণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, **অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া অনন্যভাবে নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার নামই তৃণাদপি সুনীচতা।** ইহাই উক্ত শ্লোকের বাস্তব শিক্ষা এবং সার। তৃণাদপি সুনীচ এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু কে হইবে? কে কাহাকে মান-দান করিবে? যদি প্রথমে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তাহা হইলে সহিষ্ণু এবং মান-দান হইল কোথায়? জীব-মাত্রেরই মান আছে। কারণ "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"—সুতরাং অমানী কে এবং মানীই বা কে? যদি বাহ্য শরীরকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে সর্প ভেককে ধরিয়া খাইতেছে; ছাগল, হাঁস, মোরগ প্রভৃতিকে মানুষ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতেছে। অতএব দেখা যায়,—শরীর শরীরকে কখনও মান দান করিতে পারে না। যদি উভয় বস্তুই জড় হয়, তাহা হইলে জড়বস্তু জড়বস্তুকে কখনও সম্মান দিতে পারে না। একমাত্র যিনি আত্মধর্ম্মে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই সকলকে মান দান করিতে পারেন; অন্যে তাহা পারেন না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, দেবতাবৃন্দের সভায় যখন প্রজাপতি দক্ষ উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন ব্রহ্মা ও শিব ব্যতীত আর অন্যান্য দেবতাগণ দণ্ডায়মান হইয়া

প্রজাপতি দক্ষকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। সেই সময় শিব সমস্ত আত্মার আত্মা, পরমাত্মা ভগবানকে মনে মনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন। অতএব **যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভাবে শরণাগত তাঁহারাই প্রকৃত সুনীচ** ও অনন্তকোটি জীবকে মান দান করিতে পারেন। যদি মাটির ভিতরে প্রবেশ করিলাম—তরুর ন্যায় সহিষ্ণু (?) হইলাম, তাহা হইলে স্থাবরে পরিণত হইতে হয়; নিজের চেতনতাকে স্তব্ধীভূত করা হয়। ভগবানের প্রদত্ত অমূল্য স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করা হয়; সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন স্বরাট পুরুষের নিন্দা করা হয়। তা'ছাড়া ইহাতে নিজের আরাধ্য প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন হইল না—নিজের স্বরূপ-ধর্ম্মের উপর পাষাণ চাপা দেওয়া হইল। ইহার ফলে জগতে রাজসিক, তামসিক-গুণ বড় হইয়া গেল। ভগবান বিষ্ণু নির্গুণ হইয়া জগতে ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য এবং তাঁহার ভক্তের ভজনের সুষ্ঠুতা বিধানের জন্য অসুরগণকে ধ্বংস করিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি মাধাইর আসুরিক অত্যাচার দেখিয়া মহাপ্রভু মহাবদান্য হইয়াও সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিয়া ভক্তজন-বাৎসল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকের প্রকৃত শিক্ষার সার আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত "তরোরপি সহিষ্ণুনা" এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, হরি-বিমুখজনের প্রতি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার জন্য নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ তরুর ন্যায় সহ্য করা। ঈশ্বরের সেবার জন্য নিজের সমস্ত সুখ-সুবিধা ভুলিয়া যাওয়ার নামই সহিষ্ণুতা, হৃষীকেশের সেবার নামই সহিষ্ণুতা। যদি অসুরগণের আসুরিকতা মানিয়া লওয়া হয়, তবে প্রকৃত সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের অবমাননা করা হইবে; ইহাতে বিভুচৈতন্য সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন প্রভুর নিন্দা করা হইবে, মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বকে অস্বীকার করা হইবে। অসতের দমন ও ভগবানের গুণকীর্ত্তনই প্রকৃত সহিষ্ণুতা। সৎ বস্তু যদি অন্যায়-সহনশীল হন তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। সমাজে যে-সকল বস্তু হেয়, ঘৃণ্য, রুগ্ন, অসত্য, অশাস্ত্রীয়, অনিত্য, তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া সহিষ্ণু হইতে হইবে। বৈষ্ণবগণই প্রকৃত সহিষ্ণু; কারণ, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দুকের প্রতি তাঁহারা 'বজ্রাদপি কঠোরাণি', ও সেব্য বস্তুর সেবক-গণের প্রতি 'মৃদুনি কুসুমাদপি'। নিজের সুখ-সুবিধা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের আরাধ্য বস্তুর সেবার জন্য সর্ব্বদা যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ, এমন কি, আত্মবলি

দিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিশুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী নন্, সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত সহিষ্ণু। যদি অশাস্ত্র, অযুক্তি, অধর্ম্মকে মানিয়া লইতে হইত বা সহ্য করিতে হইত তাহা হইলে ভগবান যুগে-যুগে আর অবতীর্ণ হইতেন না; অসুরকে ধ্বংস করিতেন না বা ধর্ম্ম স্থাপন করিতেন না। এরূপস্থলে মহাপ্রভু মাধাইর আসুরিক প্রবৃত্তিটিকে মানিয়া লইতেন বা সহ্য করিতেন। সব কথা, সব বৃত্তি, সব কার্য্য, সব ধর্ম্ম এক নহে।

অমানী-মানদ হইতে হইলে শৃগাল, কুক্কুর হইতেও নিকৃষ্ট হইতে হইবে কি? যাহার মান নাই তাহাকে কিরূপে মান দান করা যায়? শরীর শরীরকে মান দান করিবে, না—শরীরী শরীরীকে মান দান করিবে? শরীর ত কখনও শরীরীকে মান দান করিতে পারে না; কারণ শরীর প্রাকৃত বস্তু, আর শরীরী অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। শরীর হইতে শরীরী সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু; যে-কোন মুহূর্ত্তে শরীরী শরীরকে ত্যাগ করিতে পারেন। আজ যে শরীর প্রফুল্ল আছে, আগামী কাল সেই শরীরকে শৃগাল, কুক্কুরাদি, ভক্ষণ করিতেছে।

যিনি একমাত্র আত্মধর্ম্মে অর্থাৎ স্বরূপধর্ম্মে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে জগতের প্রত্যেক জীবকে নিরন্তর মান দান করেন। অতএব নিজে ভোক্তা,—এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের সেবক অভিমান করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষার সার। হৃষীকেশের সেবার জন্য অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া বিপ্রলম্ভভাবে নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার নামই—'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'তরোরপি সহিষ্ণুতা' এবং শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ-চরণে আত্ম-সমর্পণই অমানী-মানদ-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

"শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব"

শ্যামে না ভজিয়া যদি, অন্য দেবে ভাব পতি,
জন্ম তব বৃথা জেনো তায়।
আসল পতিরে ত্যজি', ধর যদি উপপতি,
কুলধর্ম্ম জলাঞ্জলি যায়॥

অন্য দেবের কিবা কথা, ব্রহ্মা মহেশ্বর যেথা,
বাঞ্ছে নিতি দর্শন তাঁহার।
দেব যাঁর আজ্ঞাকারী, তিনি সর্ব্ব অবতারী,
মোরা তাঁর দাস তুচ্ছ ছার॥

প্রভু দেব সঙ্কর্ষণ, গোলোক করেছে ধারণ,
যথা শ্যাম করেন বিহার।
গোলোক-ধামের পথ, নাহি জানে দেব সব,
জানে শুধু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥

বৈকুণ্ঠ-নাথ যিনি, শ্যামের স্বরূপ তিনি,
লক্ষ্মী তাঁর সেবে শ্রীচরণ।
তবু লক্ষ্মী বাঞ্ছা করে, 'শ্যাম-পদ-সেবা তরে,
'শ্যাম' নাম হরে লক্ষ্মী-মন॥

রাধা-শ্যামরূপে হরি, নিজে দুই দেহ ধরি',
গোলোকেতে নিত্য করে বাস।
রস বিনিময় করে, দোঁহে মিলি' পরস্পরে,
অপূর্ব্ব সে মাধুর্য্য প্রকাশ॥

শান্ত দাস্য সখ্য রস, সর্ব্বোপরি মধুর রস,
যা'তে হৃদে প্রীতি উপজায়।
ব্রজগোপী-সনে শ্যাম, মত্ত রহে অবিরাম,
নানাবিধ কৌতুক লীলায়॥১॥

মধুর রস যে সেথা, দুই ভাগে বিভক্তা,
স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবে।
শ্যামের সুখের লাগি', ব্যস্ত সব ব্রজগোপী,
হাসে গায় সদা প্রেমরাগে॥

স্বকীয়া হইতে শ্রেষ্ঠ, পরকীয়া রসতত্ত্ব,
সেই রসে তুষ্ট সদা শ্যাম।
সেথা গোপীগণে প্রায়, পরকীয়া রসে তাই,
সেবে তাঁরে নিত্য অবিরাম॥
সেথা যারা করে বাস, হেরে তারা সেই রাস,
অন্য কেহ না দেখে কখন।
রাধা ও শ্যামেরে বেড়ি', মণ্ডলাকারে ঘুরি' ঘুরি',
নৃত্য করে যত গোপীগণ॥
বাজিলে শ্যামের বেণু, রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু,
উল্লাস বাড়ে যে তৎক্ষণ।
বুঝিয়া শ্যামের রতি, চঞ্চল সকল গোপী,
শ্যামের প্রীতিতে লুব্ধ মন॥
শ্যামের কিঙ্করীগণ, করে রস আস্বাদন,
শ্যাম প্রীতে হয় হরষিত।
সে রস বিচিত্র কথা, বর্ণিতে না পারি হেথা,
সেই তত্ত্ব মোর অবিদিত॥
হেন অত্যদ্ভুত লীলা, ভৌম ব্রজে প্রচারিলা,
কৃপা করি' শ্যাম নটবর।
আমি অতি মূঢ়মতি, কি বুঝিব তাঁর রীতি,
লীলা তাঁর অচিন্ত্য অপার॥২॥

সে চিজ্জগতে যাহা, পরম উত্তম আহা,
এ জড় জগতে তাহা হেয়।
হায় সে মধুর রস, জড়ে হয় বিপর্য্যয়,
মুকুরে যেমনি দেখ দেহ॥
সে চিজ্জগৎ মাঝে, কৃষ্ণই নায়ক আছে,
আর সবে কিঙ্কর-কিঙ্করী।
তত্ত্বতঃ জানিহ হেথা, জীব ভোগ্য—নহে ভোক্তা,
কৃষ্ণ শুধু ভোক্তা সবারি॥
মায়ায় মোহিত জীবে, এ তত্ত্ব বিরুদ্ধ ভাবে,
কোন জীবে ভোক্তা বলি মানে।
মধুর রস যে তাই, বিপর্য্যস্ত হয় ভাই,
সত্তা ধর্ম্ম না রহে এখানে॥

যদি জীব পাবে গতি, জেনো শ্যাম তব পতি,
ত্যজ অন্য দেবের পূজন।
ভক্তি যদি থাকে হৃদে, যাবে ত্বরা গোলোকেতে,
কর্ম্ম-জ্ঞান নাহি প্রয়োজন॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে, ভক্তি-সুখ নারে দিতে,
তুচ্ছ তাহা, কর পরিহার।
চির স্বর্গে নাহি রবে, পুণ্য ক্ষয়ে এ মরতে,
নানা যোনি ভ্রমিবে আবার॥

সিদ্ধি পেয়ে ব্রহ্মে লয়, বৃথা তারে মুক্তি কয়,
ইথে কি আনন্দ কভু রহে।
জীবাত্মা স্ব-সত্তা লোপে, আত্মহত্যা মহাপাপে,
নরক যন্ত্রণা সদা সহে॥৩॥
সেবানন্দ চাহ যদি, ভজ শ্যামে নিরবধি,
পরাশান্তি লভিবে জীবনে।
সেবানন্দী বই অন্য, নাহি জানে সে আনন্দ,
অতএব সেব ভগবানে॥

হেন মধুময় বার্ত্তা, ভাগবতে পূর্ণ মাত্রা,
লিখেছেন বেদব্যাস মুনি।
ভাগবত পড় যদি, তবে হবে উপলব্ধি,
কেন শ্যামে পূজে পদ্মযোনি॥৪॥
শাস্ত্র পুরাণ যত, কহিলেন ব্যাসদেব,
শান্তি তবু নাহি এল প্রাণে।
শ্রীনারদগুরু তাঁরে, কহিলেন তিরস্কারে,
'অসন্তুষ্ট কৈলে ভগবানে॥

শ্যামের অমল যশঃ, কহিলে না শাস্ত্রে তত,
যত অন্য দেবেরে বন্দিলে।
যে কর্ম্ম-বিপাকে তুমি, শান্তি নাহি পাও মুনি,
জ্ঞান তব জানি হেয় ব'লে॥'

তবে মহামতি ব্যাস, রচিলেন ভাগবত,
গাহিলেন গোবিন্দ-মহিমা।
নাহি নিন্দি' অন্য দেবে, মতি রাখ শ্যাম-পদে,
পাবে তবে তাঁহার করুণা॥

কীর্ত্তনেতে দেহ মন, লহ নাম অনুক্ষণ,
তার লীলা করহ স্মরণ।
সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা, শুন জীব পতিব্রতা,
ধর সদ্‌গুরুর চরণ॥
গুরুর আশীষে তবে, অচিরে তরিয়া যাবে,
গোলোকে বসতি হবে কালে।
অপার সে কৃষ্ণতত্ত্ব, কি তা'র ক'বে এ-ভৃত্য,
যাহা শুধু মহাজনে বলে॥
কৃষ্ণ-তত্ত্ব কহিবার, নাহি মোর অধিকার,
তবু কহি গুরু-কৃপাভাসে।
শ্রীগুরু-করুণা বিনা, লিখিতে না পারি কণা,
ক্ষমা যাচি বৈষ্ণবের পাশে॥৪॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেম-দাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য-নামা, শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ-ধারী প্রভুকে অসংখ্য নমস্কার।

এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যই তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ গৌর, মহাবদান্যতাই তাঁহার গুণ, কৃষ্ণপ্রেম প্রদানই তাঁহার লীলা।

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥(চৈঃ চঃ আঃ ২।২২)
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য॥(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৬৮)

মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম দয়ালু। জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি যাহা দিয়াছেন সেই অনর্পিত-চর ভক্তি-সম্পদ ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই। কিরূপে জীব অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে তাহা জানাইলেন, এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া তিনি উন্নতোজ্জ্বল ভজনাদর্শ স্থাপন করিলেন। তাই তাঁহার দয়া অদ্ভুত, তাঁহার বদান্যতাও অদ্ভুত।

সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর॥ (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

পরম কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তরঙ্গভক্ত সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন, আমি সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ এবং পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৮)
সাধুদের পরিত্রাণ দান করিবারে।
পাপীদের ধ্বংসনীতি সাধনের তরে॥
ধনঞ্জয় ধর্ম্মধন স্থাপন করিতে।
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনীতে॥

উক্ত বাক্যের মর্ম্মে বুঝা যায়, অসুর-প্রকৃতি অভক্তগণের অত্যাচার ও অনাচারে উদ্বিগ্ন ভক্তগণ যখন অতিষ্ঠ হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য অশ্রুধারায় পৃথিবী প্লাবিত করিতে থাকেন, তখন ভক্ত-সর্ব্বস্ব ভগবান্ তাঁহার লীলা-নিকেতন জগতের হিতের জন্য নিত্যধাম হইতে মর্ত্ত্যধামে আসিয়া পাপীর বিনাশ ও ধার্ম্মিকের রক্ষণ ব্যপদেশে পার্থিব শান্তির মূল প্রস্রবণ ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত শ্লোকে সাধুত্রাণ ও অসাধুর বিনাশ এই দুইটি উপায়-স্বরূপ এবং উহাদের সাহায্যে ধর্ম্মরক্ষা—উপেয় বা ফল।

ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় করে বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ২।১৯-২১)

অনাদিকাল হইতে দিন-রাত্রির ন্যায় ভগবানের ঐ প্রতিশ্রুতি বর্ণে-বর্ণে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে যখনই যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তখনই যুগত্রাতা তৎ তৎ যুগোপযোগী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার বড় সাধের লীলা-নিকেতন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ-ছলে ভক্তবৃন্দের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। গীতার উক্ত শ্লোকে "সম্ভবামি" ক্রিয়াপদে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগে আনন্দময়ের নিত্যলীলারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝাইতেছে। এ সন্দর্ভে

যে গৌরাঙ্গের লীলা-বিলাসের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহার নিত্য-লীলা সম্পর্কে ভগবানের আপনজন অপ্রাকৃত রস-সাহিত্যবিৎ কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন,—

এইমত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল যে কালে মিলন॥
দুই-হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন॥
সেইদ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥ (আঃ ৪।৩৭-৪১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও যুগাবতার মাত্র নহেন, পরন্তু সমস্ত অবতারাদিরও অবতারী অর্থাৎ তাঁহাদের নিয়ামক ও পরিচালক; তথাপি তিনি একাধারে যুগাবতারের কার্য্য শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের প্রচারের মধ্য দিয়া ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ—দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্র-যোগীন্দ্রগণেরও দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-ধন বিতরণ করিয়া জীব সাধারণের আশাতীত সুসৌভাগ্যের উদয় করাইয়া দিয়াছেন।

যে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রাদি মহাজনগণ।
শুকদেব ভাগবতে না করিল বর্ণন॥
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র না কৈল প্রকাশ।
পূর্ব্বাপর যাহা ছিল জীবে অপ্রকাশ॥
কি আশ্চর্য্য! গৌড়ভক্ত সে উজ্জ্বল রসে।
দিবা-রাত্রি মগ্ন থাকে অনায়াসে ভাসে॥

সাধারণ মানব-সমাজ জানেনা—কেন তাহাদের দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিসে দুঃখের বা অশান্তির উদয় হয় এবং কিসেই বা সেই দুঃখের চির-নিবৃত্তি হয়—কিসে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্বাসীকে তাহাই জানাইবার জন্য এজগতে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদনেই জীবের চরম দুঃখের নিবৃত্তি ও অফুরন্ত ঘনীভূত আনন্দের প্রতিনিয়ত নব নবায়মান রূপে আস্বাদন-চমৎকারিতা। এই আনন্দ আস্বাদনের সৌভাগ্য বহু

জন্মের সাধনের ফলে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাবলে লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দর সেই দুর্ল্লভ আনন্দ—প্রেমানন্দে ভজন সাধনের কালের ও পাত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে অকাতরে দান করিলেন—জীবকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। যথা—

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাঁহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ অঃ৭।২৩-২৭)

শ্রীগৌরসুন্দর জগতের নিখিল প্রাণীর প্রতি দয়া বিস্তারপূর্ব্বক জীবে দয়ার চরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল মনুষ্য সমাজের সহিত নহে, সমস্ত জীব-জগতের সঙ্গে অনাবিল পরম আপনভাব বিস্তারপূর্ব্বক বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিডোরে সকলকেই বান্ধিবার আদর্শও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শের অনুসরণেই আজ শান্তির অনুসন্ধানকারী অশান্তি-পূর্ণ বিভ্রান্ত জগতে পরাশান্তির পথ খুঁজিয়া পাইবেন—ইহা অভ্রান্ত বাস্তব সত্য কথা, কবির কল্পনা মাত্র নহে।

তাই পরম সারগ্রাহী সুচতুর কবিকুল-চূড়ামণি ব্যাসাবতার মহাকবি শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাঁহারে যখন কৃপা, দেখায়েন তারে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১৮২)

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ (৬।৩০)
সর্ব্বত্রই আছি আমি, আমাতে সকল।
ভাগ্যবান্ যেই জন, দেখেন কেবল॥
তাঁহার অদৃশ্য আমি, নাহি কদাচন।
আমার অদৃশ্য তিনি কভু নাহি হন॥

সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় ভগবানের নিত্য লীলার নিত্য প্রকাশ।

শ্রীভগবৎ-সূর্য্য সদা সর্ব্বত্রই লীলা বিলাস করেন। যখন যে দেশের ভাগ্যে ঐ ভগবৎ-সূর্য্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ হয়, তখন সেই দেশে ভগবল্লীলার পূর্ণ প্রবাহ চলিতে থাকে। তাই সনাতন রীত্যনুসারে বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় ১৪০৭ শকাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমানে ১৮৮৩ শকাব্দ হইতে মাত্র ৪৭৬ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম করুণাবশে তাঁহার নিত্য লীলাধাম হইতে এই সোনার বাংলাদেশের মুকুটমণি নবদ্বীপের শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া কলি-জীবকে অশেষ করুণা বিতরণ করিয়াছেন।

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৯)

ইতঃপূর্ব্বে কোন যুগে আর কোন অবতারই এইরূপ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বীয় ধাম পরিত্যাগ করিয়া এই ধরাধামে আসিয়া দুঃখী জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া জীব উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার করুণার কথা মধুর ভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে,—

কলিযুগে 'ধর্ম্ম' হয় 'হরি-সংকীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার।
'কীর্ত্তন-নিমিত্ত' গৌরচন্দ্র-'অবতার'॥
কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্বপরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর॥
কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ॥
'ভাগবত'রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন—যাঁর অংশে জন্ম যাঁর॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ২।২২-২৩, ২৬-৩০)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীভুবন চন্দ্র গিরি
মুড়িগঙ্গা, (২৪ পরগণা)

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির-প্রাঙ্গনে রাজবংশের বিষ্ণুভক্তির পরিচয় দান করিয়া শ্রীবিগ্রহের মহিমাকীর্ত্তন এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-পরিক্রমার সার্থকতা কি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। আমি সহযাত্রী ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দসহ 'প্রথম দর্শন' ও প্রথম শ্রীবৈষ্ণব-মুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রবণ করিয়া যাত্রার সার্থকতা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মন্দির সংলগ্ন একটি কুণ্ড ও দৃষ্টিগোচর হইল। সহযাত্রীদের কেহ কেহ উহা স্পর্শ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিলেন।

এই বিষ্ণুপুরেই শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রেরিত বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ রাজার দস্যুদল ধনালঙ্কার মনে করিয়া লুট করিয়াছিল। রাজাও ধনালঙ্কারের লোভে উক্ত গ্রন্থগুলি দস্যুদের নিকট হইতে নিজের অধীনে আনয়ন করিলেন। ভগবানের অসীম কৃপাবশে রাজার মনের মধ্যে একটি বিষয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল। অবশেষে রাজা উক্ত বহু মূল্যবান গ্রন্থগুলি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। তাঁহার এই উদারতা ও সেবাধর্ম্মের জন্য আজও আমরা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী পড়িবার সুযোগ লাভ করিতেছি। কলিযুগে ভক্তিধর্ম্মের বহুল প্রচার না থাকায় স্থানীয় অধিবাসীরা এই পরিক্রমার সার্থকতা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। শুধু ভাবের আতিশয্যে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। আমরা এই স্থানের পরিক্রমা শেষ করিয়া পুনরায় রেলষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানেই জলখাবার-স্বরূপ চিড়া, গুড়-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রাতঃকালীন কার্য্য সমাধা করিলাম। এখানে এক ঘণ্টা অবস্থানের পর আমরা দুপুর ১২-২৪ মিঃ সময় রওনা হইয়া বেলা তিন ঘটিকার সময় খড়গপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে (খড়গপুরে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিলাম। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ সেবকবৃন্দদ্বারা মহাপ্রভুর ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ট্রেণের কামরাতেই রান্নার সকলপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

খড়গপুর

S. E. Rlyর যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য খড়গপুর রেলষ্টেশনে আমাদের রাত্রি কাটাইতে হইল। আমাদের গাড়ী যে-স্থানে সাইডিং করিয়া

রাখা হইয়াছিল রাত্র প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সেই স্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তবে আমাদের বা যাত্রীদের কোন ক্ষতি হয় নাই। খড়্গপুর থাকাকালীন আমি শ্রীল গুরুদেবের আদেশে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ খড়্গপুর মঠে অবস্থিত শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বৈষ্ণব-পদরজ গ্রহণ করিলাম এবং কিছু সময় বৈষ্ণব-সন্দর্শনে ভগবৎ গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া অবশেষে বিদায়ক্ষণে বলিলেন—"এখানে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবভক্ত সকলেই সুযোগমত আসেন। কিন্তু আপনাদের দর্শনে যে আনন্দ, সে আনন্দ কোথায় পাইব? ক্ষণিককাল আপনাদের মধ্যে থাকিয়া আমি আমার জীবনকে ধন্য করিতেছি।" বৈষ্ণবের দীনতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে পাইলাম।

খড়্গপুর হইতে পুরীযাত্রা

ইং ৫।১০।৬১ তাং সকাল ৮-৩৫ মিঃ সময় আমাদের রিজার্ভ গাড়ী একটি এক্সপ্রেসে জুড়িয়া দেওয়া হয়। গাড়ীর অভ্যন্তরে সমিতির ব্যবস্থায় একাদশীর অনুকল্প সারিয়া লইলাম, সহযাত্রীরাও মিশনের প্রথানুযায়ী অনুকল্প করিলেন। বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় গাড়ী উড়িষ্যার ভদ্রক রেলষ্টেশনে পৌছিল। এখানে ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় গাড়ী অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য রহিয়া গেল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, রাত্র ৮ ঘটিকার পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িবে না। যাত্রী সাধারণ ষ্টেশনে নামিয়া সারাদিনের ট্রেণ ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করিলেন; এখানে সাড়ে চারি ঘণ্টা অবস্থানের পর পুনরায় গাড়ী ছাড়িয়া পরদিবস সকাল ৯-১৫ মিঃ সময় খুর্দ্দা রেলষ্টেশনে পৌছিল। এখান হইতে পুরীর দূরত্ব প্রায় ১৭।১৮ মাইল। এই ষ্টেশনে মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করা হইল। খুর্দ্দা হইতে পুরী-গামী ট্রেণের সঙ্গে আমাদের গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইল। খড়গপুর হইতে দুপুর ১২ ঘটিকার (ইং ৬।১০।৬১) সময় আমাদের টুরিষ্টকার গন্তব্যস্থানে শ্রীপুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যাত্রার তৃতীয় দিবসে যে দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে তাহার জন্য রেল-কর্ত্তৃপক্ষই দায়ী। সুদীর্ঘ দুইমাসের যাত্রা আরম্ভ করিয়া তৃতীয় দিবসের স্মৃতি মানসপটে জাগরূক থাকিবে।

উড়িষ্যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক। সুদীর্ঘ সময় ট্রেণে চলিয়া দুইদেশের মধ্যে তুলনামূলক দৃশ্য দেখিলাম। উড়িষ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ছোট ছোট পাহাড় এই রাজ্যকে সৌন্দর্য্যের উচ্চ শিখরে ধরিয়া রাখিয়াছে। বাংলার মাটি ও উড়িষ্যার মাটী প্রায় একই প্রকার। যাত্রাপথে সবুজধানের ক্ষেতই আমাদের আনন্দদান করিয়া ট্রেণের কষ্টকে প্রশমিত করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ



শ্রীপাদ গিরিধারী দাসাধিকারী মহোদয়ের নিত্যধাম প্রয়াণে

বিরহ বেদন

নমি মোরা পিতৃদেব! তব শ্রীচরণে।
কৃষ্ণভক্তি দাও প্রভু দীন অভাজনে॥
বঙ্গাব্দ বার শত ছিয়াশী।
মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসি॥
তার মধ্যে ছাব্বিশ তারিখে।
জনম তোমার হ'ল সুখে॥ ১॥

ওগো পিতঃ!

তুমি এসেছিলে হেথা, এসেছিলে আমাদের মাঝে।
দেখিতে শুনিতে আমাদেরই মত, মরত মানবের সাজে॥

আজি এ তোমার বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ।
বিরহ কাতর মোদের পরাণ॥
তব জীবনের মধুময় স্মৃতি জাগিয়া যে সুর বাজে।
মূর্চ্ছনায় তার স্বরূপ তোমার মহাগৌরবে রাজে॥
কর্ম্মের চোখে তোমারে দেখিয়া,
পারেনি ত কেহ লইতে বুঝিয়া।
কর্ম্মী নও তুমি—ভকত-প্রধান, এসেছ বিশ্বে মহান্ কাজে।
দেখিতে শুনিতে আমাদেরই মত মরত-মানবের সাজে॥ ২॥
বাক্য, বুদ্ধি, প্রাণ ও অর্থ,
কোনটি তোমার হয়নি ব্যর্থ।
শ্রীগুরু-গৌর-কৃষ্ণ-সেবায় পূর্ণরূপে নিয়োজিত।
আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে তাহা হয়নিক কলুষিত॥
ধনের গরবে, যত ধনীগণ,
অভিমানে ভরপুর।
সেই ধনে তুমি, স্থাপি কৃষ্ণসেবা
মান, গর্ব্ব করিলে দূর॥
গৃহে গৃহী হ'য়ে ভূলোক ভিতরে,
দেখালে গৃহীর কাজ।
আত্ম-নিবেদন, করি গুরুপদে,
থাকিয়া স্বজন মাঝ॥
কায়মনোবাক্য, গুরুসেবা লাগি,
সতত নিযুক্ত করি'।
যে কোন আশ্রমে, থাকিয়া যে কেহ,
সাধুসঙ্গে পায় হরি॥ ৩॥
গুরু-গৌর-মনোভীষ্ট সাধনে অতুল রতি।
তীর্থের আদর্শস্থল নবদ্বীপ ধামে রতি॥
মন্দিরটি তথায় নয়কো গড়া ইট-কাঠ-পাথর-চুণে।
ভকতের প্রাণের অর্ঘ্য এ' যে শুভ্র শতদল-প্রসূনে॥ ৪॥
ব্যাধির ছলনা শুনিছে যাঁহারা।
ছুটে আসে তাঁরা হ'য়ে দিশেহারা॥

নির্ব্বাক নিষ্পন্দ সমাধির প্রায়।
দেখিয়া সকলে করে হায় হায়॥
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলে ওহে মহাভাগ্য।
বিরহ বেদন সহি মোরা হতভাগ্য॥ ৫॥
তেরশ উনসত্তর সালে সাতাশে আষাঢ় এলো বলে।
গুরুবারে নিশাভাগে প্রয়াণ হ'লো সেই কালে॥ ৬॥
কর আশীর্ব্বাদ,　　(যেন) না করি বিবাদ,
একমনা হয়ে সবে।
তব মনোভীষ্ট　　হ'য়ে একনিষ্ঠ
প্রচারিব মোরা তবে॥

—দীন আত্মজবৃন্দ

পূর্ব্বচকের গৌরব-গিরি
গিরিশচন্দ্র

কিছুদিন আগের কথা—লোকে লোকারণ্য, মহাধুমধাম—নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি পরমহংস স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীব্যাস পূজার বিরাট মহোৎসব। তাই আবাল বৃদ্ধ-বনিতা ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহুজনের সমাগম। সেই জন-সমুদ্রের মাঝে বিশাল বক্ষে যজ্ঞ উপবীত ধারণ করিয়া স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি ঝুলাইয়া এক বিশালকায় পুরুষ প্রতিজনের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছেন। কে এই পুরুষ-সিংহ! কিন্তু দেখে যেন মনে হয় খুব পরিচিত। এ যে জমিদার গিরিশবাবু—সেই গিরিশবাবুই আজ শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় **বৈষ্ণব ঠাকুর গিরিধারী প্রভু।**

পাশ্চাত্য জগৎ যখন পার্থিব শক্তির দম্ভে ও আত্ম-কলহে প্রমত্ত ও মৃত্যুভয়ে ভীত, তখন প্রাচ্য সভ্যতা ও শিক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ গিরিশচন্দ্র পূর্ব্ব দিগন্তের অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত **পূর্ব্বচক গ্রামের** এক দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে **২৬শে কার্ত্তিক, ১২৮৬ সালে আবির্ভূত হইলেন।** পূর্ব্বচকের পূর্ব্ব গগনের হতাশা ও সন্দেহের কুয়াসা ভেদ করিয়া শিশুরবির ন্যায় শিশু গিরিশচন্দ্র বাড়িয়া উঠেন। তাঁহার পিতা-

মাতার প্রতি অচলা শ্রদ্ধাভক্তি; পিতামাতার আদেশ পালনে সদা উন্মুখ। লেখাপড়ায় প্রবল অনুরাগের ফলে ভজহরি পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যালয়ে তাঁহার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। কিন্তু পিতার সামর্থ্য অতি নগণ্য। পুস্তক ক্রয়ের জন্য মাত্র তিন পয়সার অধিক অর্থ ব্যয় করার শক্তি তাঁহার সে সময় ছিল না। কিন্তু ছাত্রের একান্ত অধ্যবসায় ও শ্রদ্ধাভক্তি গুরু মহাশয়কে এমনি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, গুরু মহাশয় নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে উচ্চ-প্রাথমিক পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইলেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ছাত্রের অসীম গুণে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজ ব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইতে চাহিলেও গৃহের আর্থিক প্রয়োজন তাঁহাকে আর শিক্ষার সুযোগ দিতে পারিল না।

অবশেষে বিদ্যাগুরুর শ্রীচরণে আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি তাঁহার জীবন-তরী কর্ম্মসাগরে ভাসাইলেন। সে সোনার তরী প্রবৃত্তির পালে আর নিবৃত্তির হালে ভরসা করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল সুদূর সুন্দরবনে অগ্রসর হইল। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হইলেন। চারি ভ্রাতা পৃথকান্ন হইলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র সে সময় ঋণের দায়ে এমনি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পড়িলেন যে, তাঁহার নিজ অংশের বাস্তুভিটা বিক্রয় করিলেও ঋণ পরিশোধ হইবে না। স্বীয় প্রতিভাবলে বলীয়ান ও আপন শক্তিতে শক্তিমান পুরুষ-সিংহ সিংহবিক্রমে সমস্তপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রতিকূল পরি-বেশকে অনুকূল করিয়া তুলিলেন। ভাগ্যদেবের প্রসাদে ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই সোনার তরি বিবিধ ধনরত্নে ভরপুর হইয়া উঠিল। অনন্ত উদ্যম ও অসীম সহিষ্ণুতার বলে তিনি সমস্ত প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া এতদ্ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ধনী জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রতিদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নানাহ্নিক ও সাত্ত্বিক আহারাদি সমাপ্ত করিয়া অতি অল্প বিশ্রামান্তেই স্বকর্ম্মে লিপ্ত হইতেন। দিবাবসানে কর্ম্ম সমাপনান্তে সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্মের হিসাব ও জমা খরচ লিখিয়া রাখিতেন। অতঃপর নৈশ আহার করিয়া ঈশ্বরগুণগান ও চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় লইতেন। প্রতিদিনের প্রতিটি কাজ কর্ম্মের হিসাব ও আয় ব্যয় না লিখিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তপর্য্যন্তও তিনি ভগবদ্-ভজনানুকূল কর্ম্মে অতিবাহিত

করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবনের একটি মুহূর্ত্তও তিনি বৃথা ব্যয় করেন নাই।

তিনি অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করিয়াও তাঁহার জ্ঞান-সাগরের অন্ত পাইতাম না। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি সকলের নিকটই কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই বিরাট বিশ্বই ছিল তাঁহার বিদ্যালয়। আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বহু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও আত্মীয়-স্বজন সহ তিনি দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া পারমার্থিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেন।

দেবভূমি এই ভারতবর্ষ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'ই তাঁহার জন্ম। ধন্য এই ভারততীর্থ—ধন্য এই বৈষ্ণব ঠাকুর। এই ভারত-ভূমির প্রায় সমস্ত হিন্দুতীর্থস্থান তাঁহার দীক্ষাগুরু পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের ছত্রধরের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিটি তীর্থ-ক্ষেত্রের ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চশিক্ষা লাভ না করিলেও তিনি শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি তাঁহারই বাসভবনের সম্মুখস্থ মধ্য ইংরাজী —ক্রমে ক্রমে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বহু বৎসর সম্পাদক ছিলেন। শেষ জীবনে সাধন-ভজনের সুবিধার্থে এই গুরুভার তিনি তাঁহার মধ্যম সন্তান শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করেন।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য্যের প্রখর কিরণজালে জীবকুল যেমন বশীভূত হয় তেমনি জীবনের মধ্যাহ্ন গগনের তেজোদীপ্ত গিরিশচন্দ্রের প্রচণ্ড প্রতাপের নিকট আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মাথা নত করিত। বিশাল বৃক্ষে যেমন বহু পশু পক্ষী আশ্রয় লয়, সেরূপ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহুজনই তাঁহার নিকট হইতে সম্পদে বিপদে সাহায্য সহানুভূতি লাভ করিত।

প্রথম জীবনে তিনি খুব ধূমপান করিতেন। দীক্ষার প্রাক্কালে তিনি এই বহুদিনের কু-অভ্যাসটি এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, সে পাপ আর কোন দিনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এমনভাবে কঠোর সংকল্পের সহিত নিয়ম নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন যে তাহা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে বিশ্বাস হইত না। তিনি সর্ব্বদা সঙ্কল্পে হিমাচলের ন্যায় অচল ও অটল থাকিতেন।

যখন তাঁহার শরীর ক্রমে ক্রমে অপটু হইয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার আরাধ্যদেবতার শ্রীচরণে সম্পূর্ণরূপেই আত্মনিবেদন করিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। প্রায় প্রতি বৎসর তিনি তাঁহার বাসভবনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্মৃতি উপলক্ষে বৈষ্ণবগণের সহিত মহোৎসব করিতেন। আর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেন। **তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের প্রধান অংশ তাঁহারই ইষ্টদেবতার মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থল শ্রীনবদ্বীপধামে তেঘরিপাড়ায় ব্যয় করিয়াছেন। এই মহান্ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলীলা সংবরণ করিতে হইবে বুঝিয়া তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট এই অসমাপ্ত সেবা সুসম্পন্ন করিবার জন্য শুভ ইঙ্গিত করিয়া ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণ করিতে করিতে বিগত ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৬৯ সালে পরলোক-গমন করেন।** তাঁহার নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীধামে শ্রীনবধা-ভক্তি-মন্দিররূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

যে-সত্য তিনি বুঝিয়াছিলেন, হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, প্রাণ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সমগ্র জীবন দ্বারা আচরণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যের বিমল আলোকে তিনি চির উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইয়াছেন।

হে পিতামহ! অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজি যেমন দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া যায়, তেমনি আপনার মহান্ চরিত্রের কত যে গুণরাশি আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য রহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার এই হীনবুদ্ধিকে ক্ষমা করিবেন। আর আপনার একান্ত আশীর্ব্বাদের গঙ্গোত্রীধারা শতমুখে আমাদের শিরে উৎসারিত করুন যেন আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক ও অমূল্য মানবজীবন সফল করিতে পারি।

হতভাগ্য পৌত্র—**শ্রীনিমাই চরণ দাস**, এম্. এস্-সি
পূর্ব্বচক (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৬৯ { ৭ম সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম স্নুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৪শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৩ পদ্মনাভ, ৪৭৬ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৯ ; ইং ১৭।৯।১৯৬২ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকর্দ্দমঋষি-কৃতং সেশ্বর-শ্রীশ্রীকপিলদেব-স্তুতিঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্বিংশেঽধ্যায়ে—২৭-৩৪)

শ্রীকর্দ্দম উবাচ,—

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ॥১॥

(মহর্ষি কর্দ্দম সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, মুনি-সিদ্ধেশ্বর, সাংখ্যাচার্য্যগণ-সম্পূজিত ভগবান্ বিষ্ণুকে কপিলরূপে তদালয়ে অবতীর্ণ জানিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণতি-পুরঃসর কহিতে লাগিলেন,—)

শ্রীকর্দ্দম-ঋষি বলিতে লাগিলেন,—অহো ! ইহ সংসারে স্ব-স্ব-

পাপাগ্নিতে অতিশয় দহ্যমান জীবগণের প্রতি দেবতাগণ বহুকাল পরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥১॥

বহুজন্ম-বিপক্কেন সম্যগ্‌যোগ-সমাধিনা।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥২॥
স এব ভগবানদ্য হেলনং ন গণয্য নঃ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ ॥৩॥

বিরক্ত যতিগণ নির্জ্জন-স্থানে বহুজন্মাবধি ভক্তিযোগাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তের ঐকান্তিকতা সুসিদ্ধ করিয়া যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, অদ্য সেই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না করিয়া, আমরা অতি নীচ হইলেও, আমাদের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; হে ভগবন্! ইহা আপনার পক্ষে উচিতই বটে, কারণ আপনি স্বীয় ভক্তগণেরই পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন ॥২-৩॥

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্ত্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ ॥৪॥

হে ভগবন্! আপনি 'তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব' আপনার এই বাক্যের সত্য-সংরক্ষণ এবং জ্ঞান-সাধন সাংখ্য-শাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্যই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি ভক্তদিগের মান-বর্দ্ধনকারী ॥৪॥

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥৫॥

হে ভগবন্! যদিও আপনি প্রাকৃত-রূপরহিত, তথাপি আপনার যে-সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদিরূপ এবং যে যে-রূপ আপনার ভক্তজনের প্রীতিপদ, সে-সমস্ত রূপই আপনার উপযুক্ত ॥৫॥

ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা
সদাভিবাদার্হণ-পাদপীঠম্।
ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য-যশোঽববোধ-
বীর্য্যশ্রিয়াং পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে ॥৬॥

হে দেব! পণ্ডিতগণ অনায়াসে আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভেচ্ছু হইয়া সর্ব্বদা আপনারই আরাধনা করিয়া থাকেন; আপনার পাদপদ্মই অভিবাদন-যোগ্য। ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশঃ, জ্ঞান, বীর্য্য এবং শ্রী—এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ আপনাতে আমি প্রপন্ন হইলাম ॥৬॥

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং
কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং
স্বচ্ছন্দ-শক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥৭॥

হে প্রভো! আপনিই স্বতন্ত্র শক্তিমান্ পরমেশ্বর; প্রধান বা প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতা জীব-পুরুষ,—আপনারই বহিরঙ্গ ও তটাঙ্গ; আপনিই মহত্তত্ত্বস্বরূপ, আপনিই মহাকালরূপী সকলের ক্ষোভক, আপনিই সূত্রতত্ত্ব-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ কবি (অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষিস্বরূপ), আপনিই অহঙ্কারস্বরূপ এবং তৎপ্রতি-পালকরূপে ইন্দ্রাদি লোকপাল; আপনি স্বীয় চিচ্ছক্তি-বলে এই প্রপঞ্চে বহিঃস্থিত হইয়াও অনুপ্রবিষ্টরূপে অবস্থান করিতেছেন; অধুনা কপিলরূপী আপনাতে আমি শরণাপন্ন হইলাম ॥৭॥

আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং
ত্বয়াবতীর্ণ উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎ-পদবীমাস্থিতোঽহং
চরিষ্যে ত্বা হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥৮॥

হে প্রভো! আপনি জগৎ পালক; আপনি আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় আমি দেব, ঋষি ও পিতৃ—এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছি বটে, তথাপি সম্প্রতি আপনার নিকট আমার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে,—আমি তুর্য্যাশ্রমীরপদবী অবলম্বন করত আপনাকে হৃদয়মধ্যে স্মরণ করিতে করিতে বিগত-শোক হইয়া জগতে বিচরণ করিব ॥৮॥

সাত্বত ও অসাত্বত

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ব্যক্তি অনুগ্র, স্নিগ্ধ, রম্য স্বভাবের অস্তিত্ব-সংরক্ষণে ব্যস্ত, কতিপয়ের প্রবৃত্তিমূলে সদসদ্‌ব্যাপারে আগ্রহ, তাহাতে কখনও কখনও উগ্রতা ও রসাল্পতা এবং প্রারম্ভিক চেষ্টা লক্ষিত হয়। আবার কতকগুলির বিরোধকামী অস্তিত্বনাশিনী প্রবৃত্তিমূলে অধিষ্ঠানে ব্যাঘাত করিবার জন্য সঙ্কল্প, অত্যুগ্রতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। **এই তিন শ্রেণীর মানবগণ পুরাকালে সাত্বত, রাজস ও তামস—ত্রিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন।** সাত্বত-সম্প্রদায়ের সহিত রাজস ও তামস বিচারে ভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাঁহারা স্বভাবক্রমে ত্রিবিধস্তরে পরিদৃষ্ট হন। এমন কি, তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি, বাহ্য ক্রিয়াসমূহ ও উদ্দেশ্য পরস্পর ভেদভাবাপন্ন হইয়া তিনটী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে। **সাত্বত-সম্প্রদায় সকল সদ্‌গুণাশ্রয় ভগবদ্‌বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়াই সকল অনুষ্ঠানে যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন,** তামস-সম্প্রদায় বিচার-চাঞ্চল্যে সমন্বয়ের নামে যে একত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে পরস্পর বিবদমান ভাবের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া তামস বিচারকে 'নৈগুণ্য' নামে অভিহিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, সেইসকল ধারণা পরস্পর পৃথক্।

সাত্বত-সমন্বয়, রাজস-সমন্বয় ও তামস-সমন্বয় কেহ কেহ সত্ত্বতনু বিষ্ণুকে, কেহ বা ব্রহ্মাকে, আবার কেহ বা রুদ্রকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রৌত পথের বিভিন্ন বিচারধারা লক্ষ্য করিবার জন্য ঐতিহ্যসমূহের চেষ্টা পরস্পরের মধ্যে বেশ একটুকু পার্থক্য স্থাপন করে। **প্রাপঞ্চিক সৃষ্টির মূলপুরুষ 'ব্রহ্মা' নামে কথিত হন।** তাঁহাকে সর্ব্বলোকের পিতামহ এবং সংসারপ্রবৃত্তির আদিপুরুষ বলা হয়। তাঁহার রাজ্য একটী অণ্ডাকৃতি, তজ্জন্যই জগৎকে **পিতামহের অণ্ড বা 'ব্রহ্মাণ্ড' নামে অভিহিত করা হয়।** যেখানে জড় পরমাণু সাত্বতগণের কেবল-চেতন-বৃত্তিকে আবরণ করিয়া জ্ঞেয়বস্তুর অনুসন্ধানের গতি রোধ করে, তাহাই পরমাণু-সমষ্টিপিণ্ড বলিয়া কথিত হয়। যে আকাশে তাদৃশ পিণ্ড বাধা দেয় না ও কেবল-চেতন প্রকাশ-ধর্ম্মে অনুপাদেয়তা, অপ্রেয় পথের পরিচয় দেয় না, তাহাই-

ব্রহ্মাণ্ডবহির্ভূত **'বৈকুণ্ঠ'** শব্দে উদ্দিষ্ট। আর ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের ধারণার সঙ্কোচে যে 'অভাব' নামক বিচার ও অখণ্ড কালের বিচারের সমন্বয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাই **'মহেশধাম' বা 'কৈলাস'** শব্দে কথিত হয়।

সাত্বতগণের বিচারের প্রতিকূলে যে তামস-সম্প্রদায় রাজস গুণ সংহারে প্রবৃত্ত, সেখানেও সাত্বত-বিচার ন্যূনাধিক বিপর্য্যস্ত হয়। সাত্বত সম্প্রদায় যেকালে আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি সংজ্ঞায় নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য-স্থাপনে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার রাহিত্য কল্পনায় যে বিচার-ধারা উদ্ভূত হয়, তাহাতে রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিপরীত গতি আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। সুতরাং শাস্ত্রসমূহের উদ্দেশ্য সাত্বত, রাজস ও তামস-ভেদে পরস্পর ন্যূনাধিক পার্থক্য স্থাপন করে। সাত্বত, রাজস ও তামস-ধর্ম্মত্রয় স্ব স্ব ধারণার অনুকূলে যে সকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেককে বিভিন্ন স্তরে দৃষ্ট হওয়ায় তাহাতে সমতা-প্রয়াসী তামস-স্বভাবে নির্ব্বিশেষ-বাদের প্রবর্ত্তন। সাত্বত ও তামস উভয়ের পরস্পর বিবদমান ভাব-সমূহের সমাধানকল্পে প্রবৃত্তির আশ্রয়ে রাজস-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; তাহাতেও রাজসিক সমন্বয় বদ্ধ ও মুক্ত জীবের বিচারপ্রণালীকে পুনরায় প্রপঞ্চোন্মুখী করে। সমন্বয়বাদ সাত্বত, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ আকারে পরিণত হওয়ায় তামসপ্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্য, রাজসিকের চেষ্টায় কতকটা সমাদর লাভ করিলেও **সাত্বত-সম্প্রদায় অসাত্বতগণের বিচারধারা অনুমোদন করেন না।** কালে কালে কখনও বা রাজস প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তামস-সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, কখনও বা তামস-সম্প্রদায় প্রবল হইয়া রাজস-সম্প্রদায়কে বাধা দেয়। পার্থিব ঐতিহ্য ইহার বহুল প্রমাণ তাহাদিগের ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

সাত্বত-সম্প্রদায়ের সহিত মতভেদ করিয়া রাজসপ্রবৃত্তি তপস্যাবলে একদিন ভারতে যে নির্ব্বাণের তরঙ্গমালা উঠাইয়াছিল, তাহাতে গৌতম-শাক্য মুনি, মহাবীর, নেমী, ঋষভাদির অধস্তনগণের বঞ্চনপ্রবৃত্তিমূলে শান্তির ধারণাবিষয়িনী গবেষণা ভারতের খণ্ডকাল-ধর্ম্মে নানা উল্কাপাতের আয়োজন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই যে, আজীবক-সম্প্রদায় নারায়ণের উপাসকসূত্রে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা-স্থাপনে চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছে।

সূর্য্য-চন্দ্রবংশে ধারাপালক-সম্প্রদায়ের মধ্যে নারায়ণোপাধি, (নৃসিংহোপাধি), ঠক্কুরোপাধি, রায়োপাধি, কর্ব্বুরোপাধি, সেনাপতি-উপাধি, হাঞরা-(হাজরা) উপাধি প্রভৃতি নানা উপাধি-বিশিষ্ট বিভিন্ন জাতির কথা আজও প্রাচীন সাত্বত-হংস-সম্প্রদায়ের ন্যূনাধিক প্রতিকূলে অবস্থান করে।

সাত্বত-সমাজের সহিত রাজস-তামস-সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষক্রমে বিদ্ধবৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর—পঞ্চোপাসন এবং পঞ্চোপাসকগণ নিজ নিজ বিচার সংরক্ষণ করিয়া সাত্বত-সম্প্রদায়ের মিশ্রভাব প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং সাত্বত-সম্প্রদায়ের বিদ্ধত্ব অপর চারিপ্রকার সম্প্রদায়ের বিদ্ধত্ব-পর্য্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। এই তামস অপকৃষ্ট ধারণা হইতে পৃথক্ পর্য্যায়ে গণিত হইবার জন্য সাত্বত বাসুদেব-নারায়ণোপাসক ঐকান্তিক সম্প্রদায় স্বীয় স্বতন্ত্রতা-সংরক্ষণে যে প্রয়াস করেন, তাহারই **ক্ষীণপ্রভা আদি সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীপাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বভাস্করাচার্য্য ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উজ্জ্বলিত করিয়াছেন।**

ক্ষিতিপাবন চৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় বৌদ্ধ-বিচার-সম্পুষ্ট প্রচ্ছন্ন প্রকৃতিবাদীর সহিত সামঞ্জস্য সাধনে ব্যস্ত না হইয়া তাদৃশ পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের সহিত মতবৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তামস বিচার যে সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাতে রাজস ও বিদ্ধ-সাত্বত-সম্প্রদায় পর্য্যবসিত হওয়ায় ঐকান্তিক শুদ্ধ সাত্বতগণের বিচারের সহিত ঐক্য মত স্থাপিত হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে শুদ্ধ সাত্বতধর্ম্ম বিকার লাভ করিয়া নানাপ্রকার বৈকারিক রাজস ধর্ম্ম উদিত এবং তামস প্রভাবে বহুভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। ঐকান্তিক শুদ্ধ সাত্বতগণ পঞ্চোপাসক বর্ণাশ্রম-পালনপর অদৈব সমাজের সহিত কোন সন্ধি স্থাপিত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। **সাত্বত আচার্য্য-চতুষ্টয়** বলেন—প্রাপঞ্চিক বিচারে আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় সমন্বয়তার নামে যে "গোলে হরিবোল দেওয়া" বিচার-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে মুড়ি-মিছরির, বিষ্ঠা-চন্দনের সামঞ্জস্য যে সুফল প্রসব করিবে, ইহা প্রাকৃত বিচার মাত্র। অপ্রাকৃত বিচারে হেয়ত্বের আদর্শ কল্পিত না হওয়ায় রাজস-তামস-সমন্বয়বাদীর জুগুপ্সা রতির বিষয়-সমূহকে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত করিবার ঔদার্য্য কখনই শুদ্ধ সাত্বত বা বাস্তবসত্যের প্রচারকগণ স্বীকার করেন না।

যেখানে 'নির্ব্বিশিষ্ট আধার চরম কল্যাণ স্থাপন করিতে পারে'—এই

সিদ্ধান্তভ্রান্ত মনীষিগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিরূপণ করিতে ব্যস্ত, সেখানে বাস্তব সত্যের সুষ্ঠু ধারণা করিবার সহিষ্ণুতার অভাব মাত্র। তার্কিক-সম্প্রদায় অনুমানমুখে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য বলেন যে, সাত্বতধর্ম্ম নাস্তিকপূর্ণ বৌদ্ধ-বিচার হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেকালে শাক্যসিংহ পরমোন্নত নৈতিক চরিত্রে অবস্থিত হইয়া নারায়ণ-উপাসনামুখে তপস্যার আবাহন করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তনগণ সেই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধানুগত 'বৌদ্ধ' বলিয়া সংজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক নিত্যসত্য বিষ্ণুর সেবা হইতে বঞ্চিত হন। সুতরাং **বৌদ্ধগণ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অনুগত বিবেচনা না করায় তাহারা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে ভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত।**

বর্ত্তমানকালে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যূনাধিক অনুসরণকল্পে যেরূপ ত্রয়োদশ প্রকার উপসম্প্রদায় বা অপসম্প্রদায় আপনাদিগকে গৌড়ীয় গৌরভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্য পরিহার করিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহাদের প্রাকৃত সহজ বিচারের দ্বারা পরতত্ত্ব না জানিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদির প্রাকৃতবস্তু-পরিণতি জানেন, তাহাতে শুদ্ধ সাত্বত একায়ন হংসাধস্তনগণের গৌড়াভিমান বিপর্য্যস্ত হয় মাত্র। শাক্যসিংহ ও তাঁহার পূর্ব্বগুরুবর্গের নারায়ণ উপাসনায় যে তপস্যা বিহিত ছিল, সেইগুলির বাস্তব দর্শনাভাবে বৌদ্ধনামধারী অধস্তনগণের মধ্যে একায়ন-পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মহায়ন ও হীনায়ন পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতেই বর্ত্তমানকালের প্রাকৃত-সহজিয়াগণের চিন্তাস্রোতের আকর নিহিত আছে। **বর্ত্তমান কালের প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় সাহিত্যিক ও শুদ্ধ সাত্বত-সম্প্রদায়ের সহিত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের সহিত যে মতভেদ উপস্থাপিত করেন, উহা প্রকৃতির অতীত জ্ঞানের দর্শনে অণুতামাত্র।** যাঁহারা বৈকুণ্ঠ দর্শনে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের বৌদ্ধবিচার বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিচার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শুদ্ধ সাত্বত-সম্প্রদায় ইহকালে ও জীবিতোত্তরকালে কোনদিনই ভগবদ্‌বিষ্ণুর সেবা পরিত্যাগ করেন না। প্রকৃতিমূঢ়-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর কোনপ্রকার সন্ধান না রাখায় তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণই আরাধ্য সাধনপথরূপে স্থিরীকৃত হয়।

মাৎস্য, কৌর্ম্ম্য, বারাহী, নারসিংহ, বামনীয়, রামাৎ, কার্ষ্ণ্য প্রভৃতি

বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকাশবিশেষের উপাসক বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। কিন্তু দশপ্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অপ্রাকৃত বস্তুর অবতারগণের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের অন্যতম বৌদ্ধগণ কোন্ হেতুমূলে বৈষ্ণবসমাজ হইতে আত্মপার্থক্য স্থাপন করেন, বুঝা যায় না। সমঞ্জসবাদিগণের বিচারে তাঁহারা দশপ্রকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই অন্যতম। যেখানে নীতিরহিত কাম-ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের তাণ্ডব বিরাজমান, সেখানে সাত্বতধর্ম্ম বিপন্ন। সেখানে শ্রৌতপন্থার পরিবর্ত্তে তর্কপন্থা প্রবলা। বৌদ্ধবিচার ভগবদ্‌বিষ্ণু হইতে অর্থাৎ বিষ্ণুর নিঃশঙ্কিক শ্রুতিসমূহ হইতে পার্থক্য কামনা করায় তাঁহারা সাত্বতশ্রেণী হইতে চ্যুত হইয়াছেন। **বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক-গণ ভগবদ্‌বিশ্বাস-রহিত এবং কেবল নীতিমূলা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের বাস্তবসত্যে আদর নাই।** বৈকুণ্ঠ-ভগবদ্ভাব-রহিত মায়িক বিচারে তাহারা আস্থাসম্পন্ন।

আধুনিক নজরতবাদী খৃষ্টানুগত সম্প্রদায় শুদ্ধ সাত্বত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমাকেও জাগতিক অবর ভূমিকার কামের সহিত সমজ্ঞানে ন্যূনাধিক বৌদ্ধ-জৈনানুগত সম্প্রদায়ের বিচার পোষণ করায় তাহাদিগকেও আদর করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইতেছি।

প্রাপঞ্চিকী নীতি প্রপঞ্চের জন্য অবস্থিত। প্রপঞ্চ কিছু বৈকুণ্ঠ নয়, কিন্তু আধুনিক খৃষ্টানগণ সত্য-প্রতীতি-বিপর্য্যয়ে যে শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মকে জাগতিক কামদুষ্ট বলিয়া অনাদর করেন, উহাতে তাঁহাদের অধিক বুদ্ধিমত্তা আমরা লক্ষ্য করি না। জাগতিক কামের পরিচয়ে যে-সকল বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য খৃষ্টানদিগের চক্ষে পতিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া মেকনিকল, কেনেডি প্রমুখ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ শুদ্ধ-সাত্বত-ধর্ম্মে কামের অবকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন; তাহা তাঁহাদের ক্ষিপ্রতা জন্য শুদ্ধ দর্শনাভাব বলিতে হইবে। তাঁহারা এবং ম্যাডাম ব্ল্যাভেস্কি-প্রবর্ত্তিত তথা মৌলবী রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুসরণকারিগণ যে শুদ্ধ-সাত্বত ধর্ম্মের ধারণাদর্শ করিয়া নিজ নিজ প্রাপঞ্চিক অবরতায় সাত্বতধর্ম্মে দোষারোপ করেন, আমাদের ক্ষীণ আশা একদিন তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদিত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহারাও স্ব-স্ব বিচার-বিভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক সত্যের পথে নিরপেক্ষ হইয়া চলিবার কালে শুদ্ধ-সাত্বতাকাশে গতিশীল বিমানে আরোহণ করিবেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

মায়াবাদী কাহাকে বলি ?

যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে বাসনা করেন, তিনি যেন মায়াবাদী না হন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব চিদানন্দ॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ, যাতে মহা-বহির্ম্মুখে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ অধ্যায়)

যিনি মায়াবাদী তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে—, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা মায়িক। 'মায়িক' শব্দের অর্থ এই যে, মায়া-মিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। **মায়াবাদীর মতে শুদ্ধতত্ত্ব নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ**। কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন। শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য। রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি জড়োদিত। রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন। রাম-কৃষ্ণাদির বিলাস জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্ম-দোষে বা গুণে জড়শরীর পাইতে বাধ্য হন; কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়া-আশ্রয় হইতেই হয়। যে-পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য

এইমাত্র জপ করিবেন। আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে তখন প্রয়োজন হয় না।

মায়াবাদী সুতরাং রামকৃষ্ণ-স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। **এইজন্যই মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।** মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণ-নাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়। তাহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত।

বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম কি, তাহা কথিত হইতেছে :—**কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ—তিনই এক তত্ত্ব, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তিনই জড়াতীত ও মায়াতীত, অতি শুদ্ধতত্ত্ব।** কৃষ্ণ-বিগ্রহের কান্তি বিস্তৃত হইয়া মায়াবাদীর অনুসন্ধেয় ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের নির্ব্বিশেষ নামান্তর ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য। কৃষ্ণ-স্বরূপের এক অংশ পরমাত্মা। অতএব মায়াবাদীর দোষ এই যে, তিনি শুদ্ধতত্ত্ব যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তাহা জানেন না। বদ্ধজীবের দেহ ও জীবরূপ দেহী পৃথক্। বদ্ধজীবের নাম ও সিদ্ধনাম যে কৃষ্ণদাস, তাহা পৃথক্ ; যেহেতু বদ্ধজীবে একটী সিদ্ধতত্ত্ব ও একটী মায়িকতত্ত্ব মিশ্রিত আছে। কৃষ্ণে সেরূপ নাই, কৃষ্ণে সেরূপ থাকারও প্রয়োজন নাই। **কৃষ্ণ চিচ্ছক্তিদ্বারা স্বীয় অতীন্দ্রিয় নাম, রূপ ও বিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়াছেন।** তাঁহাকে কর্ম্মবশ জীবের ন্যায় মায়াশক্তি অর্থাৎ জড়মায়ার আশ্রয় লইতে হয় না। তিনি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা সমস্ত লীলা করিয়াছেন। সেইসব লীলা তাঁহার কৃপানুগত যোগমায়াকৃত জড়জগতে প্রকট হইয়াছে। তাহা কেবল কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচয়। নির্ব্বোধ জীব আপনার ন্যায় কৃষ্ণকে হীনবল বুঝিয়া তাহাতে জড়শক্তির ক্রিয়া আরোপ করে এবং শক্তিতত্ত্বের অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত মায়াশক্তি ব্যতীত তিনি জড়জগতে প্রকট হইতে পারেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া মায়াবাদী হয়।

বস্তুতঃ **কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণদেহ ও কৃষ্ণবিলাস নিত্য স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব।** কোন জড়ীয় সূর্য্য, চন্দ্র বা তারকা বা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদিদ্বারা তিনি প্রকাশ হন না। মানবের প্রাকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণ-রূপ দেখিতে পায় না ও প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা যাহা দেখে ও উচ্চারণ করে, সমস্তই জড়তত্ত্ব। ভক্তি একটী অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। জীবের চিদ্বিভাগে তাঁহার অধিষ্ঠান। যখন ভক্তি বলবতী হইয়া জীবের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও

জিহ্বাকে স্বীয় শক্তিতে ভাবিত করেন, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয়ে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হইয়া চিন্ময় ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে। তখনই যে-কৃষ্ণবিগ্রহ দর্শন ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ হয়, তাহা প্রকৃত রূপ ও নাম হইয়া থাকে। মায়াবাদী শুদ্ধভক্তি-বিহীন, কেবল পার্থিব জ্ঞানের চালনায় ব্রহ্মাদি তত্ত্ব ব্যতিরেক পথে অনুশীলন করেন। সুতরাং অন্বয়পথলব্ধ ভক্তির কোন ক্রিয়া তাঁহাতে সম্ভব হয় না। অতএব মায়াবাদী নিরন্তর কৃষ্ণবহির্মুখ ও কৃষ্ণাপরাধী।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। **তাঁহার কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়।** কেননা, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধ সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়। তাহা কেবল সাত্ত্বিক ভাবাভাস, প্রতিবিম্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ। ইহার উদাহরণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে, যথা—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ দিক্ষতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥ (ভঃ রঃ সি ২।৩।৪৯)

বারাণসী নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। তাঁহারাই যে কেবল মায়াবাদী এরূপ নয়, **তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থসকলও মায়াবাদী।** যিনি মায়াবাদ-মত স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই মায়াবাদী। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল-দরবেশের মত—মায়াবাদ।

নামাভাস-দোষযুক্ত অনেকেই মায়াবাদী। তন্মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদী, তাঁহারা অপরাধী। যাঁহারা কোন 'বাদ' জানেন না, অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ না করিয়াও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ছায়া-নামাভাসী। ছায়া-নামাভাসী কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু নির্ম্মায়িক ভগবদ্ভাব যে-পর্য্যন্ত না পাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত 'শুদ্ধবৈষ্ণব'-পদবী লাভ করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব। কনিষ্ঠ-অধিকারিগণ ছায়া-নামাভাসী। তাঁহারাও সাধুসঙ্গক্রমে মধ্যম-অধিকারী শীঘ্রই হইয়া থাকেন।

মায়াবাদী প্রতিবিম্ব-নামাভাসী; অতএব অপরাধী। ইঁহাদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। যতই সাত্ত্বিকভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না।

মায়াতীত চিচ্ছক্তিসম্পন্ন ভগবৎস্বরূপ বিগ্রহ ও নামকে এক অখণ্ড তত্ত্ব জানিয়া এবং তদ্রূপ তত্ত্বে বিশ্বাসী বৈষ্ণবকে ভ্রাতৃস্নেহপূর্ব্বক যিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার শ্রদ্ধার নাম—**শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা**। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তিনি মায়াবাদ-দূষিত না হইলেও 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব'-পদবী লাভ করিতে পারেন না। **মায়াবাদ-মত যাঁহার আছে, তিনি অবৈষ্ণব। মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়।** শুদ্ধবৈষ্ণবের যদি কৃষ্ণনামে একটু চক্ষু আর্দ্র হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়।

আজকাল এসম্বন্ধে অনেক ভেল চলিতেছে বলিয়া আমরা এই বিষয়টী এত স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। পরের চর্চ্চা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নয়, অতএব আমরা পরচর্চ্চা করিতেছি না। কেবল শুদ্ধবৈষ্ণবদিগকে স্বীয় পদে দৃঢ় রাখিবার জন্য এই কয়টীর এতদূর আলোচনা করিলাম।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিজন গ্রাম*

১

সুমধুর ধ্বনি কিবা পশিলা শ্রবণে!
শুনিয়া সে গ্রাম নাম * আজি, আহা! মনে
আনন্দলহরি প্রবাহিলা মন্দগতি,
উত্তপ্তবালুকোপরি যেন স্রোতঃস্বতী
মলয় পবন বহে। সুখ-পুরি, হায়!
শুনিয়া তোমার নাম অন্তর জুড়ায়!
কতদিন পরে শুনি সে স্থানের নাম,
যথায় এ ক্ষুদ্র জীব আসি এই ধাম
প্রবেশিলা কলেবরে—মম আঁখিদ্বয়
জগতের চক্ষুসহ করিলা প্রণয়
অগ্রে। হায়! অকস্মাৎ-শুনিয়া সে স্বর
মধুমাখা শিহরিলা আমার অন্তর!!

---

*নবদ্বীপ জেলার অন্তর্গত উলানামক গ্রাম।

২

কহ, ওগো, সরস্বতি, কিরূপে এ দেশ
হারাইলা, সুখ সব? অসুখ অশেষ
এবে বিস্তারিয়া পক্ষ অতি ভয়ঙ্কর,
কি কারণে আচ্ছাদিলা সুখ-দিনকর?
দুঃখের কাহিনী সব করহ বর্ণন,
কাঁদুক শুনিয়া যত বঙ্গবাসীগণ।
তুমি বিনা কেবা পারে করিতে স্মরণ
অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব,—পূর্ব্ব বিবরণ,
ভ্রমে যাহা স্মৃতি-রূপা, যেন অনাথিনী
ভ্রমিতেছে দেশ ছাড়ি, সদা বিদেশিনী
হারাইয়া নিজবাস? এই ত্রিভুবনে
তুমি বিনা জানে কেবা, পূর্ব্বে কি কারণে
মনোহর নদী-কুলে রাখে সদাগর (†)
পরিমাণ শিলাখণ্ড—সুন্দর প্রস্তর!
শোভিতে বট বিটপী? সিন্দূরে মণ্ডিয়া
আহা! কি সুন্দর শোভা! রাখিলা লইয়া
তাহা বেদির উপরে জনপদবাসি-
গণ, পূজিতে দেবীরে (‡) বর-অভিলাষী।

৩

কত দিন পরে আজ দেখিলাম মুখ
তব, শোকের তিমিরে ঢাকা, দেখে দুখ-
নদী উছলী বহিলা, যুগল নয়ন
দ্বারে, বক্ষভাসি, ভূমে, হইলা পতন।
দেখি তব দুরবস্থা হইলা পতন।
দেখি তব দুরবস্থা হইল জাগ্রত
আমার অন্তরে পুনঃ বাল্য ভাব যত,

† । শ্রীমন্ত সদাগর। ‡। উলাচণ্ডী। *।

যাহা অন্তরেতে গাঁথা ছিল এত দিন
প্রবাল শৃঙ্খল যেন আলোক বিহীন,
অগাধ-সলিল পূর্ব্ব সাগর ভিতরে
লুক্কায়িত থাকে সদা। এত দিন পরে
দেখিয়া, জননী, পুন, মলিন বদন
তব, ভাব সমুদয় উদিলা এখন
যেন চিত্রপট এক, মানস-আধারে ;
শোকানন্দ মিলিলেক মনে একেবারে ॥

৪

মনে পড়ে জননী গো ! সে স্থান তোমার
সায়ংকালে যথা বলি সে পাঠানে (*) সার
কথা জিজ্ঞাসিনু বাল্যে ! জিজ্ঞাসিনু তারে
পার যদি বল কেবা কর্ত্তা এ সংসারে ?
অম্লান বদনে সেই কহিল তখন—
একমাত্র খোদা সার নহে অন্য জন
এ জগতে। সেই খোদা দেখি অন্ধকার
জলময়, নিজ দেহ হৈতে তবে তাঁর
সংগ্রহ করিয়া মলা, সলিলে ফেলিল।
অসীম হইয়া মলা বাড়িয়া উঠিল
রুটি প্রায়। খোদা তাহা দ্বিভাগ করিল ॥
একত হইল পৃথ্বী আর স্বর্গ লোক।
সূর্য্য নিরমিল দিতে জগতে আলোক
পশু পক্ষী নর আদি করিয়া সৃজন,
স্বর্গে রহিলেন খোদা অপূর্ব্ব দর্শন
জগৎ পতি। এই কথা শুনিয়া আমার,
বাল-বুদ্ধি নিবন্ধন হইল বিচার।

*গোলাম খাঁ।

কেমনে পাঠান এ পাইল এত জ্ঞান ?
অবশ্য ঈশ্বর কৃপা তাহার নিদান।
কিছুদিনে তারে জিজ্ঞাসিনু আরবার
বল দেখি নির্ম্মল কে জল অন্ধকার ?
সে কথায় সে পাঠান সুন্দর উত্তর
দিতে না পারিল, শ্রদ্ধা হইল অন্তর ॥

৫

মানস নয়ন মম, দেখে অবিকল,
আহা !—শৈশব সময়ে, যে সুখ সকল
করিয়াছি ভোগ আমি। সুখ-অভিলাষী
ওগো জননি আমার যবে, মৃদু ভাষী
সহোদরগণ মম,—এখন কোথায়,
হায় রহিলে সকলে ? ডাকিত আমায়
খেলা করিবার তরে। কত ব্যস্ত হয়ে
আমি যাইতাম তবে, ভাইগণে লয়ে,
খেলিতে উদ্যান মাঝে. যখন জননী
মম ডাকিতেন সবে, দেখি দিনমণি
প্রখর মস্তকোপরে, করিতে ভোজন,
কত ব্যস্ত করিতাম গৃহে আগমন।
কিছু দিন পরে তার, গুরুর (*) নিকটে
শিখিতে যাইয়া পাঠ, পড়িয়া সঙ্কটে,
ভাবিতাম সেইকালে কতকাল পর
উদ্ধার হইব আমি বিপদ সাগর।
এবে সে বিপদ জাল কত মিষ্ট হায় !
সংসারে পড়িয়া ভাবি, অনাথের প্রায়

---

*। কার্ত্তিক সরকার ও যদু সরকার।
†। শিবসুন্দরী নাম্নী পরিচারিকা।

৬

মনে পড়ে জননি! সে গোপ-মহিলাকে (†)
শিশুকালে মাতৃস্নেহে যে পালে আমাকে
নূতন মানুষ আখ্যা দিলা মাতামহ (‡)
যারে। ছাড়ি কন্যা গৃহ সুখ সহ,
হৈল আমাদের ধাত্রী! সকল ভুলিব,
অকৃত্রিম স্নেহ তার ভুলিতে নারিব।
আলস্যে জননী যবে উদাসীন ছিল
শিশু প্রতি। স্বীয় স্তন্য দিয়া সে পালিল
মদাগ্রজে মদনুজে আর মোরে লয়ে
বেড়াইত ধাত্রী মম ফুল্লমনা হয়ে
অহরহ। অন্য ধাত্রী করে দিয়া ভার।
কখন নিশ্চিন্ত মন না হতো তাহার।
নিজের আহার নিদ্রা অতি তুচ্ছ করি,
থাকিত সতত সেই মোরে অঙ্কে ধরি।
আহা! সে জননী প্রায়া সুধাত্রী আমার
এখন থাকিলে সেবা করিতাম তার।
হায়! যবে শক্তি হীন ছিল এই জন।
তখন তাহার দেহ হইল পতন!! (ক্রমশঃ)

† । শিবসুন্দরী নাম্নী পরিচারিকা।
‡ । পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী।

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গীতিকাব্যখানি বাং সন ১২৭০, ইং ১৮৬৩ সালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম রচনা করেন।—প্রকাশক

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫)

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-কর্তৃত্ব, গুণাবতার-কর্তৃত্ব, পুরুষাবতার-কর্তৃত্ব এবং মহাবক্তা ও শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্যরূপ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা স্থাপন করা হইতেছে। দেবকী-দেবীর গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণস্তবে দেবগণ বলিতেছেন—

লীলাবতার-কর্তৃত্ব—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ (ভাঃ ১০।২।৪০)

হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম, বামনাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবনসহ আমাদিগকে পালন করিয়া থাকেন এবং পৃথিবীর ভার হরণ করেন। বর্ত্তমানেও তজ্জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন। আপনাকে আমরা নমস্কার করি।

ব্রহ্মা বলিতেছেন—

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তে জনস্য।
জন্মাসতাং দুর্দ্দম-নিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২০)

হে বিধাতঃ, হে প্রভো, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইলেও সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবল দুরাত্মগণের গর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্য হইয়া থাকে।

গর্গঋষি নামকরণকালে মহারাজ নন্দকে বলিয়াছিলেন—

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে (ভাঃ ১০।৮।১৫)। আপনার পুত্রের গুণকর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে।

কুবেরপুত্র নলকূবর শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিতেছেন—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ (ভাঃ ১০।১০।৩৪)

প্রাকৃত শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্য-কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী প্রাণীর মধ্যে সেই সকল অনুপম গুণযুক্ত বীর্য্যদর্শনে লোকসকল তাহাদের মধ্যে যে প্রাকৃত শরীররহিত মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুমান করেন, আপনিই সেই সর্ব্বকল্যাণদাতা মহাপুরুষ সম্প্রতি জীবের সম্পদ ও মোক্ষপ্রদানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন।

নগ্নজিৎ মহারাজ বলিয়াছেন—

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্ত্তি
শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।
লীলাতনুঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ
কালেঽদধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ॥ (ভাঃ ১০।৫৮।৩৭)

লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর লোকপালগণের সহিত যাঁহার শ্রীচরণরেণু মস্তকে ধারণ করেন এবং যিনি স্বীয়কৃত জগৎসেতু অর্থাৎ ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথাকালে লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি কিসে পরিতুষ্ট হইবেন?

শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।৪৬)

সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, যিনি সর্ব্বভূতের সংসার মোচনের জন্য কমনীয় কলাবতারসকল প্রকট করেন। এই শ্লোকের স্বামী-টীকা—নম ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়া নারায়ণং স্তৌতি। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যুক্তেরিত্যেষা। অতএব তচ্ছ্রবণানন্তরং তস্মাদেব নমস্কারাৎ শ্রুতিস্তু তাবপি শ্রীকৃষ্ণ এব স্তুত্যা ইত্যায়াতম্। তথৈব শ্রুতিভিরপি নিভৃত-মরুন্মনোজ্ঞেত্যাদিপদ্যে নিজারিমোক্ষপ্রদত্বাদ্যসাধারণলিঙ্গেন স এব ব্যঞ্জিতঃ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই অবতাররূপে নারায়ণকে স্তব করিয়াছেন। কারণ "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোকে নিখিলাবতার পুরুষের অংশ ও কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা হইতে প্রতীত হইতেছে যে, নারদ নারায়ণের নিকট হইতে শ্রুতিস্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন বলিয়া এখানেও শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার-কর্ত্তৃত্ব—

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্ত-চেতসা
পৃষ্ঠো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।

গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো
জগাদ সপ্রেম-মনোহরস্মিতঃ (ভাঃ ১১।২৯।৭)

জগৎ যাঁহার ক্রীড়নক, যিনি নিজ শক্তি অর্থাৎ অংশাবেশ ও বিভূতি দ্বারা বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা—এই মূর্ত্তিত্রয় প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তচিত্ত উদ্ধব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির সহিত মনোহর হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব—

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্ব-সুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ॥ (১।৯।৩২)

শ্রীভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—বিবিধ ধর্ম্মাদিদ্বারা মনোধারণরূপা বিষয়-রাগরহিতা মতি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সাত্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলাম। ইনি সর্ব্বদা স্বরূপভূত পরমানন্দে পূর্ণ হইয়াও কদাচিৎ ক্রীড়া-নিমিত্ত প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। তখন প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-পরম্পরা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লোকোক্ত 'বিভূম্নি'-শব্দার্থ—বিগত হইয়াছে ভূমা যাহা হইতে অর্থাৎ যাহা হইতে অন্য কেহ মহৎ নাই। তিনি প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষাবতার-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রকৃতিমুপেয়ুষি অর্থাৎ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। এই কথা দ্বারা পুরুষাবতারত্রয়ের আবির্ভাব-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, ইহা জানা গেল।

ভব-ভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥
(ভাঃ ১১।২৯।৪৯)

নিখিল বেদাবির্ভাব-কর্ত্তা ভগবান্, ভ্রমরের কুসুম হইতে মধু সংগ্রহের ন্যায় সংসার-নিবৃত্তির উপায়রূপ নিখিল বেদের সার জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ ভগবদ্-ভক্তিসুধা উদ্ধার করিয়া নিবৃত্তিমার্গে বর্ত্তমান ভক্তগণকে পান করাইয়াছিলেন এবং সমুদ্রমন্থনদ্বারা সুধা উদ্ধার করত দেবগণকে পান করাইয়াছিলেন, সেই আদ্যপুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞ ভগবানকে নমস্কার।

যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াৎ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতাঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৫।৩১)

দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—যাঁহার অংশ পুরুষ, পুরুষের অংশ মায়া, মায়ার অংশ ত্রিগুণ, সেই ত্রিগুণের ভাগে পরমাণুমাত্র লেশদ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে; সেই তোমার শরণ লইলাম। এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে 'সর্ব্বাংশী' বলা হইল।

'নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনাং' (ভাঃ ১০।১৪।১৪) এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে অধীশ! আপনিই নারায়ণ। আপনি সর্ব্বদেহীর আত্মা (তৃতীয় পুরুষ), অখিল-লোকসাক্ষী (২য় পুরুষ) এবং নরসম্ভূত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জল তাহার আশ্রয় (১ম পুরুষ), কিন্তু এই প্রথম পুরুষ মূল-নারায়ণ নহেন, ইনি আপনার অংশ, আপনি অংশী। সেই রূপ মায়িক নহে।

অঘাসুরের মুক্তি-প্রদানে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন অবতার বা অবতারী কর্ত্তৃক অঘাসুরের মত লোকের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। অতঃপর অন্য মহিমাদর্শনের বাসনায় গোবৎস ও সখাগণকে অপহরণ করিয়া মায়াশয়নে শায়িত রাখেন এবং মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের কারণ—অঘাসুরের মত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রবেশ করিল, ইহা সমস্ত দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই মহিমায় চমকিত হইয়া অন্য মহিমা-দর্শন-বাসনায় বিবেকশূন্য হইয়া নিখিল মায়াধীরও পরমারাধ্য নিজ প্রভুর প্রতি মায়া বিস্তার করত সখা ও বৎসগণকে হরণ করেন। ভক্তবৎসল গোবিন্দ নিজ দাসের দৌরাত্ম্য খণ্ডন করিয়া অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন। সেই ঐশ্বর্য্য এই,—সমস্ত বৎসপালক পীত-কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া চতুর্ভুজ ঘনশ্যাম মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৃথক পৃথকভাবে অজাদি শক্তি, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, মহদাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, তৎসমুদয়দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মাদি, তাহাদের সহকারী কাল, স্বভাব, প্রকৃতি, জীব এবং স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের দ্বারা উপাসিত হইতেছেন। এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তদীয় বৎসপালরূপে অংশে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে আপনা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিকে দেখাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তির আবিষ্কার অনুভব করিয়াছেন। অন্যবিধ কোটি কোটি রূপ যখন ব্রহ্মা দর্শন করিতেছিলেন, তখনও তাহাদিগ হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিলেন। শ্রীস্বামিপাদের অভিপ্রায় বিচার করিলে বুঝা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি পরমাশ্রয়রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ (ভাঃ ২।১০।১-২)

অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশ লক্ষণে ভাগবতের প্রাধান্য। তন্মধ্যে 'আশ্রয়' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ—ইহা

দশমে দশমং তত্ত্বং আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥ (ভাঃ ১০।১।১)

শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ জানাইতেছেন, দশম স্কন্দে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। আমি সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম জগদ্ধামকে নমস্কার করি। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব। সুতরাং পুরুষাবতার, তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, জড় জগৎ সকলই শ্রীকৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। অতএব তিনি সর্ব্বথা নিরপেক্ষ-সত্তাক মুখ্য আশ্রয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বৈরাগী বনাম ভক্ত

কথায় আছে,—,জাত হারিয়ে বোষ্টম্ হয়'। এই নিন্দার্হ বচন যাহাদের ভাগ্যে মিলিয়াছে তাহার অনুধাবন-উপাদানের উপর এই প্রবন্ধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

'বোষ্টম্'—বৈষ্ণব-শব্দের অপভ্রংশ। আজকাল বৈষ্ণব এক পৃথক্ জাতি। হিন্দুশাস্ত্রোল্লিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চারি বর্ণের কেহ কেহ স্বীয় বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হন। চারি বর্ণের গোত্র

চ্যুত ; কিন্তু বৈষ্ণব অচ্যুত-গোত্রজ। অজ্ঞ সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা, 'বৈষ্ণব' একটি নিকৃষ্ট জাতি—চারিবর্ণের বহির্ভূত অপসম্প্রদায়। এবং তাহাদের তথাকথিত কদর্য্য আচার-ব্যবহার অধুনাতক সুসভ্য শিক্ষিত সমাজের নিকট অতীব হেয় ও নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু বর্ত্তমানে চারি বর্ণান্তর্গত জীব সকলেই কি শুদ্ধ আচরণে প্রতিষ্ঠিত ?—চিন্তা করিলে ঘৃণায় মাথা-হেট করিতে হয়। তবে ভোটের যুগে সংখ্যা-গরিষ্ঠেরই জয় জয়কার !

আমাদের দেশে জাতি-'বোষ্টম্' সম্প্রদায়ের বহুল প্রচলন আছে। উহাদের পূর্ব্বপুরুষ হয়ত কেহ কোন সময়ে প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন ; কিন্তু আজ কালক্রমে তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ বিদ্ধ-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-ব্রুবে পরিণত হইয়াছেন। বংশ-পরম্পরায় জাতি-বৈষ্ণব 'বৈরাগী' উপাধি লাভ করিয়া সংসারে সুপরিচিত আছেন। ব্যবহারিক জগতে ঈদৃশী জনশ্রুতি আছে যে,—কোন ধনী বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের লোকান্তরকালে এই বৈরাগী-বৃন্দ হরিধ্বনি, বাদ্যযন্ত্রসহকারে স্বল্পার্থের বিনিময়ে ত্যক্তদেহীকে স্বর্গদ্বার অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তজ্জন্য মুষ্টিমেয় সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের সমাদর করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদিগকে বিষ-নজরে দেখেন। মঠ বা আখ্‌ড়াধারী বৈরাগী হউন বা গৃহস্থ 'অধিকারী-বৈষ্ণব'ই হউন, তথাকথিত নব্য-ভদ্র সমাজের কঠোর সমালোচনার হাত হইতে কেহ রেহাই পান না।

প্রাকৃত-সহজিয়া-ভাবাপন্ন বৈরাগীগণ পরপুরুষ ও পরস্ত্রীর প্রকাশ্য মিলনকে অধর্ম্মের চক্ষে দেখেন না। অধিকন্তু নির্লজ্জভাবে বলিয়া থাকেন, উহা 'স্বর্গীয় প্রেম' ! উঁহারা পাপ ও অপরাধ, স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ, এই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে কোন পাপের আবাহন নাই। পাপ ও পুণ্যের অতীত না হইলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সুষ্ঠু দীক্ষালাভ হয় না। ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতঃই নিষ্পাপ ও পরম পবিত্র। পাপ ও পুণ্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে ; কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। স্বর্গ—প্রাকৃত ভোগময় নশ্বর স্থান ; আর বৈকুণ্ঠ—অপ্রাকৃত হরিসেবাময় অবিনশ্বর ধাম।

জড় বস্তুর সহিত জড়ের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহা 'কাম' নামে অভিহিত হয় ; কিন্তু চিন্ময়-সত্তাবিশিষ্ট বৃহতের প্রতি অণুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনুরক্তির নামই 'প্রেম'। জীবে জীবে কখনও প্রেম সম্ভব নয়। বিভু-

চৈতন্য পরমাত্মার প্রতি যে অণুচৈতন্য বা জীবাত্মার চুম্বক-সদৃশ আকর্ষণ তাহাই বিমল 'প্রেম'।

যথেচ্ছাচারী সম্ভোগবাদী বা কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদী বস্তুতঃ অমার্জ্জনীয় —তাহারা সমাজের উৎপাত এবং কলঙ্ক; অধিক কি, তাহাদিগকে জগজ্জঞ্জাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের আচরণের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া আধুনিক সমাজ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন।

এখন কে প্রকৃত বৈষ্ণব বা বৈরাগী, তাহাই আমাদের পর্য্যালোচনার বিষয়। বৈরাগ্য-ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিকেই বৈরাগী বলে। 'বৈরাগ্য' অর্থে রাগ বা আসক্তিহীনতা। ভগবদিতর বস্তুতে যাঁহার আসক্তি নাই, তিনিই বৈরাগী। বৈরাগী প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—(১) ফল্গু বা কৃত্রিম বৈরাগী এবং (২) যুক্ত বৈরাগী। শাস্ত্রে ফল্গু বৈরাগ্য সম্বন্ধে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।২৫৪)

অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করত মুমুক্ষুদিগের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করাকে ফল্গু বৈরাগ্য বলে। যাঁহারা শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, মঠ, মন্দিরাদি হরি-সম্বন্ধিবস্তুকেও প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ফল্গু বৈরাগী বলিয়া অভিহিত হন।

এই ফল্গু বৈরাগীগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—

(১) মর্কট বৈরাগী, (২) কপট-বৈরাগী, (৩) অস্থির-বৈরাগী ও (৪) ঔপাধিক-বৈরাগী। ইহার প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।—

(১) অসংযত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যে বৈরাগ্যের বেশ ধারণ, তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'মর্কট বৈরাগ্য' বলিয়াছেন,—

'ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥' (চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

(২) মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত অবাধে ভোজন চলিবে, মরণ-সময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে, গৃহিগণ আদরপূর্ব্বক ভোজন, অথাদ্য গ্রহণ এবং তামাকাদি অনর্থচেষ্টার জন্য অর্থ দিবে এই ভরসায় যে-সকল ধূর্ত্তলোক ভেকগ্রহণ করে, তাহাদিগকে কপট বৈরাগী বলে।

(৩) কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তাহারাই অস্থির বৈরাগী। ইহারা অতিশীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে।

(৪) যাহারা মাদক-দ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে এক প্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতিদ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করিয়া ঔপাধিক বৈরাগী হয়। এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, দুষ্ট এবং জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

এইবার যুক্ত বা প্রকৃত বৈরাগ্য সম্বন্ধে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করিব। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি যথা :—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।২৫৩)

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া নিজ সাধনভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় স্বীকার-কারীর বিষয়-বিরক্তিকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে-ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজভক্তির অনুকূল-মাত্র বিষয় গ্রহণ করেন, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তাঁহার বৈরাগ্য যুক্ত-বৈরাগ্য নামে কথিত হয়।

মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বৈরাগ্য-শিক্ষাকল্পে যে-উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বৈরাগ্যের চরম নিদর্শন পাই। বৈরাগীর আচার বা ধর্ম্ম বর্ণনমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"—(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩-২৭)

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য যে কেবল শুষ্ক বৈরাগ্যমাত্র, তাহা নহে। যে বিরক্তি ভক্তি হইতে সঞ্জাত হয়, তাহাই ভক্ত-জীবনের সৌন্দর্য্য। অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য ভোগ স্বীকার-পূর্ব্বক নিরন্তর ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই প্রকৃত যুক্ত-বৈরাগীর লক্ষণ।

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। অন্তর্বহির্দ্রিয় যতই দমিত হউক না কেন, পর-বস্তুর দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত বৈরাগী হইতে পারা যায় না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" (গীঃ ২।৫৯)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণে অসমর্থ দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়-সকল নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে রস বা রাগ বর্জ্জন করিলেও বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। অথচ শুদ্ধভক্তের বিষয়ানুরাগও পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই নিকৃষ্ট বিষয়ে রাগ স্বভাবতঃ পরিত্যক্ত হয়।

যে-পর্য্যন্ত ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত কাহারও অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় না। বলপূর্ব্বক বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করিলেও বিষয়াভিনিবেশ পরিত্যক্ত হয় না। যতই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজন চলিবে, ততই ক্রমশঃ অনর্থ দূরীভূত এবং সংসারে অনাসক্তির উদয় হইবে। ভক্তি, পরেশানুভব, এবং বিরক্তি—এই তিন বস্তুর একত্র সমাবেশের মূলে যে বৈরাগ্য—উহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি' এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যাঁহারা ভগবানের সর্ব্বতোভাবে শরণাগত এবং তাদৃশ-প্রপত্তিক্রমে সেবোন্মুখ, তাঁহাদের ভগবৎ-সেবার সহিত ভগবদনুভূতি ও মায়িক ভোগ-প্রবৃত্তির বিরক্তি সমভাবে সমকালেই বর্ত্তমান থাকে। প্রকৃত ভক্তিমান্ ব্যক্তিই স্বয়ংরূপ ভগবানের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৈরাগ্যের চরম-সোপানে আরোহণ করেন।

—শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী

গীতার গান

প্রথম অধ্যায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

সঞ্জয় কহিল,—রাজা, শুন মন দিয়া।
পাণ্ডবের সৈন্য-সজ্জা সাজান দেখিয়া॥
রাজা দুর্য্যোধন শীঘ্র দ্রোণাচার্য্য পাশে।
যাইয়া বৃত্তান্ত সব কহিল প্রকাশে॥ ২॥

আচার্য্য! চাহিয়া দেখ মহতী সেনানী।
পাণ্ডুপুত্র রচিয়াছে ব্যূহ নানাস্থানী॥
তব শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদের পুত্র।
সাজাইল এইসব করি এক সূত্র॥ ৩॥

এইস্থানে বর্ত্তমান বহু যোদ্ধাগণ।
ভীমার্জ্জুনসম তাঁরা ধনুর্দ্ধারী হন॥
যুযুধান-বিরাট দ্রুপদ মহারথী সব। ৪।

ধৃষ্টকেতু-চেকিতান কাশীর পুঙ্গব॥
পুরুজিৎ-কুন্তিভোজ-শৈব্যরাজগণ। ৫।

যুধামন্যু-বিক্রান্তাদি নহে সাধারণ॥
বীর্য্যবান্ যে এই সৌভদ্র-দ্রৌপদেয়।
সকলেই মহারথী কেহ নহে হেয়॥ ৬॥

আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট মহান্।
দ্বিজোত্তম, শুন তাহা করি প্রণিধান॥

সঞ্জয় উবাচ,—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা। আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥ পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্। ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥ অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি। যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥ ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্। পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥ যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্। সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥ অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম। নায়কা

সেনাপতি যে যে সব মম সৈন্যাবাসে।
সংজ্ঞার্থ তোমারে কহি অশেষ বিশেষে ॥ ৭ ॥

আপনি আর পিতামহ ভীষ্মাদি, কর্ণ।
কৃপাচার্য্য রণজয়ী হয় এক বর্ণ ॥
অশ্বত্থামা-বিকর্ণাদি, সৌমদত্তি আর।
যথা যথা তথা তথা সৈন্য সে অপার ॥ ৮ ॥

আর যে অনেক বীর আমার লাগিয়া।
আসিয়ছে হেথা সব জীবন ত্যজিয়া ॥
নানা অস্ত্রপাণি সব যুদ্ধে বিশারদ।
সকলেই হয় মোর যুদ্ধের সংসদ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্ত মম সৈন্য, ভীষ্ম সেনাপতি।
পর্য্যাপ্ত ওদের সৈন্য ভীম যার গতি ॥ ১০ ॥

যথাস্থানে স্থিত থাকি' আপনি সকলে।
রক্ষ ভীষ্ম-পিতামহে হেন যুদ্ধস্থলে ॥ ১১ ॥

তবে সেই পিতামহ বৃদ্ধ কুরুপতি।
হর্ষ উৎপাদনে যবে কৈল স্থিরমতি ॥
সিংহনাদে বাজইল শঙ্খ সেই বীর।
উচ্চরব সেই সব অতীব গম্ভীর ॥ ১২ ॥

শুনি সেই মহারব শঙ্খ আর ভেরী।
গোমুখ, পণবানক বাজিল সত্বরি ॥

মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥ ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্। পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥ অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥ তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥ ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

সহসা উঠিল সেই রণের ঝঙ্কার।
তুমুল হইল শব্দ অসীম অপার ॥১৩॥

তারপর শ্বেত-অশ্ব-রথেতে বসিয়া।
আছিল যে মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ॥
মাধব আর পাণ্ডব দিব্য শঙ্খ ধরি'।
বাজাইল পরে পরে অপূর্ব্ব মাধুরী ॥১৪

হৃষীকেশ ভগবান্ পাঞ্চজন্য রবে।
ধনঞ্জয় বাজাইল দেবদত্ত সবে ॥
ভীমকর্ম্মা ভীমসেন বাজাইল পরে।
পৌণ্ড্রনাম সেই শঙ্খ অতি উচ্চরবে ॥ ১৫ ॥

বাজাইল যুধিষ্ঠির রাজা কুন্তী-পুত্র।
অনন্তবিজয় সেই ঘোষণা সর্ব্বত্র ॥
নকুল বাজাল শঙ্খ সুঘোষ সে নাম।
সহদেব বাজাইল মণিপুষ্পক ধাম ॥১৬॥

তারপর একে একে যত মহারথা।
ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডী-সারথী ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটাদি, বীর সে সাত্যকী।
মহাযোদ্ধা পারে তারা যুঝিতে একাকী ॥১৭॥

দ্রুপদ আর দ্রৌপদেয় (হে) পৃথিবীপতে।
সৌভদ্র বাজাল শঙ্খ যার যার মতে ॥১৮॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥ পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে। সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥ স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

সে-শব্দ ভাঙ্গিল বুক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে।
আকাশ ভেদিল পৃথ্বী কাঁপিল সঘনে ॥১৯॥

কপিধ্বজ দেখি' ধার্ত্তরাষ্ট্রের গণে।
যুদ্ধের সজ্জায় সেথা মিলিত অচিরে ॥
নিজ শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ যথাস্থানে ধরি'।
যুদ্ধের লাগিয়া সেথা স্মরিল শ্রীহরি ॥
মহীপতে ! পাণ্ডুপুত্র কহে হৃষীকেশ ॥২০॥

উভয়সেনার মধ্যে রথের প্রবেশ ॥ ২১ ॥

যাবৎ দেখিব এই যুদ্ধকামী গণে।
তাবৎ রাখিবে রথ, অচ্যুত ! এখানে ॥
দেখিবারে চাহি কেবা আসিয়াছে হেথা।
কাহার সহিত হবে যুঝিবারে সেথা ॥২২॥

যুদ্ধকামী গণে আজ নিরখিব আমি।
দুর্ব্বুদ্ধি ধার্ত্তরাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধকামী ॥২৩॥

সে কথা শুনিয়া হৃষীকেশ ভগবান্।
উভয় সেনার দিকে হ'ল আগুয়ান্ ॥
উভয় সেনার মধ্যে রাখি' রথোত্তম।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ হইয়া সম্ভ্রম ॥২৪॥　　(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ। প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ। হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥ অর্জ্জুন উবাচ,—সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥ যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্। কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভগবদ্-ভক্তই প্রকৃত পুত্র

'পুৎ'-নামক নরক হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে আত্মজকে 'পুত্র' আখ্যা দিয়াছেন। যে পুত্র পুন্নামক নরক হইতে পিতৃ-মাতৃ-কুলকে উদ্ধার করিতে না পারেন, সেইরূপ পুত্রকে পিতা-মাতার জন্ম দেওয়া বৃথা। তজ্জন্য মহাত্মা তুলসীদাস একক্ষেত্রে বলিয়াছেন,—পুত্র আর মূত্র এক স্থান দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং পুত্র যদি ভগবদ্ আরাধনা না করিয়া পিতা-মাতা পূর্ব্বপুরুষবর্গকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র মূত্র-সদৃশ।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ॥"

বৈষ্ণব-পুত্র কুলকে পবিত্র করিয়া থাকেন; জননী কৃতার্থা হন, পৃথিবী ও জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র হইয়া থাকেন এবং পিতৃ-মাতৃ পূর্ব্বপুরুষবর্গ স্বর্গে নৃত্য করিতে থাকেন যে, কুলেতে বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় আমরা ঊর্দ্ধগতি লাভ করিব। সুতরাং পিতার সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন বৈষ্ণব-পুত্রের জন্মদান কর্ত্তব্য এবং মাতার বৈষ্ণব পুত্রই গর্ভে ধারণ করা দরকার। নতুবা পশু-পক্ষী যে-প্রকার আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি করিয়া থাকে, সেই প্রকার রেচক, পূরক ও কুম্ভকাদিই সার হইবে।—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকবিশেষো, ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি সকল প্রাণীরই আছে, পশুতেও মনুষ্যে এই সম্পর্কে কোন পার্থক্য নাই, সকলেই সমান। কেবল পার্থক্য এই যে, পশুর কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যদি মানুষের ভিতরেও ধর্ম্মের অভাব থাকে তাহা হইলে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। ভগবৎ উপাসনা মানুষের, মনুষ্যত্ব; সুতরাং ভগবদুপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই মানব-জন্ম সফল হইবে।

"পাইয়া মনুষ্য-জন্ম, যে না শুনে কৃষ্ণগুণ,
তার জন্ম জেন বৃথা গেল।
পাইয়া অমৃত-ধুনি, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥"

একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই ভগবদ্ভজনের দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষবর্গকে বৈকুণ্ঠ ও গোলোক গতি লাভ করাইতে পারেন; নানাপ্রকার দেব-দেবী ও ভূত-প্রেতযাজিগণ তাহা সমর্থ হয় না।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

যাঁহারা দেবতা-পূজক তাঁহারা দেব-লোকে, যাঁহারা পিতার ভক্ত তাঁহারা পিতৃলোকে, যাঁহারা ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধালু তাঁহারা স্ব-স্ব লোক প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা কৃষ্ণ-উপাসনা করেন তাঁহারা কৃষ্ণকেই লাভ করিয়া থাকেন—ইহাই গীতার শ্লোকের অর্থ। আমি তেত্রিশ কোটী দেবতা পূজিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিব বা গোলোক-বৈকুণ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইব, এইরূপ প্রমাণ কোন শাস্ত্রে নাই। এই সকল সনাতন-ধর্ম্মবিরোধী বহুদেবযাজী, মনোধর্ম্মী চার্ব্বাক্ প্রভৃতি ঈশ্বর-বিশ্বাসহীনগণের মনগড়া কথা। ঐসকল ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মকে একেবারে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কলির লোক-প্রিয়তায় শাস্ত্রীয় সত্য কথাগুলিও মানিতে রাজি নহেন। ঐ সব অশাস্ত্রীয় কথায় সজ্জনবৃন্দের কখনও মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে।

আমরা মহারাজ সগর বংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—সগরের ৬০ হাজার পুত্র কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হইয়া অধোগতি লাভ করিয়াছিলেন। সগরের নাতি, অসমঞ্জ-পুত্র অংশুমান্ কপিল-মুনির কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—কিভাবে সগর-বংশ উদ্ধার হইবে? তখন কপিল বলিলেন,—যদি মর্ত্ত্যলোকে কেহ গঙ্গাকে আনিতে পারেন তবেই সগর-বংশ উদ্ধার লাভ করিবে; তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। তখন অংশুমান্ রাজা সগরকে গিয়া জানাইলেন, গঙ্গাকে যিনি মর্ত্ত্যলোকে আনিতে পারিবেন তাঁহার দ্বারাই সগর-বংশ উর্দ্ধগতি লাভ করিবেন। ইহা শুনিয়া মহারাজ অংশুমান্‌কে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া বহু হাজার বৎসর গঙ্গা আনিবার জন্য ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। পরে অংশুমান্ তাঁহার পুত্র দিলীপকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দশ হাজার বৎসর অনাহারে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া গঙ্গা না পাইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অতঃপর দিলীপ অযুত বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া গঙ্গা না পাইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

দিলীপের পুত্র নারায়ণ-ভক্ত ভগীরথ ভক্তপ্রবর শিবের উপাসনা করিয়াছিলেন। শিব বলিলেন—নারায়ণের উপাসনা কর, তবেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ভক্ত ভগীরথ নারায়ণের উপাসনা করিয়া সেই বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিয়া সগর-বংশ উদ্ধারপূর্ব্বক জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষবর্গ বিষ্ণুভক্ত নহেন বলিয়া বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা আনা দূরে থাকুক, তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্যও লাভ করেন নাই। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ পিতা-মাতার কা কথা, ত্রিজগৎ উদ্ধার ও পবিত্র করিতে সমর্থ। আজ কৃষ্ণভক্ত ভগীরথের কৃপায় জগতের ভোগী, পাপী, কর্ম্মীসকল পাপ ক্ষালন করিবার একটা স্থান পাইয়াছেন —

ভগীরথ-রাজারে কহেন চিন্তামণি।
লয়ে যাও এই গঙ্গা পতিতপাবনী॥
শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান?

কহিলেন এত যদি প্রভু জগন্নাথ।
কাঁদিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপীগণ।
আসিয়া আমাতে পাপ করিবে অর্পণ॥

তাহারা হইয়া মুক্ত যাইবে ত্রিদশে।
মুক্ত হ'ব আমি প্রভু কাহার পরশে??
শ্রীহরি বলেন, যত বৈষ্ণব অখিলে।
তাঁহারা করিবে স্নান তোমার সলিলে॥

করি আমি বৈষ্ণবের সঙ্গতি কামনা।
বৈষ্ণবের সাথে তুমি হবে পূতমনা॥
কহিয়া গঙ্গাকে এই বাক্য জগৎপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ-প্রতি॥

যাহ তুমি আগে আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
যাবেন পশ্চাতে গঙ্গা তোমারে দেখিয়া॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাজা তুমি ভাগ্যবান্।
তোমা হইতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ॥

ভগীরথ! আমার এই রথ তুমি লহ।
এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ॥
রথে চড়ি' যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তার পিছু গড়াইয়া॥

দেহ-মনোধর্ম্মী স্মার্ত্ত, শাক্ত ও পাপিষ্ঠ, অতিপাপী ও মহাপাপী লোকসকল বহু পাপ করিয়া গঙ্গায় পাপ ক্ষালন করিয়া আসে। মা গঙ্গা পাপভারে অতিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভক্তসঙ্গ প্রার্থনা করেন; বৈষ্ণবগণ তীর্থের আহ্বানে তীর্থে উপস্থিত হইয়া তীর্থের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ও ভোগিকুল তীর্থে সমস্ত পাপ বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া হস্তিস্নানের ন্যায় পুনরায় দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, গঙ্গা পাপী লোকের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু পাপ-বাসনারূপ অবিদ্যা হরণ করিতে সক্ষম নহেন। পাপ-বাসনারূপ দুর্দ্দৈব একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণের কৃপায় দূরীভূত হইয়া থাকে। সেইজন্য তীর্থে গিয়া বৈষ্ণব-দর্শন ও বৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা করা প্রয়োজন। কিভাবে আত্মমঙ্গল লাভ হয়, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া ভগবদ্ ভক্ত সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহার সমাধান করা কর্ত্তব্য। ভক্তের কৃপায় পাপবাসনারূপ-অবিদ্যা ধ্বংস হইয়া থাকে।

"এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোঁসাই।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

(ভাঃ ১।১৩।১০)

ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাপীগণের পাপমলিন তীর্থসকলকেও পবিত্র করেন। সুতরাং পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার করিতে একমাত্র বৈষ্ণবগণই সমর্থ, অন্য কেহ নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

বৈজ্ঞানিক ছাত্রের পত্র

গত রবিবার সকাল ৮-৩০ মিঃ হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত আপনার নিকট হইতে অপূর্ব্ব লৌহপ্রাচীরবেষ্টিতা সুযুক্তি এবং অকাট্য-যুক্তি-সম্বলিতা, অনাস্বাদিতপূর্ব্বা তীক্ষ্ণধীবিশিষ্টা হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। এরূপটি আমার জীবনে একদিনও ঘটে নাই। শয়নে-স্বপনে, জাগরণে-বিহরণে কথাগুলি আমার কর্ণ হইতে একচুলও নড়িতেছে না। তথাপি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসায় বহুকথা আলোচিত হয় নাই। সেগুলি পত্রের দ্বারা জানাইতেছি :—

Darwin এর 'Origin of species' আলোচনা করিতে গিয়া আপনি বলিয়াছিলেন যে,—বানর হইতে মানুষ হয়, যদি বা মানিয়া লই, তাহা হইলেও বানর ইত্যাদি মানবের আদিম অবস্থার জীবগুলির বিলুপ্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত। হ্যাঁ তাহাই, Darwin তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর আদিম অবস্থার বহুপ্রাণী অধুনালুপ্ত। ইহার জন্য তিনি অষ্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি নানাস্থান হইতে fossil (জীবাশ্ম) সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন—পূর্ব্বে এমন অনেক প্রাণী ছিল, যাহারা বর্ত্তমানে নাই। অতএব ডারউইন আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন—যদিও এই উত্তর কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা দরকার। এ-বিষয়ে আরও কি জ্ঞাতব্য হইতে পারে, পরে সেগুলি আপনার নিকট হইতে শুনিব।

'Theory of Relativity' সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছিলেন যে, Einstine পাত্রকে স্থান এবং কালের অধীন ধরিয়াছেন, কিন্তু কথাটি হইল পাত্র বলিতে Einstine জড়বস্তুকে বুঝাইয়াছেন, তথা space and time এর অধীন বলিয়াছেন। সুতরাং এই Theoryর আরও গলদ অন্যত্র রহিয়াছে। আগামীবারে সেইগুলি আপনার নিকট হইতে শুনিব।

পৃথিবীর অসুরসকল যাহাই বলুক না কেন, তাহারা জনসাধারণকে 'ফাঁকি' (fallacious argument) দিয়া 'প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি' অথবা automatically (আপনা হইতেই) বা accidentally (হঠাৎ বা আকস্মিক-ভাবে) সবকিছুর সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে ইত্যাদি বলিলেও আসুরিক বিজ্ঞানের মতগুলি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সকল আসুরিক

বিদ্যা যুগ-প্রভাবে ক্রমশঃ অধিকতর বলশালী হইতেছে। আমাদিগকেও অপেক্ষাকৃত অধিক যুক্তি দেখাইতে হইবে, ফাঁকিগুলি ধরাইয়া দিতে হইবে। অতএব আশু প্রয়োজন হইল, এই সকল আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদগুলিকে ধ্বংস করিয়া অবৈষ্ণব, অসুর, হীনার্থবিশিষ্ট বিজ্ঞানের মস্তকের শিরোভাগে কঠোর আঘাত করিয়া নূতন একখানি বেদান্ত গৌড়ীয় ভাষ্য-প্রণয়ন করিতে হইবে; কারণ আধুনিক বৈদান্তিকগণ অধিকাংশই কেবলাদ্বৈতবাদী ভ্রান্ত। কাজ বহু, সময় সংক্ষিপ্ত।

* * * * * * * * * *

Theory of Relativity সম্বন্ধে একখানা নূতন বই আপনাকে আমি দিব। এই বইখানিতে Theory of relativity mathematically আলোচনা করা আছে। ভুল বাহির করিতে হইবে। আর তা'ছাড়া ইহাতে Philosopherদের গালি দিয়াছে। পূর্ব্বেকার বেদান্তদর্শনের ভাষ্য তখনকার প্রচলিত আসুরিক বিজ্ঞানের মতগুলি খণ্ডন করিয়াছে। এখনকার বেদান্তদর্শনের ভাষ্যদ্বারা অধুনা প্রচলিত বিজ্ঞানের মতসমূহ খণ্ডন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের কথার জবাব কেহ দিতে পারে না, তথাপি আমাদের কথা লোকে গ্রহণ করে না। নাই করুক, অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য করিতে হইবে;—হউক না কেন, তাহা খুব কম লোক। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদগুলিকে খণ্ডন করিয়া যদি বৈজ্ঞানিকদিগকে নাকানি-চুবানি খাওয়ান যায় তবেই ঠিক হইবে। বহু M. Sc. তো আপনার কাছে ঘোল খাইয়াছে, তবুও কথা এই যে, শুধু তা'রাই খাইয়াছে, আর কেহ খায়নি, in general scientist গুলিকে জব্দ করিতে হইবে। **এই কাজের ভারটা আমার উপর রহিল, উহা আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম। আপনি কেবল ভুল বাহির করুন এবং আমাকে শক্তি প্রদান করুন।** Class এর পড়ার জন্য আমি এই সকল-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান বিশ্ব ভ্রান্তপথে চলিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই—ইহা বর্ত্তমান বিশ্বের অগ্রদূত-গুলিকে বুঝাইতে হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের শতকরা ৯০ নব্বই জনেরই Sentimental weakness আছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মের

যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিলেও সহজে মানিয়া লইতে চায় না—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গলের কথা।

সুতরাং গোড়াটাকে নির্ম্মূল করা অধিকতর যুক্তি-যুক্ত। আমি জানি, প্রবন্ধাবলীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধ ছেলেরা বুঝিতে পারিলেও স্বীকার করিবে না, নানা অছিলায় উড়াইয়া দিবে এবং না বুঝিতে পারিলে বুঝাইয়া দিলেও স্বীকার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ইহার মূল কারণ—Sentimental weakness। ইহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। 'বিস্‌মোল্লায়' যে গলদ তাহার পরিষ্কার সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

গত সোমবার ৩।৪ জন ছেলের সহিত ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। তর্ক করিতে করিতে এমন স্থানে পৌঁছান হয়, যখন আমি বলি—যে-কেহ সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরের ভজন করিলে পিতা-মাতার আর জাগতিক বা পরমার্থিক কোন কষ্টই থাকে না। তাঁহাদের খাওয়া-পরারও আর কোন অভাব থাকে না। ইহা বিশ্বাস করিবার বুদ্ধি তাহাদের না থাকায় আমাকে বলে,—"তোকে Hypnotised (যাদু-বিদ্যায় মুগ্ধ) করেছে। তা' না হলে গাধার মত যুক্তিহীনভাবে এইসব কথা বিশ্বাস করতিস্? তোর বাবা ঠিকই বলেছেন যে, তোকে ওরা Hypnotised করেছে।"

আমি আর তাহাদের কিছু মন্দবাক্য বলি নাই, তবে এইটুকু বলিয়াছি যে,—"এই ভাল, এই মন্দ, এইসব ভ্রম" (যদিও আমার ভাল মন্দ বিচারটি ভ্রমাত্মক নয়)। তোরা যা পড়ছিস্, এটা আমি প্রমাণ করে দেবো যে, সব ভুল। আর দেখি, তোরা যাস কিনা মঠে। তোদের মঠে যেতেই হবে। আমি এখন দিনরাত এই চিন্তাই করি, কি ক'রে তোদের মঠে নিয়ে যাওয়া যায়"—এই কথা বলায় ওরা একটু ভয় খাইয়াছে। উহাদের ধারণা—আমি বোধ হয় আপনার কাছ থেকে Hypnotism শিখিয়া তাহাদিগকে Hypnotised করিয়া দিব। আমারও একটু চিন্তা হইয়াছে এই যে,—আমার মঠে লইয়া যাইবার কথাগুলি শূন্য কলসের গর্জ্জনের ন্যায় না হইয়া পড়ে। তা'দিগকে যদি না দেখিয়ে বা বুঝিয়ে দিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমার কথাগুলি

সত্যই অসার বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক-সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত হেয়—তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সকলকে কোলে স্থান দিতেছেন, আর আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিতেছি না। কি আর করিব! অনাদিকাল থেকে কষ্ট পাইয়া আসিতেছি। যদি এই জন্মে কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে আর কোন জন্মে হয়ত মিলিবে না। কারণ তখন আপনার মত কোন শক্তিশালী গুরুদেব পাইব কিনা সন্দেহ॥ আর পদে পদে পতনের আশঙ্কা ত আছেই।

আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর আমাদের Weekly Exam. আরম্ভ হইবে। সুতরাং যাওয়া সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই, পত্রে সব জানাইবেন। আপনার শ্রীচরণে আমার অনন্তকোটি ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদিত রহিল। ইতি—

অধমাধম দীন—

শ্রীবিশ্বনাথ রায়

(৪র্থ বর্ষের ছাত্র), শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ভারত-তীর্থ দর্শন

শ্রীপুরী ধাম (চারি ধামের এক ধাম)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

পরিক্রমার চতুর্থদিবসে আমরা বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় সাধুসঙ্গে শ্রীপুরীধাম দর্শনমানসে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজের পরিচালনায় কীর্ত্তনানন্দে পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইয়া নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম—

(১) শ্রীপুরুষোত্তম-চৈতন্য মঠ—এই শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন করিলাম। (২) **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুটির** (ভক্তি কুটী) কুটীরটি সংস্কারাভাবে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। বৈষ্ণব জগতের মহান্ আদর্শ এই মহাপুরুষ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই তাঁহার ভজনানুকূল কুটীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি বহু ভাষায় বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিয়া বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত ও উচ্চ

শ্রেণীর মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। (৩) নামাচার্য্য **শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির**—এই সমাধি মন্দির শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং কৃপা করিয়া মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সমাধি মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিগ্রহ, দক্ষিণে নিত্যানন্দ ও বামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিগ্রহও এখানে সেবিত হইতেছেন। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বড়ই আনন্দদায়ক (৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ সিদ্ধান্তী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত সারস্বত চৈতন্য মঠ। উক্ত মঠে শ্রীভগবানের দশাবতার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা চিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। মন্দিরটির কারুকার্য্য সহযাত্রীদের দৃষ্টি বহুলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।

এখন সন্ধ্যা সমাগতা। যাত্রীগণ মনের আনন্দে কীর্ত্তনের অনুগমন করিতেছেন। দেখিলাম, দুই একজন পাণ্ডা আমাদের অগ্রগামী হইয়া লণ্ঠন হস্তে মন্দিরে মন্দিরে চলিতেছেন এবং স্থান মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন।

(৫) শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত **গোবর্দ্ধন মঠ**। তিনি চারি ধামের চারি প্রান্তেই চারিটি শঙ্কর মঠ স্থাপন করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন মঠ বর্ত্তমানে ভূ-গর্ভে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে সমতল ভূমির উপরই শ্রীশঙ্করের এই মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সমুদ্রদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে অবিদ্যাগ্রস্ত নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী জানিতে পারিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধনমঠকে বালুর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। বর্ত্তমানে আমরা ভূ-গর্ভে অবস্থিত মন্দিরই দর্শন করিলাম। এখানে শিবলিঙ্গের পূজা হয়।

(৬) **শ্রীপুরুষোত্তম মঠ**:—এই মঠ কলিকাতা বাগবাজারে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচালক শ্রীল ঔদুলোমী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। এই মঠের এক অংশ চটক পর্ব্বত। ইহা বর্ত্তমানে সমুদ্র বালুর দ্বারা আচ্ছাদিত। এই পর্ব্বতেই জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিশ্রামস্থল ছিল। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শুভবিজয় করিলেই শ্রীল প্রভুপাদ এই পর্ব্বতোপরি অবস্থিত কুটীরে বিশ্রাম করিতেন। তাঁহার ব্যবহৃত কিছু আসবাবপত্র দর্শন ও স্পর্শন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলাম। বৈষ্ণবের ব্যবহৃত বস্তু স্পর্শেও সৌভাগ্যানন্দ লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

সাধুসঙ্গে তীর্থ দর্শনের
সুবর্ণ সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রায় ১৫।২০ বৎসর যাবৎ সর্ব্বসাধারণকে তীর্থ দর্শনাদির সুযোগ দিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষেও এই সুযোগ দান করিবার জন্য আগামী **১৪ই কার্ত্তিক, ইং ৩১শে অক্টোবর ১৯৬২, বুধবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ-টুরিষ্ট-কার গাড়ীতে যাত্রা করিবেন। সুতরাং যাত্রীগণ ঐ দিবস বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনের ৮নং প্লাটফর্‌মে উপস্থিত হইয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।** এইসমস্ত তীর্থের অধিকাংশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত হইয়াছে। সুতরাং আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ এই অপূর্ব্ব সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

এই **তীর্থযাত্রার বৈশিষ্ট্য এই যে,**—যাত্রীগণ গাড়ীর মধ্যেই প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, পূজা, মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্ন ভোগ-আরতি ও সন্ধ্যা-আরতি দর্শন, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-পাঠ ও ব্যাখ্যা, অনুক্ষণ সাধুমুখে হরিকথা, তীর্থ-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ এবং শ্রীবিগ্রহের বাল্যভোগ ও দুইবেলা মহাপ্রসাদ-সেবা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানের তালিকা

১) হাওড়া হইতে যাত্রা, ২) গয়া, ৩) প্রয়াগ (এলাহাবাদ), ৪) আগ্রা (ঐতিহাসিক তাজমহল), ৫) মথুরা, ৬) গোকুল, ৭) রাভেল, ৮) বৃন্দাবন, ৯) বেলবন, ১০) রাধাকুণ্ড, ১১) গোবর্দ্ধন, ১২) বর্ষাণা, ১৩) নন্দগ্রাম, ১৪) সংকেত, ১৫) দিল্লী (হস্তিনাপুর), ১৬) কুরুক্ষেত্র, ১৭) ভদ্রকালী, ১৮) হরিদ্বার, ১৯) কংখল, ২০) হৃষীকেশ, ২১) লছমনঝোলা, ২২) নৈমিষারণ্য, ২৩) অযোধ্যা, ২৪) কাশী, ২৫) বৈদ্যনাথধাম, পরে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন।

পর পৃষ্ঠায় নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য :—

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাতায়াত **রেলভাড়া**, 'রিজার্ভড্ টুরিষ্ট-কারে'র হল্টিং ও হলেজ প্রভৃতি ভাড়া, কুলি, ব্রজমণ্ডল বা বন-ভ্রমণের জন্য **বাসভাড়া**, ঘরভাড়া, বাল্য-ভোগ ও দুইবেলা প্রসাদ প্রভৃতির ব্যয় বাবদ **প্রতি যাত্রীকে ২২৫৲ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে। তন্মধ্যে ১০০৲ টাকা ৭ই কার্ত্তিক, ইং ২৪।১০।৬২ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অগ্রিম দিতে হইবে;** বাকী টাকা নিম্ন ঠিকানায় বা হাওড়া ষ্টেশনের ৮নং প্লাটফরমে বেলা ২টা হইতে ৭টার মধ্যে দিলেও চলিবে।

যাত্রীগণ শীতবস্ত্র, বিছানা, ১টি ঘটি, ১টি বাটি ও ১টি থালা (হাল্কা) **সঙ্গে আনিবেন।**

যাত্রীগণ অতি সত্বর নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা পত্রদ্বারা নিম্ন ঠিকানায় রেজেষ্টারী করিবেন। **এই পরিক্রমায় প্রায় ২২ দিন সময় লাগিবে।**

বিশেষ বিবরণ জানিবার ও স্ব-স্ব নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য টাকা দিতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের** নিকট **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুঁড়া (হুগলী)**—ঠিকানায় সাক্ষাৎ বা পত্র-ব্যবহার করুন। বিঃ নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে **স্থান-কালাদির পরিবর্ত্তন** গ্রহণীয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির
মূল ও শাখামঠসমূহে মহামহোৎসব

শ্রীবেদান্ত সমিতির মূল প্রচার-কেন্দ্র নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা চুঁচুঁড়া-সহরস্থ উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, আসাম-প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠাদিতে গত ১লা শ্রাবণ ১৩৬৯, ইং ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার হইতে পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ হইয়াছে। উক্ত ব্রতোদ্যাপনকালে গত ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট রবিবার হইতে ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট, বুধবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব, ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব, ২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অপরাপর শাখামঠ-সমূহেও উক্ত মহোৎসবাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

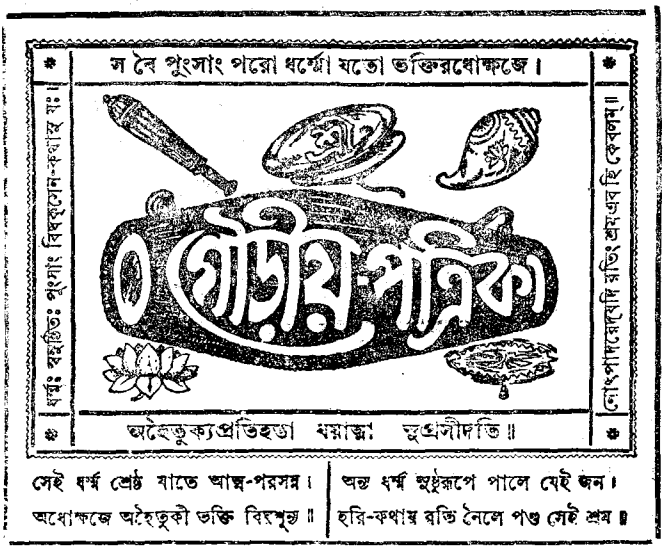
১৪শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৯ { ৮ম সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৪শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৪ দামোদর, ৪৭৬ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৬৯ ; ইং ১৭।১০।১৯৬২ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

মাতৃগর্ভস্থ-জীবস্য শ্রীশ্রীভগবৎ-স্তুতিঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে
একত্রিংশেঽধ্যায়ে—১২-২১)

জীব উবাচ,—

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্ ।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥১॥

(সপ্তম মাসে পদার্পণকারী মাতৃগর্ভস্থ দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণা-ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতু-বেষ্টিত অবস্থাতেই কৃতাঞ্জলি -পূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণকারী পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করে,—)

তখন জীব বলিতে থাকে,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন

করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন, এবং যে-ভগবান্ আমার ন্যায় অসৎ ব্যক্তির অনুরূপা এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতল-সঞ্চারী অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥১॥

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্ ।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥২॥

(জীব ও ভগবানে বিশেষ আছে । জীব সেবক, ভগবান সেব্য ; জীব শরণাগত, ভগবান্ শরণ্য ।) যে-'আমি' জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণতা মায়াকে আশ্রয়র্ব্বপূক কর্ম্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি এবং ভগবান্, যিনি অন্তর্যামিরূপে আমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন—সেই 'আমাতে' ও ভগবানে বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান স্থূল ও লিঙ্গ উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই ; তিনি অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥২॥

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে
চ্ছন্নো যথেন্দ্রিয়গুণার্থ-চিদাত্মকোঽহম্ ।
তেনাবিকুণ্ঠ-মহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥৩॥

আমি পঞ্চভূত-রচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া যেরূপ আমার বোধ হইতেছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসম্পৃক্ত ; সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীর-যোগেও কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টি-জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করাতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন বিকার বা মায়া সংস্পর্শত্ব লাভ করে না ; কিম্বা মায়িক

জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহীতে কখনও ভেদ হয় না; কারণ তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ; আমি সেই আদি-পুরুষকে বন্দনা করি ॥৩॥

যন্মায়য়োরু-গুণ-কর্ম্ম-নিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদতিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥৪॥

যাঁহার মায়ার দ্বারা জীব জ্ঞানশূন্য হইয়া ও পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া বিস্তৃত গুণ-কর্ম্ম-নিমিত্ত এই সংসার-পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥৪॥

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব-
স্ত্রৈকালিকং স্থির-চরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।
তং জীব-কর্ম্ম-পদবীমনুবর্ত্তমানা-
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥৫॥

পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেই বা সমর্থন হইবেন? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলস্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি।৫॥

দেহন্যদেহ-বিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিণ্মূত্র-কূপপতিতো ভৃশ-তপ্তদেহঃ!
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্ব্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥৬॥

হে ভগবন্, আমি রক্ত, মল ও মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানল দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি; ভাবিতেছি, ভগবান কবে আমায় এইস্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন? ॥৬॥

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্থ ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্য্যাৎ ॥৭॥

হে ঈশ, ভবৎসদৃশ অসীম কৃপাময় যে পুরুষ দশমাসমাত্র বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ আপন কার্য্যদ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হউন্। কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন ? ॥৭॥

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া নন্বু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে।
যৎসৃষ্টয়া স তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্ত্যমিব প্রতীতম্ ॥৭॥

হে ভগবন্! সপ্তধাতুরূপ বন্ধনে বদ্ধ পশ্বাদি অপরাপর জন্তুসকল কেবল স্ব-স্ব-দেহে শরীরোৎপন্ন-সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞানবলে শম-দমাদিযুক্ত হইয়াছি, সেই ভোক্তাস্বরূপ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান অনাদি-পূর্ণপুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি ॥৮॥

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জ্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতি-চক্রমেতৎ ॥৯॥

হে প্রভো! আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভমধ্যে বাস করিয়াও এইস্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না; কেননা, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময় সংসার-কূপ বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব পশ্চাতে

দেহাদিতে 'অহং'-বুদ্ধি করিয়া পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে ॥৯॥

তস্মাদহং বিগত-বিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেক-রন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিত-বিষ্ণুপাদঃ ॥১০॥

অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ করত সারথীরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতি শীঘ্র উদ্ধার করিব। হে ভগবন্, যেন পুনর্ব্বার আমার নানা গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত হইতে না হয় ॥১০॥

প্রাচীন কুলিয়ায় দ্বারভেট

মিউনিসিপ্যাল সহর নবদ্বীপ—নামান্তর ওস্‌মান্‌পুর কাশিমপুরই প্রাচীন-কুলিয়া। তথায় মহাপ্রভু-বিগ্রহ-দর্শনে ভেটের ব্যবস্থা আছে। এই ভেট আদায় করিবার জন্য অনেক প্রাচীন গল্প কল্পিত ও রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—ঐ বিগ্রহটী ৪০০ বৎসরের প্রাচীন ও ঠাকুর বংশীবদন-নির্ম্মিত। কেহ বা বলিতেছেন,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজারীর বংশের দ্বারা প্রাচীনকালে স্থাপিত। কেহ বা বলিতেছেন,—শ্রীধামেশ্বর-বিরাধী কৃষ্ণচন্দ্র রাজার শাসনদণ্ড-ভয়ে এই বিগ্রহকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করা হইয়াছিল, পরে নির্ব্বাসিত মণিপুর-রাজকুমারের ঐকান্তিকী ইচ্ছাফলে এই বিগ্রহটী মাটির ভিতর হইতে উঠাইয়া ভেট সংগ্রহ করিবার জন্য কতকগুলি লোক তাঁহার সেবাপূজা (?) করিতে থাকেন। আবার কোন কোন পক্ষ বলেন,—ঐরূপ সেবা-কারী ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া স্ব-স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কেহ বা বলেন,—উদর ভরণের নিমিত্ত ভগবানের যে বিত্ত গ্রহণ করা হয়, তাহা শুল্ক বিত্ত। আবার কেহ কেহ আছেন,—যাঁহারা উহাতে আপত্তি করেন। শ্রীশালগ্রামচন্দ্র নত্যকালই সেব্যবস্তু; কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন,—গণ্ডকী শিলা-দ্বারা

বাদামের খোলা ভাঙ্গিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা দোষের বিষয় নহে। উহাই পূজকের সহিত পূজ্যের সম্বন্ধে স্থাপিত। সেবার মূল-সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে যাওয়া সাধারণের কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীগৌরভক্তগণ বলেন,—শ্রীগৌরের শ্রীমূর্ত্তির পূজা করাই কর্ত্তব্য। পূজার সম্ভার সংগ্রহে যে ব্যক্তিগত সেবা বিহিত হয়, উহাও অর্চ্চনান্তর্গত শুদ্ধসেবা। কিন্তু সেবা-ছলনায় ভগবদ্‌ভোগ্য-সম্ভারকে উদরম্ভরির চেষ্টা মাত্র জ্ঞান করিলেও বিশ্বম্ভর কখনই পণ্যদ্রব্য হইতে পারেন না। সেবকক্রবগণ স্বীয় পরিশ্রমের বিনিময়ে অপরের কাঁধে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যে ভোজ্য সংগ্রহ করেন, উহা 'ভগবৎপ্রসাদ'-শব্দবাচ্য হইতে কতদূরে অবস্থিত, তাহাও বিবেচ্য। যে-সেবার মূল্য-গ্রহণে দেবসেবার অভিনয় হয়, তাদৃশী বৃত্তিকে দেবলের বৃত্তি বলা হয়। উহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে অবৈধী চেষ্টা মাত্র। 'আগমপ্রামাণ্য' পাঠে জানা যায় যে, গণবালুক প্রভৃতি দেবলগণ কখনই শ্রীমূর্ত্তিসেবার অধিকারী হইতে পারেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন কখনও উদরপূজকগণের কোন নৈবেদ্যই গ্রহণ করেন না। ভগবন্নৈবেদ্য সারমেয়াদি পশুগণের ও নরকপাল-সেবিগণের দৃষ্টিপথে আসিলে উহা ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগ্যজ্ঞানে ভগবদুপায়ন-শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

কতকগুলি লোক দ্বারভেট আদায় করিয়া শ্রীমূর্ত্তির আয়বৃদ্ধি করেন; কেহ বা ইজারদার হইয়া নিলামে ভেট খরিদ করেন। উহা সাধারণ নীতিবিরুদ্ধ। সাহায্যকারিগণ বা সেবাকারিগণ সেব্যবস্তুর নিকট যথাসাধ্য শুল্ক সেবোপকরণ সংগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারাই ন্যূনাধিক সেবা করিলে ভক্তি-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে; নতুবা অশুল্ক বিত্তদ্বারা নারায়ণের পূজার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-সাহজিকের কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন হইয়া যাইবে। অপরে দেবসেবার জন্য অর্থ দিবে, আমরা 'কণ্ট্রাক্টর পূজক' হইয়া তাহাদের পূজা করাইয়া দিব—ইহা ভক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম। শুনা যায়, এই ভেটপ্রথা নিবারণ-কল্পে ভেটগ্রাহি-সম্প্রদায়ের লোকগুলি জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে একটি প্ল্যান উদ্ভাবন করিতে গিয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীবাস-ভবনে শারদীয় চন্দ্রিমাকে আবরণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জলদ-দাম স্ব-স্ব বর্ষণদ্বারা উত্তপ্ত ধরা সেচন করিতে অশক্ত হইয়া মুক্তবেণী-বন্ধনে শোভা বিস্তারে ধম্মিল্ল-সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহাদের অন্তরে-

বাহিরে কর্ম্মফল-পিপাসা অতিশয় প্রবলা, তাহারা যে সব্যলীক আচরণে ব্যস্ত—ইহা আর সাধারণকে জানাইতে হইবে না। সুতরাং আমরা এই সকল কথা আলোচনা করিয়া সাধারণের অমূল্য সময় ব্যয় করিতে আর ইচ্ছা করি না।

উদর-ভরণের চেষ্টাই যদি ভেট-প্রথায় প্রকারান্তরে অপরব্যক্তির কোষ-ভাণ্ডার আক্রমণ করে, তদ্দ্বারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে উদরসেবা না হওয়াই সঙ্গত। যাঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হরিসেবার ছলনায় নিজের পরিশ্রম বাঁচাইয়া ধনবানের ধনের প্রতি লুব্ধ হন, তাঁহারা কি ধীরচিত্তে এই কথাগুলি চিন্তা করিতে পারেন না? পূজকের ঠাকুর—পূজকের সেব্য; তাহাতে সঞ্চিতবিত্ত গৃহস্থের নিজ-নিজ আংশিক দানের যোগ্যতা থাকে বটে, কিন্তু ভেটপ্রথা বন্ধ করিয়া গৃহস্থের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক উদরভরণ-চেষ্টা আদরণীয় নহে। * বাজারাধিপতি, * ভূপতি-প্রমুখ ব্যক্তিগণ সেরূপ ভক্তির ছলনাকারিগণকে প্রশ্রয় দিয়াছেন. আমরা আশা করি, সেরূপ অবৈধ প্রশ্রয় রাজর্ষি রায়-সাহেব কখনও অনুমোদন করিবেন না। এইপ্রকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিলে ভক্তির স্বরূপবোধে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈষ্ণব-সেবা

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য-বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।"

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণব-সেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণব-সেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণব-সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়াদ্বারা অনেক অন্ন-ব্যঞ্জন, পিঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণব-সেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্ম-মর্য্যাদা মাত্র। যে-বৈষ্ণবের সেবা করিতে

হইবে, তিনি কি-প্রকার বৈষ্ণব, তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা—

প্রভু কহে,—যার মুখে শুনি একবার
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥
ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥

একটি কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণব-পদবী প্রাপ্ত হয়। সেই নাম কিরূপ, তাহাও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে ॥

এইস্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না; কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নাম-অপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি বৈষ্ণব; সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়; হ্লাদিনী-শক্তি উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণব-সেবা করিবেন। এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণব-সেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদিদ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। 'অন্ত ভরপেট লুচি, মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে'—এই ধনাশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে—

"ধন-শিষ্যাদিভিদ্বারৈর্যা ভক্তিরুপহৃতে"

ইত্যাদি বাক্য দ্বারায় এইসকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন

নাই। এইসকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, (তবে) অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে জীব-সেবা হইতে পারে; (কিন্তু তাহাকে) মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নাম পরায়ণ-বৈষ্ণব-সেবা বলা যায় না।

আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের 'আখড়া' বলিয়া একটী ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটী দেবসেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ দিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন। এ ব্যাপারটী মন্দ নহে, কিন্তু সেই আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে **গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা হইয়া উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব-ব্যবহার।** বৈষ্ণব অতিশয় উপাদেয়—বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। **বৈষ্ণবের ভোজন শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব-সেবা।** অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন করা নিতান্ত উচিত। **কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথা—ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।**

হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার তর্পণ করুন। কিন্তু **বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণব-সেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন না।** নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে ভোজন করান প্রভুর মত নহে। যথা—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটি গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব-সেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় না, তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবামাত্রই বৈষ্ণবের অভ্যাগত-ধর্ম্ম থাকে না। তাহাতে সন্ন্যাসী-ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ণব-সেবা হয় না। যত্ন করিয়া কোন বৈষ্ণবকে গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু আড়ম্বর-পূর্ব্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ

করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণব-সেবাকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটী কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কু-পন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৬ পৃষ্ঠার পর)

(৭)

মনে পড়ে জননি গো ! অপূর্ব্ব কাহিনী—
তব শারদীয়া পূজা। সে-সব যামিনী
চিত্র-প্রায় ভাসিতেছে মম চিত্তাকাশে,
বাক্যাভাবে সদাক্ষম তাহার প্রকাশে।
নবম্যাদি কল্প ধরি' বসিত বোধন-
রঙ্গ— দেবী দশভূজা দুর্গার পূজন।
নৃত্য-গীত-সমারোহ-অতিথি-তর্পণ,
সর্ব্বগ্রামবাসী সেবা ব্রাহ্মণ-সজ্জন
করিতেন গৃহে গৃহে। চর্ব্ব্য-চোষ্য খাদ্য
দিতেন সকল জনে; ঢোল-ঢাকবাদ্য
উঠিত ভীষণ রব চতুর্দ্দিকে গ্রামে;
গ্রামবাসী সুখবৃদ্ধি হৈত যামে যামে।
দূর দেশ হইতে তবে গ্রামবাসিগণ
আসিয়া আত্মীয়-জনে করিয়া মিলন,

ভাসিত আনন্দ-নীরে, ভাবিত সকলে—
মূর্ত্তিমান্ সুখ আসিয়াছে ধরাতলে।
বিধির নিয়ম মাগো! লঙ্ঘিবে কে বল,
যথা সুখ তথা দুঃখ অবশ্য প্রবল!
হেন সুখে জীব নিজ সুখের কারণ
করিত অসংখ্য জীবগণের হনন!!

(৮)

কত সুখ দেখিয়াছি, জননি! তোমার,
কিরূপে বর্ণিতে সাধ্য হইবে আমার;
অতি ক্ষীণবুদ্ধি আমি,—তোমার নন্দন
সব, নাহি জানে কেবা?—ছিল অগণন।
জানিত না কভু মনে, অভাবের জ্বালা
ঘোরতর, ছিল সদা আনন্দে উতলা।
পালিতে বান্ধবগণে সর্ব্বদা নিযুক্ত
থাকিত সকলে, পাছে অতিথি অভুক্ত
যায় ফিরে; এ কারণে, আয়োজন ক'রে
রাখিত সামগ্রী সব প্রতি ঘরে ঘরে।
আনন্দের কোলাহল অতি মনোহর,
শুনিতাম প্রতিদিন গ্রামের ভিতর।
অস্তাচলে দিনকর করিলে গমন,
প্রতি গৃহে বাদ্যরব, মধু বরিষণ
করিত শ্রোতার কর্ণে,—বলা নাহি যায়
কত সুখে দিবারাত্রি কাটিত হেথায়!
কোথাও বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ-সহিত
গাইত হরির নাম—গীত সুললিত;
নৃত্য করি' বৃক্ষমূলে সন্ধ্যার সময়
প্রকাশিত ভক্তি-রস; চন্দ্রের উদয়

হ'লে সকলে মিলিয়া বাজায়ে মৃদঙ্গ
ভ্রমিত নগরপথে, করি' নানারঙ্গ ;
'হরে কৃষ্ণ রাম' বলি' মাতিত নর্ত্তনে
ঊর্দ্ধবাহু, দর দর ধারা দু'নয়নে,
বাজাইয়া করতাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
তালে তালে চারিদিকে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া,
কেহ বা কপটচিত্তে ভ্রুকুটি নয়নে
দেখাইত শুষ্কভক্তি গ্রামবাসী-জনে।

কোথাও ব্রাহ্মণগণ বেলা অবসান
দেখি' চতুষ্পাঠী ছাড়ি' করিত প্রস্থান ;
বাক্যালাপে যথা কাল কাটে ধনীগণ
সুরম্য গৃহেতে বসি'। করিয়া ধারণ
নস্যের শামুখ-করে চলিতেন সবে
পথমধ্যে কত শত তর্ক-কলরবে,—
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল বেদান্ত লইয়া
ঘোরতর দ্বন্দ্বানল উঠিত জ্বলিয়া ;
যাহার কণ্ঠের স্বর অতি বলবান্
বাক্যরণে জয়ী সেই, কে তার সমান ?
নয়নে প্রকাশ তাঁর মনের যে ভাব,
সে-সুখ নাহিক পায় পৃথ্বী করি' লাভ ;
বীর নরপতিগণ সম্মুখ-সমরে,
মারি শত্রু অগণন, অসি ধরি' করে।

কেহবা স্থাপিত তবে পরমাণুবাদ
বৈশেষিক সূত্রমতে, 'কণাদ' 'কণাদ'
উচ্চ রব উঠি' তবে আক্রমিত কর্ণ
সবাকার, সাংখ্য-শিষ্যে করিয়া বিবর্ণ ;

আরো উচ্চৈঃস্বরে কেহ বেদান্ত-বিচারে
খণ্ডি'ত সে মত যথা তৃণ-খুর-ধারে।
মধ্যস্থ অভাবে ব্যাঘ্রকণ্ঠ মহাশয়
সারমেয়-কণ্ঠ ছাত্রে করি' পরাজয়,
ধরিতেন শিখা তার ; সগর্ব্ব-বচনে
বাক্যহীন করিতেন তাঁরে পান্থ-রণে ;
সিংহকণ্ঠ অন্যছাত্র ঘট-পট করি'
পরাজিত তাহে পুনঃ তার শিখা ধরি ;
স্মার্ত্ত-ছাত্র মধ্যে 'মলমাস'-তর্ক ল'য়ে
হইত বিষম রণ ! নৈয়ায়িক-ভয়ে
নিস্তব্ধ হইত তারা ! নৈয়ায়িক শূর
বলিতেন,—রঘুনন্দনের গাধা দূর দূর !
বৈদেশিক ছাত্র কেহ দুর্ব্বাসা-স্বভাব
বলিতেন রুষ্ট হয়ে—ওরে গর্ভস্রাব !
শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত্ত সর্ব্ব-মহত্তম,
তাঁরে নিন্দা কর, তুমি অতি নরাধম !
এইরূপে ছাত্রবৃন্দ কত কথা বলি'
যাইতেন অপরাহ্ণে রাজপথে চলি।
কোথায় রহিল সেই মহাজনগণ,
তাহাদের তরে হায় !—ঝুরিছে নয়ন !!

(৯)

সরোবর-ঘাটে বসি' দেখিতাম, হায় !
কত কত মহাজন বৃক্ষের তলায়
বসিয়া একত্রে সবে, সন্ধ্যা আগমনে
সংসার-চিন্তায় মগ্ন সবে মনে মনে,
ব্যক্ত করি' নিজ দুঃখ কেহবা কহিত
ঘাড় নাড়ি' দিয়া সায় সকলে শুনিত,

যাঁহার সাধ্যেতে যাহা পারিত হইতে,
অঙ্গীকার করিতেন সে কার্য্য করিতে
অনায়াসে। তারা, আহা! কাটাইত কত
সুখভোগে কাল সবে, হিংসায় বিরত!
অদূরে হইত দৃষ্ট পল্লীর কামিনী-
গণ, কক্ষেতে কলসী গজেন্দ্র-গামিনী
সবে, সরোবর-তটে লইবারে বারি
আসিত সকলে মিলি' হ'য়ে সারি সারি।
দুঃখ-সুখে যেইরূপে যায় দিনকর,
সংসারের কথা সব কহি' পরস্পর
চলিত সভয়ে সদা; দেখিত যখন
পরপুরুষের মুখ, লাজে অচেতন
হ'য়ে লুকাইত তবে তরুগণ-পাশে,
মেঘেতে তড়িৎ যেন লুকায় আকাশে।
কেহবা বলিত,—দিদি! শোভাঞ্জন শাক
স্বল্প-তৈলে আজি আমি করিছিনু পাক,
কি সুন্দর! খেয়ে তাহা দেবর আমার
কত যে সুখ্যাতি মোর কৈল বার বার!
কেহ বলিতেন,—আজি নৈবেদ্য মটরে
হইল অপূর্ব্ব ডাল্না কি বলিব তোরে!
আমিত মোচার ঘণ্ট মসলা না দিয়া
করিছিনু আজি পাক, মুখেতে খাইয়া
প্রশংসিলা কর্ত্তা মম!—কহে অন্যজন
সুখে ঘুরাইয়া দুই খঞ্জন-নয়ন। (ক্রমশঃ)

———

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৬]

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণই যদি সকল শাস্ত্রের মুখ্যবাচ্য হ'ন, তবে পাদ্মোত্তর খণ্ড প্রভৃতিতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, আর পঞ্চরাত্রাদিতে বাসুদেবের সর্ব্বাবতারিত্ব শ্রবণ করা যায় কেন? শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ ও বাসুদেব, তাহাও বলা যায় না। কারণ তাঁহার সহিত নারায়ণাদির স্থান, পরিকর, নাম ও রূপের পার্থক্য আছে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি; ইহা তত্ত্বসন্দর্ভে বিশেষ বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞান লাভের পর শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা নিরূপিত হইয়াছে।

অক্রূর দ্বারকা হইতে অন্যত্র গমন করিলে দ্বারকাবাসিগণের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক তাপসকল মুহুর্মুহু উপস্থিত হইতে থাকলে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের স্থানান্তর গমন হেতু দ্বারকায় অরিষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল. বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিরাজ করেন, তথায় অরিষ্ট আসতে পারে না।

আবার কাহারও কাহারও মতে—শাল্ব মায়ারচিত বাসুদেবকে বিনাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহারা পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শোকমোহাতীত, ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়া পরে তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও মোহগ্রস্ত বর্ণন করা পূর্ব্বাপর বিরোধ। যিনি আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুকে মায়ায় মুগ্ধ রাখিয়াছেন, তিনি কি সামান্য অসুরের মায়ায় মুগ্ধ হইতে পারেন? যিনি অখণ্ড জ্ঞানবস্তু! তিনি কি আসুরী মায়া ভেদ করিতে পারেন না? সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে কি শোকাদি-স্পর্শ লেশের সম্ভাবনা হইতে পারে? তবে ভক্তসঙ্গে তাঁহার কখনও কখনও যে মোহাদির সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা প্রেম পারবশ্য হেতু। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী-পরিপাকরূপ প্রেমের পারতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া স্বরূপধর্ম্মের কোন ব্যভিচার ঘটাইলে তাহা দোষের বিষয় হয় না। পরন্তু তাঁহার ঐ গুণের জন্যই ভক্তগণ তাঁহাকে ভজন করেন। অসুরদের নিকট তিনি ঐ গুণের প্রকাশ করেন না। দ্বারকায় অরিষ্ট-দর্শন ও অসুর-মায়ায় শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত--ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয় নহে।

সুতরাং যে-সকল পুরাণাদির বচন শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী, তাহা কখনই প্রমাণরূপে স্বীকার্য্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা নিরূপিত। গ্রামাধ্যক্ষের সভায় প্রশংসিত বস্তু হইতে রাজসভায় প্রশংসিত বস্তু শ্রেষ্ঠ। অতএব পদ্মপুরাণাদিতে শ্রীনারায়ণ-বাসুদেব স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণেরই পরম আধিক্য সিদ্ধ। এজন্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যের স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার না করিলে পাদ্ম-বচনাদির সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তাহার সমাধান—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার করিয়াও ঐসকল বাক্যের অর্থসঙ্গতি করা যায়। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিশেষ বলিলে কোন বিরোধ থাকে না। ব্রহ্মস্তুতিতে "নারায়ণস্ত্বং" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। আর দ্বারকাপ্রসিদ্ধ বসুদেব-পুত্রই বাসুদেব। নারায়ণ ও বাসুদেব—উপনিষদের বাচ্য নারায়ণ ও বাসুদেবরূপে দেবকীনন্দনই ব্যক্ত।

নিজ বিভূতি বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন – ভগবানদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব (ভাঃ ১১।১৬।২৭)। ঐ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্য উক্তি—সাত্বতদিগের নবমূর্ত্তিমধ্যে আমি পরামূর্ত্তি। সাত্বত—ভাগবতদিগের নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা—এই নবমূর্ত্তি মধ্যে বাসুদেবাখ্য আমিই শ্রেষ্ঠ। এজন্য **অদ্বৈতবাদিগণের ব্যাসপূজা-পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্য সিংহাসনেও বাসুদেবাদি নবমূর্ত্তির আবরণ-দেবতারূপে স্থিতি দেখা যায়।** ক্রম দীপিকার অষ্টাক্ষর পটলে শ্রীবাসুদেবাদিকে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে শ্রবণ করা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশমে "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽহং" বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমিই বাসুদেব, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই বাক্যে **বাসুদেব অর্থে শ্রীবলরাম।** কারণ নিজ বিভূতি-বর্ণনে নিজকে বিভূতিরূপে বর্ণন করা সমীচীন হয় না। সুতরাং ভগবান্দিগের মধ্যে 'আমি বাসুদেব'—এই বাক্য বাসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

যে-সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইল, সেই সব

কারণে তাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিরও অন্যস্বরূপ হইতে মহিমাধিক্য শ্রবণ করা যায়। 'অষ্টোত্তর-শত নামে—**"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং, একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি" অর্থাৎ পবিত্র সহস্র-নাম সকল তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, একবার শ্রীকৃষ্ণনামে সেইফল হইয়া থাকে।**

পাদ্মে পাতালখণ্ডে— "তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাৎ"; শ্রীমহাদেবের বাক্যে রাম-নামের 'তারক' ও কৃষ্ণনামের 'পারক' সংজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে। রাম নামে মুক্তি ও কৃষ্ণনামে প্রেমভক্তি প্রাপ্তি হয়। তাহা মোক্ষসুখ-তিরস্কারী।

সকল ভক্ত যাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বন্দনা করেন, সেই শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতার উপসংহারবাক্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ভজনকেই সর্ব্বগুহ্যতমরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! মোহ-বশতঃ যাহা করিতে অনিচ্ছুক, অবশভাবে তাহাই করিবে। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা সকলপ্রাণীকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় কর। তাঁহার অনুগ্রহে পরাশান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। —এই জ্ঞানকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন, আমার সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞান শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তোমার হিতের জন্য বলিতেছি। তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চন কর, আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, শপথ করিয়া বলিতেছি। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করার জন্য এত উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্য্যামি-প্রেরিত হইয়াই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। সুতরাং গীতা যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে—পরমার্থাভিধায়ক। তাহাতে আবার গুহ্যতর, সর্ব্বগুহ্যতম প্রভৃতি বলায় ঐসকল বাক্যে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্ত শ্লোকসমূহের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, যিনি এক অথচ সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তিনিই সংসারযন্ত্রারূঢ় সর্ব্ব-

ভূতকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইবার জন্য হৃদ্দেশে বর্ত্তমান। সর্ব্বভাবে, এই পুরুষই সকল রূপে বিহার করিতেছেন, এই ভাবনা কিম্বা সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য সমন্বিত অনুশীলন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; তাহা হইলে পরমা শান্তি লাভ করিবে।

অনন্তর এই ঈশ্বরোপাসনা একান্ত ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীঅর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া স্বয়ং ভগবান মহাকৃপাভরে পরম রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া উপদেশ করিলেন—আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য শ্রবণ কর।

যদিও 'গুহ্যতম' বলিলে গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় বাক্য বুঝায়। তথাপি "সর্ব্ব" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ-ভজন প্রতিপাদক বাক্য হইতে নিজ-ভজন প্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিলেন। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'তমপ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও উৎকর্ষ হেতু সর্ব্বগুহ্যতম শব্দের প্রয়োগ। স্বকৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিতেছেন—'দৃঢ়তাসহকারে বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। পরমবিশ্বস্ত আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য।' নিজে কেন তাদৃশ রহস্য প্রকাশ করিলেন? তাহার হেতু—ততঃ ইত্যাদি অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয় বলিয়াই তোমার নিকট কিছু গোপন করা যায় না। তোমার প্রীতির প্রভাবে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া সকল রহস্য ব্যক্ত হয়।

সেই গুহ্যতম বাক্য জানিবার জন্য অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তাহা শ্রবণে অর্জ্জুন মনোযোগী হইলে তাঁহাকে বলিলেন—"মন্মনাভব" ইত্যাদি। তোমার সম্মুখে মিত্ররূপে বিরাজিত যে আমি, তাহাতে মন স্থাপন কর; আমার প্রীত্যর্থে আমার ভজন কর, নিজ সুখলাভের জন্য নহে। 'মন্মনা', 'মদ্ভক্ত', 'মদ্‌যাজী' ও 'মাং নমস্কুরু'—সর্ব্বত্র 'মৎ'-শব্দ প্রয়োগ হেতু নানাপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করা কর্ত্তব্য—ইহাই নির্দ্ধারিত।

নানা প্রতিবন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি-প্রকারে তদ্‌গতচিত্ত হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি। সন্ধ্যা-বন্দনাদিরূপ নিত্যধর্ম্মাদি ও প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণাপন্ন হও। পরি-শব্দদ্বারা ধর্ম্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিলেন। ধর্ম্মত্যাগ দুইপ্রকার—স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পরিত্যাগ স্বরূপতঃ ত্যাগ, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান

—ফলতঃ ত্যাগ। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তির বিঘ্নজনক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। পাপ-ত্যাগ প্রতিবন্ধ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হইতে পারে, তাহা কিরূপে ত্যাগ করা যাইবে? এই আশঙ্কার নিরসনার্থ বলিতেছেন,—আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনই ধর্ম্ম, আর আজ্ঞা লঙ্ঘনই অধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে প্রত্যবায় হইবে না। শ্রীকৃষ্ণভজন জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপ হইবে না—একবার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ব্যতিরেকভাবে বলিলেন (নিষেধ বাক্যদ্বারা), তুমি শোক করিও না, তোমার চিন্তার কারণ নাই। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, নিশ্চিন্ত-মনে আমার ভজন কর।

কাহারও কাহারও এইরূপ সংশয় হয় যে, যদি কৃষ্ণভজনই উপদেশসার হয়, তবে গীতায় বহুপ্রকার যোগের উপদেশের তাৎপর্য্য কি? তাহার উত্তর,—তারতম্য জ্ঞানের জন্য। বহুবিধ সাধন ও তাহাদের ফল উল্লেখ না করিলে শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমতা দেখান যায় না। তাঁহার কোন্ স্বরূপের ভজন করিবে? কেহ কেহ বলেন—বিশ্বরূপই পরম স্বরূপ, কিন্তু তাহা ভ্রম। কারণ বিশ্বরূপ, বিরাট্ রূপাদি শ্রীকৃষ্ণ-রূপের একান্ত অধীন। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ বিশ্বরূপের অধীন হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহা ইচ্ছামাত্রে দেখাইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ ঐখানে ইহা উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় **'নিজরূপ'** দর্শন করাইলেন। এজন্য নরাকার রূপেরই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ। সুতরাং বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে এবং পরমভক্ত অর্জ্জুনের উহা অভীষ্ট রূপ নহে। কারণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের ভয় ও বিস্ময় হইয়াছিল, তজ্জন্য উহা তাঁহার অনভিপ্রেত। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া উহার শ্রেষ্ঠতা বা মাহাত্ম্য অধিক বলিলে বিচারে ভুল হইবে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি। তাহা হইতে দেবরূপ (বিশ্বরূপ) দর্শনের দৃষ্টি ভিন্না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি আচরণ করিয়া দিব্যদৃষ্টি (দেব সম্বন্ধীয়) দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নরাকৃতি পরব্রহ্মদর্শনে সমর্থ নহেন। তাহা ঐ অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে—তুমি যে রূপ (নরাকৃতি) দর্শন করিলে তাহার দর্শন অত্যন্ত দুর্ঘট, দেবতাগণও এই রূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষা করেন; তাহা

কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই সুলভ। সুদুর্দর্শমিদং রূপং" কাহারও মতে বিশ্বরূপ বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ অর্জ্জুনের বাক্য—"হে জনার্দ্দন, তোমার এই মনুষ্য-রূপ দর্শন করিয়া" ইত্যাদি বাক্যের পর সুদুর্দর্শ-বাক্য উক্ত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(বামন-পুরাণাবলম্বনে লিখিত)

(৪)

ধর্ম্মহীন জীবনযাপনই নরক-ভোগের কারণ

নিশাচরাধিপতি বিদ্যুৎকেশীর পুত্র শিবভক্ত সুকেশী সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থানপূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিত। একদা সে মৃগধারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ঋষিগণের আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক নিবেদন করিল,—হে দ্বিজোত্তমবর্গ! ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়ঃ কি? ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং কিরূপ সৎক্রিয়াকেই বা ধর্ম্ম বলে? ঋষিগণ সবিশেষ বিচার করিয়া কহিলেন,—ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্র একমাত্র ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই সাধুসমাজে পূজনীয় ও সুখে সমৃদ্ধিত হওয়া যায়। বিষ্ণুপূজা ও যজ্ঞাদি-ক্রিয়াই দেবগণের, এমন কি, নিখিল জীবের পরম ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, অনভিমান যোগাভ্যাসে অবিচলিত আসক্তি, সত্য, অস্তেয়, জপ্য, জ্ঞান, নিয়ম ও ধর্ম্মবেদিতা, স্বাধ্যায়, দান, যজন, অকার্পণ্য, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা জিতেন্দ্রিয়তা, শৌচাদি নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। মাৎসর্য্য, নানাদেবদেবীর উপাসনা, ভোগ, ধনাধিপত্য, পরকীয় অর্থগৃধ্নুতা, পরদারমর্ষণ, অবিবেক অজ্ঞান, অহঙ্কার, শৌচহানি, সত্যপরিহার ও সর্ব্বদা আমিষগৃধ্নুতা— অধার্ম্মিক দৈত্য-রাক্ষস-পিশাচগণের আচার বলিয়া কথিত। জীবসকল সদাচার ও ধর্ম্মরহিত হইলেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয় এবং তৎফলে রৌরব-প্রমুখ ঘোরদর্শন নরক-সমূহে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

নরকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সুকেশী কহিল,—হে তপোধনবর্গ! ঐ দারুণ নরকসকলের সংখ্যা কত? তাহাদের পরিধি বা কত এবং তাহাদের স্বরূপই বা কীদৃশ? ঋষিগণ

বলিলেন,—রৌরবাদি নরকসকল অসংখ্য। তন্মধ্যে একবিংশতিটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রৌরব' প্রথম নরক। উহা দ্বি-সহস্র যোজন জ্বলিতাঙ্গার বিস্তৃত ভূ-ভাগে সন্নিবদ্ধ; উহার অধস্থ ভূমি তপ্ততাম্রময়ী ও সর্ব্বদা বহ্নিদ্বারা সন্তপ্ত। দ্বিতীয় নরক 'মহারৌরব' রৌরবের দ্বিগুণ। 'তামিস্র' নামে বিখ্যাত নরক উহা অপেক্ষাও বিস্তৃত। চতুর্থ নরক 'অন্ধতামিস্র' উহার দ্বিগুণ। ইহার পর পঞ্চম নরক 'কালসূত্র' নামে কথিত। তদনন্তর 'অপ্রতিষ্ঠ' ও অপ্রতিষ্ঠের পর সপ্তম নরক 'ঘটীযন্ত্র।' ইহার পর অষ্টম 'অসিপত্র' নরক দ্বিসপ্ততিসহস্র যোজন বিস্তৃত। নবম 'তপ্তকুম্ভ', দশম 'কূট-শাল্মলি', একাদশ 'করপত্র' ও দ্বাদশ নরক 'শ্বানভোজন' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পর যথাক্রমে 'সংদংশ', 'লোহপিণ্ড', 'করম্ভসিকতা', 'ভয়ঙ্কর', 'ক্ষারনদী', 'ক্রিমিভোজন' এবং ঘোরা 'বৈতরণী' নদী অষ্টাদশ নরক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইহার পর 'শোণিতপূয়ভোজন', 'ক্ষুরাগ্রধার', 'নিশিতচক্রক' নামক একবিংশতি নরক।

পাপীর প্রকারভেদ ও অশেষবিধ নরক-যন্ত্রণা

সুকেশী বলিল,—হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! কি কর্ম্ম করিলে এই সকল নরকে গমন করিতে হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ঋষিগণ কহিতে লাগিলেন,—যে সকল পাপাত্মা দেবদেব বিষ্ণু ও দ্বিজাতিগণের নিরন্তর নিন্দা করে, পুরাণেতিহাসাদির অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করে, গুরুগণের নিন্দা করে, যজ্ঞ-সকলের বিঘ্ন করে এবং দাতার প্রতিষেধ করে, তাহারাই এই সমস্ত নরকে নিপতিত হয়। যাহারা সুহৃৎ, পতি, সোদর, প্রভু, ভৃত্য, পিতা, মাতা, পুত্র, যাজ্য ও অধ্যাপক—ইহাদের কোনরূপ প্রভেদ করে না, যে-সকল অধম পুরুষ দত্ত কন্যাকে পুনরায় অন্যের হস্তে সম্প্রদান করে, যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে করপত্রে দ্বিধাপাটিত করিয়া থাকে। পরের সন্তাপ উৎপাদন, চন্দন ও উশীর হরণ এবং বালব্যজন আত্মসাৎ করিলে 'করম্ভসিকতা' নরকে পতিত হইতে হয়। দৈবানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র ভোজন করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ড বিহঙ্গসকল তাহাকে দ্বিধা আকর্ষিত করে। যে ব্যক্তি সাধুগণকে মর্ম্মবেদী বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করে, পক্ষীসকল তুণ্ডদ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া থাকে। যে মূঢ়মতি সাধুগণের প্রতি পিশুন ব্যবহার করে, বজ্রবৎ দৃঢ়তুণ্ড বায়সগণ তাহার জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যাহারা উদ্ধত হইয়া পিতামাতা ও গুরুজনবর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারা অধোমুখে পূয, বিষ্ঠা ও মূত্রমধ্যে নিমগ্ন হয়। দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, অভ্যাগত ব্যক্তি এবং বালক ও অগ্নি অভুক্ত থাকিতে ভোজন করিলে, দূষিত রক্ত ও পূয ভোজন করা হয়; অধিকন্তু তাহারা সূচীমুখ ও পর্ব্বতাকৃতি হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ক্ষুধায় অতিমাত্র ক্লেশ অনুভব করে। যাহারা এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিষম ভোজন করায়, তাহারা 'বিট্ ভোজন' নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা একত্রে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বহির্গত হইয়া উহা পরস্পর ভাগ না করিয়া আত্মসাৎ করে, তাহারা 'শ্লেষ্মভোজন' নরকে নিপতিত হয়। যাহারা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া গো-ব্রাহ্মণ অগ্নিস্পর্শ করে, সুদারুণ 'তপ্তকুণ্ডে' তাহাদের হস্ত হস্ত হইয়া থাকে। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা দর্শন করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদের নেত্রমধ্যে অগ্নিস্থাপনান্তে প্রজ্বলিত করে। যাহারা মিত্রজায়া, জননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা, স্বসা, গুরু ও বৃদ্ধদিগকে পদদ্বারা স্পর্শ করে, সন্তাপিত লৌহনিগড়দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া ভয়ঙ্কর নরকে তাহারা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাদের জানু পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। যাহারা বৃথা মাংস ভোজন ও পশু হিংসা করে, তাহাদের বদনমধ্যে বিচিত্রাকৃতি তপ্ত লৌহদণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা গুরু-দেব-দ্বিজাতি ও বেদ-সকলের নিন্দা শ্রবণ করে, সেই পাপাত্মা নরাধমদিগের কর্ণমধ্যে ধর্ম্মরাজ-কিঙ্করগণ অগ্নিবর্ণ লৌহ-কীলকসকল প্রবেশ করায়। যাহারা দেবকুলারাম, বিপ্রবেশ্ম, সভা, মঠ, বাপী, কূপ, তড়াগ ভগ্ন করিয়া নষ্ট করে, অতীব ভয়ঙ্কর যমদূতগণ সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরীদ্বারা তাহাদের দেহ হইতে চর্ম্ম উৎপাটিত করে। যাহারা গো-ব্রাহ্মণ-অগ্নি ও সূর্য্যের অভিমুখে মূত্রত্যাগ করে, বায়স সকল তাহাদের গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্র বাহির করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আত্মপোষণ পরায়ণ হইয়া অকিঞ্চন পুত্র, ভৃত্য, কলত্র ও বন্ধুবর্গকে দুর্ভিক্ষ ও বিপদকালে পরিহার করে, তাহারা কুক্কুরযোনিতে নিপতিত হয়।

যাহারা শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, তাহারা যন্ত্রপীঠে তাড়িত হয়। যে সকল পাপী ব্রতী ও ধর্ম্মযাজিগণকে যাজ্যকর্ম্মে ক্লেশ প্রদান করে, তাহারা শিলায় নিষ্পিষ্ট হয়। ন্যাসাপহরণ করিলে নিগড়দ্বারা বদ্ধ হয় ও ক্ষুধায় কাতর,

শুষ্কতালু ও রুদ্ধকণ্ঠে বৃশ্চিকাশনে নিপতিত হয়। যাহারা পর্ব্বাহে মৈথুনাসক্ত হয়, পরদারমর্ষণ করে, তাহাদিগকে বহ্নিতপ্ত কূটাগ্র শাল্মলী আলিঙ্গন করিতে হয়। যাহারা উপাধ্যায়কে অধ্যাপনায় বাধ্য করে এবং যে ব্যক্তি তাহাদের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের দ্বারা শিলা বহন করাইয়া থাকে। যাহারা জলমধ্যে মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ ত্যাগ করে, তাহারা পূয-বিষ্ঠামূত্রে নিপতিত হয়। যাহারা আতিথ্যবিধানে পরস্পর ভোজন করে না, সেই মূঢ়গণ পরস্পর স্বমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। বেদ, বহ্নি ও গুরুত্যাগী হইলে যমকিঙ্করেরা সেই পাপীকে গিরিশৃঙ্গ হইতে অধঃপাতিত করে। যাহারা পুনর্ভূর পতি এবং যাহারা কন্যা-বিধ্বংসক, তাহারা ক্রিমি ভক্ষণ করে। চণ্ডাল ও অন্ত্যজদের নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করিলে যাজক ও যজমান উভয়েই অশ্বকীট হইয়া থাকে। যাহারা পশুগণের পৃষ্ঠমাংস ভোজন করে ও বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা বৃকভক্ষ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি স্বর্ণ চুরি করে, ব্রহ্মহত্যা করে, সুরাপান করে, গুরুপত্নী গমন করে, গো ও ভূমি হরণ করে, গো-স্ত্রী-বালক বধ করে, তাহাদের অশেষ প্রকার নরক-যন্ত্রণা লাভ হয়। যে-সকল দ্বিজাতি গো, মদ্য ও বেদ বিক্রয় করে, কূট সত্য প্রয়োগ ও শৌচ পরিহার করে, নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে ও কূটসাক্ষ্য প্রদান করে, তাহারা রৌরব-নরকে বাস করিয়া থাকে। দশসহস্র বর্ষ ঐরূপে নরকে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় তাবৎ সংখ্যক বর্ষ তামিস্র নরকে বাস করে। তথা হইতে তাবৎ সহস্র বৎসর যথাক্রমে অন্ধতামিস্র, অসিপত্রবন, ঘটীযন্ত্র ও তদনন্তর তপ্তকুম্ভে নিপতিত হয়। লোকনিন্দিত কৃতঘ্ন ব্যক্তিসকল যথাক্রমে এইসকল নরক ভোগ করিয়া থাকে।

সকল পাপীর মধ্যে কৃতঘ্ন সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম। ব্রহ্মঘ্ন ও গোঘ্নাদির বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু দুষ্টচারী সুহৃৎ-বিনাশকারী কৃতঘ্ন-বৃত্তির মুক্তি লাভ হয় না। দুরাচার পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে কুত্রাপি সুখী হয় না। তাহার যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সকলই নিরর্থক হইয়া পড়ে। সদাচারই মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব দান করে। ধর্ম্ম এই সদাচারের মূল।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য

(প্রাচীন আখ্যায়িকা)

প্রাচীনকালে সত্য-নিষ্ঠ, শান্ত, দান্ত, পরমতাপস গালব-মুনি নর্ম্মদা-নদীর তীরে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গালব,—বহুতর বৃক্ষে পূর্ণ, নানারূপ মৃগদ্বারা আচ্ছন্ন, সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ এবং বিদ্যাধর-কর্ত্তৃক সেবিত, কন্দ-মূল-ফলে পরিপূর্ণ এবং মুনিগণ-সেবিত সেই নর্ম্মদাতীরে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঐ গালব-মুনির ভদ্রশীল নামক জাতিস্মর, মহাভাগ্যবান, বিষ্ণু-ভক্ত এবং জিতেন্দ্রিয় পুত্র ছিল। মহামতি ভদ্রশীল বালকাবস্থায় ক্রীড়ার সময়েও সর্ব্বদা বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন এবং সকলকেই ঐ পূজার কথা উপদেশ করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের একাদশী-ব্রত এবং উপবাস একান্ত কর্ত্তব্য এই কথাও ব্রাহ্মণাদি বর্ণীগণকে বলিতেন। তিনি ক্রীড়া-সময়ে এক মুহূর্ত্ত অথবা অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত একাদশী লাভ হইলেও তাহাতে সংকল্প করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেন।

পিতা গালব পুত্রের এই প্রকার বিষ্ণুপ্রীতি দেখিয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "হে ভদ্রশীল! তুমি অতি ভাগ্যবান্। হে সুব্রত! তোমার সংস্কার অতি উত্তম, যেহেতু তোমার পরম মঙ্গলময় চরিত্র যোগীগণেরও দুর্ল্লভ। তুমি প্রতিদিন শ্রীহরির পূজা ও সকল প্রাণীর কল্যাণ করিয়া থাক, একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান কর, সকলের প্রতি কৃপা কর; তুমি অসঙ্গ, মায়ারহিত শান্ত-দান্ত ও সর্ব্বদা শ্রীহরির ধ্যানে আসক্ত; অতএব তোমার কি-প্রকারে এইরূপ ভগবদ্ভক্তির উদয় হইল? তাহা আমার নিকটে বল।"

পুত্র ভদ্রশীল পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করত প্রকৃত ঘটনা সমস্তই পিতার নিকট নিবেদন করিলেন,— "হে পিতঃ! হে মহাভাগ! যাহা আমার অবগতি আছে, ধর্ম্মরাজ যম তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি জাতিস্মর, এইজন্য আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই।" মুনিশ্রেষ্ঠ গালব এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া মহদ্হৃদয় ভদ্রশীলকে কহিতে লাগিলেন,— "হে মহাভাগ! তুমি পূর্ব্বে কে ছিলে? যম তোমাকে কিজন্য এবং কি-নিমিত্ত কি বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বল।"

ভদ্রশীল কহিলেন,— "হে তাত! আমি পূর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলাম। আমার নাম ছিল ধর্ম্মকীর্ত্তি। ভগবান দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন।

আমি ক্রমাগত নয় হাজার বৎসর পৃথিবী শাসন করত বহুতর ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছিলাম। পরে আমি ধনমদে অতিশয় মত্ত হইয়া বহুতর অধর্ম্ম করিয়াছিলাম এবং পাষণ্ডজনের সংসর্গে আমার চরিত্র পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে তপোধন! আমি পূর্ব্বে যে বহুতর পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছিলাম সেই সমস্ত পুণ্যই পাষণ্ডের সহিত আলাপের দ্বারা বিনষ্ট হয়; পাষণ্ডোপদেশানুসারে বেদমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুটযুক্তি অবলম্বন করিয়া যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি পরিত্যাগ করি। তৎকালে দেশস্থ প্রজাগণ আমাকে অধর্ম্ম-নিরত দেখিয়া তাহারাও তদ্রূপ অধর্ম্ম করিতে লাগিল, আমিও তাহাদের কৃত অধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ লাভ করিতে লাগিলাম। এইরূপে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করত ব্যসনে রত হইয়া এক সময়ে মৃগয়ায় বহির্গত হই। আমি সৈন্যবর্গের সহিত বনমধ্যে বহুপ্রকার মৃগ হনন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর এবং শ্রান্ত হইয়া রেবা-নদীর তীরে গমন করিলাম। পরে তপন-তাপে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া রেবাতে স্নান করি। তখন সৈন্যগণকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলাম।

হে পিতঃ! তৎকালে কয়েকজন তীর্থবাসী আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, তাঁহারা **একাদশীব্রত** করিয়া রহিয়াছেন। হে তাত! আমিও তাঁহাদের সহিত উপবাস করিয়া সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করত রাত্রিতে জাগরণ করিলাম। হে তাত! আমি পথশ্রমে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া রাত্রি জাগরণের পর সেই ক্ষেত্রেই **পঞ্চত্ব** প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর বৃহৎ দন্তযুক্ত ভয়ঙ্কর **যমদূতগণ** আমাকে পাশ-রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিল। আমি নানারূপ ক্লেশজনক পথদ্বারা যমপুরে উপনীত হইলাম। তথায় দ্রংষ্ট্রা-করাল-বদন যম মহাশয়কে দর্শন করিলাম।

যমরাজ চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—"হে পণ্ডিত! এই ব্যক্তির যেরূপ শিক্ষাবিধান তুমি তাহা বল।" ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রগুপ্ত বহুকাল বিচার করিয়া ধর্ম্মরাজ যমকে কহিলেন,—"হে ধর্ম্মপাল! এই ব্যক্তি পাপকর্ম্মে রত ইহা সত্য, তথাপি আপনি শ্রবণ করুন,—এই ব্যক্তি **হরিপ্রিয় একাদশীতে উপবাস-জন্য** সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি একাদশীতে মনোহর রেবা-তীরে রাত্রি-জাগরণ করিয়া সকল পাপ হইতে

মুক্ত হইয়াছে। যে কোন পাপ বা মহাপাপ ছিল তৎসমস্তই, এই একাদশীতে উপবাস ও জাগরণে নষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধিমান চিত্রগুপ্তই এই কথা বলিলে হে তাত! ধর্ম্মরাজ যম আমার ভয়ে অতিশয় কম্পিত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং আমাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

যম পরে আপনার সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন,—'হে দূতগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে উত্তম হিতজনক বাক্য বলিতেছি,—যে-সকল মনুষ্য ধর্ম্ম-নিরত তোমরা তাঁহাদিগকে আনয়ন করিও না। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, পবিত্র ও কৃতজ্ঞ, যাঁহারা একাদশী-ব্রতপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং 'হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে হরে! রক্ষা কর', এই কথা সর্ব্বদা বলে, তাঁহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে সব মনুষ্য 'হে জনার্দ্দন! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে পদ্মেশ!' সর্ব্বদা এই কথা বলে, যাঁহারা সকল লোকের হিতকারী এবং শান্তিপ্রিয়, হে দূতগণ তাঁহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। **সে-সব ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দিবার অধিকার নাই।** দূতগণ! যাহারা **হরিনামে আসক্ত,** পাষণ্ডগণের সঙ্গবিহীন, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্, সাধুসঙ্গ-লোলুপ অতিথি-সেবায় তৎপর, প্রিয়ত্বহেতু হরি-হরে অভিন্নবুদ্ধি (সেব্য-সেবকে অভিন্নজ্ঞান) এবং সমুদয় লোকের উপকারে নিরত, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। অধিক কি, **যাঁহাদের শ্রুতিযুগল অনুক্ষণ হরিনামামৃত পানে লালায়িত,** অন্তঃকরণ সর্ব্বক্ষণ নারায়ণের স্তুতিবাদে সমুৎসুক এবং ধর্ম্মিষ্ঠগণের পাদোদক-সেবনে প্রফুল্লিত থাকে, এবম্বিধ মহাত্মাগণ যাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি প্রদান করেন, তাঁহারা ঘোর পাতকী হইলেও তাঁহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিও না। যাহারা গুরুজনকে অবিরত ভর্ৎসনা করে, নিখিল লোকের দ্বেষকারী, ভগবদ্ ভক্তগণের অনিষ্টাচরণে তৎপর, দেবদ্রব্যে লোভ-পরায়ণ ও লোকক্ষয়ের হেতু, হে দূতগণ! সেই সকল মহাপাপী ও অপরাধীকে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে। যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত-পালনে একান্ত পরাঙ্মুখ, উগ্রস্বভাব, লোকের অপবাদ দানে নিরত, পরনিন্দুক, এবং **ব্রাহ্মণের ধনে লোভ পরতন্ত্র,** সেই পাপিষ্ঠকে আমার নিকট ধরিয়া আনিও। **যাহারা হরিভক্তিবিমুখ, এবং যাহারা কখনও শরণাগত-পালক ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করে না, যে মূর্খ মানব শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে গমন করে না, সেই সকল অতি**

দণ্ডার্হ পাপিষ্ঠ নরাধমদিগকে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে।"

আমি পূর্ব্বে যমমুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি এবং এক্ষণে তৎকার্য্য স্মরণ করত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। হে পিতঃ! অনুতাপে ও তাদৃশ ধর্ম্ম শ্রবণে মদীয় নিখিল পাতকসমূহ নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর আমি পাপশেষ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির **সারূপ্য** লাভ করিলে আমার কলেবর সহস্রসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। তৎকালে ধর্ম্মরাজ **যম আমাকে প্রণাম** করিলেন। এবং যমদূতগণ তদ্‌ব্যাপার দর্শনে অতীব ভীত ও যমবাক্যে অতিশয় বিশ্বাসান্বিত হইল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ আমাকে পূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে শত শত দিব্য বিমান আমার সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল। হে জনক! সেই কর্ম্মফলে আমি সর্ব্বভোগাঢ্য কোটী কোটী বিমানারোহণে কোটী কোটি কল্প বিষ্ণুলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পশ্চাৎ ইন্দ্রলোকে স্বর্গে সমাগত হইয়া সেইস্থানে তাবৎকাল অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীতে মহৎ বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

হে মুনীশ্বর! জাতিস্মরতা হেতু এই সমস্ত ঘটনা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে এই একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই সম্প্রতি জাতিস্মরতা-প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি। হে প্রভো! আমি যখন অনিচ্ছাকৃত ঐকাদশী করিয়া ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি তখন যাঁহারা ভক্তি-সহকারে একাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের যে কি-প্রকার মহৎ ফল তাহা জানি না। অতএব হে পিতঃ, পরমস্থানে বাস-বাসনায় শুভ একাদশী-ব্রত ও প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করিব। যে-সকল মানব শ্রদ্ধাসহকারে একাদশী-ব্রত পালন করেন, তাঁহারা পরম আনন্দময় বিষ্ণুভবনে বাস করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই একাদশী মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন তিনি নিখিল পাপ-রাশি হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পরমানন্দে বাস করিয়া থাকেন।"

মুনিবর গালব পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন,--মদীয় কুলে যখন এই পরম বিষ্ণুভক্তের জন্ম হইয়াছে, তখন আমার জন্ম সফল এবং আমার বংশও পবিত্র হইল।" তিনি এইরূপে ধীমান্ পুত্রের দ্বারা যথাবিধি হরিপূজার বিধানআদি ব্যক্ত করাইলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

গীতার গান

প্রথম অধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

দেখ পার্থ! সমবেত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ যত যোদ্ধা হন ॥ ২৫ ॥

তারপর দেখে পার্থ যোদ্ধ-পিতৃগণ।
আচার্য্য-মাতুল-আদি পিতৃসম হন ॥

দেখে পুত্র পৌত্রাদি, আর সখীজন।
আর সব বহু লোক—আত্মীয়-স্বজন ॥

শ্বশুরাদি, কুটুম্বীয় নাহি পারাপার।
উভয় পক্ষীয় সেনা সেহ সে অপার ॥ ২৬ ॥

তাদের দেখিল পার্থ,—সবাই বান্ধব।
কাঁপিল হৃদয় তাঁর, বিষণ্ণ বৈভব ॥

কৃপালু কাঁদিল মনে, অতি দয়াবান্।
বিষণ্ণ হইয়া বলে,--শুন, ভগবান ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন কহিল,—কৃষ্ণ। এরা যে স্বজন।
রণাঙ্গনে অসিয়াছে যুঝিবারে রণ ॥

দেখিয়া আমার গাত্রে হ'য়েছে রোমাঞ্চ।
মুখ-মধ্যে রস নাই, এবে মহা-বঞ্চ ॥ ২৮ ॥

কাঁপিছে শরীর মোর, সহিতে না পারি।
গাণ্ডীব খসিয়া যায়, কি করিয়া ধরি ॥

জ্বলিয়া উঠেছে ত্বক্ মহাতাপবান্।
হৈওনা হৈওনা বন্ধু আর আগুয়ান ॥ ২৯ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্। উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥ তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্। আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা। শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥ তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥ অর্জ্জুন উবাচ, দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥ বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥২৯॥

অস্থির হ'য়েছি আমি, স্থির নহে মন।
সব ভুল হ'য়ে যায়, কি করি এখন ॥
বিপরীত অর্থ দেখি শুনহ কেশব।
এ যুদ্ধে কাজ নাহি, হ'ল পণ্ড সব ॥ ৩০ ॥

কোন হিত নাহি হেথা স্বজন-সংহারে।
যুদ্ধে মোর কাজ নাহি ফিরাও আমারে ॥

হে কৃষ্ণ! বিজয়ে মোর নাহি সে আকাঙ্ক্ষা।
রাজ্য, আর সুখ-শান্তি—সবই আশঙ্কা ॥ ৩১ ॥

যাদের লাগিয়া চাহি সুখ-ভোগ-শান্তি।
তারাই এসেছে হেথা দিতে সে অশান্তি ॥ ৩২ ॥

ধন-প্রাণ সব ত্যজি' মরিবার তরে।
সবাই এসেছে হেথা কে জীএ, কে মরে ॥

এসেছে আচার্য্য—পূজ্য, পিতার সমান।
সঙ্গে আছে পিতামহ, আর পুত্রগণ ॥ ৩৩ ॥

মাতুল-শ্বশুর-পৌত্র কত সে কহিব।
শালা আর সম্বন্ধী সে সবাই মরিব ॥

আমি মরি ক্ষতি নাই, এরা যদি মরে।
এদের মরণ দেখি,—শক্তি নাহি মোরে ॥ ৩৪ ॥

ত্রিভুবন-রাজ্য যদি পাইব জিনিয়া।
তথাপি না লই তাহা এদের মারিয়া ॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে মারি' কিবা প্রীতি হ'বে?
জনার্দ্দন তুমি, কৃষ্ণ! আপনি কহিবে ॥ ৩৫ ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥ ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥ ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা। এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥ অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে। নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥ পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।

এদের মারিলে লাভ পাপ মাত্র হ'বে।
এমন বিপক্ষ শত্রু কে দেখেছে কবে ??

এই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সবান্ধব হয়।
উচিত না হয় কার্য্য তাহাদের ক্ষয় ॥

স্বজন মারিয়া ব'ল কেবা কবে সুখী ?
সুখলেশ নাহি মাত্র, হব শুধু দুঃখী ॥ ৩৬ ॥

যদি এরা নাহি দেখে লোভ-হত জন।
কুলক্ষয়, মিত্রদ্রোহ, সব—কুলক্ষণ ॥

এ সব পাপের রাশি কে বহিতে পারে।
বুঝিবে তুমিত সব, বুঝাবে আমারে ॥ ৩৭ ॥

উচিত কি নহে মোর এ পাপে নিষ্কৃতি ?
বুঝা কি উচিত নহে সেই কুপ্রবৃত্তি ??

কুলক্ষয়ে যেই দোষ জান জনার্দ্দন।
অতএব এই যুদ্ধ কর নিবারণ ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে কলুষিত সনাতন-ধর্ম্ম।
ধর্ম্ম নষ্টে প্রাদুর্ভাব হইবে অধর্ম্ম ॥ ৩৯ ॥

অধর্ম্মের প্রদুর্ভাবে কুলনারীগণ।
পতিতা হইবে সব, কর অন্বেষণ ॥

দুষ্টা-স্ত্রী হইলে জন্ম বর্ণ-সঙ্কর-দল।
বর্ণ-সঙ্কর হ'লে হ'বে নরকের ফল ॥ ৪০ ॥

যেই সে কারণ হয় বর্ণ-সঙ্করের।
কুলক্ষয়ে কুলঘ্নানি যেই অপরের ॥

নরকে পতন হয় লুপ্ত পিণ্ড জন্য।
তরিবার নাহি কোন উপায় যে অন্য ॥ ৪১ ॥

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥ যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥ কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্। কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥ অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥ সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥ দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং

কুলধর্ম্ম-নষ্টকারী সঙ্করের ফলে।
শাশ্বত জাতিধর্ম্ম উৎসাদিত হ'লে—॥ ৪২ ॥

নরকে নিয়ত বাস সে-মনুষ্যের হয়।
ভাল জান জনার্দ্দন! সে-সব বিষয় ॥
শুনিয়াছি আমি সেই পণ্ডিতের মুখে।
নরকের পথে চলি' কে রহিবে সুখে ॥ ৪৩ ??

হায়! হায়! মহাপাপ করিতে উদ্যত।
হ'য়েছি আমরা শুধু এবে কলুষিত ॥
রাজ্যের লোভেতে পড়ি' এ দুষ্কার্য্য করি।
স্বজন-হনন এই—উচিত কি হরি ?? ॥ ৪৪ ॥

যদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে মারিয়া।
এইরণে রাজ্য পায় অশস্ত্র বুঝিয়া ॥
সেও ভাল মনে করি যুদ্ধ সে অপেক্ষা।
বিনাযুদ্ধে তাই আমি করিব প্রতীক্ষা ॥ ৪৫ ॥

সে কথা বলিয়া পার্থ নিশ্চল বসিল।
রথোপস্থ যুদ্ধস্থলে শস্ত্র সে ত্যজিল ॥
শোকেতে উদ্বিগ্নমনা অর্জ্জুন সদয়।
'বিষাদ যোগ' নাম এই গীতার বিষয় ॥
ভকতি-বেদান্ত গাহে 'শ্রীগীতার গান'।
যদি শুনে শুদ্ধভক্ত, কৃষ্ণগত প্রাণ ॥ ৪৬ ॥

ইতি "গীতার গান" প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪৩॥ উৎসন্ন-কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥ অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্। যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥ যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥ সঞ্জয় উবাচ, এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সৈন্যদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগোবর্দ্ধন-যজ্ঞ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রজবাসিগণ প্রতি বৎসর পর্জ্জন্যাধিপতির যজ্ঞ করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরও যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি বৃদ্ধ-গোপগণের নিকট বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ! আমার মনে হইতেছে, আপনারা কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই যজ্ঞের অধিদেবতাই বা কে এবং ইহার ফলই বা কি? ইহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। মহদ্ ব্যক্তিগণ কোন অনুষ্ঠানই গোপন করেন না; বিশেষতঃ আমি আপনাদের স্নেহার্থী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। জগতের লোক কেহ জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে আবার কেহ গতানুগতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তদনুরূপ ফলভোগে বাধ্য হন; কেহ সু, কেহ বা কুফল লাভ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। অতএব আপনাদের গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদ্‌বর্গের পরামর্শ সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

সপ্তমবর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ মহারাজ বলিলেন,—মেঘই কৃষি-কর্ম্মাদির ফল সম্পাদন করিয়া থাকে। ইন্দ্রদেব পর্জ্জন্যরূপী, মেঘই তাহার প্রিয়মূর্ত্তি-স্বরূপ ও তৃণ-লতাদির জীবনপ্রদ। হে বৎস! আমরা সেই দেবরাজ ইন্দ্রদেবকে তদীয় বৃষ্টিজাত তণ্ডুলাদি দ্বারা নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকি। যাহারা কুল-পরম্পরাগত ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহারা নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-কর্ত্তৃক এবম্বিধ, কুলধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও কৃষ্ণগত প্রাণ ভক্তগণের উদ্দেশ্যে জন্ম-মৃত্যু-অপহারক ভগবৎসেবারই নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্।" মানবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলেই জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও কর্ম্ম-ফলদাতা একজন আছেন, তথাপি কর্ম্মই সকলকে অবলম্বন করিয়া ফল প্রদান করে; কর্ম্মশূন্য মানবকে ফললাভ করিতে দেখা যায় না। কর্ম্মই শত্রু ও মিত্ররূপে পরিণত হইয়া জীবের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কর্ম্মই জীবের গুরু এবং সৎকর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বর লভ্য হন। এজন্য মানবগণ নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা ভগবদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে। ভগবৎপ্রীতি-কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মই সেবা বা ভক্তি, উহাই প্রত্যক্ষ-

দেবতা-স্বরূপ। কর্ম্মফলের অন্যথা করিতে ইন্দ্রও সমর্থ নহেন। ইন্দ্র-পূজার দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের অর্চ্চন ও যজ্ঞ করুন; তিনি বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক আপনাদের পূজাদি গ্রহণ করিয়া আপনাদের কল্যাণ বিধান করিবেন। গোপজাতি আমরা, তৃণ-গুল্মাদি পরিশোভিত শ্রীগিরিরাজেরই আশ্রিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় নন্দাদি গোপগণের হৃদয়ে ইন্দ্রস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-বিগ্রহই প্রকটিত হইলেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—যাঁহারা একাগ্রমনে প্রীতিসহকারে ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে ভগবান্ স্বয়ং বুদ্ধিযোগ প্রেরণ করিয়া থাকেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।— এস্থলেও ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-পূজাই স্থির হইল।

গোপগণ গো-শকটে পূজার দ্রব্যাদি সাজাইতেছেন,—কেহ দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, ননী, মাখন ভাণ্ডে পূর্ণ করিতেছেন। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ নিজ নিজ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া শ্রীনন্দগৃহে উপস্থিত। মা যশোদা, রোহিণীও শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ইত্যাদিকে লইয়া আনন্দ-কোলাহলে সুসজ্জিত শকটে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে গোবর্দ্ধনের পথে চলিলেন। কেহ শকটে, কেহ পদব্রজে, যিনি যেভাবে পারিলেন গোবর্দ্ধন-ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন, রুটী, পুরী, মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগ অর্পণ করিলেন। গিরিরাজ স্বীয় মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিলেন দেখিয়া গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণ-গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগিরিরাজকে পরিক্রমা করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে সকলেই আনন্দিতমনে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এদিকে নিজপূজার অপ্রাপ্তিতে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া ব্রজবাসিগণ-সহ বৃন্দাবনকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রচণ্ড বায়ুর সহিত মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তদাশ্রিত গোপ-গোপীদিগকে বিপন্ন ও ভয়ার্ত্ত দেখিয়া তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে স্বীয় বাম কনিষ্ঠ-অঙ্গুলীতে ছত্রাকারে ধারণ করত সপ্তাহকাল তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। ইহাই গোবর্দ্ধন ধারণের গৌণ কারণ।

আধুনিক জড় বৈজ্ঞানিকগণের নিকট ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার;

অথচ সত্যনিষ্ঠ ত্রিকালজ্ঞ বেদব্যাস-ঋষির বর্ণিত বিষয় মিথ্যা বলিতেও আমাদের রসনা কুণ্ঠিত। কেহ কেহ উপহাসচ্ছলে এই ব্যাপারকে অতিরঞ্জিত আজগুবি বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের নিকট বক্তব্য এই যে,—কোন অতীত ঘটনা প্রমাণ করিতে হইলে শাস্ত্র বা আর্ষবাক্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লৌকিক ঘটনা সপ্রমাণ করিতে হইলেও ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। প্রাচীন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি জানিতে গেলেও ভ্রম-প্রমাদাদি-পরিপূর্ণ নাস্তিক ঐতিহাসিকগণের বাক্য যখন স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন অপৌরুষেয় বেদবাক্য ও অভ্রান্ত ঋষি-বাক্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে না কেন? বেদবাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, অপূর্ণ বিষয় পূরণ করেন বলিয়া 'পুরাণ' ও বেদমধ্যে পরিগণিত, ইহাকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। সকল পুরাণমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতেই উক্ত গোবর্দ্ধন-লীলা বর্ণিত হওয়ায় উহা বৈদিক আস্তিক-গণের অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। অসম্ভবও তাহার পক্ষে সম্ভব—এই জন্যই তিনি ঈশতত্ত্ব। ভগবান দর্পহারী, তাই অহঙ্কারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ইন্দ্রের দম্ভসীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সেজন্য ভগবান্ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া সেই অনাদিসিদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ শুশ্রূষু ব্রজবাসিগণকে গোবর্দ্ধনপূজা বিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা সযত্নে পালন করিয়া-ছিলেন বলিয়াই গোপ-গোপীগণের রক্ষার দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেন। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত জীব সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না ও পরম পুরুষার্থের সন্ধান পায় না। তাই গুরুপদাশ্রয়ের পূর্ব্বে সাধক প্রাকৃত কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের অনুবর্ত্তী হইয়া দেবতান্তরের উপাসনা করিয়া থাকে। ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্ত ভক্তগণ ইষ্টসেবাতেই পরিতৃপ্ত হন এবং তৎপ্রসাদান্ন দ্বারা আধিকারিক দেব-দেবীকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। নিত্য কৃষ্ণসেবা-রত ভক্তগণের পক্ষে অন্যদেব-দেবীর উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন নাই, ইহাই গোবর্দ্ধন-পূজায় শিক্ষার বিষয়।

গীতায় শ্রীভগবান্ "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ"শ্লোকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" ইত্যাদি বাক্যে দেবতান্তরের পূজা নিষিদ্ধ করিয়া অচ্যুত ভগবানের আরাধনারই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণ নিখিল

যজ্ঞেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরিকে পুত্রাদিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও ইন্দ্রযজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা স্মার্ত্তাচারে প্রশ্রয় দিতেছেন দেখিয়া, মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ নিরস্ত করিয়া নিজেই গিরিরাজ মূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করিলেন।

অক্ষজবাদী ভগবানের অসমোর্দ্ধ লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। মায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সে তদতিরিক্ত কিছুই অবধারণ করিতে পারে না বলিয়া ভগবানের অপ্রাকৃতত্বের হানি হয় না। কেনোপনিষদে ইন্দ্রাদির যক্ষরূপি ব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে অক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণ-লীলায়ও তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। আরোহবাদী নাস্তিক-গণের পক্ষে ভগবল্লীলার অলৌকিকত্ব স্বীকৃত না হইলেও ভগবৎকৃপালেশ-প্রাপ্ত ভক্তজনের তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। নন্দাদি প্রবীণ গোপবৃন্দ সপ্তম-বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণের কথায়, গতানুগতিক চিরাচরিত প্রথা উপেক্ষা করিলেন, ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। ভগবান্ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত।

পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। ঈশ্বর-প্রেরণাদ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্মা-নুসারে জীবের প্রবৃত্তি কার্য্য করে। ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ইন্দ্রযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া নন্দমহারাজ ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ও তাঁহার নিত্যসেবকের ইচ্ছা একই তাৎপর্য্যপর। 'ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই করি'—এ বাক্য নাস্তিকের মুখে শোভা পায় না, ইহা আত্মোপলব্ধ সাধকের উক্তি। ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে ভোগ-সামগ্রী নিবেদন করিলে, ভগবান স্বীয় মূর্ত্তিতে গোপগণের নিকট অবস্থিত থাকিয়া, অন্যরূপে স্বহস্তে পূজা-সম্ভার গ্রহণ করিলেন, ইহা ভগবানের 'সর্ব্বতঃ স্থিতি' প্রমাণ করিতেছে, ইহাও ভক্তেরই অনুভবের বিষয়। কারণ অভক্তগণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন ভগবানের 'সর্ব্বত্রস্থিতি' কখনই বিশ্বাস করিতে পারে না, যেরূপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভক্ত-প্রহ্লাদের উক্তি খণ্ডন করিয়া স্তম্ভের মধ্যে ভগবানের অনস্তিত্ব প্রমাণে প্রয়াসী হইয়াছিল। ভগবান ভক্তের অতি নিকপট বন্ধু, আবার অভক্ত হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ গোপশিশুজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রতি অতিক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়ঙ্কর বর্ষণের দ্বারা বৃন্দাবন বিধ্বংস করিতে আদেশ দিলে শিলা বারিবর্ষণে প্রপীড়িত ব্রজবাসিগণকে ভগবান্ গিরিরাজ গহ্বরে আশ্রয়

প্রদান করিলেন। এই অভয় ও আশ্রয় প্রদানই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য—পূর্ব্বে তিনি অর্জ্জুনাদি ভক্তবৃন্দকেও গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। ঐকান্তিক শরণাগত, স্বীয় পদাশ্রিত ভক্তকে ভগবান্ চিরকালই রক্ষা করিয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

ভারত-তীর্থ দর্শন

(শ্রীপুরীধাম)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

৭) **শ্রীটোটা গোপীনাথের** সহিত রাধারাণী, ললিতা সখী এবং বলদেবের সহিত রেবতী, বারুণী বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখনই নীলাচলে আসিতেন তখনই তাঁহার ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগোপীনাথের প্রাঙ্গণে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া থাকিতেন। এইস্থান শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটী প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে; এইস্থানে প্রবাদ এই যে—শ্রীমন্-মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই আত্মগোপন করিয়া লোকলোচনে লীলা সংবরণ করেন। এই সম্বন্ধে অন্য প্রকার প্রবাদও প্রচলিত আছে। (৮) **নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের-ভজন কুটির**—প্রায় ৪ ফার্লং দূরে সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া দুইপার্শ্বে বহু গাছপালা অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে হয়। কথিত আছে যে, ঠাকুর হরিদাস একটি বকুল বৃক্ষের নীচে বসিয়া ভজন করিতেন। সেই জন্য এইস্থান **"সিদ্ধবকুল"** তলা নামে পরিচিত। "সিদ্ধবকুল" সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। (৯) **"গম্ভীরা"**—এইস্থান বৈষ্ণবদের একটি অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এইস্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু "নীলাচল" লীলাকালে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া ভক্তগণকে অভিভূত করিয়া দিতেন। কয়েকটি সদর দরজা পার হইয়া 'গম্ভীরায়' আসিতে হয়। এখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শন করিলাম। একটি প্রকোষ্ঠে গ্লাস্‌কেসের অভ্যন্তরে শ্রীগৌরসুন্দরের ব্যবহৃত পাদুকা (খড়ম), করঙ্গ ও একখানা ছেঁড়কন্থা দর্শন করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম। সার্থক আমার জীবন—সার্থক সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়। মন্দিরে প্রথম প্রবেশদ্বারে শ্রীকাশীমিশ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকান্তের

মন্দির দর্শন করিলাম। শ্রীবিগ্রহ অতীব সুন্দর। তবে সংস্কারাভাবে মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই এমন দৈন্যভাব দেখা গেল। সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে মন্দিরের এই জীর্ণ দশা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকবৃন্দের অনেকেই "শ্রীগম্ভীরার লীলা" কীর্ত্তনে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন। (১০) **যমেশ্বরটোটা**—মহাদেবের স্থান; ইহা বর্ত্তমানে ভূগর্ভে অবস্থিত দূর হইতে প্রণাম জানাইয়া (১১) **শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আশ্রমে** উপস্থিত হইলাম। এই আশ্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট "ষড়ৈশ্বর্য্যমূর্ত্তি" প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে "তিনি" সাধারণ সন্ন্যাসী মাত্র নহেন। শ্রীল ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সাধারণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী জানিয়া নানারূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমরা এখানে প্রাচীর গাত্রে "ষড়ৈশ্বর্য্য" মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই আশ্রমেই শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মাধুর্য্য-রসের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন।

রাত্রি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাণ্ডাদের সহায়তায় তাড়াতাড়ি করিয়া অদ্যকার মত দর্শন শেষ করিতে হইতেছে। অবশেষে আমরা বহু-আকাঙ্ক্ষিত, দয়ানিধি নীলাচলনাথ শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত **শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির** প্রাঙ্গণে প্রবেশ লাভ করিলাম। রাত্রির অন্ধকারে পাণ্ডার সাহায্যে আমরা দূর হইতে সুভদ্রা, বলদেব সহ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া দণ্ডবন্নতি জানাইলাম। এই বিগ্রহ সত্যযুগ হইতেই সেবিত হইয়া আসিতেছেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আগামীকল্য পুনঃ বিশেষভাবে দর্শন মানসে অদ্যকার মত আমরা সহরের মধ্য দিয়া কীর্ত্তন সহযোগে ষ্টেশনে আমাদের সংরক্ষিত গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে একটি বিষয়ে আলোচনার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে দু' একটি কথা লিখিতেছি। যাঁহারা বৈষ্ণবসঙ্গে শ্রীজগন্নাথ ধাম বা শ্রীপুরীধাম দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আসিয়া থাকেন তাঁহারাই ধন্য। কারণ, আমি অদ্য যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিলাম, তাহা বহু যাত্রীদেরই দর্শন করিবার সৌভাগ্য সচরাচর হয় না। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও সহরের অন্যত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, নৃসিংদেবের মন্দির,

মাসীবাড়ী, চন্দন সরোবর, এবং অন্ততঃপক্ষে মার্কেণ্ডেয় সরোবর দর্শন করিয়াই পুরীধাম দর্শন হইল বলিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু কলিযুগ-পাবন-তারণকারী শ্রীগৌরসুন্দর যে লীলা নীলাচলে করিয়াছেন সেই লীলাস্থল দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যান। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? দূর দূর দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কি দর্শন করিলাম, তাহাও কি চিত্তে উদয় হয় না? অতএব সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বাক্য স্মরণ করিয়া পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যখনই চারিধাম ও তীর্থদর্শন করিতে বাসনা করিবেন, তখনই শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গে তীর্থদর্শন করিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং শ্রীবিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন একমাত্র বৈষ্ণবগণই করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তদের তীর্থক্ষেত্রের বিচার বৈষ্ণবীয় বিচারের সমতুল্য নহে। কারণ তাহাদের বিচার মর্ত্ত্যবুদ্ধি-জাত ও শাস্ত্রবিরোধী।

শ্রীপুরীধামে—দ্বিতীয় দিন

অদ্য আমাদের পরিক্রমার **পঞ্চম দিবস** এবং শ্রীপুরীধামে দ্বিতীয় দিবস। অদ্য সকাল ৭—৩০ ঘটিকার সময় আমরা সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইলাম। যাত্রীদের সকলেই মুনিয়াদের সাহায্যে সমুদ্রে স্নান করিলেন। আমিও মুনিয়াদের সাহায্যে স্নান করিলাম। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া পুনরায় মুনিয়া ব্যতিরেকেই স্নান করিবার সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে আমি দিশাহারা হইয়া পড়িয়া গেলাম এবং জোরপূর্ব্বক বালুরাশির উপর পা ভর করিয়া রহিলাম। পৃষ্ঠে ও দক্ষিণ উরুদেশে বিশেষ আঘাত পাইলাম। তবে প্রথম প্রথম ব্যথা অনুভব করিতে পারি নাই। ক্রমে ব্যথা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আমার চলার পথকে দুর্গম করিয়া তুলিল। শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া পথকে সহজ করিয়া চলিতে লাগিলাম।

সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বহু পান্থশালা দৃষ্টিগোচর হইল। দেশবিদেশ হইতে অনেকেই এখানে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসেন। সীমাহীন নীল বারিরাশি এবং উহার উত্তাল তরঙ্গ ও গম্ভীর গর্জ্জন মনের মধ্যে একটি ছাপ রাখিয়া দিল। কারণ সমুদ্রের কথা শুধু পুস্তকেই পড়িয়াছি; আজ তাহার চাক্ষুষ দর্শন হইল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে জয়পুরের পথে সদলবলে বিগত ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার সমিতির মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শুভাগমনের সুসংবাদ পাইয়া স্থানীয় শিক্ষিত এবং আলিগড় ও আগ্রা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলারগণ শ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীমুখনিঃসৃত সুদার্শনিক শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহ শ্রবণ-মানসে দলে দলে উপস্থিত হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপি মথুরায় অবস্থান-করতঃ প্রচুর হরিকথা প্রচারান্তে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বৈকালে রাজস্থান প্রদেশের রাজধানী জয়পুর সহরে শুভ-বিজয় করেন। স্থানীয় হলবাই সমিতির সভাপতি শেঠ সোমিলালজীর আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব হলবাই সমিতির সোঁথলী বালো কা রাস্তাস্থিত দ্বিতল প্রধান কার্য্যালয়ে অবস্থান করেন।

স্থানীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী, সাহিত্যরত্ন, কাব্যতীর্থ মহোদয়ের উদ্যোগে তদীয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় এক সভার আয়োজন হয়। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেব শব্দব্রহ্মের উপাদেয়তা এবং শব্দসামান্যের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া হিন্দীভাষায় এক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য প্রমাণসকলের মধ্যে শব্দ প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। এখানে এক ঘণ্টাব্যাপি বক্তৃতা করিয়া সভাভঙ্গ হইলে পর শ্রীগোবিন্দ-জীউর মহান্ত মহাশয়ের আগ্রহে উক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম্মপিপাসু বিদ্বৎ-সভায় শ্রীরাধাতত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের লীলার চমৎকারিতা সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া হিন্দী ভাষায় দেড়ঘণ্টাব্যাপি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্রীয় গূঢ়বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিচারধারায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন ও ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় মহারাজা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত চন্দ্রশেখর দ্বিবেদী ব্যাকরণাচার্য্য, সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত-তীর্থ মহোদয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে উক্ত কলেজে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীমণ্ডলী, সহরের গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ এবং স্থানীয় অন্যান্য কলেজসমূহের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে চিৎঘনানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক 'সখে কলয় গৌরমুদারম্' এই সংস্কৃত কীর্ত্তনটি গীত হইলে পর শ্রীল আচার্য্যদেব ছাত্রগণকে 'অক্ষরঃ' (অর্থাৎ 'ন' 'ক্ষরঃ') কৃষ্ণবস্তুর সহিত পরিচয় করিতে উপদেশ করেন। পরে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' এবং প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমানে গণতন্ত্রকে গণেশ জীউয়ের আকারের সহিত তুলনা করিয়া এক সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানান্তে বেদান্তের 'অরূপবৎ এব হি প্রধানত্বাৎ' সূত্রটী বিচারপূর্ব্বক নিরাকারবাদ খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরের সাকারত্ব স্থাপন করেন। ভক্ত ও ভগবান কিরূপে 'সময়কালের' (Time and Space) অতীত হইয়া নিত্যবর্ত্তমান থাকেন, সে সম্বন্ধেও সুদার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত কলেজের বক্তৃতান্তে অধ্যক্ষ মহোদয় উপসংহারে ধন্যবাদ-মুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের সুবৈদান্তিক বিচারাবলীর ভূয়সী প্রশংসামুখে এক সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ছাত্রগণকে ও মনুষ্য সমাজকে শ্রীল আচার্য্য-দেবের উপদেশাবলী গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি অন্যান্য বেদান্ত ভাষ্যের সহিত গৌড়ীয় বেদান্তভাষ্য অর্থাৎ গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্যের তুলনামূলক বিচার শ্রবণের জন্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের এক মিলিত সভা আহ্বান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব জয়পুরে পুনরায় আসিলে সেই সময় উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তৎপর দিবসই জয়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জয়পুরে অবস্থানকালীন শেঠ সোমিলালজী শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং তদীয় অনুগমনকারীগণের প্রাত্যহিক সেবাভার গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই প্রচারে সমিতির আশ্রিত শ্রীওম্‌প্রকাশ ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় মির্জ্জা ইসমাইল রোডস্থ লক্ষ্মীমোটর কোংর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত জগদীশ প্রসাদজীর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতাবলী সময়ান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৬৯ { ৯ম সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চোমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৪শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৫ কেশব, ৪৭৬ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৯ ; ইং ১৬।১১।১৯৬২ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

দেবহূতি-কৃতং সেশ্বর-শ্রীশ্রীকপিলদেব-স্তুতিঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশেঽধ্যায়ে—২-৮)

শ্রীদেবহূতিরুবাচ,—

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্ময়ং বপুস্তে।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং
দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ॥ ১॥

(শ্রীকপিলদেবের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতা কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইলে তিনি কপিলদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীদেবহূতি কহিলেন,—হে দেব ! আপনার এই ব্যক্ত বপু ভূত

ইন্দ্রিয়, শব্দ, আত্মা এবং মন—এই সকলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এই অশেষ কার্য্যকারণের বীজস্বরূপ এবং ইহাতে সর্ব্ববিধ গুণের প্রবাহ বর্ত্তমান। ব্রহ্মা আপনার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়া কারণ-বারিতে শয়ান আপনার ঐ তনুকেই চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দর্শন করিতে পারেন নাই ॥ ১ ॥

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণ-প্রবাহেণ বিভক্ত-বীর্য্যঃ।
স্বর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ ॥ ২ ॥

আপনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণপ্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ-সাধনরূপে কার্য্যত্রয় সম্পাদন করিতেছেন ; আপনি জীবসমূহের ঈশ্বর (ভোক্তা) ; আপনার অনন্তশক্তি তর্কের অগম্য ॥ ২ ॥

স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ
কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ
শেতে স্ম মায়া-শিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব আপনার উদরেই অবস্থিত ছিল। অহো, আমি আপনাকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম! আপনি প্রলয়কালেও আপনার স্বরূপশক্তি-প্রভাবে শিশুরূপ ধারণ করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ চূষিতে চূষিতে একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং
নিদেশভাজাঞ্চ বিভো বিভূতয়ে।
যথাবতারাস্তব শূকরাদয়-
স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ॥ ৪ ॥

হে বিভো, আপনি পাপাত্মদিগের দমন ও আপনার আজ্ঞানু-

বর্ত্তী ভক্তগণের সমৃদ্ধি এবং শুদ্ধজ্ঞানমার্গ-প্রদর্শনের জন্য বরাহ প্রভৃতি অন্যান্য অবতারের ন্যায় কৃপাপূর্ব্বক এই চিদানন্দ তনু স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন ; আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ॥ ৫ ॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৬ ॥

(অথবা সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণকারী পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ)। অহো ! নামগ্রহণ-কারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব ? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম ; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে ; কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ত্বং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্‌স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্ত-গুণ-প্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্॥ ৭॥

(হে প্রভো) আপনি পরব্রহ্ম পরম-পুরুষ; একমাত্র বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত-চিত্তেই আপনার সম্যক্ ধ্যান সম্ভব; আপনি স্বীয় প্রভাব-দ্বারাই গুণপ্রবাহকে ক্ষোভরহিত করেন; প্রলয়কালে আপনারই উদরমধ্যে বেদ অবস্থিত ছিল। অতএব কপিলরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর আবেশাবতার-স্বরূপ আপনাকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ৭॥

অলৌকিক ভক্ত-চরিত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' নাম্নী একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আমরা সেই পুস্তিকার উপসংহার-অংশ পাঠ করিতেছিলাম। উহা আমাদের সকল সময় ধ্রুবতারারূপে হৃদয়-গগনে উদিত থাকিয়া উত্তরা-পথ নির্দ্দেশ করিবে। আমরা যখন ভব-সমুদ্রে অর্ণব-পোতে দিগ্-বিদিগ্‌হীন হইয়া চলিতে থাকি, তখন ধ্রুবতারাই আমাদিগের দিঙ্-নির্ণয়ে সাহায্য করে। কম্পাস-নামক যন্ত্র সর্ব্বদা উত্তর দিক্ প্রদর্শন করে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"প্রেমভক্ত পুরুষগণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবাপর। তাঁহাদের অলৌকিক চরিত্র লোকান্তর্গত করিবার প্রয়াস করিতে গেলে আমরা নিজেরাই বিপন্ন হই। এজন্য গীতায় **'অপি চেৎ সুদুরাচারো'** শ্লোকের উক্তি।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লিখিত উপসংহার-বিচার আমরা যদি কোন দিন অসম্মান করি, তাহা হইলে আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইব। তখন আমরা বুঝিব না যে, শ্রীরূপপাদ **"ন প্রাকৃতত্ব-মিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"** কেন লিখিলেন? শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে **"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ"** শ্রুতিমন্ত্র বেদার্থ-গ্রহণে পরাঙ্মুখ করাইবে।

"প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক সম্ভব"—এই কথাটি যদি আমরা আলোচনা না করি, তাহা হইলে শ্রীরূপ-কথিত বাক্যের

মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইতে পারিব না বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিব না।

যেহেতু আমরা ঈশবিমুখ, তজ্জন্য বিতর্কই আমাদের সম্ভব। যখন আমরা প্রেমভক্তের চরিত্র আলোচনা করি, তখন তাঁহাকে মর্ত্ত্য বা প্রাকৃত বিচারের মধ্যে আনিয়া তাঁহার চরিত্রও বিতর্কের মধ্যে উপস্থাপিত করি। কিন্তু এই বিতর্কই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। যখনই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা আমরা প্রেমভক্ত পুরুষগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত সমচরিত্রবিশিষ্ট মনে করি, তখনই আমাদের জানিতে হইবে, আমাদের অনর্থ নিবৃত্ত হয় নাই। আমরা অজাতপ্রেম পুরুষকে 'প্রেমভক্ত' জানিয়া প্রেমভক্ত পুরুষকে অজাতপ্রেম অভক্ত লোকের সহিত সমস্তরে স্থাপন করি। ইহাই কর্ম্ম-গগনে অবস্থান। সেবা-বুদ্ধিরহিত হইলেই আমাদের এইরূপ ভাগ্যহীনতা দেখা যায়। **ভাগ্যহীনের mental speculation বা বিতর্কই একমাত্র উপাস্য।**

আমাদের হৃদয়ে যে-মুহূর্ত্তে প্রেমের স্বরূপ বিক্রম প্রকাশ করিবে, তন্মুহূর্ত্তেই শুদ্ধভক্তগণ আমাদিগকে তাঁহাদের সমাজে পরিগণিত করিবেন। আমার প্রীতির অভাব থাকিলে আমি প্রেমভক্তের সমাজ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভীমভট্ট হইয়া পড়িব।

ভীমভট্ট, অনিরুদ্ধভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি স্মার্ত্তকুল আমাকে কর্ম্মবীর করাইয়া প্রেমের বিরোধী করিয়া তুলিবে। যে মুহূর্ত্তে আমি প্রেমের বিদ্যুৎস্বরূপ হইতে বঞ্চিত হইয়া তিমিরকে আদর করিতে শিখিব, তন্মুহূর্ত্তেই আমি প্রেমের বিরোধী হইব। অন্ধকারের স্তাবক-সূত্রে যেরূপ বিদ্যুতের প্রতি বিরোধ, সম্ভোগের দাস হইয়া বিপ্রলম্ভের স্বরূপ-নির্ণয়ে যেরূপ বিতৃষ্ণা, আমরাও প্রেমভক্তির অভাবে প্রেমভক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে গিয়া, **'প্রেমভক্ত বিধির বাধ্য নহেন'**—বুঝিতে পারিব না। সুতরাং পুরুষ প্রেমভক্ত হউন বা না হউন, অভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থাপিত করিবেনই।

জগতে মনোধর্ম্মিগণের দ্বারা প্রেমভক্তি উৎসাদিত হয়। জাগতিক বিচার যেকালে প্রবল হইয়া মৎসরতা-ধর্ম্মের আবাহন করায়, তৎকালেই আমরা গুরুকে 'লঘু' জ্ঞান করি—ভক্তকে আমা অপেক্ষা ন্যূনভক্ত মনে করি; তৎকালেই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যে প্রেমভক্তের

কীর্ত্তিত অনুষ্ঠিত আদর্শ-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহার সেবা করিবার জন্য অগ্রসর বা প্রস্তুত হইয়াছি, সেই প্রেমরজ্জু ছেদন করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আমাদের যে প্রয়াস, তাহাতে বিতর্ক-খড়্গই আমাদের প্রেম-জীবন বিনাশ করে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই উপসংহারে বলিতেছেন,—**"বাস্তবিক প্রেম-ভক্ত পুরুষগণের চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও নিতান্ত স্বাধীন।"** অনর্থযুক্ত জীব—প্রেমভক্তির সন্ধান-রহিত জীব আমরা কর্ম্মপথে বিচরণ করিতে গিয়া ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আমাদের ভোগপর কর্ম্মকেই ভক্তির অন্যতম-জ্ঞানে প্রেমভক্তের চরিত্রের নির্ম্মলতা দেখিতে পাই না। আমরা মনে করি,—গুরুর অত্যন্ত বিশুদ্ধ সেবকেও মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, শুদ্ধসেবক বিমল নহেন; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রেমভক্ত যাহা ব্যবস্থা করেন, তাহাই সম্যগ্ ব্যবস্থা,—গীতা পাঠে আমরা ইহাই জানি।

প্রেমভক্তের ব্যবস্থার বিধি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে দেখিতে পাইলেই আমরা বিপথগামী হইয়া পড়ি, কিন্তু প্রেমভক্ত অত্যন্ত নির্ম্মল-চরিত্র হওয়ায় তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ বিধির অনুগত নহে মনে করিয়া আমাদের যে বিপৎপাত উপস্থিত হয়, তাহা নিজস্বরূপে ফলভোগ-সত্তায় অধিষ্ঠিত অর্থাৎ "আমি কর্ম্মী, কর্ম্মফলভোগই আমার আরাধ্য, জগতের সকল লোকই কর্ম্মফলাধীন, সুতরাং বিধি হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কোন প্রেমভক্তই নির্ম্মলচরিত্র হইতে পারেন না"—এইরূপ বিশ্বাসই আমাকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়— কাঁচপোকা-গ্রস্ত তৈলপায়িকার ন্যায় আতঙ্কিত করে। কিন্তু প্রেমভক্তের অল্পানুগ্রহই আমাদের দুর্দ্দৈব অপসারিত করিয়া প্রেমভক্তের চরিত্রগত নির্ম্মলতা এবং স্বাধীনতা দেখাইয়া দেয়।

যাঁহারা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকের শ্রীকবিরাজকৃত অনুবাদটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পতিব্রতা রমণী স্বীয় ভর্ত্তার সেবা-সৌকর্য্যার্থ বেশ্যার সেবা করিবার জন্যও উদ্‌গ্রীবা। সুতরাং স্বাধীন প্রেমভক্ত—নির্ম্মলচরিত প্রেমবর্জ্জিত সৎকর্ম্মীর দৃষ্টিতে আক্রমণযোগ্য। বিতর্কপ্রিয় কর্ম্মী স্বীয় অশান্ত চিত্তে প্রেমভক্তের চরিত্রের নির্ম্মলতা বা স্বাধীনতা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা ভক্তগণের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন।

ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার জন্য যাঁহাদের চিত্ত প্রতিষ্ঠাশা-বর্জ্জিত বা কনক-কামিনী-ভোগ-রহিত হইয়া সেবোন্মুখ হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্রে কোন দিনই মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না—এই বিচারই ভক্তগণের হৃদয়ে দেদীপ্যমান। **প্রেমভক্তগণ—কৃষ্ণানুরাগে বা কাষ্ণানুরাগে সর্ব্বদাই স্বাধীন।** অধীনতার অকল্যাণ, মলিনতার হেয়তা কখনও প্রেমভক্ত-পুরুষে স্থান পায় না। তিনি প্রেম-চেষ্টায় উন্মত্ত হইয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি কেবল-নৈতিক মানবের বিষয়াধীন নহে। কিন্তু যদি আমরা 'আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবরে'র সমালোচনা করি, তাহা হইলে কোন তত্ত্ববিৎই আমাদের অধিকারের প্রশংসা করিবেন না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—**"বিধি বা যুক্তি কখনই প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্রের নির্ম্মলতা বা স্বাধীনতার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।"** যাঁহারা অনন্যভজন করেন না, তাঁহাদের জন্যই বৈধীভক্তির অবতারণা; রাগানুগ-ভক্তির যুক্তি বৈধগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত অনর্থযুক্ত মানব বৈধভক্তের বিচারে আবদ্ধ থাকেন, তৎকালাবধি তাঁহার মনোধর্ম্ম-বিচার প্রবল থাকায় তিনি সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন নাই জানিতে হইবে।

উপদিষ্ট শিষ্যের মঙ্গলের জন্য মুক্তপুরুষের যে-সকল শাসনবা [illegible] এই সকলই বিধি। পরম-মুক্ত প্রেমভক্তের জন্যও সেইসকল বিধি, প্রেমভক্তকে ও সর্ব্বদা ঐ সকল বিধিরই অনুগত থাকিতে হইবে, ইহা কখনও যুক্তিযুক্ত নহে। তজ্জন্য অনর্থযুক্ত জীবের বিধি ও যুক্তি প্রেমভক্তের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। বিধি ও যুক্তি নির্ম্মল ও স্বাধীন-চরিত্র প্রেমভক্তগণের উপর প্রভুত্ব করা দূরে থাকুক, নিত্যকাল দাস্য করিতে পারিলেই কৃতার্থ ও সার্থক হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—"প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়-প্রণালীর বশীভূত করিবার চেষ্টা নিতান্ত ফল্গু। তাঁহারা শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়-প্রণালীর-বশীভূত নহেন।" শাস্ত্র অনর্থযুক্ত জীবের শিক্ষার জন্য—সম্প্রদায়াবদ্ধ ঈশ-বিমুখ জীবের শাসনের জন্য। **প্রেমভক্ত মুক্তপুরুষগণ শাস্ত্র বা সম্প্রদায়-প্রণালীর অধীন নহেন।** শাস্ত্র বা সম্প্রদায়-প্রণালী বিধি বা যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবৈধ অভক্তগণের উপরই প্রভুত্ব করিতে উদিত। অভক্ত-

গণ কখনই প্রেমভক্ত পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করিবার যোগ্যতা লাভ বা তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না।

মহামুক্তশিরোমণি গোপীশ্রেষ্ঠা রাসস্থলী হইতে সমাগতা গোপীগণের প্রণয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলে গোপীগণ যে বিধি বা যুক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক অনর্থময় বিচারের বিধি বা যুক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য। কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের স্বাধীনতা, তাঁহাদের চরিত্রের নির্ম্মলতা ও স্বাধীনতা আলোচনা করিবার বুদ্ধিতে প্রেমাভাস থাকিলে কৃষ্ণ বা কাষ্ণগণ উহা অনুমোদন করেন না।

ঈশবিমুখ দণ্ড্য-জীবের জন্যই পৃথিবী ও পার্থিব বিচার, শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-বিধি; নিত্য-সেবক প্রেমভক্তগণের জন্য নহে। শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের নিগড়-বিধিসমূহ তাঁহাদিগকে কখনই শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। প্রেমভক্তজনগণ যখন দেখেন, বৈধ-বিচারপর ও শাস্ত্রানুগ-ভ্রুবগণ শাস্ত্রের ভারবাহী হইয়া তদবলম্বনে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন, তখন প্রেমভক্তগণ ভারবাহি-সম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং তাহাদের বিধি-বাধ্যতার অতিব্যাপ্তি দোষকে উপহাস করিবার জন্য যে বঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সার অভিনয় করেন, উহা দ্বারা ভারবাহিগণেরই পরীক্ষা হয়—সারগ্রাহি-প্রেমভক্তের নিজের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ গুরুবর কুলিয়া-প্রবাসী প্রেমভক্তরাজ একদিন তাঁহার অনুগত-জনগণকে বলিয়াছিলেন যে, প্রাকৃত সাহজিকগণের সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তবে গুরুবর্গ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মঙ্গলের জন্য যে বিধান করেন, সেই বিধান অবলম্বন করিয়া যদি অপ্রাকৃত-সহজ ভক্তিমান জনগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণের সহিত কলহ করেন, তাহা হইলে কখনই মঙ্গল হয় না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রাকৃত-সাহজিক-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট জনগণকে তাঁহাদের প্রিয়বিচার দ্বারা প্রবঞ্চনা করিবেন। ঐরূপ প্রবঞ্চনা প্রাকৃত সহজিয়াগণের দুর্ব্বৃত্তি অপসারণ করিবার অমোঘ ঔষধতুল্য। কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মযাজী প্রেমভক্তগণ আপনাদিগকে প্রাকৃত সাহজিক-শ্রেণীতে কোনক্রমেই স্থাপন করিবেন না।

প্রেমভক্তের এতাদৃশী উক্তি শাস্ত্রের বা প্রচারিত সম্প্রদায়-প্রণালীর অনুমোদিত নহে বলিয়া প্রেমভক্ত প্রাকৃত সাহজিকগণকে বঞ্চনা করিতে

পারিবেন না, এরূপ নহে। **প্রেমভক্ত—কৃষ্ণপ্রেমের বাধ্য, অনর্থযুক্ত জীবের বিধির বা যুক্তির বাধ্য নহেন।** তাই বলিয়া অনর্থযুক্ত জীবগণ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের উন্নত অধিকার হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-প্রণালী অনর্থযুক্ত জীবের জন্য; বিদ্যালয়—বিদ্যার্থীরই জন্য, বিদ্যাপারঙ্গত পণ্ডিতগণের জন্য নহে। বিদ্যাপারঙ্গত জন তথায় শিক্ষা দিতে পারিবেন। বিদ্যার্থিগণের যে অবস্থা সেই অবস্থার অধীন বিচার থাকা-কালে তাঁহাদের গুরুগিরি করা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, জানিতে পারিবেন। এই জন্য "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের বা "ন প্রাকৃতত্বমিহ" শ্লোকের আবাহন এবং প্রচার।

রাগানুগা ভক্তির প্রকৃতিই—বিধির উল্লঙ্ঘন; কিন্তু তাদৃশী বিধির উল্লঙ্ঘন—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্যই। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল কথা বিচার করিয়া প্রেমভক্ত পুরুষগণের সম্বন্ধে বলেন,—**"তাঁহাদের কর্ম্ম দয়া হইতে নিঃসৃত হয় এবং জ্ঞান স্বভাবতঃ নির্ম্মল।"** ভগবৎপার্ষদ শুদ্ধ কৃষ্ণসেবকগণ জীবকুলের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ-পূর্ব্বক জীবকুলের প্রতি দয়া করিবার উদ্দেশে জীবকে কর্ম্মাগ্রহ বা ফল-ভোগ-পিপাসা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত করাইয়া নির্ম্মল-সেবার সুযোগ প্রদান করেন। তখনই তাঁহারা নির্ম্মলস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রেমভক্তের দয়া উপলব্ধি করেন।

নির্দ্দয়-অন্যাভিলাষী, নির্দ্দয়-কর্ম্মী বা নির্দ্দয়জ্ঞানীর বিচারে যে দয়ার পরিচয় দেখা যায়, উহা তারতম্য-বিচারে পরীক্ষিত হইলে প্রেমভক্ত পুরুষের দয়ার নির্ম্মলতা ও স্বাধীনতা পারমার্থিকের বিচার, বিধি বা স্বতন্ত্রতার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেয়। **আপেক্ষিক দয়াকে "মন্দোদয়-দয়া" বলিয়াই শ্রীদামোদরস্বরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।** তিনি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একচ্ছত্র মালিক, তাঁহার নিকট হইতে দয়ার স্বরূপ জানিতে হইবে। দয়ার স্বরূপ জানিলেই প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র বিষয়ে বিতর্কের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের প্রতি অনুসন্ধান-রত করাইবে। তখন বিতর্কের পরিবর্ত্তে শ্রৌত-পথই আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আকর্ষণ করিবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—"প্রেমভক্ত-পুরুষগণ পাপ পুণ্য ধর্ম্ম-

ধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বাতীত। জড়দেহে আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহারা আত্মসত্তায় সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন।" ভগবদ্ভক্তের জড়দেহে অবস্থান-লীলা—জীবে দয়ার জন্য। তাঁহারা নিজেরা ফলভোগী হইবেন বলিয়া কোন অনুষ্ঠানই করেন না। তাঁহারা পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি জড়দেহাশ্রিত ভূমিকাদ্বয়ে আবদ্ধ নহেন। পার্থিব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি বিচারের কলহ ও বিবদমান ভাবসমূহ তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে না। তজ্জন্য তাঁহারাই দ্বন্দ্বাতীত।

প্রেমভক্তগণ "নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য স্বীয় চরিত্রে প্রকাশ করেন। প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবোন্মুখ, —বুভুক্ষু কর্ম্মফলভোগবাদীর ন্যায় বা মুমুক্ষু অপস্বার্থপর মূঢ় নির্ভেদব্রহ্মলয়-বাদীর ন্যায় বদ্ধাভিমানে প্রমত্ত নহেন। বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহারা মহাভাগবতের প্রতি কোনরূপ দোষ আরোপ করেন না বা অনর্থময় অবস্থায় আপনাদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া জানেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ সর্ব্বদাই আপনাদিগকে মুক্তাভিমান-বশতঃ আত্মবঞ্চনা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা স্ব স্ব বিচারের অপকর্ষতা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রেমভক্তগণের চরিত্রে নানা বিতর্ক উপস্থাপিত করেন —প্রেমভক্তগণের চরিত্রের নির্ম্মলতা ও স্বাধীনতায় তাঁহারা সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ-চিত্ত-জন্য বিধি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ব্যস্ত—ভক্তগণকে শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-প্রণালীর অধীন করিতে সচেষ্ট—স্বয়ং অজ্ঞানবদ্ধ হইয়া প্রেমভক্তের জ্ঞানের মলিনতা ও নির্দ্দয়তা লক্ষ্য করেন—পাপপুণ্যকেই 'সাধন' বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে মুক্তি বাসনা করেন—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে তাঁহারা উদ্বেলিত চিত্ত—জড়দেহে আবদ্ধ থাকিয়া ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মের ভোক্তৃরূপে নিত্য মায়াবন্ধনে ওতপ্রোতভাবে আপনাদিগকে শৃঙ্খলিত জানিয়া বৈকুণ্ঠবাণীর শ্রবণ-বিষয়ে স্বীয় বাধির্য্য পোষণ করেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

মুষ্টিভিক্ষা

ব্রজে বৈষ্ণবগণ দ্বারে দ্বারে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে গৃহস্থ মানবগণ বঙ্গভূমির ন্যায় ডাল, ভাত খান না। তাঁহারা রুটী, ছোলাভাজা ইত্যাদি রুক্ষ দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ গৃহস্থদিগের দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বৈষ্ণবকে এক টুকরা করিয়া রুটী দিয়া থাকেন। দশজনের বাটী হইতে এক এক টুকরা রুটী পাইলে এক এক বৈষ্ণবের ভোজনোপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগঠন হয়। বহুকাল হইতে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী-বৃত্তি-লভ্য রুটীর দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হয়।

বঙ্গভূমিতে রুটীর প্রথা নাই। বঙ্গবাসী গৃহস্থগণ ডাল ভাত খাইয়া থাকেন। বঙ্গভূমিতে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র খাদ্যদ্রব্য লাভ হয় না। কেননা, সকল বাটীতে দেবসেবা নাই; দেবতার প্রসাদ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবকে কি ভিক্ষা দিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে একমুষ্টি চাল আনিয়া দিয়া থাকেন। ব্রজে যেরূপ রুটীর টুকরা দেওয়া হয়, গৌড়ে সেইরূপ তণ্ডুল-মুষ্টি প্রদত্ত হয়। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবেরা ব্রজমণ্ডলে যেরূপ অনায়াসে রুটীর টুকরা খাইয়া দিনপাত করেন, সেরূপ গৌড়মণ্ডলে তণ্ডুল-মুষ্টি লইয়া অনায়াসে দিনপাত করিতে পারেন না। তণ্ডুলগুলিকে পাক করিতে হইলে হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। আবার পাক করিতে যে সময় লাগে, তাহাতে ভজনের অনেক ব্যাঘাত হয়।

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন যে ধাম, ষোলক্রোশ নবদ্বীপও সেই ধাম। অতএব গৌড়মণ্ডলে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় সর্ব্ব গৃহস্থের নিকট হইতে মাধুকরী করা প্রশস্ত হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু হয় না। নিকটে নিকটে এত সেবাস্থান পাওয়া যায় না যে, প্রতিস্থান হইতে এক গ্রাস অন্ন ডাল লইয়া ভক্তদের উদর পূরণ হয়। বৈষ্ণবগণ সুতরাং মাধুকরী করিতে পান না; এবং মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতেও যত্ন করেন না। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আজকাল ক্রমশঃ নানাস্থানে অনেক সেবা প্রকাশ হইতেছে; তাহাতে বৈষ্ণবদিগের জীবন নির্ব্বাহের অনেক সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

সে যাহা হউক, মুষ্টিভিক্ষার আজকাল অবস্থা কি, তাহা বিবেচনা করা

যাউক। বৈষ্ণবগণ মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া একদল অযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মুষ্টিভিক্ষা-প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। যে-সব স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করিয়া উদর ভরণ করিতে আলস্য প্রকাশ করে, তাহারা প্রাতে উঠিয়া বস্ত্র ত্যাগ করুক না করুক, গৃহিণীর কার্য্য সমাপন করিয়া তিলক-মালা ধারণ-পূর্ব্বক আমাদের শচীনন্দনের নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বেই তাহারা ৩।৪ সের চাল লইয়া ঘরে আইসে। ঐ চাউল কিছু পাক করে, কিছু বিক্রয় করে। বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতে উপপতির সেবা ও জারজপুত্রের উদর পালন ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিভিক্ষা-দাতা এইরূপ উদর ভরণের উপায় প্রদান করিয়া আর সেবক-সেবিকা অনায়াসে পান না। দুই-তিন ঘণ্টার পরিশ্রমে যদি এত লাভ হয়, তাহা হইলে পরিচর্য্যা-কার্য্য করিয়া কেন খাইবে?

আদৌ শুদ্ধবৈষ্ণবের উপকারার্থে মুষ্টিভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। পীড়িত, অন্ধ, বৃদ্ধ ও অনাশ্রিত বালকেরাও মুষ্টিভিক্ষা পাইবার যোগ্য বটে। আজকাল তাহাদের প্রতি কেহ দৃষ্টি করেন না। ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণব-বৈরাগীগণ জগতের কোন কার্য্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের হাত হইতে গৃহস্থদিগের নিস্তার নাই। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে; যতক্ষণ প্রত্যেককে তণ্ডুল-মুষ্টি না দিবে, ততক্ষণ তাহাদের বাক্য-যন্ত্রণায় গৃহস্থ টিকিতে পারিবে না। গৃহস্থ ও গৃহিণী যদি একটু সরিয়া গেলেন, সম্মুখে প্রাপ্ত ঘটী-বাটী-কাপড় ঐ সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়ে। (ইহাতে) গৃহস্থ-দিগের এক প্রকার বিপদ হইয়া পড়িয়াছে। 'প্রতিদিন এ বিপদে পড়িব না'—এই চিন্তা করিয়া কেহ কেহ রবিবারে ভিক্ষা দেন। সেদিন আর তাঁহাদের কোন প্রকারে নিস্তার নাই; কাঙ্গালী বিদায়ে দিনপাত হয়, কোন শুভকার্য্য করিতে পান না। যদি যথার্থ কাঙ্গালী হইত, তাহা হইলে দানের সার্থকতা হইত।

বস্তুতঃ দাতাগণ অপেক্ষা গ্রহীতাগণ সুসম্পন্ন দাতাগণের মুষ্টি গ্রহণ করিয়াই উহারা এত অর্জ্জন করে যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের গৃহ-দ্বার-পশু প্রভৃতি সম্পত্তি হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে ভিক্ষুকগণ গৃহস্থগণকে এত অমঙ্গলের ভয় দেখায় যে, তাঁহারা ভীত হইয়া ঋণ গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষা দান

করিয়া থাকেন। দরিদ্র গৃহস্থের আয় কি? প্রতিদিন যদি অর্দ্ধসের তণ্ডুল ঐরূপ অপাত্রে দিতে হয়, তাহা হইলে উহারা কিরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিবেন? এই প্রথাটী যদি একেবারে উঠিয়া যায় তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না।

ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দুটী অন্ন ও সাধু-বৈষ্ণবকে সামান্য মিষ্টান্ন দান করিয়াও গৃহস্থদিগের কোন ক্ষতি হইতে পারে না; সেই পর্য্যন্ত ভিক্ষাদান বজায় রাখিলে ভাল হয়। ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কু-প্রথাটী রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদ্‌গৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে। উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। **"অপাত্রে দীয়তে দানং তদ্দানং তামসং স্মৃতম্"—এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।** *

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্ত প্রবন্ধ তাঁহার 'শ্রীসজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৫৭ ৫৯ পৃষ্ঠায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহাতে বর্ত্তমান সরকারের ভিক্ষুক-নিরোধ আইনের (Beggars Act এর) কতকটা সহায়ক হইতে পারে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ ভিক্ষা বন্ধ কখনই করা হইবে না, বরং সুবিচারপূর্ব্বক সৎপাত্রে ভিক্ষা অবশ্যই দিতে হইবে। সাধু, সজ্জন, সন্ন্যাসী, ত্যাগী, বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষাদ্বারা সাহায্য না করিলে গৃহস্থের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। ধর্ম্মার্থে দান সর্ব্বদাই করা কর্ত্তব্য। অপাত্রে দান চিরদিনই নিন্দনীয়। ব্যবসায়ী ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি আদরণীয় নহে। কিন্তু দীন, দুঃখী, কাঙ্গাল, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, দুস্থ, বিপদ-গ্রস্তদের সহায়তা করা গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। 'দান' মনুষ্য-জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম—বিশেষতঃ কলিকালে। ধর্ম্ম কখনও উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। 'দান'-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে উহা গ্রহণ করার পাত্রও স্থির থাকা একান্ত প্রয়োজন। —সম্পাদক

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

কেহ বলে,—দিদি ! আমি বড়ই দুঃখিনী,
কথায় জ্বালায় মোরে দুই ননদিনী
হিংসা করি' ! রাত্রিদিন খাটি গৃহকর্ম্মে,
তবু মোর কথা কয় লাগে বড় মর্ম্মে !
কেহ বলে,—বিধি মোরে নিরন্তর বাম,
পতি মম কাশীবাসী নাহি করে নাম
মম, হায় ! শুনিয়াছি ল'য়ে অন্যজনে
আছেন মজিয়া তথা আপনার মনে।
অপর ললনা এক সজল-নয়নে
বলিলেন মৃদুস্বরে,—কাজ কিবা ধনে ?
নবীন-যৌবনে পতি সন্ন্যাস করিলা
গৃহে রাখি' সুকুমারে ; বাছা জিজ্ঞাসিল,—
কোথা মাগো ! মোর পিতা ? কি বলিব আর ?
অতি শিশু—নাহি বুঝে বচন আমার !
আর কি দেখিব সেই পতিব্রতাগণে,
আর কি শুনিব সেই কথা সঙ্গোপনে ?

(১০)

আরো কত দেখিতাম বসিয়া তথায়,
বর্ণিতে না পারি সব, বাক্যাভাবে হায় !
পাঠশালা ভঙ্গ হ'লে বালকসকল
যাইত ফিরিয়া ঘরে করি' কোলাহল
চতুর্দ্দিগে পথমাঝে। কেহ তারপরে
সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া অন্তরে
আপনারে, "শুন ভাই" সবে ডাকি' বলে,
"গাইব গঙ্গার গীত মিলিয়া সকলে।"

"বন্দো মাতা সুরধনী" গায় একজন,
তার সহ সুর দেয় অন্য শিশুগণ;
এইরূপে চিন্তাহীন অন্তর নির্ম্মল,
কত যে খেলেছি আমি মনে সে সকল
সদা জাগে অবিরত জীবন প্রভাতে,
আহা! জননি গো! তব পুত্রগণ-সাথে॥

(১১)

গ্রামের প্রান্তরে আহা!—দেখেছি নয়নে
সেই স্রোত মনোহর (১) ভুজঙ্গ-গমনে
বহিত সে নিরবধি; নবীন লহরী
সব মলয়পবনে স্থান পরিহরি'
উঠিত খেলিতে সদা বালুচর সহ,
ফিরিয়া আসিত পুনঃ করিয়া কলহ।
পবিত্র সে খাল, আহা! যথায় জননী
জহ্নু সুতা বেগবতী অধীরগমনী
আইলে বরষা কাল, শ্বেতবারি হ'য়ে
আসিতেন জনপদে সঙ্গীগণ ল'য়ে
আসিত তাঁহার সাথে মৎস্য অগণন
খাইত মনের সাধে পুরবাসীগণ।
কুম্ভীর,—সে মানবারি আসিত গোপনে
মাতা-সহ, নরমাংস তৎপর ভোজনে;
নিশীথ হইলে ঘোর তস্করের প্রায়
দুষ্ট জলচর সেই উঠিয়া ডাঙ্গায়,
চারিদিকে জনশূন্য দেখিত যখন,
ধীরে ধীরে জনপদে যাইত তখন

১। বারমেসে খাল

দুষ্টবুদ্ধি প্রকাশিতে ; যথা সরোবর
অগাধ সলিলে পূর্ণ দেখিতে সুন্দর,
বিস্তারিয়া নিজবক্ষ করেছে শয়ন,
তথায় আশ্রয় দুষ্ট করিত গ্রহণ।
মনে পড়ে,—পথপ্রান্তে অনর্গল-প্রাণ
বেড়াইত সদা সেই পাগল-প্রধান
বিশ্বনাথ (২), তার কাছে এ সংসার
অকারণ, মূল্যহীন—নিতান্ত অসার !
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা তাহে বিদ্যমান,
অর্থ—কাকবিষ্ঠা, সুখ—দুঃখের সমান !
দুঃখের বিষয়, তার মস্তিষ্ক-পীড়ায়
হ'য়েছিল সেই ভাব—পশুভাব-প্রায় !
ঈশ্বর-ভক্তির বশে সে ভাব যাহার,
ধন্য সেই ত্রিভুবনে ! সংসারের পার
সেই জীব !—'বিশ্বনাথ'-পাগল সার্থক !
বিশ্বনাথ-পাগল এ কর্ম্মের সেবক,
হারাইল বুদ্ধিশক্তি মায়ার বিপাকে !
বুদ্ধিমান্ করে শোক দেখিলে তাহাকে।
হরচন্দ্র (†) আদি আর পাগলের গণে
টাকা ল'য়ে বস্ত্র বান্ধি' রাখিল যতনে
পরীক্ষায়। বিশ্বনাথ কাকবিষ্ঠা জানি'
ফেলিল প্রদত্ত টাকা বহুদূরে টানি।
তাহা দেখি' পরীক্ষক (*) মহাশয়গণ
প্রকৃত পাগল বিশে কৈল নিরূপণ।
অর্থহীন বাক্য তার পড়ে মম মনে,
চিন্তাহীন মুখ আজো বহে সে স্মরণে॥

২। বিশে পাগলা নামক পাগল

† হরা পাগলা। * শান্তিপুরের মতিবাবু প্রভৃতি।

(১২)

আইল বরষাকাল নবাম্বুদ দল,
আকাশে আসিয়া ঘোর করি' কোলাহল-
ধ্বনি, আচ্ছাদিত রবি করি' অন্ধকার
মনোহর প্রকৃতির মুখ অবিকার।
তড়িতের ঝক্‌মকি নয়ন ঝলসি,
ইন্দ্রাস্ত্রের গড়্‌গড়ি শ্রবণেতে পশি,
ভুলাইত একেবারে সকলের মনে
হিমন্ত, শিশিরকাল, নির্ম্মল গগনে।
অবিরত বৃষ্টি পড়ি' ভাসিত তখন
মনোহর খাল সেই, তরী অগণন
থরে থরে আসি' তবে লাগিত তথায়
বাণিজ্যের দ্রব্য লয়ে, এবে কোথা হায়!
সে-সব সুন্দর দৃশ্য! সে ব্যস্ত সংসারে
সেরূপ আনন্দময় বাণিজ্য-ব্যাপার ??

(১৩)

দেখিয়াছি গ্রাম্যভোজ! নিমিত্ত ঘটনে
পংক্তি পংক্তি বসিতেন গ্রামবাসীগণে
কলাপাতা বিছারিয়া, বামে ধরি' জল
হৃষ্টমনে! অন্ন-শাক-ব্যঞ্জন সকল,
ডাল, ডাল্‌না, চচ্চড়ী, মোচাঘণ্ট, ভাজা,
শাক, অম্ল, দধি, ক্ষীর, গোল্লা, গজা, খাজা
খাইতেন বহুতর! চৌদিকে সর্ব্বথা
আর', 'দেও', 'আর চাই' এইমাত্র কথা।

(ক্রমশঃ)

সন্দর্ভ-সার

(কৃষ্ণোপনিষৎ-৯)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় গোপালতাপনী উপনিষদেও সনকাদি ঋষিগণের উক্তিতে ব্রহ্মার বাক্যে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। যথা—

কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যুর্বিভেতি। কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভাতি, কেনেদ বিশ্বং সংসরতি।

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে পরম দেবতা? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয়? কাহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় এবং কাহা কর্ত্তৃক এই বিশ্বের গতাগতি হয়? ব্রহ্মার উত্তর—

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভ-জ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি।

অর্থাৎ 'কৃষ্' ধাতু সত্তাবাচক ও 'ণ'-প্রত্যয় আনন্দ বাচক, তদুভয়ের ঐক্যহেতু অথবা ভক্তজনের পাপাকর্ষণ নিমিত্ত 'কৃষ্ণ' পরম দেবতারূপে প্রকাশিত। গোবিন্দ হইতে 'মৃত্যু' ভয় পায়। 'গোপীজনবল্লভে'র জ্ঞানে বিশ্ব বিজ্ঞাত হয়। 'স্বাহা' (মায়া) কর্ত্তৃক এই জগৎ উৎপন্ন। পুনরায় প্রশ্ন হইল—

কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ—পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনাবিদ্যা-কলা প্রেরকস্তাম্মায়া চেতি।

কে কৃষ্ণ, গোবিন্দ কে, গোপীজনবল্লভই বা কে এবং স্বাহা কে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন—পাপকর্ষণ জন্য সচ্চিদানন্দরূপী কৃষ্ণই পরমদেবতা, গোশব্দে ভূমি ও বেদ ইহাতে যিনি বিখ্যাত এবং দ্রষ্টা তিনি গোবিন্দ, মৃত্যু তাঁহা হইতে ভীত হন। 'গুপ্' ধাতুর অর্থ পালন করা অর্থাৎ পালনীশক্তি তাহার জন অর্থাৎ সমূহ এই অর্থে গোপীজন ইহার বাচ্যা অবিদ্যাকলা, তাহাদের বল্লভ—স্বামী, ঈশ্বর, ইনি সকলের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার জ্ঞান দ্বারা সমস্তজগৎ বিদিত হয়। তাঁহার অধীনা যে মায়া, তাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

ঐ তাপনীর উপসংহারে বলিয়াছেন—তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং যজেদিত্যোং তৎ সদিতি। অর্থাৎ—অতএব সর্ব্বোৎ-

কর্ষহেতু শ্রীকৃষ্ণই পরমদেবতা ; তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রসন (আস্বাদন বা কীর্ত্তন), তাঁহার যজন অর্থাৎ অর্চ্চন এবং প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করিবে, (তিনিই ওঁ তৎ সৎ শব্দত্রয় প্রতিপাদ্য)।

নিখিল অবতার—অবতারী হইতে বিলক্ষণ ভগবত্তাচিহ্নসকল শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান, পাদ্মে ব্রহ্মার বাক্য—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্নলক্ষণম্।
ভগবৎ কৃষ্ণরূপস্য হ্যানন্দৈকঘনস্য চ ॥
অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবানঘ।
পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীনাঞ্চ তথৈব চ।
আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥
যৈরেব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
তাঞ্চহং বেদ নান্যোঽস্তি সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥
ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে।
দক্ষিণে অষ্টচিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ ॥
ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ।
স্বস্তিকশ্চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণস্তথৈব চ ॥
সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম।
ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসশ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্ ॥
অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমম্ স্মৃতম্।
অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা ॥
কৃষ্ণাখ্যস্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ।
দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চ এব বা ॥
দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন।
ষোড়শস্তু তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষি সত্তম।
জম্বুফল সামাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! কেবল আনন্দঘন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণযুগলে বিরাজমান যে সকল চিহ্নদ্বারা ভগবত্তালক্ষণ পরিস্ফুট, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছি। অতঃপর সম্যক্‌রূপে বলিতেছি—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, দেবতা ও ঋষিগণের

কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত এবং স্বীয় লীলাবৈচিত্র্য দ্বারা নিজ পরিজনগণের প্রীতি-সাধনোদ্দেশ্যে ভগবান আবির্ভূত। যে-সকল লক্ষণে ভক্তবৎসল ভগবানকে জানা যায়, তাহা আমিই জানি, অন্য কেহ জানে না। শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে ষোড়শ সংখ্যক চিহ্ন দর্শন করিয়াছি। দক্ষিণ চরণে অষ্ট চিহ্ন, বামচরণে সপ্ত চিহ্ন বিদ্যমান। অষ্টচিহ্ন যথা—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা ও অষ্টকোণ। অপার সপ্তলক্ষণ—ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, আকাশ. মৎস্য ও গোষ্পদ। ষোড়শসংখ্যক চিহ্ন জম্বুফলাকৃতি। অন্যান্য অবতারগণে কাহারও দুই, চারি বা পাঁচ চিহ্ন দেখা যায়। কাহারও স্বয়ং ভগবত্তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেই আছে। উজ্জ্বলনীলমণি টীকায় ১৯ প্রকার চিহ্ন কথিত। যথা —বামচরণে অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তত্তলে চক্র, তত্তলে ছত্র, তাহার তলে বলয়, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীসন্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া অর্দ্ধচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে কমল, তাহার তলে সপতাক ধ্বজ, তত্তলে বল্লী ও পুষ্প, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, পার্ষ্ণিদেশে (গোড়ালিতে) অর্দ্ধচন্দ্র। দক্ষিণ চরণতলে অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, তত্তলে গদা, কনিষ্ঠাতলে বেদী, তাহার তলে কুণ্ডল, তাহার নীচে শক্তি, তর্জ্জনী আদি অঙ্গুলিমূলে পর্ব্বত। পর্ব্বততলে রথ, এবং পার্ষ্ণিতে মৎস্য।

বিষ্ণুপুরাণে ভগবৎশব্দের নিরুক্তি—

সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারার্থোদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু চকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥

'ভগ'-শব্দের উত্তর 'মতুপ্' (বতুপ্) প্রত্যয়যোগে 'ভগবান্'-শব্দ নিষ্পন্ন, ভ, গ, ব এই অক্ষরত্রয়ের পৃথক পৃথক অর্থ করিতেছেন—ভকারের অর্থ ভর্ত্তা ও সংভর্ত্তা; গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা, ভগশব্দের এই এক অর্থ। অপর অর্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রী ইহাদের সমষ্টি-ভগ। ব-কারের অর্থ সেই সর্ব্বভূতান্তর্যামী অখিল আত্মাতে সকল-

প্রাণী বাস করে এবং তিনিও অশেষ ভূতে বাস করেন। সুতরাং তিনি অব্যয়। সংভর্ত্তা নিজ ভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা—ধারক স্থাপক, নেতা—নিজভক্তিফল প্রেমের প্রাপক। গময়িতা—নিজলোকপ্রাপক। স্রষ্টা—নিজ ভক্তগণে স্বীয় রুচিকর গুণসকলের উদ্গমকর্ত্তা। নিজ ভক্তপোষণ শ্রীকৃষ্ণের নিজ কার্য্য, আর জগৎ পোষণাদি কার্য্য পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতারাদি দ্বারা করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিতা, বীর্য্য—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্য প্রভাব, যশ—বাক্য, মন ও শরীরের সদ্‌গুণসমূহের খ্যাতি, শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা এবং বৈরাগ্য—প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অনাসক্তি। ইঙ্গনা অর্থে সংজ্ঞা।

শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ বেদান্তভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব নির্দ্দিষ্ট। যথা—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

পরং ধীমহি। পর শব্দে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। সত্যং এই পদদ্বারা পরম ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। সত্য শব্দেও শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য। যেহেতু দশমে গর্ভস্তবে দেবাদির উক্তি—সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প এজন্য সত্যব্রতং, সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া সত্যপর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিবিধকালে বর্ত্তমান বলিয়া ত্রিসত্য। পঞ্চভূতের উৎপত্তি-কারণ আপনি। উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান থাকেন এবং প্রলয়কালেও আপনি একমাত্র বর্ত্তমান থাকেন। আপনি সুসত্যবচন এবং সমদর্শন—উভয়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবর্ত্তমান। সুতরাং মায়াবাদীর মতে নিরাকার ব্রহ্ম সত্ত্বগুণোপহিত হইয়া অবতাররূপে প্রকটিত হন, ইহা খণ্ডিত হইল। তাঁহার অবয়ব ও অবয়বীতে ভেদ নাই। "ধাম্না স্বেন" ইত্যাদি বাক্যে তিনি নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন গোলোকধামে নিত্য বিরাজিত এবং কুহক অর্থাৎ মায়াকার্য্য লক্ষণ কপটতা নিরস্ত করিয়া বিরাজিত। তাঁহার ধাম স্বরূপশক্তি

প্রকটিত বলিয়া সেখানেও মায়ার কার্য্য নাই। 'আদ্যস্য'—শ্রীনন্দনন্দন নিত্যধামে নিত্যবিরাজমান বলিয়া তিনি আদ্য। কোন বিশেষ প্রয়োজনে তিনি জন্মাদিলীলা প্রকাশ করেন। 'অন্বয়াদিতরতশ্চ'—যে কারণে শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্ম, সেই কারণে অন্যত্র শ্রীব্রজরাজগৃহে পুত্রভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন। কি জন্য ?—তাহা বলিতেছেন—"অর্থেষু অভিজ্ঞঃ অর্থেষু"—কংসধ্বংসাদি কার্য্যসমূহে অভিজ্ঞ কিম্বা নন্দনন্দনরূপে অবগত—দাস-সখা-মাতাপিতা প্রেয়সীভাববিশিষ্ট ব্রজবাসীগণের সহিত সর্ব্বজনের আনন্দবর্ষণকারিণী লীলা-সিদ্ধিতে অভিজ্ঞ। অপূর্ব্বলীলারসে অভিজ্ঞতা হেতু তিনি স্বরাট্। গোকুলে ব্রজবাসীগণের প্রেমপরবশ হইয়া তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যজ্ঞানসন্তানন্দৈকরসময় বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন। মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা—বাক্যসকলে শ্রীকৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব বর্ণিত। তাদৃশ অলৌকিক লীলার নিমিত্ত তদীয় ভক্তগণ মোহপ্রাপ্ত হন—প্রেমাতিশয্যহেতু বিবশতা প্রাপ্ত হন। তেজ, বারি ও মৃত্তিকার যথাবৎ বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখাদির কান্তিদ্বারা চন্দ্রাদি নিস্তেজস্ত্ব (মলিনতা) প্রাপ্ত হয়। আবার নিস্তেজ বস্তুকে নিজ কান্তিতে দ্যুতিমান করেন। দ্রব পদার্থজল কঠিনতা প্রাপ্ত হয়—মৃৎপাষাণাদি দ্রবীভূত হয়। তাঁহার ত্রিসর্গ—মথুরা দ্বারকা ও গোকুল অমৃষা—সত্য, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি। বিশ্ব নিত্য নহে, কিন্তু ভগবদ্ধামে নিত্যতার ব্যভিচার ঘটে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার শ্লোকেরও তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত—

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলজ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা।
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ॥
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতঃ।
তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥ (১২।১৩।১৪)

যিনি কল্পারম্ভে অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া পরে নারদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যোগীন্দ্র শুকদেব ও পরীক্ষিৎকে কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল শোকরহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(অগ্নি-পুরাণাবলনে)

বদ্ধজীবের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ভোগ

অগ্নি বলিলেন,—আধ্যাত্মিকাদি সন্তাপ--শারীর ও মানসভেদে দুই প্রকার। জীব ভোগদেহ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মদ্বারা গর্ভপ্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা না থাকিলেও, লোকের আয়ুঃশেষে প্রাণ বিযুক্ত হইয়া থাকে। জল, অগ্নি. বিষ, শস্ত্র, ক্ষুধা, ব্যাধি, উচ্চস্থান হইতে পতন ইত্যাদি কিঞ্চিন্মাত্র নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলেই দেহীর প্রাণবিয়োগ হয়। তখন সে সকর্ম্মবশে যাতনাময় অপর দেহ আশ্রয় করে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেবল মনুষ্যগণেরই আতিবাহিক নামক দেহ লাভ হয়। মনুষ্যগণের সেই শরীর সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর যমদূতগণ-কর্ত্তৃক কুপথে দক্ষিণদ্বার দিয়া যমের নিকট নীত হয়; অন্য প্রাণিগণের তাহা নীত হয় না। পরে সে স্বর্গ বা নরকে গমন করে এবং এইরূপে চক্রবৎ সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

যমালয়ে জীবের শুভাশুভ নির্ণয়

এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি এবং স্বর্লোকাদি ফলভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যমরাজ কর্ম্মদ্বারা যোনি ও নরক নিরূপণ করেন। জীবসকল উহার ফল-ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণিগণ বায়ূভূত হইয়া গর্ভপ্রাপ্ত হয়। পাপী মনুষ্য যমদূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করে। ধর্ম্মরাজ নিজগৃহে ধার্ম্মিক-গণের পূজা ও পাপিষ্ঠগণের তাড়না করেন। চিত্রগুপ্ত তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। পাপী তদীয় বান্ধবগণের অশৌচকালে আতি-বাহিক দেহে অবস্থিত হইয়া তৎপ্রদত্ত বস্তু ভোজন করে। পরে সেই প্রেতদেহ ছাড়িয়া অন্য ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। ভোগময় দেহে ভোগানন্তর কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যে মানব প্রথমে পাপ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বর্গভোগ করে, সে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া শুচি ও শ্রীমান্‌দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। যদি প্রথমে পুণ্যে অবস্থিত হয়, পরে সে পাপ ভোগ করে। কর্ম্ম অল্পাবশিষ্ট হইলে সে নরক হইতে মুক্ত হয়। নরক হইতে মুক্ত হইয়া জীব প্রথমে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়।

জীবের অশেষবিধ গর্ভ-যন্ত্রণা

জীব গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া জরায়ুতে অবস্থিতি করে। দ্বিতীয় মাসে ঘনীভূত, তৃতীয় মাসে তাহার অবয়বসকল উৎপন্ন হয়। চতুর্থে অস্থি, ত্বক্, মাংস,

পঞ্চমে রোম, ষষ্ঠে মন উৎপন্ন হয়; সপ্তমমাসে সে দুঃখ অনুভব করিতে পারে। এ অবস্থায় জীবদেহ জরায়ুবেষ্টিত, এবং মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকে। ক্লীবের মধ্যে, স্ত্রীর বামে এবং পুরুষের দক্ষিণে অবস্থিতি হয়। উদরভাগে পৃষ্ঠাভিমুখ হইয়া জীব অবস্থিতি করে। সে গর্ভাশয়ে যে-সকল ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কোন কোন ভাগ্যবান্ জীব গর্ভক্লেশ-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে বিলাপ করিতে থাকে। মানবগণ গর্ভবাসে ভীষণ অন্ধকার ও মহতী পীড়া অনুভব করে। সপ্তমমাস হইতে সে মাতার পানাহারাদির অংশ গ্রহণ করে। অষ্টম ও নবমমাসে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। মাতা পীড়িতা হইলে সেও পীড়িত হইয়া মুহূর্ত্তকাল শতবর্ষবোধে সন্তাপিত হয় এবং গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই সে ভগবদ্ভজনে রত হইবে, এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে। করস্পর্শে দুঃখিত ও পীড়্যমান হইয়া প্রসব-কালে অধোমুখ হইয়া যোনি-রন্ধ্র হইতে নিঃসৃত হয়।

ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রাদির উৎপত্তি

জীব প্রসূত হইবার পর তদীয় দেহে আকাশ, শব্দ, কর্ণ, নাসিকা, শ্বাস, উচ্ছ্বাস, বায়ুর গতি ও স্পর্শনাদি উৎপন্ন হয়। অগ্নির রূপ-দর্শনে উষ্মা, পাক, পিত্ত, মেধা, বর্ণ, বল, ছায়া, তেজঃ, শৌর্য্যাদিসকল এবং জল হইতে স্বেদ, রসনা, ক্লেদ, বসা, রস, রক্ত, শুক্র, মূত্র, কফাদি দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ঘ্রাণ, কেশ, নখ, গৌরব, স্থিরতা ও স্থিতি জন্মিয়া থাকে। ত্বক্, মাংস, হৃদয়, নাভি, মজ্জা, বিষ্ঠা, মেদ, ক্লেদাদি মৃদুবস্তু; শিরা, স্নায়ু, শুক্রাদি পিতৃজাত বস্তু। কাম, ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, অভিমান, আকৃতি, স্বর, বর্ণাদি মনোধর্ম্মজাত; অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মোহ, মাৎসর্য্য, বৈগুণ্য, শোক, আয়াস, ভয়—এই সকল তামস পদার্থ; কাম, ক্রোধ, শৌর্য্য, যজ্ঞেপ্সা, বহুভাষিতা, অহঙ্কার, পরাবজ্ঞা—এই সকল রাজস পদার্থ এবং ধর্ম্মেপ্সা, মোক্ষকামিত্ব, কেশবে পরমাভক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য, ব্যবসায়িত্ব—এই সকল সাত্ত্বিক পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত।

ত্রিধাতুক-শরীর হইতে আত্মার বহির্গমন ও পুনর্জন্ম

বায়ুগ্রস্ত মানব চপল, ক্রোধী, ভীরু, কলহপ্রিয় ও স্বপ্নে গমনশালী এবং বহুপিত্ত-মনুষ্য অকালপক্ককেশ, ক্রোধী, রণপ্রিয় ও স্বপ্নে দীপ্তিমৎ-প্রেক্ষী এবং বহুশ্লেষ্মাযুক্ত নর স্থিরচিত্ত, স্থিরোৎসাহ, স্থিরাঙ্গ, দ্রবিণান্বিত

ও জলসিতালোকী হয়। দেহে সপ্তবিধ আশয় উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রুধির, শ্লেষ্ম, আম, পিত্ত এবং পক্বাশয় পঞ্চম, বায্বাশয় ও মূত্রাশয় সপ্তম, স্ত্রীগণের গর্ভাশয় অষ্টম। শরীরে তীব্র বায়ুদ্বারা প্রেরিত ও প্রকুপিত উষ্মা শরীর উপরোধ করিয়া সমস্ত দোষোৎপাদনপূর্ব্বক প্রাণস্থান ও মর্ম্মস্থান ছিন্ন করে। তদনন্তর বায়ু শৈত্য হইতে প্রকুপিত হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করে। নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয় ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই সাতটি ঊর্দ্ধ ছিদ্র এবং অষ্টম বদন—শুভকর্ম্মিগণের প্রাণবায়ু প্রায়ই এই সকল ছিদ্রদ্বারা এবং অশুভকারিগণের প্রাণ পায়ু, উপস্থ—এই অধশ্ছিদ্র দিয়া বহির্গত হয়। জীবাত্মা যোগিগণের মস্তকভেদ করিয়া স্বেচ্ছায় গমন করেন। অন্তকাল উপস্থিত হইলে অপান-বায়ু প্রাণ-বায়ুতে উপনীত হয় এবং তমোদ্বারা জ্ঞান ও মর্ম্মস্থান আবৃত হইলে সেই জীবাত্মা বায়ুদ্বারা চালিত ও বাধ্যমান হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রাণবৃত্তি বিদূরিত করে। দেহ হইতে বিচ্যুত অথবা যোনিপ্রবেশনশীল বা জায়মান জীবাত্মাকে সিদ্ধগণ দিব্যচক্ষে দেখিয়া থাকেন। জীবাত্মা বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোগের নিমিত্ত আতিবাহিক শরীর ধারণ করে এবং যমদূতগণ সেই দেহ লইয়া যমালয়ে গমন করে। ষড়শীতি-সহস্র যমমার্গ অতিশয় ঘোরতর; যমকে দেখিয়া যমরাজের আজ্ঞায় চিত্রগুপ্ত-কথিত ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তি শুভপথে স্বর্গে নীত হয়, আর পাপীগণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

নরক-বর্ণনা ও পাপিগণের অশেষবিধ দুঃখ

ক্ষিতির অধোভাগে অষ্টাবিংশতি ঘোরতর নরককোটী অবস্থিত আছে। প্রথমা কোটীর নাম ঘোরা, তাহার অধোভাগে সুঘোরা, অতিঘোরা, মহাঘোরা, ঘোররূপা, তরলতারা, ভয়ানকা, ভয়োৎকটা, কালরাত্রি, চণ্ডা, মহাচণ্ডা, কোলাহলা, প্রচণ্ডা, পদ্মা, নরকনায়িকা, পদ্মাবতী, ভীষণা, ভীমা, করালিকা, বিকরালা, মহাবজ্রা, ত্রিকোণা, পঞ্চকোণিকা, সুদীর্ঘা, বর্ত্তুলা, সপ্তভূমা, সভূমিকা, দীপ্তমায়া—এই অষ্টাবিংশতি নরককোটী পাপিগণকে দুঃখ দান করে। অষ্টাবিংশতি কোটীর প্রত্যেক কোটীতে পঞ্চ পঞ্চ নরক নায়ক বলিয়া উক্ত হয়। রৌরবাদি নরক একশত এক এবং চত্বারিংশৎচতুষ্টয়। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন, লৌহভার, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন,

সঙ্ঘাত, সকাকোল, কুদ্মল, পূতিমৃত্তিক, লৌহশঙ্কু, ঋজীষ, প্রধান, শাল্মলী-নদী—এই সকল কোটীশ্বর ঘোরদর্শন নরক।

গোহত্যা করিলে 'মহাবীচ' নরকে লক্ষ বৎসর যন্ত্রণাভোগ, ব্রহ্মহত্যা ও ভূমিহরণ করিলে মহাদীপ্ত 'আমকুম্ভ' নরকে প্রলয় পর্য্যন্ত যন্ত্রণা এবং স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ হত্যা করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ 'রৌরবে' অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে অগ্নিদান করিলে মহাভয়ঙ্কর 'মহারৌরবে' এক কল্প দগ্ধ হইতে হয়। চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করিলে 'তামিস্র'-নরকে পতিত হইয়া যমকিঙ্করগণ-প্রদত্ত শূলাদির আঘাত বহুকল্পকাল সহ্য করিতে হয়। অনন্তর তথা হইতে 'মহাতামিস্র' নরকে পতিত হইলে সর্প ও জলৌকাদি দংশন করে। মাতৃ-পিতৃহত্যা করিলে 'অসিপত্রবনে' অসির আঘাত সহ্য করিতে হয়; যে ব্যক্তি কাহাকে দগ্ধ করে, সে 'করম্ভবালুকা' নরকে বহুকল্পকাল তপ্ত বালুকাদিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। একাকী মিষ্ট ভোজন করিলে কৃমি ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া 'কাকোল' নামক মহানরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পঞ্চযজ্ঞীয় ক্রিয়া বর্জ্জন করিলে 'কুট্টল' নরকে মূত্র ও রক্ত পান করিয়া থাকে। অভক্ষ ভক্ষণে 'সুদুর্গন্ধ' নরকে রক্তভোজী হইয়া বাস করিতে হয়। পরপীড়ন করিলে তৈলপাকে তিলবৎ নিপীড়িত হইয়া থাকে। শরণাগতকে হত্যা করিলে 'তৈলপাক' নামক মহানরকে পচিতে হয়। দান নাশ করিলে নিরুচ্ছ্বাস পথে পতিত হইয়া অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে হয়। মিথ্যাকথা কহিলে বজ্রকপাটযুক্ত 'মহাপাত'-নরকে, পাপ-বুদ্ধিতে 'মহাজ্বাল' নামক নিরয়ে এবং অগম্যা গমনে 'ক্রকচে' পতিত হইতে হয়। বর্ণসঙ্কর করিলে 'গুড়পাকে', পরমর্ম্মপীড়নে 'ক্ষারগৃহে', প্রাণীহত্যা করিলে 'ক্ষুরধারে', ভূমি হরণ করিলে 'অম্বরীষে' গো-স্বর্ণ হরণ ও দ্রুমচ্ছেদন করিলে 'বজ্রশস্ত্রে', মধু হরণ করিলে 'পরিতাপে', পরস্ব অপহরণে 'কালসূত্রে', মাংসাশা হইলে 'কশ্মলে', বেদনিন্দা করিলে 'মঞ্জুষে' কূটসাক্ষ্য প্রদান করিলে 'পূতিবক্ত্রে', ধন হরণ করিলে 'পরিলুণ্ঠে', ব্রাহ্মণপীড়নে 'করালে', মদ্যপান করিলে 'বিলেপে' এবং গুরুনিন্দা করিলে 'কুম্ভীপাকে' পতিত হইতে হয়। পরস্ত্রী আক্রমণ করিলে 'শাল্মল'-নরকে প্রজ্বলিত লৌহীশিলা এবং বহু, পুরুষরতা হইলে উল্লিখিত নিরয়ে প্রজ্বলিত লৌহ-পুরুষকে আলিঙ্গন করিতে হয়। কু-অভিপ্রায়ে পরস্ত্রী দর্শনে নরকে নেত্রোৎপাটিত হয় ও অঙ্গার-রাশিতে দগ্ধ হইতে হয়।

নরকে নিপতিত পাপীর বদন মার্জ্জার, উলূক, গোমায়ু, গৃধ্রাদির ন্যায় হইয়া যায়। তৈলদ্রোণিতে মানবকে নিক্ষেপ করিয়া নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। কাহাকেও ভর্জ্জনপাত্রে, অপরকে তাম্রপাত্রে, কাহাকেও অয়ঃপাত্রে, কাহাকেও বা বহ্বগ্নিকণায় সন্তাপিত করে। কাহাকেও শূলাগ্রে আরোপিত করিয়া ছিন্ন করে, কাহাকেও কশাঘাতে তাড়িত করে। কাহাকেও বা উত্তপ্ত লৌহ-গোলক এবং কাহাকেও বা পাংশু, বিষ্ঠা, রক্ত, কফাদি ভোজন করায়; কোথাও যমদূতগণ নরগণকে তপ্ত মদ্যপান করায়। কাহাকেও চিরিতে থাকে, কাহাকেও যন্ত্রে নিপীড়িত করে। কেহ কেহ বা বায়সাদি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং উষ্ণ তৈলে সিক্ত হয়। কাহারও বা নানারূপে শিরশ্ছেদন করে। পাপিগণ মহাপাতকজাত ঘোরতর নরক প্রাপ্ত হইয়া 'হা তাত' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আপন আপন কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। কর্ম্মক্ষয় হইলে মহাপাতকিগণ এই অবনীতলে পুনরায় জন্ম লয়।

ব্রহ্মঘাতী মৃগ, কুক্কুর শূকর, ও উষ্ট্রের যোনি, আর মদ্যপায়ী খর-পুক্কশ-ম্লেচ্ছযোনি, স্বর্ণহারী কৃমি-কীট-পতঙ্গত্ব এবং গুরুপত্নীগামী তৃণ-গুল্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মঘাতী ক্ষয়রোগী, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত, স্বর্ণহারী কুনখী ও গুরুতল্পগামী দুশ্চর্ম্মা হয়। অন্নহারী মায়াবী এবং বাক্যাপহারক মূক হয়। ধান্যহারী অধিকাঙ্গ এবং খল পূতিগন্ধনাসিক হয়। তৈলহারী তৈলপায়ী এবং সূচক (কর্ণে জপ) পূতিবদন হইয়া থাকে। পরযোষিৎ ও ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া অরণ্যে নির্জ্জন প্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। রত্নহারী হীনজাতি, শুভ গন্ধহারী ছুছুন্দরী, পত্র-শাক হরণ করিয়া শিখী এবং ধান্যহারক মূষিক হইয়া জন্ম লয়। পশু হরিয়া অজ, দুগ্ধ হরিয়া কাক, যান হরিয়া উষ্ট্র, ফল হরিয়া বানর, মধু হরিয়া দংশ, মাংস হরিয়া গৃধ্র এবং উপস্কর হরিয়া গৃহকাক হয়। বস্ত্র হরিয়া শ্বিত্রী ও সারস এবং লবণ হরণ করিলে ঝিল্লী হইয়া থাকে। সংসার এইরূপ ত্রিবিধ তাপময়। মানবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে অবশ্যই ত্রিতাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

"ন্যাসী-মোল্লা সংবাদ"

শ্রীমঠ-অঙ্গন-মাঝে ন্যাসীজী একদা।
ভক্ত-শিষ্যবর্গ-প্রতি কহে কৃষ্ণ-কথা ॥
দলবল-সহ এক মোল্লাজী তখন।
পশি' মঠে ন্যাসীজীরে করিল স্মরণ ॥

ন্যাসীজী—(মোল্লার প্রতি)

গৃহসুখ ছাড়ি' মোরা কুঞ্জ বাঁধি' বনে।
আশ্রয় করিয়া আছি চৈতন্য-চরণে ॥
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মোরা দীন অকিঞ্চন।
না জানি মোদেরে কেন করেছো স্মরণ ॥
হেরিয়া তোমারে মোল্লা ভাবিয়াছি মনে।
আস নাই অকারণে শ্রীমঠ-অঙ্গনে ॥
কিবা অভিপ্রায় তব কহ মম স্থানে।
বৈষ্ণবের সাধ্য হ'লে সাধিব তৎক্ষণে ॥

মোল্লাজী— হিন্দুর ধর্ম্মে মোর হয় অবিশ্বাস।
তাই কিছু প্রশ্ন লাগি' আসি তব পাশ ॥
শুনেছি গৌরাঙ্গ প্রভু শাস্ত্র-যুক্তি দিয়া।
স্থাপিয়াছে হিন্দু-মত যবনে ভুষিয়া ॥
গৌরাঙ্গ প্রভুর চেলা তোমরা তো বটে।
প্রশ্নের জবাব মোর দেহ শুদ্ধমতে ॥

ন্যাসীজী— মূর্খ মোরা, শাস্ত্রযুক্তি কি কহিতে পারি।
তৃণ চেয়ে নীচ হ'য়ে ভজি গৌরহরি ॥
বিতর্কের কিবা জানি মোরা অভাজন।
পরম পণ্ডিত তুমি শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
প্রদীপের শিখা কভু অহঙ্কার-ভরে।
কহিতে কি পারে আমি জিনি শশী-করে ??

অজ্ঞান অবোধ মোরা হীন তুচ্ছ ছার।
কভু কি করিতে পারি শাস্ত্রার্থ-বিচার॥
তোমার পাণ্ডিত্য-যুক্তি কে পারে খণ্ডিতে।
তব সঙ্গে কেবা পারে তর্ক উত্থাপিতে॥
বৈষ্ণবের সনে কিন্তু শাস্ত্রালাপ-তরে।
প্রবল বাসনা তব জেগেছে অন্তরে॥
বুঝি তাই আসিয়াছ শ্রীমঠ-অঙ্গনে।
আগ্রহ দেখিয়া তুষ্ট হৈনু বড় মনে॥
যদিও আকাঙ্ক্ষা রহে স্বধর্ম্ম-প্রচারে।
তবু প্রতিষ্ঠায় ডরি তর্কের খাতিরে॥
আপনার জয়গান না শুনি শ্রবণে।
শূকরীর বিষ্ঠা তাহে ঘৃণ্য ভাবি মনে॥
পঙ্গু কি কখনো পারে লঙ্ঘিতে পর্ব্বত ?
মূঢ় আমি, তোমা' সনে কি করিব তর্ক ??
তোমার উৎকণ্ঠা হেরি' ইচ্ছা জাগে মনে।
প্রশ্নের উত্তর তব দিব সযতনে॥
কিন্তু মোরা শাস্ত্রার্থ কিবা আর জানি।
ক্ষমিও মোদেরে যদি কহি তুষ্ট বাণী॥

মোল্লাজী— শুন গো ন্যাসীজী এবে মোর নিবেদন।
দেব-দেবীপূজা কেন করে হিন্দুগণ ??
আল্লা এক, নিরাকার কহিছে কোরাণ।
প্রতিমা-পূজায় তাই হই সন্দিহান॥
প্রতিমা পূজায় দেখি রহে মহাদোষ।
গৌরাঙ্গ কেমনে তারে করিল নির্দ্দোষ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কিন্তু কহে হেন কথা।
সে কথা স্মরণে মনে পাই বড় ব্যথা॥

কহিল ব্রাহ্মণ যত—"আল্লা নিরাকার।
দেব-দেবীপূজা সে তো কল্পিত আকার॥
নিরাকার বস্তুর কভু হয় না চিন্তন।
কল্পিত আকারে তাই করে থাকি ধ্যান॥"
—এ বাণী শুনিয়া তাহে নাহি হই প্রীত।
কল্পিত আকার সে তো 'সয়তান'-নির্ম্মিত॥
সয়তান-নির্ম্মিত মূর্ত্তি 'ব্যুৎ' নামে খ্যাত।
অতএব 'ব্যুৎ'-পূজা হয়েছে নিষিদ্ধ॥
'ব্যুৎ'-পূজা করিলে আল্লা দণ্ড দেন তারে।
তবু হিন্দুগণে কেন 'ব্যুৎ'-পূজা করে??
এত শাস্ত্র বিচারিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
'ব্যুৎ'-পূজার বিধি কেন ত্যজিল না হায়!!

ন্যাসীজী— সকল জাতির ভাই একই ঈশ্বর।
দেশভেদে ভাষাভেদে নাম বহুতর॥

তোমরা যবন-জাতি, 'আল্লা' কহ যাঁরে।
'ব্রহ্ম' বলি হিন্দু-সব জ্ঞান করে তাঁরে॥

ঈশ্বরের সর্ব্বভাব প্রকাশে যে নামে।
'ভগবান্'-শব্দে তাহা গাহে ভক্তগণে॥

'আল্লা', 'আত্মা' আর 'ব্রহ্ম' এই সব নামে।
সর্ব্বভাব ব্যক্ত নাহি হয় কোনক্ষণে॥

ঈশ্বরের গৌণ নাম আছে বহুতর।
কিন্তু 'ভগবান্'-নামে করি যে আদর॥

অতি বড় পদার্থ যা' তারে 'আল্লা' কহে।
তাহাতে পরম ভাব কভু নাহি রহে॥

অতি বড় পদার্থে যে চমৎকারিতা হয়।
অতি সূক্ষ্মতেও তো চমৎকারিতা রয়॥

'আল্লা' নামে অতি বড় তত্ত্ব যে বুঝায়।
চমৎকারিতার সীমা তাহে নাহি ভায়॥
চমৎকারিতা যত একত্র হইয়া।
'ভগবান্'-শব্দ মধ্যে রহে প্রবেশিয়া॥
ভগবানে আছে জেনো ছয়টি লক্ষণ।
শুন সাবধানে তাহা করি হে বর্ণন॥—
'সমগ্র ঐশ্বর্য্য' তাঁহার প্রথম লক্ষণ।
বৃহত্তার, সূক্ষ্মতার সীমা প্রকাশন॥
দ্বিতীয় লক্ষণে তাতে সর্ব্বশক্তিমত্তা।
অতএব সে শক্তির রহে বিচিত্রতা॥
অবিচিন্ত্য শক্তি তাঁর করহ বিচার।
কভু নিরাকার তিনি, কভু বা সাকার॥

*　　*　　*

প্রাকৃত-আকারহীনে কহে 'নিরাকার'।
চিন্ময় আকারহেতু কহয়ে 'সাকার'॥
'জল' যথা নিরাকার বৈজ্ঞানিক-মত।
যেহেতু আকার সব তাতে অবস্থিত॥
সেইমত ভগবানে সমস্ত আকার।
অবস্থিত বলিয়া যে কহে নিরাকার॥
বস্তুঃত সাকার নিত্য হয়েন ঈশ্বর।
ব্যতিরেক বুঝাইতে বলে 'নিরাকার'॥
অচিন্ত্য-শক্তি তাঁর করিলে স্বীকার।
কেমনে কহিবে তিনি নহেন সাকার॥
নিত্যলীলা মূর্ত্তি তাঁর হেরে ভক্তগণ।
কোটী সূর্য্যসম সে 'মাধুর্য্য' অনুপম॥
তৃতীয় লক্ষণে তিনি 'যশঃ'পূর্ণ বটে।
লীলা-মাধুরীতে তাঁর জগৎ চমকে॥

'সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা চতুর্থ লক্ষণে।
দিব্য চোখে সেইরূপ হেরে জীবগণে॥
পঞ্চম লক্ষণে তিনি অশেষ 'জ্ঞানবান্'।
চিৎস্বরূপ মূর্ত্তিতে হন অধিষ্ঠান॥
ষষ্ঠ লক্ষণে তিনি নির্লেপ ও স্বতন্ত্র।
এ ছয় লক্ষণ তাঁর কহিয়াছে শাস্ত্র॥
ঐশ্বর্য্য প্রকাশে তিনি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
মাধুর্য্য-প্রকাশে সদা শ্রীশ্যাম-সুন্দর॥
ঔদার্য্য-বিগ্রহরূপে শচীর দুলাল।
সর্ব্বেশ্বর হয়ে তবু প্রেমের কাঙ্গাল॥
পূজা তাঁর হয় যদি কল্পিত মূর্ত্তিতে।
'ব্যুৎ'-পূজা বলি মোরা বৈষ্ণব-ধর্ম্মেতে॥
নিত্য বিগ্রহ-পূজা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
স্বয়ং ভগবান্ যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ॥
চিন্ময় বিগ্রহ-পূজা অতি শুভকর।
পূজকের হৃদয়-নিষ্ঠায় সকলি নির্ভর॥
যার হৃদি যতখানি 'ব্যুৎ'-চিন্তাতীত।
শুদ্ধ বিগ্রহ-পূজায় সে তত সমর্থ॥
তুমি তো মোল্লা সাহেব পরম পণ্ডিত।
তোমার হৃদয় বুঝি হয় ভূতাতীত॥
কিন্তু তব অপণ্ডিত চেলা রহে যত।
'ব্যুৎ'-চিন্তা-শূন্য কিগো তা' সবার চিত ??
যতই বলুক তারা আল্লা 'নিরাকার'।
'ব্যুৎ'-চিন্তাপূর্ণ-হৃদে 'ব্যুৎ'-পূজা সার॥
চিন্তা করি দেখ এবে ওহে মোল্লাবর।
ভগবৎ-তত্ত্বে কেন করি সমাদর॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শিক্ষায় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বলিতে এ স্থলে জড়-বিজ্ঞানকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পার্থিব গতি, উৎপাদন ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানাদির প্রেরণা বিজ্ঞান হইতে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, সমাজ-সভ্যতা সব কিছুর সার্থকতা গৃহীত হয় তাহার পরিণাম জাগতিক সুখের সম্পূর্ণ বিধানরূপে। যদি মানুষের ইহাই একমাত্র কৃত্য হয়, তাহা হইলে মানুষকে বুদ্ধিশীল জন্তুর বেশী কিছু বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। জগৎ ও জগতে জীবিত থাকাই যদি একমাত্র সত্যরূপে গ্রহণ করা হয় এবং জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী যে অংশটাকে 'জীবন' বলে, তাহার উদ্দেশ্য যদি কেবল বাঁচিয়া থাকা বা সুখে বাঁচিয়া থাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে সে-জীবনধারণ শুধুই ব্যর্থতা ও নিছক বিড়ম্বনা মাত্র।

ঐহিক বস্তুর অতীত আর একটা কিছু আছে এবং সেই একটা কিছুই সব কিছুর আদি কারণ; ইহা অনুসন্ধান করিলে শ্রৌতপথে জানা যায়—ঈশ্বরই প্রকৃত বস্তু এবং তিনিই সকল বস্তুর কারণ এবং সর্ব্বকারণের কারণ। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং মৌলিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণই ঈশ্বর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, তিনি সৎ এবং চিন্ময়। তিনি পরিপূর্ণ নির্ম্মল-আনন্দের মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ ও সর্ব্ব-কারণের কারণ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে সেই আদি কারণই চৈতন্যময়, আনন্দময়, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহারা দৃঢ়স্বরে একবাক্যে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়াই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়িয়া তোলার একমাত্র উপায়। তাহাতেই পৃথিবী শান্তিময় হইবে—অন্য কোনওরূপে নহে। ঈশ্বর-চিন্তারহিত শিক্ষা কোনও প্রকারে জীবের মঙ্গলজনক হইবে না।

বলা বাহুল্য, সুপ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মানব-সমাজের বৃহত্তম অংশের ইহাই মুখ্যমত এবং এই জন্যই সর্ব্বদেশে শিক্ষার

সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাকে ভিত্তিরূপে সংযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা ধর্ম্মের নামে যে-ধর্ম্ম ও যে-নীতি-ধারা প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে, তাহা ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। নিম্নোদ্ধৃত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে তাহার সত্যতা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

নিউইয়র্কের উপকণ্ঠস্থিত কোন সহরের স্কুলে প্রতিদিন স্কুল বসিবার পূর্ব্বে God Almighty বা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ছাত্রেরা সমবেত-কণ্ঠে একটি স্তোত্র পাঠ করিত। কয়েক জন অভিভাবক এই গানে তীব্র আপত্তি উথাপন করেন এবং যে-কোন মত, পথ ও প্রত্যয়-সম্পন্ন পরিবারের ছাত্রকেই এ গান বাধ্যতামূলকভাবে গাওয়ানো চলিতে পারে কিনা সে-সম্বন্ধে আদালতের অভিমত প্রার্থনা করেন। মামলাটি অগ্রসর হইতে হইতে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ পর্য্যন্ত যাওয়ার পর ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বর-প্রত্যয় যে-হেতু বাধ্যতামূলক নয়, এবং তাহা হইতেও পারে না। সেইহেতু ঈশ্বর-বন্দনাও বাধ্যতামূলক হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বজনের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষায়তনে সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের নামে বন্দনা-গান চলিতে পারেনা। কি পাষণ্ডতা! ধিক্ বিচার-নৈপুণ্য! শত ধিক্ বিচারকের পণ্ডিতম্মন্যতা!! মার্কিন মুল্লুকের ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ইহাতে নিরতিশয় বিব্রতবোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাজনীতি, অর্থনীতি-কবলিত সমাজ এবং পার্থিব বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-সংস্কৃতির ইহাই অনিবার্য্য পরিণতি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকসকল বলিতেছেন,— ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের নামে আমরা ঈশ্বর, আত্মা ও অদৃষ্ট সম্পর্কীয় পুরাণো প্রত্যয়গুলি সমূলে ধূলিসাৎ করিয়াছি। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৈত্রী, প্রেম ও বৈরাগ্য সম্পর্কীয় সন্নীতিগুলিও চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান আজ আমাদের হস্তে আনিয়া দিয়াছে প্রচুর পাশবিকী শক্তি, জোগান দিয়াছে পর্য্যাপ্ত ভোগের উপকরণ এবং সেই ইহ-সর্ব্বস্বতাকেই আমরা 'চরম'-'পরম' বলিয়া জানিয়াছি। আর তাহার ফলেই এত উন্নতি, এত সমৃদ্ধি ও মননশীলতা সত্ত্বেও মানুষের হৃদয়ে শান্তির লেশমাত্র নাই। কাটাকাটি, কাড়াকড়ি, হুড়াহুড়ি আজ মানব-সংসারকে অস্থির

করিয়া তুলিয়াছে। এই চাঞ্চল্য ও অশান্তিকে সংযত ও সংহত করিবার জন্য একটা স্থিরবিন্দু এতকাল ছিল,—তাহা হইল **ঈশ্বর ও ঈশ্বর-আরাধনা**।

ঈশ্বরাশ্রিত জীবন-নীতির অনুসরণও তখন মানুষকে কতকটা পর্য্যন্ত জান্তবতার ঊর্দ্ধে লইয়া যাইত। মানুষের সেই নির্ভরতার নীড়টি বিজ্ঞান ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহার পরিকররূপে সমান শক্তিশালী আর কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। সর্ব্বগ্রাসী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং সর্ব্বাত্মক বৈজ্ঞানিক অগ্রগামিতা সত্ত্বেও মানুষের এই মানসিক আশ্রয়ের অপমৃত্যু আজ আর প্রতিরুদ্ধ করা যাইতেছে না। পৃথিবী-ব্যাপী দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মূল এইখানে!

বর্ত্তমান বিজ্ঞান যদি তাহাদের তথাকথিত উচ্চ নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত না করে, তাহা হইলে বিজ্ঞান 'সৃষ্টি' অপেক্ষা 'ধ্বংসের' পথেই মানুষকে অধিক প্রবর্ত্তিত করিবে। সেই ধ্বংসমুখী বিজ্ঞান-প্রগতিই আজ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় 'বিপদ' হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু কিভাবে জড় বিজ্ঞানকেও আধ্যাত্মিকতার অধীন করা যাইতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

পৃথিবীতে আজ শান্তি নাই! কেবল সর্ব্বত্র বিরাজমানা অশান্তি, অস্থিরতা; পারস্পরিক অনাস্থা মানুষকে এক দুর্ব্বিসহ অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। আপন অধিকারের দাবীতে মুখরিত বলিয়াই এত চাঞ্চল্য, এত হানাহানি, কাড়াকাড়ি। কিন্তু ইহা ঈশ্বরবিমুখতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার পরিণাম নয় কি?

শাস্ত্রে এ কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী-সকলই অশান্ত॥"

অর্থাৎ যাঁহারা কামনা-বাসনাশূন্য হইয়া কৃষ্ণপ্রীতি-পরায়ণ, তাঁহাদের চিত্ত কখনও বিক্ষুব্ধ হয় না। আর বুভুক্ষু, মুমুক্ষু ও সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত; কারণ তাহারা কখনও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করে না, সর্ব্বদাই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিরত। যাহারা ঈশ্বরের সেবা-বিমুখ, পক্ষান্তরে আত্ম-সুখান্বেষী, তাহারাই প্রকৃত চঞ্চলচিত্ত। তাহারা পরধর্ম্ম বা ভাগবত-

ধর্ম্ম—'আত্ম'ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া মনোধর্ম্ম বা দেহধর্ম্মের দিকে উন্মত্তপ্রায় ধাবিত হইতেছে ; ফলে অশান্তির অনলে সদা দগ্ধ—চির সন্তাপিত।

ঈশবৈমুখ্য ঘটিলেই মানবের জীবনে এক ভীষণ বিপর্য্যয় দেখা দিয়া থাকে। ভগবদিতর বস্তুতে অভিনিবিষ্টতাই ইহার একমাত্র কারণ। নিজ দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া উপলব্ধি করায় যত অনর্থের উদ্ভব হয়। দেহ-সম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তির নিমিত্তই দেহীর প্রাণে নানাবিধ অসৎ অভিনিবেশের সঞ্চার হয়। একারণে পণ্ডিতগণ গুরুদেবতাত্ম হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তি-দ্বারা ভগবানকে ভজন করেন। ভজন অর্থে সেবা করা। এক কথায় ভগবনের নাম-রূপ-গুণ-লীলাশ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি-বিধানকেই সেবা বলে। প্রকৃত ভগবৎ সেবা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এখানে বিস্তারিতভাবে বলিবার অবকাশ হইল না। সংক্ষেপতঃ বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য এই যে, পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট হইতে সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহার প্রীতির জন্য নাম-গুণগান করা প্রত্যেক-মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। আর এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জীবন-প্রভাতে অর্থাৎ বাল্যেই উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্থলে দৈত্যকুলোদ্ভূত ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য। মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কীদৃশী ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় এইরূপ সৎশিক্ষার পরিপন্থী। সুতরাং কোমলমতি শিশু-সন্তানের ধর্ম্ম-নীতি অর্জ্জন নির্ভর করিতেছে—নিজ নিজ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর। তাঁহারা স্ব স্ব আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিপাল্যবর্গের নৈতিক ও ধর্ম্মীয় জীবনের চরমোৎকর্ষবিধান করিলে জগতে শান্তির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

—শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী

ভারত-তীর্থ দর্শন

সিংহাচলম্-এ জিয়ড়্-নৃসিংহদেব দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ, বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীপুরীধামে রাত্রিকালীন প্রসাদ গ্রহণ করিবার পর আমরা রাত্র ৯-৩০ মিঃ সময় (৭।১০।৬২) আমাদের টুরিষ্টকারে পুরী-মাদ্রাজ মেল-যোগে যাত্রা আরম্ভ করিয়া পরদিবস অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত সিংহাচলম্

রেলষ্টেশনে বেলা ৩ ঘটিকার সময় পৌঁছিলাম। যাত্রাপথে বহু ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া দর্শন করিলাম। পথিমধ্যে গাড়ীতেই দুপুরের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অদ্যকার যাত্রাপথ উপভোগ্যই হইয়াছে। নূতন দেশ, তাহার ভাষা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সব মিলিয়া যাত্রাপথকে আনন্দময় করিয়াছে। বাসযোগে আমরা ৪ টার সময় সিংহাচলমের (জিয়ড় নৃসিংহ) প্রান্তে আসিলাম। এক মাইল আন্দাজ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হয়। আমরা সোপান পার হইবার সময় পথের দুইধারে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দর্শন করিলাম। সু-উচ্চ পাহাড় হইতে আগত জলরাশির ধারা অতিক্রম করিয়া প্রায় ৪৫ মি পর ৯৮৬টি সিঁড়ি পার হইয়া পাহাড়ের শিখর-দেশে উঠিলাম। নৃসিংহদেবের জন্য ফুল ও কলা ক্রয় করিয়া অগ্রসর হইলাম। শ্রীমন্দিরের বায়ুকোণে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। এই পাদপীঠ শ্রীগৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্থাপন করিয়াছেন। একটি প্রস্তরফলকে উক্ত বিষয় লিখিত আছে। এখান হইতে আরও কয়েকটি সোপান পার হইয়া অগ্নিকোণে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। আমি ভক্তি-প্রণত চিত্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আত্মকল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলাম। পূজক বলিলেন,—শ্রীনৃসিংহদেব ১২/০ বারমণ চন্দন দ্বারা আবৃত থাকেন। কেবল বৈশাখ মাসে "অক্ষয় তৃতীয়া" তিথিতেই আবরণ-উন্মুক্ত হইয়া ভক্তগণকে দর্শন দেন। আমরা সরকারী নির্দ্ধারিত দর্শনী (ভেট্) দিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। এইস্থানের শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন নাম 'জিয়ড়' অর্থাৎ বরাহদেব। ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার সময় তিনি নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এই বিগ্রহ জিয়ড়নৃসিংহ নামে খ্যাত হইল।

সু-উচ্চ মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব মনোরম, মন্দিরের সংলগ্ন অন্যান্য পার্শ্ব দেবতাদের মন্দিরাদি দর্শন করিয়া নামিয়া পড়িলাম।

আমরা রিজার্ভ বাস করিয়া অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ওয়ালটেয়ার রেলষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের টুরিষ্টকার পূর্ব্বেই সিংহাচলম্ হইতে এখানে পৌঁছিয়াছিল। ষ্টেশনেই রাত্রিযাপন করিলাম।

ভিজাগাপট্টম্

ইং ৯।১০।৬১ তাং বেলা ২ ঘটিকার সময় কেহ কেহ পদব্রজে ভিজাগা-

পট্টমের জাহাজের কারখানা দর্শন করিয়াছেন। সেখানে সমুদ্র হইতে একটি খাল কাটিয়া আনিয়া একটি ডকের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং জাহাজ কারখানার পত্তন করা হইয়াছে। কারখানার সংলগ্ন একটি ছোট পাহাড়ের উপরে উঠিয়া মহাসাগরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার রেলষ্টেশন ওয়ালটীয়ার নামেই পরিচিত। কিন্তু সহরের নাম ভিজাগাপট্টম। এখানে কোন দেবমন্দির নাই। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবেই ইহার খ্যাতি। একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, এখানে মিষ্টিখাবারের দোকান নাই বলিলেই চলে। 'দক্ষিণ রেল' কোম্পানী আমাদের গাড়ীর যথারীতি যোগাযোগ করিতে না পারায় এখানে অযথা কিছু সময় বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া "কম্ভুর" দর্শন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অথচ এই কম্ভুরই রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন স্থান বলিয়া বৈষ্ণবদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। দক্ষিণ রেলের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। রেলের অব্যবস্থায় আমরা শ্রীরায় রামানন্দের স্থান-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পরলোকে সত্যপ্রকাশ প্রভু

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ভেটুরিয়াগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ দাসাধিধারী প্রভু বিগত ১৩ই কার্ত্তিক, ইং ৩০শে অক্টোবর ১৯৬২ মঙ্গলবার সকাল আট ঘটিকার সময় শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সত্যপ্রকাশ প্রভু গৃহস্থ-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বেদান্ত সমিতির নিষ্ঠা ও সদাচারের সহিত শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। তিনি ঐহিক লীলা শেষ করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন। ১১ই কার্ত্তিক উহা সম্পূর্ণ হইলে ১২ই কার্ত্তিক বৈষ্ণবগণসহ শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৩ই সকাল ৮টার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন।

সত্যপ্রকাশ প্রভু প্রতিবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অয়োজিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতেন এবং যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম

করিয়া বিবিধ সেবা দ্বারা উক্ত পরিক্রমাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেন তাঁহাদের তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া বিচিত্র ও বিবিধ মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন। তাঁহার নির্য্যাণে আমরা একজন ভক্ত-সেবককে হারাইলাম। তিনি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণও সেই সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হউন এবং আদর্শ ভক্তসেবা লাভ করুন—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট ইহাই প্রার্থনা।

প্রকাশ থাকে যে, ২৪শে কার্ত্তিক শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-নির্ম্মিত সাত্বত-স্মৃতি "শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকা" অনুসারে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। গ্রামবাসী ও তন্নিকটস্থ অপরাপর গ্রামবাসী অনুমান দুই হাজার ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ভগবৎপ্রসাদ-লাভে পরিতৃপ্ত হন। "তাম্রলিপ্ত বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র সেবকগণ এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

—**শ্রীননীগোপাল দাসাধিকারী**, ভেটুরিয়া, (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীদামোদর-ব্রতকালে বিভিন্ন মহোৎসবাদি

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তৎশখামঠসমূহে গত ১লা শ্রাবণ ১৩৬৯, ইং ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার হইতে পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ হইয়াছে। উক্ত ব্রতমধ্যে গত ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর, শনিবার হইতে পৌর্ণমাস্যা-রম্ভপক্ষে কার্ত্তিক ব্রত বা উজ্জব্রত আরম্ভ হইয়া ২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর, সোমবার পর্য্যন্ত বিশেষ নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ২৮শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব, ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর, মঙ্গলবার শ্রীল মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব, ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, সোমবার, শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব, ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর, শুক্রবার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব মূলমঠ ও শাখামঠসমূহে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রতকালে নিয়মিতভাবে মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, গুরু-বৈষ্ণব-তুলসীসেবন এবং আহার-সঙ্কোচাদি এই নিয়মসেবার বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের যাবতীয় অনুষ্ঠানই ভগবৎপ্রীতিমূলক ও সেবাসম্বন্ধী। তাঁহারা সাধন-ভজনাদি-ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতার সহিত শ্রীহরিসেবার অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া থাকেন। ভগবৎসেবা-বর্জ্জিত অনুষ্ঠানে তাঁহাদের আদর নাই, পরন্তু অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে তাঁহারা সর্ব্বদা উৎসাহবিশিষ্ট। নাস্তিক গণ-গড্ডালিকা-প্রবাহের চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জগদ্বাসীকে বাস্তব-সত্যের সন্ধান দিবার গুরুদায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ জগতের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করুন্—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র কামনা। —**নিজস্ব**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বাং ১৩৫৭, ইং ১৯৫০ সালে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত "**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী**" নামে একটি সংস্কৃত টোল স্থাপন করেন। তদবধি এই টোল হইতে বিদ্যার্থিগণ বিভিন্ন অধ্যাপকের মারফত সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া আসিতেছে।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই বৎসরও উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যার্থিগণ সংস্কৃত পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

১। **শ্রীনিমাইচরণ ব্রহ্মচারী**—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ উপাধি, **২য় বিভাগ**
২। **শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী** „ „ মধ্য, **১ম বিভাগ**
৩। **শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী**— „ „ আদ্য, **২য় বিভাগ**

প্রকাশ থাকে যে, শ্রীনবদ্বীপ-ধামে তেঘরিপাড়াস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত উক্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর নিজস্ব অধ্যাপকের দ্বারা শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যার্থিগণ সকলেই যোগদান করুন। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ { ১০ম সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক - ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ ভক্তিকুশল নাব্‌সি হ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া, হুগলী (পশ্চিমবঙ্গ)



১৪শ বর্ষ | বাসুদেব, ৫ নারায়ণ, ৪৭৬ গৌরাব্দ | ১০ম সংখ্যা
রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ ; ইং ১৬।১২।১৯৬২

সানুবাদং

দক্ষাদি-দেবগণ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমেঽধ্যায়ে—২৬-৩৭)

শ্রীদক্ষ উবাচ,—

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা-
মাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ॥ ১॥

(প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থলে ভগবান্ শ্রীহরিকে সমাগত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও ত্রিলোচনপ্রমুখ দেবতাবৃন্দ সসম্ভ্রমে অবনতমস্তকে অধোক্ষজ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীদক্ষ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি স্বীয় স্বরূপশক্তি-বৈভব

পরম বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে নিত্য নির্মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-রুদ্রাদির ন্যায় আপনি কখনও প্রকৃতির সংসর্গে আবিষ্ট হন না। অতএব আপনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিদ্ঘনস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব; আপনাতে দ্বিতীয় বস্তু মায়ার অবস্থান নাই, সুতরাং আপনি অভয়স্বরূপ; আপনি মায়াধীশ, তাই মায়াকে অভিভূত করিতে সমর্থ এবং স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে অবস্থান করিয়াও মহৎস্রষ্টা কারণার্ণব-শায়ী পুরুষরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রকৃতি-ঈক্ষণাদি মায়াসম্বন্ধী ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন; তাহাতে আপনাকে প্রাকৃত-লোক অক্ষজ-দৃষ্টিতে অপরিশুদ্ধের ন্যায় দর্শন করে; পরন্তু আপনি পরিশুদ্ধ, মায়াধীশ-রূপেই অবস্থান করেন ॥ ১ ॥

শ্রীঋত্বিজ উচুঃ'—

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্র-শাপাৎ
কর্ম্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্ বিদামঃ।
ধর্ম্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং
জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদো ব্যবস্থাঃ ॥ ২ ॥

ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন,—হে নিরঞ্জন, নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদিগের বুদ্ধি কর্ম্মেই আসক্ত হইয়াছে; আমরা নিতান্ত মূঢ়, সেই জন্যই আপনার তত্ত্ব অবগত নহি। কিন্তু আমরা আপনার ত্রয়ী-প্রতি-পাদ্য এবং ধর্ম্মের উপলক্ষণভূত এই 'যজ্ঞ' নামক স্বরূপ অবগত আছি। আপনি এই যজ্ঞসিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন দেবতাধিকারে তত্তদধিকারোচিত যজ্ঞভাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ ২ ॥

শ্রীসদস্যা উচুঃ,—

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র-
ব্যালান্বিষ্টে বিষয়-মৃগ-তৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খল-মৃগ-ভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ
পাদৌ কস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ ॥ ৩ ॥

সদস্যগণ কহিলেন,—হে আশ্রয়প্রদ, সংসারবর্ত্ম দুঃসহ ক্লেশযোগে

নিরতিশয় দুর্গম। অন্তকরূপী ভীষণ কালসর্প নিরন্তর ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে; এই স্থান সুখ-দুঃখাদি-গর্ত্তে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় এই স্থানে নিরন্তর বর্ত্তমান, শোকরূপ দাবাগ্নি নিয়তই প্রজ্বলিত, বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণিকা সর্ব্বদাই জীবকে প্রলোভিত করিতেছে, ইহাতে কোন বিশ্রামের স্থান নাই। অজ্ঞ-ব্যক্তিগণ এইরূপ জন্ম-মরণাদি-লক্ষণযুক্ত সংসারমার্গেই দেহ ও গেহের ভারে আক্রান্ত ও কামবশে প্রপীড়িত হইয়া বাস করিতেছে। আহা! তাহারা কতদিনেই বা আপনার চরণরূপ আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ,—

তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে
হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং
জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎপরানুগ্রহেণ ॥ ৪ ॥

শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে বরদ, ভবদীয় শ্রীচরণ নিখিলবাঞ্ছিতফল-প্রদানে সমর্থ। এইজন্য নিষ্কাম মুনিগণও আদরপূর্ব্বক উহার সেবা করিয়া থাকেন। আমার চিত্ত আপনার সেই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ-চরণে সংলগ্ন রহিয়াছে। মূর্খলোকসমূহ সেই কারণে আমাকে সদাচারভ্রষ্ট বলিয়া জল্পনা করে,—তাহাও আমি আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না ॥ ৪ ॥

শ্রীভৃগুরুবাচ,—

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমপি স্বপন্তঃ।
নাত্মন্ শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং
সোঽহয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভৃগু কহিলেন,—যাঁহারা দুস্তরা মায়াদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান আচ্ছাদিত হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেহিসকল অজ্ঞান-তিমিরে শয়ন করিয়া আছেন,

যাঁহার তত্ত্ব তাঁহাদিগের আত্মায় প্রসুপ্তরূপে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহারা অদ্যাপি সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না, সেই শরণাগত-জনপালক আপনি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৫ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

নৈতৎ স্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থ-
ভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো
মায়াময়াদ্ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—জীব বিষয়গ্রাহক অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা যাহা দর্শন করে, তাহা আপনার স্বরূপ নহে। অসৎ বস্তু-মাত্রই মায়াময়, আপনি তাহা হইতে ভিন্ন—ইহাই সাধুগণের অভিমত। আপনি জ্ঞান, পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ॥ ৬ ॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ,—

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্।
সুরবিদ্বিট্ক্ষপণৈরুদায়ুধৈর্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীইন্দ্র কহিলেন,—হে অচ্যুত, আপনি ধর্ম্মসংস্থাপক ও অধর্ম্ম-বিনাশক। আপনার এই শরীর-প্রাকট্য বিশ্বের কল্যাণের জন্য; তাই উহা ভক্তগণের মন ও চক্ষুর আনন্দদায়ক। আপনি ভক্ত-বিদ্বেষী দৈত্যগণের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া আপনার আটটি বাহু আটটি দীর্ঘ দণ্ডের ন্যায় আপনার শরীরে যুক্ত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ,—

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো
বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভ শান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥ ৮ ॥

ঋত্বিজ্‌গৃহিণীগণ কহিতে লাগিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর, তোমার পূজা-

বিধান করিবার জন্যই ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু দক্ষের প্রতি ক্রোধবশতঃ মহাদেব অদ্য এই যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে উহার পশুহিংসাদিরূপ উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি পদ্মপলাশলোচনের কৃপাদৃষ্টিদ্বারা উহাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ,—

অনন্বিতং তব ভগবন্ বিচেষ্টিতং
যদাত্মনাচরসি হি কর্ম্ম নাজ্যসে।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং
ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ত্ততীং ভবান্ ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনার আচরিত অভূতপূর্ব্ব ; যেহেতু, আপনি স্বশরীরে কার্য্য করিয়াও কার্য্যের সহিত লিপ্ত নহেন। অন্যান্য জীব বিভূতি-কামনায় যে লক্ষ্মীদেবীর ভজনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া আপনার সেবার জন্য লালায়িতা ; কিন্তু তথাপি আপনি তাহাকে গ্রাহ্য করেন না ॥ ৯ ॥

শ্রীসিদ্ধা ঊচুঃ,—

অয়ং তৎকথামৃষ্ট-পীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশ-দাবাগ্নি-দগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ১০ ॥

সিদ্ধগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আমাদের মনোমাতঙ্গ ক্লেশ-দাবানলে দগ্ধ, সুতরাং তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু তাহারা যখন ভবদীয় বিশুদ্ধ কথামৃত-তটিনীতে অবগাহন করে, তখন দাবাগ্নিতুল্য সংসার-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ভগবৎসেবা-সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহারা আপনার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

শ্রীযজমান্যুবাচ,—

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ
শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ।

ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে
শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পুরুষঃ ॥ ১১ ॥

দক্ষপত্নী কহিলেন,—হে ঈশ, আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত'? আপনি প্রসন্ন হউন্; আপনাকে নমস্কার করি। হে শ্রীনিবাস, আপনি স্বীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্। হে অধীশ, মস্তকবিহীন কবন্ধ (কায়মাত্রযুক্ত) পুরুষ যেমন কেবল কর-চরণাদি অবয়বদ্বারা শোভিত হয় না, তদ্রূপ আপনি ব্যতীত যজ্ঞ শোভা পাইতেছে না ॥ ১১ ॥

শ্রীলোকপালা ঊচুঃ,—

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্‌ভিরসদ্‌গ্রহৈস্ত্বং
প্রত্যগ্‌দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্।

মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্
যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥ ১২ ॥

লোকপালগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং নিখিল বিশ্বসংসার সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতেছেন। আমরা এতাদৃশ আপনাকে বিষয়াভিভূত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কি করিয়া দেখিতে পাইব? আপনি যে আমাদের নিকট পঞ্চভূতের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ভূত-বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও আপনারই মায়া-প্রভাব ॥১২॥

মহান্ত গুরুতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা "চৈত্যগুরু" ও "মহান্তগুরু" শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে অবস্থানপূর্ব্বক জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিতে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রযোজক কর্ত্তৃত্বে চৈত্যগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্যগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্ত-গুরুর সেবকসম্প্রদায় বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন।

শাস্ত্রকীর্ত্তনকারী, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয় শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠান-কারী ব্যক্তি অনর্থযুক্ত, অশ্রুত, অনভিজ্ঞ বালিশের চঞ্চল চিত্তের সুষ্ঠুগতি বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষা-গুরু দিব্যজ্ঞানদাতা গুরু-প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র-শ্রবণ, সাধুমুখে ভগবৎ কথা কীর্ত্তনে অনুগমন প্রভৃতিতে রুচি উৎপত্তি হইলে জীব আপনাকে দিব্যজ্ঞানের সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানেও চৈত্যগুরু জীবকে তারতম্য নির্দ্দেশ শ্রৌতপথের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্ম-প্রদর্শক, মহান্ত-দীক্ষাগুরু এবং মহান্তশিক্ষাগুরু-গণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণ-প্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপা-লাভ করিতে পারেন না। যে-কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ কৈতব-চতুষ্টয় প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্য-গুরু জীবকে কুযোগী-বৈভবানন্দ বিবেকানন্দ করায়! কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব-মহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদি-শিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণ-তাড়িত অহঙ্কার শোধন-কল্পে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মহান্তদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ লীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহারপূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে মর্ত্তাবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাবতার না জানিয়া নিজ দুর্দ্দমনীয় অপরাধক্রমে আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ কল্পনাপূর্ব্বক অসূয়ার অনুষ্ঠানে গুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।

শ্রৌতপথেই গুরুগ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেরূপ আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্যগুরুর দ্বারা বিমূঢ় হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহঙ্কারবশে স্বয়ংগুরু হইবার চেষ্টা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না।

তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারেন না, শ্রৌতপন্থীই গুরু হইতে পারেন। তর্কের আম্নায়-পারম্পর্য্যের মূলে কাপট্য-জনকের পুত্ররূপে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। আম্নায় গুরুপারম্পর্য্য সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অপ্রোথিত-মূল ভাসমান শৈবালের ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতন-স্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। যাঁহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'অন্যাভিলাষী'। ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক কর্ত্তার নিয়মনপ্রভাবে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা" —এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধগুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বারস্ত করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ো বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক প্রেয়ঃপথের পথিক হন। আবার শ্রেয়ঃপন্থায় বিভিন্ন তারতম্য বিচারে কতকগুলি আপাত প্রেয়োবিচারকেই শ্রেয়োরূপে পরিদর্শন করে। উহাই চৈত্যগুরুর মায়া-বিস্তাররূপা কপট কৃপা। যাঁহারা মুণ্ডক শ্রুতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রযোজক কর্ত্তা প্রযোজক কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি **অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক**। অদ্বয়জ্ঞানের সেবক সূত্রে তাঁহার বেদিতব্য বিষয়ে বহুত্ব না থাকায় তিনিও অসমোর্দ্ধ, তিনি বিষয়জাতীয় অসমোর্দ্ধ না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অসমোর্দ্ধের লীলাপ্রদর্শনকারী।

শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাস্তব জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু।

দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উন্মেষিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে, তাহার

উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরুবর্গ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী (Precursor) বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাগ্‌ভাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে-দয়া-ধারার প্রসাদ-বিতরণকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিকারে বিকৃত, কর্ম্মালানে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেইসকল ব্যক্তির সদ্‌বুদ্ধি প্রদান ও জীব-মাত্রকেই কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর করিবার উদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের ইহজগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্য-ভোগধারণা অপসারণপূর্ব্বক জীব-কুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত জড়াভিনিবিষ্ট প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তদপেক্ষা মূঢ় মৎসর জনগণ-হিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নির্ব্বিঘ্নিণী চেষ্টাকে তাহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্যতম জ্ঞানে তাঁহার সেবা-বিমুখ হন। এখানে চৈত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রেয়ঃপন্থার অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিষয়চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করান। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যবৃত্তি, ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের ন্যায় বিজ্ঞ পরবিদ্যাপারঙ্গত, মহত্তম, সজ্জন-কুলসার অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহ-ক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখ-শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একগুরুবাদিগণ একমাত্র মেরি-তনয়কেই জগদ্‌গুরুর প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত অকৃত্রিম সুহৃদবর্গকে 'মহান্ত-গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন,—"মহান্তগুরু-মাত্রেরই দোষযুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় খৃষ্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। খৃষ্টের প্রকৃত অনুগামী দ্বাদশ জন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ অনুগত জনগণ 'জগদ্‌গুরু' হইতে পারেন না"—তাঁহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিচার অথবা একজন্মবাদের বিচার পাপে সংশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কায় কল্পিত হইয়াছে মাত্র। ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন একগুরু-মতের উদ্দেশ্য

বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ন্যূনাধিক পাপে লালিত-পালিত এবং তাঁহাদিগের অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্ত গুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে "জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি" প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধতা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মহান্ত গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন, চৈত্যগুরু কোন কোন স্থলে সয়তানী করিয়া থাকেন। এস্থলে ভগবান্ অপেক্ষা সয়তানের অধিক সামর্থ্য কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এক জগদ্‌গুরুবাদে কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণা শিক্ষা প্রদত্ত হয় না। সিমাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আশঙ্কা মূলে একগুরুবাদ, একজন্মবাদ প্রভৃতি মতবাদের যে সকল প্রস্তাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। সিমাইটগণের বিচার বলিতে অসুরবর্গ, ইথিওপিয়ন্স্, ব্যাবলিনিয়নস্, হিব্রু, ফিনিসিয়নস্, ইরাণী প্রভৃতি জাতিসমূহের পূর্ব্বাশ্রিত বিচার। সিমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরসনপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের শেমুষী বৃত্তিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড় নিরাকারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্ত গুরুবর্গ দ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্তলিকবাদ ও জন্মান্তরবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেকস্থলে মহান্তগুরু-প্রদত্ত অদ্বয়জ্ঞানও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

কুটীনাটী

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে। কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীব-হিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যে কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন। অন্যস্থানে এরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

"অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥"

আবার শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয়কৃত (মনঃশিক্ষা·····) শ্লোকে "কুটীনাটী ভর-খরক্ষরমন্ত্রে স্নাত্বা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তির অত্যন্ত

বিরোধী বলিয়া ধরিয়াছেন। এতএব শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের 'কুটীনাটী' পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

'কুটীনাটী' শব্দার্থ কি? অভিধান খুঁজিয়া এই শব্দটীর অর্থ পাওয়া যায় না। শব্দটী বঙ্গ-সমাজে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। যেস্থানে 'কুটীনাটী'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের ভাবার্থ বিচারপূর্ব্বক এবং শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের লোকেরা এই শব্দ ব্যবহার করিবার সময় যে অর্থ মনে করেন, তাহা জানিয়া আমরা 'কুটীনাটী' বলিলে কি বুঝায়, লিখিতেছি। 'কুটীনাটী'-শব্দে 'কুটী' ও 'নাটী' এই দুইটী কথা আছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কুটী'-দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের 'কুটী' মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। 'শুচিবায়ু' একপ্রকার কুটীনাটীর স্থল। যাঁহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকে পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোনও সময়কে শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না, কোন ব্যক্তিকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহাকে আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এই-স্থলে 'কু'-টীর উপরে 'না'-টী উপস্থিত হইল। **নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটীনাটী।** কুটী-নাটীপ্রবল থাকিলে কোন খাদ্যদ্রব্যে সুখলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া। সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গ কুটীনাটীগ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন, কেন-না,—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট 'হয় মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্ত-শেষ হইলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ,—এই তিন মহাবল॥

কুটীনাটীগ্রস্ত গ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান-প্রযুক্ত মহা-মহাপ্রসাদে, ভক্ত-পদধূলিতে ও ভক্ত-পদজলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন, কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন, হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।—

* * * *

ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে ॥
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের, চিদানন্দময় ॥ *

'কুটীনাটী'-শব্দের অর্থ মহাপ্রভু 'এই ভাল, এই মন্দ' শব্দদ্বারা করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবের শরীরে যে কিছু কর্ম্মগতিকে অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে অভদ্র মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার-ব্যবহার দেখিলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। যথা শ্রীভগবদ্গীতা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যো সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ (গীঃ ৯।৩০)

এই উপদেশস্থলে **ভক্তিবিরুদ্ধ** আচারসকল সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের অনাদর অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তি-শাস্ত্রের নিন্দা, নাম-নামীতে ভেদজ্ঞান, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের কাম্য, জড়-দেহের অহংতা-মমতাবশতঃ নামে প্রীতির খর্ব্বতা, নামবলে পাপাচরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তিবিরুদ্ধ আচার নির্ণীত আছে, তাহা যে ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন, এরূপ বলা যায় না। অনন্য-ভক্তের ভক্তিবিরুদ্ধ আচার অসম্ভব। যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই। সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে। যাঁহার শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁহার স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার দেখিয়া কুটীনাটী করিলে ভক্তি লাভ হয় না। অতএব বিশেষ যত্নসহকারে ভক্তগণ কুটীনাটী পরিত্যাগ করিবেন। কুটীনাটী যতপ্রকার হয়, তাহা বিচার করিয়া যাহাতে কুটীনাটী হৃদয়ে না থাকে, তাহার চেষ্টা করিবেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

*উক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, কোনও বৈষ্ণবের অপ্রকট বা পরলোক গমনের পর তাঁহাকে অগ্নি সংযোগ বা তীর্থোদকে প্রদান অথবা ভূগর্ভে স্থাপন করিয়া অনেকে স্মার্ত্তের ন্যায় নিজদিগকে অপবিত্র জ্ঞানে স্নানাদি করেন। ইহাও কুটীনাটী এবং বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বিশেষ। বৈষ্ণব সর্ব্বদাই পবিত্র —ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। —সম্পাদক

"ন্যাসী-মোল্লা সংবাদ"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা; ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

মোল্লাজী— ভগবানে আছে যেই ছয়টি লক্ষণ।
'আল্লা' শব্দে সে সকল কহিছে কোরাণ॥
চমৎকারিতা-পূর্ণ হয় 'আল্লা' নাম।
'আল্লা' ভগবান ইথে নাহি সন্দিহান॥

ন্যাসীজী— তোমার ভাষণ শুনি' বুঝিনু মোল্লাজী।
মানিলে এবে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও শ্রী॥
স্বরূপে ঈশ্বর রহে চিন্ময় জগতে।
শ্রীবিগ্রহ বলি' তায় পূজি শাস্ত্রমতে॥

মোল্লাজী— চিন্ময় রূপেতে 'আল্লা' রহে সে তো জানি।
কোরাণ যা' কহে তাই সত্য করি মানি॥
সে চিদ্‌রূপের যদি প্রতিমূর্ত্তি কর।
জড়স্বরূপ হয় তাহা, নহে পরাৎপর॥
'ব্যুৎ'-বলি তারে মোরা ক'রে থাকি ঘৃণা।
প্রতিমায় নাহি হয় ঈশ্বর-উপাসনা॥

ন্যাসীজী— 'ব্যুৎ'-পূজা বিধি নাহি বৈষ্ণব-শাস্ত্রেতে।
শাস্ত্র কহে ভূত-পূজক যায় ভূতলোকে॥
ঈশ্বরের চিন্ময় মূর্ত্তি করি' আরাধন।
শুদ্ধ জ্ঞান-যোগে তাহা হেরে মহাজন॥
ঈশ্বরের চিন্ময়রূপ ভাবিতে ভাবিতে।
ভক্ত-চিত যবে ধায় এ জড় জগতে॥
নিত্যমূর্ত্তি তবে হয় বহিঃপ্রকাশন।
হেন পরকাশে ভক্ত করে যে পূজন॥
সুতরাং প্রতিমা নহে সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি।
সে বুঝিতে পারে যার আছে শুদ্ধবুদ্ধি॥

চিন্ময় ভাবের যার উপলব্ধি হবে।
চিন্ময় বিগ্রহ-পূজা তবে সে করিবে॥
হৃদে যার চিন্ময়ভাব হয় নি উদিত।
জড়ময় বিগ্রহ সে পূজে প্রথমতঃ॥

পূজিতে পূজিতে যবে ভাব শুদ্ধ হয়।
চিন্ময় বিগ্রহ তবে হয় যে উদয়॥
মানসে ঈশ্বর ধ্যান করিবে যখন।
জড়ময়ী মূর্ত্তির তবে হয় যে চিন্তন॥

মানসে করহ যথা জড়মূর্ত্তি ধ্যান।
মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা তাহার সমান॥
ঈশ্বর-দর্শনে জীব হলে ব্যাকুলিত।
সম্মুখে শ্রীমূর্ত্তি হেরি' হরষিত॥

কল্পিত মূর্ত্তির পূজায় নাহি প্রয়োজন।
নিত্যমূর্ত্তি পূজা তরে বিগ্রহ স্থাপন॥

শ্রীমূর্ত্তি সেবন আর শ্রবণ কীর্ত্তনে।
আত্মার বলবৃদ্ধি হয় ক্রমে ক্রমে॥

মোল্লাজী— জড় বস্তু দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা না করে।
মনে মনে চিন্তি যদি পরম বস্তুরে॥

তা'তে তো জীবের হবে পরম মঙ্গল।
ইযে কি কহিছে তব শাস্ত্র সকল॥

ন্যাসীজী— শাস্ত্রযুক্তি শুন তবে ওহে মোল্লাবর।
জড় মন যাহা চিন্তে তাহাই তো জড়॥

আল্লা নিরাকার, তাঁরে চিন্ত যত মনে।
কালগত উদয় তাঁর হয় ততক্ষণে॥

মানস-ধ্যানাদি সব দেশ-কালগত।
দেশকাল জড় বস্তু, নহে জড়াতীত॥

জড়ে হেন বস্তু নাই যা' অবলম্বনে।
চিদ্ বস্তু ঈশ্বরে কেহ পায় দরশনে ॥
চিদ্ বস্তু একমাত্র রহে জীবাত্মায়।
তাই ঈশ্বরের পানে জীব-চিত্ত ধায় ॥
শুদ্ধভাবে ঈশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি ভজনে।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বাড়ে দিনে দিনে ॥
ঈশ্বরের চিন্ময়-রূপ শুদ্ধভক্তি বশ।
জ্ঞান কর্ম্ম পথে তাহা হয় না প্রকট ॥

মোল্লাজী— ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জড় বস্তু যত।
জড় মূর্ত্তি পূজা এতো সয়তান নির্ম্মিত ॥
জড়ে বদ্ধ হ'য়া জীব জড় পূজা করে।
ত্যজি' জড় পূজা তাই ভজহ ঈশ্বরে ॥

ন্যাসীজী— ঈশ্বরেসৃষ্ট এই বিশাল ভুবন।
মালিক ইহার তিনি জান সর্ব্বক্ষণ ॥
যা' কিছু তাহার দ্বারা ভজিবে ঈশ্বরে।
তাতেই ঈশ্বর তুষ্ট হবে তোমা' পরে ॥
হেথা হেন বস্তু নাই যদ্দ্বারা ভজিলে।
হিংসার উদয় তাঁর হবে তৎকালে ॥
সয়তান নামেতে যদি রহে কেহ কভু।
ঈশ্বরের সমতুল নহেক সে তবু ॥
ঈশ্বরের দ্বিতীয় কে আছে ভুমণ্ডলে।
তাঁর ইচ্ছা বিরুদ্ধে কে কার্য্য করে ছলে ॥
সয়তান থাকিলে সে তো ঈশ্বর অধীন।
ঈশ্বর বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করে কখন ॥
ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবারে।
সয়তান বলিয়া কেহ থাকিতে না পারে ॥

যবে জীব ভাবে আমি ঈশ্বরের দাস।
প্রকৃত বিদ্যার তবে হয় যে অভ্যাস ॥

জীব ঈশ্বরের দাস একথা ভুলিলে।
অবিদ্যা-কুহকে জীব পড়ে সেইকালে ॥

অবিদ্যা-আশ্রয়ে হয় হিয়া কলুষিত।
বিদ্যাশ্রয়ে হয় জীব ঈশ্বর-পার্ষদ ॥

পবিত্র বিষয়-দ্বারে ঈশ্বর-উপাসন।
নিম্নাধিকারীর পক্ষে অতি প্রয়োজন ॥

শ্রীবিগ্রহ-পূজা নহে শাস্ত্র-বিগর্হিত।
ইথে জীবের হয় ক্রমে মঙ্গল উদিত ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২০)

শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

স্বয়ং ভগবান যেরূপ, তাঁহার পরিকরগণও তদ্রূপ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার আংশিক স্বরূপের সহিত আংশিক পরিকরগণ এবং অংশীর সহিত অংশী পরিকরগণ বিরাজ করেন। অতএব অংশী ভগবৎস্বরূপের পরিকর শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার দৃষ্টান্ত—

তাবজ্যি যুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ, ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং, মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥

(ভাঃ১০।৮।২২)

শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে স্ব-স্ব-চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে হামাগুড়ি দিয়া কুটিল গতিতে কটি ও চরণভূষণের কিঙ্কিণীনিনাদে রুচিররূপে বারংবার গমন করিতেন। সেই কিঙ্কিণী-ধ্বনিতে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। কখনও বা ইতস্ততঃ গমনকারী লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারিপদ গিয়া মুগ্ধ ও ভীতবৎ জননীদের নিকট ফিরিয়া আসিতেন।

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শারদাম্বুরুহেক্ষণৌ॥ (ভাঃ ১০।৩৮।২৮)

শ্রীঅক্রূর ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে ব্রজমধ্যে গোদোহন-স্থানে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিধানে নীল ও পীতবস্ত্র, নয়ন শারদীয় কমলতুল্য শোভাশালী। কংসরঙ্গগত উভয়ের বর্ণন—

তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তমবেশধারিণৌ, মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্॥
(১০।৪৩।১৯)

বিচিত্র বেষভূষা-মাল্যবসনভূষিত মহাভুজদ্বয় (শ্রীরামকৃষ্ণ) মনোহর-বেশধারী নটের ন্যায় নির্ভয়ে রঙ্গমধ্যগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীর-প্রভায় দর্শকমাত্রেরই চিত্তবিক্ষেপ জন্মিয়াছিল।

এই সকল শ্লোকে উভয়ের একসঙ্গে সমভাবে বিহার বর্ণিত। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্বের ন্যায় শ্রীবলদেবের মহাসঙ্কর্ষণত্ব প্রমাণিত। নিম্নলিখিত শ্লোকে কৃষ্ণ-বলরামের শ্রীকৃষ্ণাংশ ভগবল্লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ॥
(১০।৩৮।৩০)

ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ কমল চিহ্নিত চরণদ্বারা মহাত্মাদ্বয় ব্রজভূমি শোভিত করিতেছেন। উভয়ের নয়ন অনুকম্পাযুক্ত এবং ঈষৎসুশোভিত। নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীবলদেবের আদিকরণত্ব প্রকাশিত—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ (১০।১৫।৩৫)

বস্ত্র যেমন তন্তুসকলে ওতপ্রোত, সেইরূপ এই জগৎ অনন্ত জগদীশ্বরে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত আছে। সুতরাং সেই ভগবান বলদেবের এই কার্য্য বিচিত্র নহে। (ধেনুকাসুর বধান্তে উক্তি)

সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ॥ (ভাঃ ১০।২।৫)

যাঁহাকে বৈষ্ণবধাম 'অনন্ত' বলা হয় তিনি দেবকীর হর্ষশোকবিবর্দ্ধন সপ্তম গর্ভ হইলেন। সপ্তমগর্ভ হইয়াছিলেন, গর্ভে হন নাই। এস্থলে সপ্তমী

বিভক্ত্যন্ত পদ না হওয়ায় তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব সূচিত হইয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে দেবকীর গর্ভে যাঁহার আবির্ভাব হইল, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র শ্রীবলদেবের সত্তার প্রতীতি হইত অর্থাৎ যিনি বলদেব, তিনি লীলার্থ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত এই অর্থ বুঝাইত। কিন্তু (গর্ভ-পদ) প্রথমা বিভক্তি থাকায়—যিদি দেবকীর সপ্তমগর্ভ, তিনিই বলদেব, এই অর্থ প্রকাশিত। যোগমায়া সেই গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব বলদেব সাক্ষাৎ অবতারত্বহেতু নিম্নলিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা এই প্রকার হওয়া উচিত—

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥

(ভাঃ ১০।১।২৪)

শ্রীবসুদেবনন্দন বাসুদেবের কলা প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব অন্য নিরপেক্ষন সঙ্কর্ষণর। অবতার বলিয়া তিনি সঙ্কর্ষণ নহেন এজন্য বলিলেন—'স্বরাট্। যিনি নিজ প্রভাবে বিরাজিত তিনিই স্বরাট। অতএব স্বরাট বলিয়া তিনি অনন্ত—দেশকালনিমিত্ত-পরিচ্ছেদ-রহিত। অতএব পূর্ণ স্বরূপের বাস্তবিক আকর্ষণ অসম্ভব বলিয়া যোগমায়া কর্তৃক গর্ভসময়ে আকর্ষণ হইয়াছে। অপরিস্থিত বস্তুর আকর্ষণ সম্ভব নহে। স্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন গর্ভে আবির্ভূত বলিয়া পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত। এজন্য গর্ভে অবস্থিতিকালে যোগমায়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে সম্ভব হইয়াছিল। যোগমায়া যে সেই ইচ্ছা দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে—"যাঁহা কর্তৃক জগৎ মোহিত, সেই বিষ্ণুমায়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবকীর গর্ভাকর্ষণ ও যশোদাসম্মোহনার্থ সম্ভূতা হইবেন।"

দেবকীর গর্ভাকর্ষণ ও যশোদামোহন যোগমায়ার কার্য্য—ইহা মহামায়ার সাধ্যাতীত। তবে যোগমায়া তাঁহার ছায়াস্বরূপা মহামায়াকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য-সাধনে অনেক সময় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সহস্রবদন স্বরাট-শব্দের ব্যাখ্যা—যিনি শ্রীকৃষ্ণগুণগানের দ্বারা 'শেষ' নামক সহস্রবদন হইয়াছেন, তিনিই সঙ্কর্ষণ। তিনি দেব—নানারূপে ক্রীড়া করেন। শ্রীযমুনাদেবীর বাক্যে ইহা স্পষ্টীকৃত—

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী-জগতঃ পতে ॥

(ভাঃ ১০। ৬৫।২৮)

হে রাম, হে রাম, হে মহাবাহো, হে জগৎপতে, হে মহাভুজ, যাঁহার একাংশদ্বারা জগৎ বিধৃত সেই আপনার বিক্রম আমি জানি না। একাংশ অর্থে শেষ'নামক অংশ (স্বামিটীকা) শ্রীল স্বামিপাদ সম্বন্ধ বোধক যস্য-পদের অর্থসঙ্গতি রাখিয়া একাংশেন পদের অর্থ করিয়াছেন, সুতরাং জগদ্ধারণ কর্ত্তা শ্রীবলরাম।

শ্রীবলদেব যে শেষের অবতার নহেন, তাঁহার অংশী, তাহা ইন্দ্রবাক্যে পাওয়া যায়—

লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব স্বকং পদম্।
দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিষূদন ॥
বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্!
ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ ॥

(স্কন্দপুরাণ অযোধ্যামাহাত্ম্য)

শেষসহ একাত্মতাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে দেবরাজ কহিলেন—হে লক্ষ্মণ! উত্থিত হও। তুমি সত্বর নিজপদে আরোহণ কর। হে বীর! হে রিপুনিসূদন! তোমা কর্ত্তৃক দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তোমার বিষ্ণু সম্বন্ধীয় যে নিত্য সর্ব্বোত্তম স্থান, তাহা প্রাপ্ত হও। তোমার মূর্ত্তিবিশেষ ফণাসমূহে শোভমান 'শেষ' তোমাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই বলিয়া দেবরাজ ভূভারধারণকারী শেষকে পাতালে প্রেরণ করিয়া আদরপূর্ব্বক শ্রীলক্ষ্মণকে যানে আরোহণ করত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতএব শ্রীবলদেবের অংশ লক্ষ্মণেরও শেষ হইতে পরমস্বরূপত্ব জানা যায়।

নারায়ণধর্ম্মে শ্রীবলদেবের শেষ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্ত্যতিশয়ত্ব দৃষ্ট হয়—

যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাৎ কৃতান্তাৎ বলোগণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ।

অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ লোক হইতে, বলদেব কৃতান্ত হইতে এবং সর্পরাজ শেষদেব সর্পগণ হইতে রক্ষাকরুন। বলদেব যম অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীবলদেব যে মূলসঙ্কর্ষণ তাহা বসুদেবের বাক্যে দেখা যায়—

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভার-ক্ষত্র-ক্ষপণে অবতীর্ণৌ তথাথ হ ॥ (১০।৮৫।১৮)

তোমরা বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর। পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশের জন্য আবির্ভূত হইয়াছ, ইহা জন্মসময়ে বলিয়াছ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌরসুন্দরের বিদ্যা-বিলাস ও দিগ্বিজয়ী-জয়

শচীর দুলাল শ্রীনিমাই এর শুভদিনে, শুভক্ষণে বিদ্যারম্ভ-সংস্কার 'হাতে খড়ি' হইল। কিছুদিন পরে তাঁহার কর্ণবেধ বা চূড়াকরণও সম্পন্ন হয়। অতি শিশুকালেই নিমাইএর অদ্ভুত মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রই সকল অক্ষরলিখন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সর্ব্বক্ষণ তিনি কৃষ্ণ-নামময় অক্ষর 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'মুরারি', 'মুকুন্দ' প্রভৃতি লিখন-পঠনাদিতে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব এবং তিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণনকারী অখিল-লোকশিক্ষকরূপেই জগতে বিদিত। বাল্যকাল হইতে অন্তিম লীলা পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্তটুকুই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনময়। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে তাঁহার এত রুচি যে, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি শ্রীনাম-কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। 'হরিবোল' ধ্বনিতে নিমাইর ক্রন্দনাদি যাবতীয় চাঞ্চল্য দূরীভূত হইত, শ্রীনাম-কীর্ত্তন শ্রবণে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিত ধীরভাবে আলোচনা করিলে শাস্ত্রাদির সহিত তাহার পূর্ণ সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলা এক একখানি পূর্ণতম শাস্ত্র। শ্রীহরির নৈবেদ্য ভোজন ও হরিধ্বনিতেই নিমাইর আনন্দ, উল্লাস ও নৃত্য আরম্ভ হয়। পাঠাভ্যাসকালে তাঁহার যাবতীয় বালচাপল্য —শিশুগণ সহ কোতুক-কলহ, জলক্রীড়া, কন্যাগণকে বরদান ইত্যাদি লীলা স্ব-স্বরূপ-প্রকাশক ও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। নিমাইএর অদ্ভুত লীলা দর্শনে পিতা-মাতারও সংশয় উপস্থিত হয়। তাঁহারাও মনে মনে ভাবেন —"বিশ্বম্ভর নিশ্চয় মনুষ্য নয়, বোধ হয় কোন মহাপুরুষ আমাদের পুত্র-রূপে আসিয়াছেন।"

নিমাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতাপাতার নিষেধ ও শাসন-ফলে আরও অধিক চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রার্থিত বস্তুর অভাবে গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও সংসার পরিত্যাগের পর নিমাইএর পাঠাভ্যাস বন্ধ করিয়া দিলে তাঁহার চঞ্চলতা চরমে পৌঁছে। একদিন অস্পৃশ্য মৃদ্‌ভাণ্ডের স্তূপের উপর বসিয়া রহিলেন। মাতা নিমাইকে অপবিত্র-স্থানে বসিতে দেখিয়া ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিলে তদুত্তরে নিমাই বলিলেন,—"লেখাপড়াহীন মূর্খের কিরূপে শুদ্ধ্যশুদ্ধি-জ্ঞান থাকিতে পারে?" শিশু কোনমতেই অশুচিস্থান পরিত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া মাতা নিমাইকে স্বহস্তে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইলেন এবং পাঠ করিতে না পাইয়া নিমাই মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছে,—জগন্নাথ মিশ্রের নিকট শচীদেবী ও অন্যান্য সকলে ইহা জানাইলে পিতা বালককে পুনরায় পাঠ করিতে আদেশ দিলেন।

শুভদিন-ক্ষণে মহামহোৎসবমুখে নিমাইর উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। নবদ্বীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাদাস তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নিমাইকে সর্ব্বাধিক বুদ্ধিমান দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমুরারি-গুপ্তাদি যে-সকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই বিবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠীত হইতেন না। গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে যাইয়া পড়ুয়াগণের সহিত নিমাই প্রায়ই কলহ করিতেন। সূত্রব্যাখ্যাকালে তিনি নিজে যাহা স্থাপন করিতেন, তাহাই আবার খণ্ডন ও পুনরায় স্থাপন করিয়া পড়ুয়াগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। নিমাইর এই বিদ্যারস-লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান হইতে লোক আসিয়া সমবেত হইতেন।

এইরূপে নিমাই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, বিধিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপূজন, তুলসীতে জল-প্রদান ও প্রসাদ-সেবনাদি প্রদর্শনমুখে গৃহে নির্জ্জনে অধ্যয়নলীলা ও সূত্রাদির টিপ্পনী প্রণয়ন করিতেন। জগন্নাথমিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ-বাৎসল্য-নিবন্ধন পুত্রের কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন মিশ্র স্বপ্নে দেখিলেন,—নিমাই অত্যদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ ধারণপূর্ব্বক অদ্বৈতাদি ভক্তগণ-বেষ্টিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণনামে হাস্য,

নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত হইয়া বিষ্ণু-খট্টার উপর আরোহণ করিয়া সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; কখনও বা কোটী কোটী অনুগামী লোকের সহিত প্রতি-নগরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, আবার কখনও বা ভক্তগণের সহিত নীলাচলে যাত্রা করিতেছেন। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া 'নিমাই নিশ্চয়ই সংসার পরিত্যাগ করিবে' ভাবিয়া মিশ্র বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইলেন; শচীদেবী মিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"নিমাই যেরূপ পাঠাভ্যাসে মন দিয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।"

কিছুকাল পরে মিশ্রের অন্তর্ধানে নিমাই শোকগ্রস্ত হইয়া ক্রন্দন করিলেন এবং মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে ব্রহ্ম-মহেশ্বরেরও দুর্লভ বস্তু প্রদান করিব। বিশ্বম্ভর কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পোষ্টা ও রক্ষক; তাঁহার দাসগণের পক্ষে সংসার-নির্ব্বাহ-নিষ্প্রয়োজন।" স্নান, ভোজন, পর্য্যটন—সকল সময়েই নিমাই শাস্ত্র-চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন। হরিভক্তিশূন্য সংসারের চিত্র ও পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণের হৃদয়-বেদনা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেও, জগতের ভাগ্য-দোষে তখনও তিনি নিজকে প্রকাশ করেন নাই।

প্রাকৃত লোকগণ স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তি-অনুসারে নিমাই-পণ্ডিতকে দর্শন করিতেন। পাষণ্ডিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম এবং পণ্ডিতগণ বৃহস্পতি-স্বরূপে অনুভব করিতেন। প্রভু কবে ভক্তিহীন জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রকটিত করিবেন—ভক্তগণ সেই আশাপথ সদা নিরীক্ষণ করিতেন। অপরাহ্নে ভাগবত বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈত-সভায় আসিয়া মিলিত হইতেন। তথায় সর্ব্ববৈষ্ণব-প্রিয় মুকুন্দের হরিকীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইতেন। শ্রীগৌরসুন্দরও তজ্জন্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। মুকুন্দ, শ্রীবাসাদিকে দেখিলেই প্রভু পাছে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করেন এই ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেন। একদিন নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগণসহ রাজপথ দিয়া যাইবার কালে মুকুন্দকে তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণভক্তির কথা অদ্যাপি প্রকাশ করিতেছি না বলিয়া মুকুন্দ আমার হইতে নিকট পলায়ন করে বটে, কিন্তু অধিক দিন পারিবে না। আমি জগতে এমন শুদ্ধভক্তি প্রকট করিব যে, অজ-ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া ভুলুণ্ঠিত হইবে।"

নিমাই অধ্যয়ন-সুখে মগ্ন থাকিয়া শচীমাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন এমন সময়ে একদিন হটাৎ শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে অদ্বৈত-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দ-কর্ত্তৃক অদ্বৈত-সভায় একটী কৃষ্ণসঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলে পর অপূর্ব্ব তেজস্বী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ গভীর কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়। একদিন অধ্যাপনা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিমাই-পণ্ডিতের সহিত পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎকার হয়। নিমাই-কর্ত্তৃক অভিবাদনাদির পর ঈশ্বরপুরী তাঁহার পরিচয় ও অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। যথাযথ উত্তর প্রদানের পর নিমাই স্ব-গৃহে ভিক্ষার্থ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। শচীদেবীর পাচিত শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্য গ্রহণান্তে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত কৃষ্ণ কথা-প্রসঙ্গ আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রত্যহ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কালে নিমাই ঈশ্বরপুরীকে দর্শন ও নমস্কার করিতে যাইতেন। একদিন ঈশ্বরপুরী স্বকৃত "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত"-গ্রন্থের দোষ সংশোধনার্থ নিমাইকে অনুরোধ করিলে, প্রভু তচ্ছ্রবণে জড়-পাণ্ডিত্যকে ধিক্কারপূর্ব্বক এইরূপ অমূল্য অমৃতময় বাক্য কহিলেন,—"এই গ্রন্থখানি একে পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের রচিত, তাহাতে আবার কৃষ্ণকথাময়; সুতরাং ইহাতে যে দোষদর্শন করে, সে নিশ্চয়ই অপরাধী। ভক্তের কবিত্ব যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে কৃষ্ণ সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি ঘটিত কোনপ্রকার ভ্রম-দোষ ভাবগ্রাহী ভক্তিবশ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। ভক্তের বাক্যে দোষ-দর্শনকারীর মহাদুর্ভাগ্য জানিতে হইবে। পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের ভগবৎকথা বর্ণনে দোষ ধরিতে কেহই সমর্থ নহে।" এই-রূপে নিমাইর সঙ্গে ঈশ্বরপুরী কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নবদ্বীপ হইতে অন্যতীর্থাদিতে গমন করিলেন।

বৈষ্ণবগণ নিমাইর অপূর্ব্ব শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন যে, এইরূপ বিদ্বান্-পুরুষের কৃষ্ণভক্তি হইলে সমস্তই সফল হইত। শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার-লীলা প্রকাশ করিতেন এবং ভক্তাশীর্ব্বাদ-ফলেই যে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তাহা স্বীয় আচরণদ্বারা প্রচার করিতেন। একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত পথিমধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—"নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণ-ভজনে মনোনিবেশ না করিয়া কি-কার্য্যে বৃথা কাল কাটাইতেছ? রাত্রি-

দিন পড়িয়া বা পড়াইয়া তোমার কি লাভ হইবে? **লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়াশুনা করে, যদি সেই কৃষ্ণভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যায় কি লাভ?** অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করিওনা; এতদিন ত' পড়াশুনা করিলে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণভজন আরম্ভ কর"। প্রভু স্ব-ভক্তমুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'পণ্ডিত' তুমি ভক্ত, তোমাদের কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।' ভক্তের মহিমা-বর্দ্ধনকারী গৌরহরি এইরূপে অমানী-মানদ-ধর্ম্মের শিক্ষা দিলেন।

যখন নিমাই-পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীদেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সর্ব্ব-দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ নবদ্বীপস্থিত পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচারপ্রার্থী হইয়া আগমন করিলেন। নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকমণ্ডলী দিগ্বিজয়ীর আগমন সংবাদে বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগণের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"দর্পহারী ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প অবশ্যই চূর্ণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান জন চিরকালই নম্র। নবদ্বীপে সমাগত দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্ অচিরেই চূর্ণ করিবেন।" প্রভু সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণসহ গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু প্রথমে পরিচয় ও আলাপাদির পর শিষ্টাচার ও সুকৌশলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ অনর্গল গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকাবলী রচনা করিয়া প্রহরকাল যাবৎ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি নিরস্ত হইলে প্রভু সেইসকল শ্লোকের মধ্য হইতে একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্লোক-ব্যাখ্যাকালে প্রভু সেই শ্লোকের শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় দোষ প্রদর্শন করিলে দিগ্বিজয়ীর সমস্ত প্রতিভা ম্লান হইয়া পড়িল। ইহাতে প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিলেন।

রাত্রিতে বিশ্রামকালে দিগ্বিজয়ী বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতবর্গকেও জয় করিয়া শেষে দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের একজন সামান্য অধ্যাপকের

নিকট আমার পরাজয় হইল। হয় ত সরস্বতীদেবীর নিকট আমার কোনরূপ দোষ ঘটিয়া থাকিবে। ইহা ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন সরস্বতী দেবী স্বপ্নযোগে উপস্থিত হইয়া দিগ্বিজয়ীকে নিমাই-পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইয়া বলিলেন,—"নিমাই-পণ্ডিত সামান্য মর্ত্ত্য মানব নহেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতীদেবী ভগবানের স্বরূপশক্তি পরবিদ্যার ছায়াশক্তি মাত্র, তাই বিচারকালে তাঁহার বাক্ রোধ হইয়াছে।" তিনি পণ্ডিতকে আরও বলিলেন,—এতদিন পরে তিনি সরস্বতী-মন্ত্রজপের বাস্তব ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার অখিল-ব্রহ্মাণ্ডনাথের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইয়াছে। সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ীকে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলে তিনি জাগরিত হইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া দৈন্য-বিনয়সহকারে স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ বিবৃত করিলেন। সরস্বতী-পতি গৌরসুন্দরও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভক্তজনের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনপর পরবিদ্যার উপাদেয়তা ও পক্ষান্তরে জড়-প্রতিষ্ঠাপ্রদ অপরা বিদ্যার হেয়তা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন—

'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত ধরি'॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র? সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥
মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে॥

(চৈ চঃ ১৩।১৭৩-১৭৯)

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী কেশব-ভট্টের সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইল। প্রভুকে সকল মঙ্গলের আকর জানিয়া তিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। প্রভুর কৃপায় তাঁহার দেহে ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল—তিনি পরাভক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। নিমাই-পণ্ডিত এইরূপে দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিলে নবদ্বীপবাসী-পণ্ডিতগণও তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেন। দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার-স্থলেও গৌরসুন্দর দৈন্য-বিনয়নম্র ব্যবহার ও 'অমানীমানদ' ধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়াছেন।

সাধারণতঃ মূঢ় লোকগণ অবিদ্যা ও বিদ্যাকে তুল্যরূপে বিচার করায় অবিদ্যা-বন্ধনকেই তাহারা বিদ্যাবত্তা বলিয়া মনে করে। পরপক্ষ-জয়-স্পৃহা অবিদ্যা-জাত অহঙ্কার হইতেই উদিত হয়। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবাই যথার্থ বিদ্যার ফল। পার্থিব ধন, দৈহিক বল, বিদ্যা ইত্যাদি মানবের মৃত্যুকালে অনুগমন করে না, এই সকল জড় সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা বিচার করিয়াই উদারচিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক বস্তুসকলের মায়া-মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনেই সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে মানবের ঐহিক সুখ-দুঃখ লাভ হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমান্ ধীরব্যক্তির কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তির যাবতীয় যোগ্যতাই অমঙ্গলের হেতু। কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া নিখিল বেদ-বেদান্তাদি আলোচনাও বৃথা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। শাস্ত্র এইরূপে আলোচনাকারীকে ভারবাহী-সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ভক্তই একমাত্র 'সারগ্রাহী' এবং নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ। যাবতীয় পাণ্ডিত্য, ধারণা এবং সম্পৎসমূহ হরিসেবায় নিযুক্ত করিলেই তাহার সফলতা এবং জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়।

—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৭৭ পৃষ্ঠার পর)

সে-সময়ে সকলেই সমর্থ ভোজনে,
খাইতেন যত,—কবি অশক্ত বর্ণনে।

বড় বড় দধিভাণ্ড কত যে আসিত
ভোজে ? পরমান্ন-পরিমাণ কে করিত ?

কোথা সেই বৃদ্ধ, * যিনি শতাধিক বর্ষে
ভুঞ্জিতেন একাধিক ভাণ্ড অতি হর্ষে ?

বালক-বালিকাগণ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া
মিষ্টখাদ্য ল'য়ে যেতো ভোজন করিয়া,
ভোজনান্তে উঠিতেন একত্রে সকলে ;
আসিত তখন মুচী-হাড়ী দলে দলে,
লইত উচ্ছিষ্ট-পত্র ; কুক্কুর-নিবহ
পরস্পরে ঈর্ষা করি' করিত কলহ,

হইত তুমুল রব,—যুদ্ধক্ষেত্রে যথা
যুদ্ধশেষে লুটপাট ! অপূর্ব্ব সে কথা !

(১৪)

প্রভাত হইলে নিশি আনন্দ-অন্তরে
ভ্রমিবারে যাইতাম গ্রামের প্রান্তরে,
পশ্চিম বিভাগে সদা হরষিত-মনে
দেখিতাম—পূর্ব্বভাগে নির্ম্মল গগনে
উদিত ভাস্কর-দেবে আরক্ত-মূরতি,
ক্রোধভাবে উঠে যেন পৃথিবীর পতি
নাশিতে পাপের প্রাণ। করিয়া দর্শন
এই মনোহর রূপ, অঞ্জনা-নন্দন

* বেণীমাধব মুস্তৌফী।

অতি মিষ্টফল ভাবি' উঠিলা আকাশে
আনিতে সে সূর্য্যদেবে,—বদ্ধ ভ্রমপাশে !
তা না হ'লে কি কারণে কবিকুল-পিতা
বর্ণিবে সে বীরে, যেই উদ্ধারিল সীতা—
রামপ্রিয়া, পশু বলি' ?—দেখি দিনকরে !
অপার আনন্দ উথলিত মমান্তরে,
হাসিতে প্রকৃতি দেবী পৃথিবীর সহ,
ঘুচিল ভাবিয়া মনে আলোক-বিরহ।

দেখিতাম,—কি সুন্দর রসাল উদ্যান
সুশোভিত মুকুলেতে ! তাহার সমান
কোথাও না দেখি আর ; পাতার ভিতরে
বসি' ডাকিত সে পিকবর অতি মিষ্টস্বরে
আমোদিত নর-মন ; মনোলোভা ধ্বনি
শুনিয়া পাসরে দুঃখ অন্তর অমনি।

বৃক্ষের উপরে উঠি কাষ্ঠ-পত্র-তরে
কাঠুরিয়া নারীগণ উল্লাস-অন্তরে
গাইত অসভ্যগীত ; কভু নাহি জানে
অভাব-যাতনা তারা, মুগ্ধ মধুপানে।

নিরখিয়া দেখিতাম,—কুরঙ্গসকল
আনন্দে চরিত তথা অন্তর নির্ম্মল,
চিন্তাহীন শিশু যেন, সত্বর গমনে
যাইত অদৃশ্য হ'য়ে মনুষ্য-দর্শনে ;
এবে তারা নিরানন্দে শার্দ্দুলের ডরে,
কম্পিত রোগীর সম গ্রামে কাল হরে !!

(ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(মার্কেণ্ডে পুরাণাবলম্বনে)

জন্ম-মৃত্যু-রহস্য ও পাপ-পুণ্য-জিজ্ঞাসা

জৈমিনী কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! কৃপাপূর্ব্বক আমার সংশয় নিরাকরণ করুন ; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ? কিরূপে সে জন্মগ্রহণ ও বৃদ্ধিলাভ করে ? কিরূপেই বা উদরমধ্যস্থ ও অঙ্গ-নিপীড়িত হইয়া অবস্থান করে ? উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই বা কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ? মৃত্যুসময়েই বা কিরূপে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হয় ? সকল বদ্ধ জীবই মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যফল ভোগ করে, কিরূপেই বা তাহাদের তত্তৎফলভোগ হইয়া থাকে ? যে স্ত্রী-কোষ্ঠে রাশি রাশি গুরু ভক্ষদ্রব্য জীর্ণ হয়, সেই গর্ভাশয়ে পিণ্ডীকৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াই বা সে কিজন্য বা জীর্ণ হয় না ? আপনারা আমাকে এসকল বিষয় এরূপভাবে বলিবেন, যেন আমার কোনরূপ সন্দেহবাদ না থাকে।

জীবের অনাদিত্ব ও জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মফলভোগ

দ্বিজগণ বলিলেন,—জন্ম-মৃত্যুঘটিত এই প্রশ্নের মীমাংসা যেরূপ দুরূহ, সেইরূপ ইহা নির্ণয় করাও সুকঠিন। এ বিষয়ে এক প্রাচীন আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি। এক সময় ভৃগু-বংশীয় কোন ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ সুমতি নামক নিজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—হে সুমতে ! তুমি যথানুক্রমে স্বাবতীয় বেদ অধ্যয়ন কর এবং গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরপূরণ, উৎকৃষ্ট যজ্ঞসকল সম্পাদন এবং অবশেষে পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে ; তাঁহাকে লাভ করিলে আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। পুত্র উত্তর করিলেন,—তাত ! আপনি অদ্য যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে আমি বহুবার অভ্যাস করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্র ও শিল্পও শিক্ষা করিয়াছি। আমি যে ইতঃপূর্ব্বে অযুত অযুতবার জন্মিয়াছি, তাহাও অদ্য মনে পড়িয়া গেল। তত্তৎ জন্মে ক্ষয় ও বৃদ্ধিবশতঃ কতই নির্ব্বেদ ও পরিতোষ লাভ করিয়াছি ; কত মাতা ও কত পিতা পাইয়াছি ; কত সুখ-দুঃখই বা অনুভব করিয়াছি ! কতবার কত স্ত্রীর বিষ্ঠা-মূত্রে পিচ্ছিল গর্ভাশয়ে বাস

করিয়াছি; কতবার কত রোগভোগ ও কত পীড়াই সহ্য করিয়াছি; কতবার কত গর্ভযন্ত্রণা ভোগ এবং বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যেই বা কতবার কত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি! আমার এই একজন্ম নহে, শতশত বার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; পশু, পক্ষী, কীটাদি-যোনিতে উদ্ভূত হইয়াছি; সহস্র সহস্রবার রাজা, আবার তাহাদের ভৃত্য হইয়াও জন্মিয়াছি। কত শতবার আপনার এই গৃহে আমার এইরূপে জন্ম হইয়া গিয়াছে। কত সহস্রবার কত লোকের ভৃত্য, স্বামী ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছি, আবার কত শতবার দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কত শতবার হত্যা করিয়াছি, আবার স্বয়ং হত হইয়াছি; আবার কত শতবার লোকদিগকে দান করিয়াছি এবং তাহাদের দান লইয়াছি। কত শতবার পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা ও কলত্রাদি-জনিত সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আবার অসন্তোষ ভোগ করিয়া অশ্রু-সলিলে আমার বদনমণ্ডল প্রক্ষালিত হইয়াছে। তাত! এইরূপে এই সঙ্কটময় সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি, এই সংসার দুঃখের আগারমাত্র এবং হর্ষ রস, ভয়, উদ্বেগ, অমর্ষ ও জরা ইত্যাদি দোষে আতুর-ভাবাপন্ন। যাহাতে আত্মারূপ মৃগ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাদৃশ আসক্তিরূপ শত শত পাপে ইহা পরিব্যাপ্ত। পিতঃ! এই সংসার-চক্র কখনও জীর্ণ হয় না, আবার ইহার স্থিতিও নাই। এই সংসারে বদ্ধজীবের যাতায়াত এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।

মায়াবদ্ধ জীবের গর্ভ-যন্ত্রণা

পুরুষ স্ত্রীর রজে যে বীজ নিক্ষেপ করে, স্বর্গ বা নরক হইতে বিমুক্তমাত্র জীবের তাহাতে প্রবেশ হইয়া থাকে। জীবের অনুপ্রবেশ-বশতঃ ঐ বীজদ্বয় স্থিরভাবে প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিন্দু, বুদ্বুদ ও পেষির আকার ধারণ করে। পেষিতে যে অঙ্কুরবীজের আবির্ভাব হয়, তাহাকে অঙ্কুর বলে। কেননা, এই অঙ্কুরবীজ হইতেই পঞ্চ অঙ্গের উদ্ভব হয়। পরে তাহা হইতে অঙ্গুলী, নেত্র, নাসা, কর্ণ ও মুখ এইসকল উপাঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাহা হইতে আবার নখাদির উৎপত্তি হয়, তৎপরে ত্বকে রোম ও কেশসকল উৎপন্ন হয়। উদ্ভবকোষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমানে সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নারিকেল-ফল যেমন কোষ-সমেত বর্দ্ধিত হয়,

তদ্রূপ ঐ কোষও অধোমুখে অবস্থিত করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তৎকালে তাহার করদ্বয় জানু ও পার্শ্বের তলদেশে, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তাহার উপরি, অঙ্গুলীসকল তাহার সম্মুখে, নেত্রদ্বয়ে জানুর পৃষ্ঠে, নাসিকা জানুর মধ্যে, স্ফিচ্‌দ্বয় পশ্চাদ্ভাগে এবং বহির্ভাগে বাহু ও জঙ্ঘা সংস্থাপিত হয়। তদবস্থায় সে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ অন্যান্য জন্তুর উদরেও, তাহাদের যেমন আকৃতি তদনুরূপে অবস্থিতি করে।

জঠর-অগ্নিদ্বারা তাহার কাঠিন্য সম্পন্ন হয় এবং জননীর ভুক্ত অন্ন-রসদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে যেমন পাপ-পুণ্য করে, তদনুসারেই তাহার গর্ভবাস সঙ্ঘটিত হয়। তাহার নাভিতে আপ্যায়নী নামে নাড়ী নিবদ্ধ থাকে। স্ত্রীগণের অন্ত্র-গহ্বরে সংবদ্ধ থাকিয়া ঐ নাড়ীর উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা প্রসূতির ভুক্তপীত অন্ন-রসাদি গর্ভস্থ জীবের উদরস্থ হইয়া থাকে এবং ইহাদ্বারাই তাহার দেহ আপ্যায়িত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। ঐ সময়ে তাহার প্রাক্তন জন্ম-পরম্পরা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। তখন ইতস্ততঃ পীড্যমান হওয়ায় তত্তৎ জন্ম-যন্ত্রণা স্মরণপূর্ব্বক নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া মনে মনে এইরূপ বলিতে থাকে,—আমি আর কখনও এইরূপ করিব না। গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে আর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবের জন্ম-যন্ত্রণা ও মরণ-ক্লেশ

অনন্তর জীব কালক্রমে অধোমুখে স্থিত হইয়া নবম বা দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। তৎকালে প্রসববায়ুর সংঘর্ষণ বশতঃ অতিমাত্র পীড্যমান হইয়া আন্তরিক দুঃখভারে অভিভূত হইয়া গর্ভ হইতে বহির্গত হয়। উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রবল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয় এবং বাহ্যবায়ুর সংস্পর্শে পুনরায় চেতনা লাভ করে। তখন বিমুখ-মোহিনী মায়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাতেই সে সমুদয় ভুলিয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান ভ্রষ্ট হয়। এইরূপে জ্ঞানভ্রষ্ট হইলে বাল্যভাব প্রাপ্ত হয়। পরে যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে উপনীত এবং অন্তিমে মৃত্যুমুখে পতিত ও জন্মান্তর লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর এই সংসার-চক্রে ঘটিয়ন্ত্রবৎ পরিভ্রামিত হইয়া কদাচিৎ স্বর্গ, আবার কখনও বা নরক লাভ করে; কখনও বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় কর্ম্ম ভোগ করে; কখনও বা কর্ম্মভোগের অবসানে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, আবার

কখনও স্বল্পমাত্র শুভাশুভদ্বারা ইহলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। স্বর্গে ও নরকে তাহার কর্ম্মফলের অধিকাংশ ভোগ হইয়া থাকে। নরকে ইহাই মহাদুঃখ যে, স্বর্গ-বাসীরা তথায় যে আমোদ-প্রমোদ ভোগ করে, নরক-পতন-সময়ে পাপীরা তাহা দেখিতে পায়। স্বর্গেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কেননা, স্বর্গে আরোহণ করিয়া অবধি সদাই মনে হয়,—আমাকে অবশ্যই একদিন স্বর্গ হইতে পতিত হইতে হইবে এবং নারকীদিগের ন্যায় ঐরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে।

গর্ভবাসে যেরূপ দারুণ দুঃখ, যোনি হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও সেইরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। আবার জন্মিবার পর বাল্য ও বার্দ্ধক্য-দশাতেও অসুখ-অশান্তির একশেষ ঘটিয়া থাকে। যৌবনেও কাম ক্রোধ ঈর্ষাজনিত দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়; বার্দ্ধক্যও দুঃখে পরিপূর্ণ এবং মরণেও ক্লেশের শেষ থাকে না। আবার যমদূতগণ যখন আকর্ষণ করিয়া নরকে নিক্ষেপ করে, তৎকালীন কষ্ট দুর্নিবার্য্য নরকাবসানে পুনরায় যথাক্রমে গর্ভযন্ত্রণা, জন্ম-যন্ত্রণা ও মরণ-যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাণিমাত্রই এই সংসার-চক্রে প্রাকৃতবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ ঘটিযন্ত্রের ন্যায় ভ্রামিত ও বন্ধনের পর বন্ধনগ্রস্ত হয়। এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসার-সঙ্কটে কিছুমাত্র সুখ নাই।

দেহান্তে পাপীর দুরবস্থা ও নরক-যন্ত্রণা

যাহারা লোকের মোহ ও অজ্ঞান উৎপাদন করে, তাহারা মহদ্ভয় প্রাপ্ত হয় এবং সেইসকল নরাধম অত্যুগ্র বেদনায় ক্লিষ্ট হয়। কূটবাক্য প্রদান, মিথ্যাকথা প্রয়োগ, অসৎ-অনুশাসন ও বেদের নিন্দা করিলে মোহমৃত্যু লাভ হয়। তৎকালে অতীব ভীষণ যমদূতগণ মুদ্গরহস্তে সমাগত হইয়া থাকে। তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র পাপীর কম্প উপস্থিত হয়। তখন সে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া অবিরত ক্রন্দন করিতে থাকে। তৎকালে তাহার বাক্য স্খলিত ও অস্ফুট হইয়া যায়; দৃষ্টিও ভয়প্রযুক্ত ঘূর্ণিত এবং মুখমণ্ডল উচ্ছ্বাসবশতঃ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তাহার ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়; দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় এবং তীব্র বেদনা অনুভব করে। তদ-বস্থায় সে কলেবর পরিত্যাগ করে এবং দেহান্তে আবার অন্যদেহ প্রাপ্ত হয়। এই দেহ কর্ম্মজনিত কেবল যাতনা-নিমিত্তই সমুদ্ভূত, পিতা-মাতা হইতে উদ্ভূত নহে।

অনন্তর যমদূতগণ তাহাকে দারুণ পাশে বদ্ধ ও দণ্ডপ্রহারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দক্ষিণমার্গে আকর্ষণ করে। যে পথ দিয়া পাপীকে লইয়া যায়, তাহা কুশ, কণ্টক, বল্মীক, শঙ্কু ও পাষাণময় কর্কশভাবাপন্ন। উহাতে নিরন্তর অগ্নি জ্বলিতেছে, কোথাও শত শত গভীর গর্ত্ত রহিয়াছে। সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া সতত উহাতে তাপদান করায় তাহার প্রখর তেজে উহা দহ্যমান হইতেছে। যমদূতসকল অমঙ্গল ধ্বনি করত ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাপীকে আকর্ষণ করে। তদবস্থায় শত শত শৃগাল তাহাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করে। পাপকর্ম্ম করিলে ঈদৃশ দারুণ পথে যমলোকে গমন করিতে হয়। এইরূপে পাপ-পীড়িত ও তন্নিবন্ধন দারুণ ক্লেশ অনুভব করত অবশ হইয়া দ্বাদশদিনে যমরাজ-ভবনে উপনীত হয়। কলেবর দহ্যমান হওয়ায় মহাদাহ ভোগ করিতে হয়, আবার যমদূতেরা তাড়ন ও ছেদন করার দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। স্বীয় কর্ম্ম-বিপাকবশে দেহান্তর গমন করিলেও পাপীর ঐরূপ অশেষ ক্লেশ-ভোগ হইয়া থাকে।

মৃতব্যক্তি যমদূত-কর্ত্তৃক নীত হইয়া আপনার সেই যাতনা-গৃহ দ্বাদশাহে দর্শন ও তথায় বান্ধবগণের প্রদত্ত জলাদি গ্রহণ করে। দ্বাদশ দিবসান্তে সে কৃষ্যমান হইয়া যমের সেই ভয়ঙ্কর ভীষণাকৃতি লৌহময় পুর অবলোকন করে। তথায় যাইবামাত্র মৃত্যু ও কালান্তরাদির মধ্যগত লোহিত-লোচন-বিশিষ্ট অঞ্জন-সন্নিভ যমরাজকে দেখিতে পায়। তাঁহার হস্তে পাশ ও দণ্ড, বাহুযুগল বিশাল, শত শত ব্যাধি তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে।

বিভিন্ন নরক-বর্ণন ও পাপীর অশেষ ক্লেশ

মৃত ব্যক্তি যমরাজেরই নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ গতি লাভ করে। কূটসাক্ষ্য প্রদান ও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে 'রৌরব'-নরকে গমন করিতে হয়। রৌরবের প্রমাণ দুই যোজন। তাহাতে জানুমাত্র-প্রমাণ সুদুস্তর গর্ত্ত আছে। সেই গর্ত্তকে অঙ্গাররাশিতে পূর্ণ করিয়া ধরণীর সহিত সমান করা হইয়াছে। সেই তীব্র তাপিত অঙ্গারভূমিতে যমকিঙ্করগণ পাপীকে ছাড়িয়া দেয়। তীব্র অনলে দহ্যমান হইয়া পাপীব্যক্তির পদে পদে পাদদ্বয় জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে; একবার পদস্থাপন করিয়া তাহা উত্তোলন করিতে এক অহোরাত্র অতীত হইয়া যায়। এইরূপে সহস্র সহস্র যোজন উত্তীর্ণ হইলে তথা হইতে বিমুক্ত হইয়া পাপশুদ্ধির জন্য তাদৃশ অনুবিধ নরকে গমন করে। অনন্তর সকল নরক ভোগ হইলে পাপী তির্য্যক্‌যোনিতে গমন করে।

তদবস্থায় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, শ্বাপদ, মশকাদি, গজ ও দ্রুমাদি, গো, অশ্ব এবং অন্যান্য দুঃখজনক পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পরে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া কুব্জ, কুৎসিৎ, বামন এবং চণ্ডাল ও পুক্কসাদি-যোনিতে জন্ম হয়। পাপ ও পুণ্যের অবশেষ থাকিলে তৎপ্রভাবে যথাক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ লাভ করে এবং কখনও দেবতা হইয়াও জন্মে, আবার কখনও বা নীচ জাতিতে সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে পাপকারীরা নরকে গমন ও দুরবস্থা লাভ করে।

'মহারৌরব' নরক চতুর্দ্দিকে সপ্তপঞ্চসহস্র-যোজন। উহার ভূমি তাম্রময়ী, উহার অধোভাগে অগ্নি। উহার তাপে সকল দিক্ দগ্ধ হইতেছে, এইজন্য ঐ ভূমির প্রভা উদীয়মান ইন্দুর ন্যায়; উহাকে দর্শন ও স্পর্শনাদি করিলেও অতীব ভয় হয়। যমদূতগণ পাপীকে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া উহার মধ্যে নিক্ষেপ করে। পথিমধ্যে তাহাকে কাক, বক, বৃক, উলুক, বৃশ্চিক ও মশকসকল ভক্ষণ ও গৃধ্রসকল আকর্ষণ করিয়া থাকে। নরকে দহ্যমান ও ব্যাকুল হইয়া হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা ভ্রাতঃ! বলিয়া বারংবার বিলাপ করে ও দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। যাহারা দুষ্টবুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া পাপাচরণ করে, তাহারা অযুতাযুত বর্ষ পর্য্যবসানে নরক হইতে মুক্ত হয়।

'তমো'নামক নরক স্বভাবতঃ অতিশয় শৈত্যযুক্ত ও মহারৌরবের ন্যায় দীর্ঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপাত্মাগণ দারুণ শীতে অভিভূত হইয়া অন্ধকার মধ্যে ধাবমান হয়। তাহাদের দন্ত-পংক্তি শীতার্থপ্রযুক্ত কম্পিত ও ভগ্ন হইয়া যায়। তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য উপদ্রবসকল সতত প্রবল হইয়া পাপীকে আক্রমণ করে এবং বায়ু হিমখণ্ড বহন করিয়া অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া অস্থিসকল ভেদ করিতে থাকে। পাপীরা ক্ষুধিত হইয়া গলিত মজ্জা ও শোণিত ভক্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। সেখানে যাবৎ দুষ্কৃতির ক্ষয় না হয়, তাবৎকাল অন্ধকারে থাকিয়া অতীব ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

'নিকৃন্তন' নামে আর এক অতি বিশাল ও অতীব ভয়ঙ্কর নরক আছে। তাহাতে শত শত কুলালচক্র অবিরত পরিভ্রামিত হইতেছে। পাপাত্মাদিগকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া যমকিঙ্করগণের অঙ্গুলিস্থিত কালসূত্রদ্বারা বর্ষসহস্র যাবৎ আপাদমস্তক কর্ত্তিত করা হয়। তাহাদের ছিন্ন খণ্ডসকল একীভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয় না। কোন কোন পাপীকে কুলালচক্রে আরোহণ করাইয়া ভ্রামিত করা হয় এবং বর্ষ-

সহস্রেও তাহাদের এইরূপ ঘূর্ণনের সমাপ্তি হয় না। তথায় কাহাকেও জলমধ্যে ঘটির ন্যায়, ঘটীযন্ত্রে বদ্ধ করিয়া ঘূর্ণন করাইবার কালে ভ্রমণযোগে বারম্বার রক্ত বমন করত অশ্রুপূর্ণ লোচনে অসহ্য দুঃখ ভোগ করে।

'অসিপত্রন'-নামক নরক যোজনসহস্র-বিস্তৃত। তাহার সমুদয় অংশই প্রজ্বলিত অনলে আচ্ছন্ন, তদুপরি অতীত প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে উহা সন্তপ্ত। নরকবাসী প্রাণীগণ তাহাতে সর্ব্বদাই নিদারুণ দাহজ্বালা অনুভব করিয়া থাকে। তন্মধ্যে খড়্গফলকের ন্যায় পত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষসমন্বিত উক্ত অরণ্য দেখিয়া তীব্র তৃষ্ণায় নিপীড়িত নারকীগণ তদভিমুখে ধাবমান হইয়া অতীব দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকে। ভূমিতলস্থিত বহ্নিদ্বারা তাহাদের পদাদি দগ্ধ হয়, বায়ু অসিপত্রসকল পাতিত করিয়া প্রবাহিত হয় এবং খড়্গাদি তাহাদের সকল শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কর্ত্তন করিতে থাকে। পাপীসকল তাহার প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে থাকে।

'তপ্তকুণ্ড'-নামক নরকও অতি ভয়ঙ্কর বহ্নিশিখা-পরিবৃত এবং প্রজ্বলিত অগ্নি প্রভাবে সমুদ্বর্ত্তিত তৈল ও লৌহচূর্ণে পরিপূর্ণ। যমপুরুষেরা পাপীগণকে তাহাতে নিক্ষেপ করে। তৎকালে তাহাদের গাত্র, কপাল, নেত্র ও অস্থিসকল স্ফুটিত হওয়ায় রাশি রাশি মজ্জাসলিল বিনির্গত হইয়া তাহাদিগকে প্লাবিত করে। তখন অতীব ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাদিগকে ছেদন করিতে আরম্ভ করিলে প্রচণ্ডাকৃতি গৃধ্রসকল তাহাদিগকে উত্তোলিত করিয়া পুনরায় সবেগে নিক্ষেপ করে। তাহাদিগকে তৈলের সহিত একত্রে পাক করা হয়, তাহাতে তাহাদের শির, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্, অস্থি সমস্তই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। এইরূপ পাপীগণ নরকে অশেষ যন্ত্রণা লাভ করে।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি বাং ১৩৫৭, ইং ১৯৫০ সালে ৩৩।২, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতায় **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী"** নামে একটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ অবশ্য-পাঠ্যরূপে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এবিষয়ে কোন উপযুক্ত মনোযোগ দেখা যায় না। দেবভাষায় অনধিকার জন্মিলে ভারতের

প্রাণস্বরূপ দৈব-চিন্তাধারা লোপ পাইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যের একান্ত আনুগত্য করিয়া সমগ্র ভারতে সর্ব্বোত্তম-ভাষারূপে আদৃত হইয়া আসিতেছিল। দুঃখের বিষয়, বাংলা-ভাষাকেও সংস্কৃত-ভাষার আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের পরিপন্থীস্বরূপ ব্রাহ্মগণের যেরূপ মনোবৃত্তি ও পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বাংলা-ভাষা সংস্কৃত-দৈব-ভাষার আনুগত্য করিলে বাংলাদেশ হইতে হিন্দু ধর্ম্ম উৎসাদিত করা যাইবে না। সুতরাং বাংলা-ভাষাকে সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণ হইতে পৃথক্ করিয়া অদৈব 'ছাঁচে' ঢালিয়া পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ ষড়যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাংলা-ভাষাকে রাবিন্দ্রিক-পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করিতে বসিয়াছেন! ইহার মূলে সংস্কৃত-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা, তথা ভারতীয় বেদ-উপনিষদ ও পুরাণাদির চিন্তাধারার প্রতি অবহেলাও বুঝিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বহুকাল যাবৎ বাংলার, এমন কি ভারতের এইরূপ দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ উক্ত চতুষ্পাঠী কয়েক বৎসরের জন্য চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত করেন, অধুনা উহা নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি উক্ত চতুষ্পাঠী সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সভ্যবৃন্দ

১। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ**—সভাপতি

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ—সম্পাদক

৩। „ „ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

৪। „ „ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

৫। শ্রীযুত শচীন্দ্র মোহন নন্দী, (চেয়ারম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী)

৬। পণ্ডিত শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ

৭। „ „ নিমাই চরণ ব্যাকরণতীর্থ

৮। „ „ সুরেশচন্দ্র রায়, ব্যাকরণতীর্থ

৯। শ্রীযুত ব্রজানন্দ ব্রজবাসী

কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে বিদ্যার্থিগণ বঙ্গীয় সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে পরীক্ষা দিয়া সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহাদের নাম শ্রীপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষের ১৯শে আষাঢ় ১৩৬০, ৪ঠা জুলাই ১৯৬২, বুধবার হইতে মাননীয় পণ্ডিত **শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ** (কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ত-বৈষ্ণব-দর্শনতীর্থ) মহাশয়ের অধ্যাপকতায় উক্ত চতুষ্পাঠী পুনরায় পূর্ণোদ্যমে ও সোৎসাহে পরিচালিত হইতেছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সমগ্র নবদ্বীপ-সহরে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ক্রমশঃ ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্ডিত **শ্রীযুত নিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণ-তীর্থ** মহাশয়কেও অধ্যাপক-স্বরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের চেষ্টায় বেদান্ত চতুষ্পাঠী হইতে বর্ত্তমান বর্ষে দ্বাদশ জন বিদ্যার্থী আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হইয়াছে। বর্ত্তমানে কাব্য, ব্যাকরণ ও বেদান্তের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সংস্কৃত-শিক্ষার্থী সকলকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। তাহারা এই চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপকগণের সাহায্যে দেব-ভাষায় অধিকার লাভ করুন্।

আরও জানাইতেছি যে, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অধ্যাপনা এই টোলে বিশেষভাবে হইয়া থাকে। **হরিনামামৃত ব্যাকরণের বিদ্যার্থি-গণকে আহার ও থাকিবার স্থান দেওয়া হইবে।** নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নিয়মাধীনে পাঠাভ্যাসাদি করিলে তাহারা এই সুযোগ পাইবে। বিদ্যার্থিগণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট তাহাদের স্ব-স্ব-যোগ্যতার প্রমাণসহ আবেদন-পত্র প্রেরণ করুন্। সম্পাদক মহাশয় তাহাদের আবেদন-পত্র মনোনীত করিলে এই চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯, ইং ১৫।১২।৬২ তারিখ বেলা ৯॥ টায় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে "**শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়**"-নামে একটী হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক ও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয় পরিচালনের নিমিত্ত

নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন একটী সাব কমিটি (সহকারী সমিতি) গঠিত হইয়াছে :—

১। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ**—সভাপতি

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

৩। „ „ „ ত্রিবিক্রম মহারাজ

৪। „ „ „ নারায়ণ মহারাজ

৫। „ „ „ হরিজন মহারাজ

৬। „ „ „ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

৭। শ্রীযুত ব্রজানন্দ দাস ব্রজবাসী এল. এম. এফ্.
— সম্পাদক (Reg. No. 8134 Cal.)

৮। শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী

৯। শ্রীযুত অদ্বৈত দাস ব্রজবাসী

১০। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক—
শ্রীযুত কৃষ্ণবন্ধু ভৌমিক, H. M. B., M. H. T. C.

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় উন্মোচনের সময় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সাব কমিটির সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুত ব্রজানন্দ ব্রজবাসী, এল্, এম, এফ্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত "শ্রীগৌড়ীয় হাসপাতাল" নামক প্রবন্ধটী সভাপতি মহোদয়ের আদেশে পাঠ করেন। তৎপরে উক্ত সমিতির সভাপতি মহোদয় এই হাসপাতাল সম্বন্ধে একটী বিচারপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, রামকৃষ্ণমিশন, ভারত সেবাশ্রম-সঙ্ঘের হাসপাতাল আর গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় এক নহে। বাহ্যদৃষ্টিতে রোগীকে ঔষধ প্রদান ব্যাপারটী এক বলিয়া মনে হইলেও ইহার উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। মানুষকে কর্ম্মমার্গে প্ররোচিত করিবার জন্য চেষ্টা, সাহায্য ও সহানুভূতি লোকের বন্ধনের কারণ হয়, আর জীবমাত্রকেই ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য-সহানুভূতি ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রদান করিয়া থাকে ইত্যাদি।

উক্ত চিকিৎসালয়ে ঔষধ প্রাপ্তির সময় :—

১। সকাল ৮টা হইতে ১১টা—

ডাঃ শ্রীযুত কৃষ্ণবন্ধু ভৌমিক, এইচ. এম. বি.

২। বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা—

ডাঃ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ রায়, এল. সি, পি, এস

আমরা বিশেষ আনন্দের সাহত জানাইতেছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র নবদ্বীপ-সহরে এই দাতব্য চিকিসালয় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে প্রত্যহ বহু রোগীর সমাগম হইতেছে।

—নিজস্ব-সংবাদ

পরলোকে পরমার্থী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জনৈক একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপূর্ণানন্দ দাস অধিকারী তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এক পুত্র (অধুনা পরলোকগত) ও এক কন্যাকে গৃহে রাখিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুসেবায় নিযুক্ত হন। তাঁহার কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ বাদনের সংবাদ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত জনগণ মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি গৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যে সন্ন্যাসীবর্গের একনিষ্ঠ সহায়ক ছিলেন এবং গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্গত প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত (উড়িষ্যায়) ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠে বহুদিন সেবা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি নানাস্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার ভজনের অনুকূল মনে করিয়া অবশেষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করেন।

বিগত ১৬ই ফাল্গুন ১৩৫৯, ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, শনিবার তিনি শ্রীবেদান্ত সমিতির আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক **শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ** নাম প্রাপ্ত হন। তিনি সমিতির প্রচারক-রূপে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের দ্বারা হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজীর আর্ত্তিপূর্ণা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা সকলেরই চিত্তাকর্ষিণী ছিল।

তিনি বর্ষাধিক কাল উদরাময় ব্যাধিকে আশ্রয় দিয়া যকৃতের ক্রিয়া নষ্ট করায় বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, ইং ২৭।১১।১৯৬২ শেষরাত্র ৩। ঘটিকার সময় ৭২ বৎসর বয়সে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরলোক গমন করেন। আমরা সমিতির একজন সুযোগ্য সন্ন্যাসীর বিয়োগে বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছি।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রথমা মহিলা-শিষ্যা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী সারস্বত-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট বিশেষ সুপরিচিতা। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীযুক্তা প্রেমলতা দেবীও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল শ্রীনাম-ভজন ও সাধু-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ২।৩ দিন যাবৎ শরীর অসুস্থ হইবার পর তিনি হঠাৎ সজ্ঞানে ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে করিতে গত ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নভেম্বর, রবিবার শেষরাত্রে তদীয়কন্যা শ্রীযুক্তা কমলাবালা দেবীর শ্রীরামপুরস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

তদীয়া কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী অমলারাণী বসু আলমবাজার (কলিকাতা) হইতে, মধ্যমা কন্যা শ্রীযুক্তা কমলাবালা এবং পানিহাটী হইতে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষ ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজন নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগমনপূর্ব্বক ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর, শুক্রবার—সাত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে তাঁহাদের পূজনীয়া মাতৃ-দেবীর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে তাঁহারা মহোৎসবের আয়োজনপূর্ব্বক বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবগণকে পরিতৃপ্ত করেন। পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ আশ্রম মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ইহাতে যোগদান করায় অনুষ্ঠান বিশেষভাবে গৌরবান্বিত ও পরলোকগতা মহিলা ভক্তের বিশেষ সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রেমলতা দেবীর প্রকটকালীন ইচ্ছানুসারে ও বৈষ্ণববিধির অনুসরণে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা কমলাদেবী সমিতির দীক্ষিতা শিষ্যা-বিধায় তিনিই তাঁহার মাতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিরহ-মহোৎসব

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর, শনিবার জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষড়বিংশ-বার্ষিক তিরোভাব তিথি বিশেষ সমারোহের সহিত নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হয়। উষঃকাল হইতেই পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী আলোচনা হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষভাবে পূজার্চ্চন ও ভোগ-রাগের ব্যবস্থা হয়। আরাত্রিকান্তে আহূত-অনাহূত সকলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনে পরিতুষ্ট হন।

এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই অনুষ্ঠানের সহিত শ্রীমৎ পরমার্থী মহারাজের বিরহোৎসবও যোগযুক্ত হয়। শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয় এই উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৬৯ { ১১শ সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৪শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৫ মাধব, ৪৭৬ গৌরাব্দ
সোমবার, ২৯ পৌষ, ১৩৬৯ ; ইং ১৪।১।১৯৬৩ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদঃ

দক্ষাদি-দেবগণ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমেঽধ্যায়ে—৩৮-৪৭)

শ্রীযোগেশ্বরা ঊচুঃ,—

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশ তয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥ ১ ॥

যোগেশ্বরগণ কহিলেন,—হে প্রভো, আপনি নিখিল জীবের আলয়স্বরূপ, জীবনিচয় আপনাতেই সেবকরূপে নিত্য অবস্থান করে। যাঁহারা সেই জীবনিচয়কে আপনার শক্তিস্বরূপ জানিয়া আপনা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ আপনার সহিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্তরূপে দর্শন করেন,

তাঁহাদের অপেক্ষা আপনার আর অধিক প্রিয় কেহ নাই; তথাপি হে ঈশ, হে ভক্তবৎসল, আমরা সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের অপ্রাকৃত সূক্ষ্মত্ব ধারণা করিতে না পারায় ভেদবাদী হইয়াই আপনাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া থাকি। আমাদের মত অনুন্নত অধিকারীর প্রতি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্ ॥ ১ ॥

জগদুদ্ভব-স্থিতি-লয়েষু দৈবতো
বহুভিদ্যমান-গুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া
বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥ ২ ॥

হে ভগবন্, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত জীবের অদৃষ্টবশতঃ আপনার বহিরঙ্গা-মায়ার গুণসকল বহুপ্রকার নিভিন্ন হইয়া থাকে। আপনি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত সেই মায়াদ্বারাই আপনার স্বরূপে জীবের ভেদমতি জন্মাইয়া থাকেন অর্থাৎ জীব আপনার মায়ার প্রভাবে জড়ভেদবাদী হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম; কারণ, জীবগণ শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া একমাত্র আপনার কৃপাযোগেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভেদভ্রম হইতে নিবৃত্তি লাভ করে। অতএব এতাদৃশ মহিমান্বিত আপনাকে আমরা কেবল নমস্কার বিধান করিতেছি ॥ ২ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্ম্মাদীনাঞ্চ সূতয়ে।
নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ ॥ ৩ ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণ স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে নমস্কার; আপনি ধর্ম্মাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি নির্গুণস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভগবান্, সুতরাং আপনার অচিন্ত্য-তত্ত্ব আমি অবগত নহি, রুদ্রাদি দেবতাগণও তাহা অবগত নহেন ॥৩॥

শ্রীঅগ্নিরুবাচ,—

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্ ।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্ ॥৪॥

শ্রীঅগ্নি কহিলেন,—যাঁহার তেজোদ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইয়া আমি যজ্ঞে ঘৃত-সিক্ত হব্যসামগ্রী বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুসোম—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞের স্বরূপ এবং যিনি ঐ পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্রদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, আমি সেই যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি ॥৪॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ,—

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে ।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্ম-পদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ ॥৫॥

দেবতাগণ কহিলেন,—যে আদ্যপুরুষ পুরাকালে কল্পান্ত-সময়ে ভিন্নাকারে পরিণত নিখিল কার্য্যকে স্বীয় উদরাভ্যন্তরে লীন করিয়া কারণার্ণব-সলিলে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সনকাদি সিদ্ধগণ জ্ঞানমার্গে হৃদয়-মধ্যে যাঁহাকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—সেই আদ্যপুরুষ অদ্য আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছেন এবং ভৃত্যবোধে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ॥৫॥

শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরস ঊচুঃ,—

অংশাংশাস্তে দেব-মরীচ্যাদয় এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্র-পুরোগাঃ ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমং-
স্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম ॥৬॥

গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ কহিলেন,—হে দেব, মরীচি প্রভৃতি

প্রজাপতি এবং রুদ্রপ্রমুখ ব্রহ্ম-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আপনার অংশের অংশ; এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ। হে নাথ, আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥৬॥

শ্রীবিদ্যাধরা উচুঃ,—

ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্
কৃত্বা মমাহমিতি দুর্ম্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়-লালস আত্মমোহং
যুষ্মৎকথামৃত-নিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ ॥৭॥

বিদ্যাধরগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, দুর্ম্মতি মনুষ্য পুরুষার্থ-সাধনের উপায়স্বরূপ দেহ পাইয়াও উৎপথগামী স্বকীয় পুত্রাদিদ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি উহারা এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করিয়া অনিত্য-বিষয়ে লালসাযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা আপনার কথামৃত-পিপাসু হন, সেই সকল পুরুষই তাদৃশ দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন ॥৭॥

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ,—

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং
ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা
অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥৮॥

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে প্রভো, আপনিই যজ্ঞস্বরূপ, আপনিই হবিঃ, আপনিই অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই সমিধ্, আপনিই যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, আপনিই ঋত্বিক্, আপনিই সস্ত্রীক যজমান, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র, আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই হবনীয় ঘৃত, আপনিই যজ্ঞীয়পশু ॥৮॥

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাশূকরো
দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভি-
র্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥৯॥

হে বেদমূর্ত্তে, আপনিই যূপযুক্ত যজ্ঞ অথবা যজ্ঞসঙ্কল্প-স্বরূপ। গজেন্দ্র যেরূপ অবলীলাক্রমে পদ্মিনীকে উত্তোলন করিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ লীলাক্রমে মহাশূকররূপ ধারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে পুরাকালে দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা রসাতলগতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তৎকালে যোগিগণ আপনার বন্দনায় নিযুক্ত ছিলেন ॥৯॥

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্ট-সৎকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥১০॥

হে যজ্ঞেশ, এক্ষণে আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন্। আমাদিগের যজ্ঞকার্য্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। পুরুষগণ যখন আপনার নামকীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদের যাবতীয় যজ্ঞ-বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ প্রভাবশালী আপনাকে নমস্কার করি ॥১০॥

গৌড়ীয় হাসপাতাল *

ইউরোপীয় রোগীগণের চিকিৎসার জন্য, ফিরিঙ্গিগণের চিকিৎসার জন্য, মাড়োয়ারিগণের চিকিৎসার জন্য, কুলিয়া-নবদ্বীপবাসীর চিকিৎসার জন্য, বিভিন্নগ্রাম-নগরবাসীর চিকিৎসার জন্য, দাতব্যপ্রার্থি-দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য, ট্রপিকাল ডিসিস্ চিকিৎসার জন্য, থাইশিশ বা ক্ষয়কাশ চিকিৎসার জন্য, কুকুর-শেয়ালে কামড়ান রোগীর চিকিৎসার জন্য, কুষ্ঠাদি-চর্ম্মরোগীর চিকিৎসার জন্য, শিশু-চিকিৎসার জন্য, নারী চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল এবং অন্যান্য

---

* শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গত ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৪-৪০৬ পৃষ্ঠায় "ভবরোগীর হাসপাতাল"-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ বর্ত্তমান প্রবন্ধটী প্রথমে পাঠের পর উক্ত "ভবরোগীর হাসপাতাল"-প্রবন্ধটী আলোচনা করিলে এবিষয়ে সুষ্ঠু ধারণা লাভ করিবেন। --**সম্পাদক**

সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন চিকিৎসাগার স্থাপিত আছে। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ নানাপ্রকারে জড়জগতের ইট-কাঠ-পাথরের নির্ম্মিত জড়-চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া জড় ঔষধ দিয়া মার্কিণ-চিকিৎসা-মিশন, মেথডিষ্ট মেডিক্যাল মিশন, রাণাঘাট মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন, লেডি ডাফরিণ হাসপাতাল, নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির প্রভৃতি হাসপাতালের স্থাপন ও রোগীর চিকিৎসা-শুশ্রূষাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু ভবরোগের চিকিৎসাগার বা গৌড়ীয়-হাসপাতালের চিকিৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন রোগিগণের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না কেন? যাঁহারা গৌড়ীয়-হাসপাতাল স্থাপন করিতে চান বা পরোপকার-মূলে সেই দরিদ্র হাসপাতালে বিনামূল্যে ভবরোগীর চিকিৎসা করিতে উদ্যত হন তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য উপরিলিখিত বিভিন্ন চিকিৎসাগারের শুভানুধ্যায়িবর্গও নানাপ্রকার ঔষধি-পথ্য বিনামূল্যেও বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরোপকার-বৃত্তি-ব্যাধির সান্নিপাতিক অবস্থায়ও তাঁহারা গৌড়ীয় হাসপাতালের নিত্য পেট্রন হন না, বরং তাঁহাদের এই ভবরোগ-চিকিৎসাগার-স্থাপনের বিরোধ-ভাব পোষণ করিতেই দেখা যায়। তাঁহাদিগকে গৌড়ীয় হাসপাতালের শুভানুধ্যায়ী হইতে বলিলে, ভবরোগগ্রস্ত কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়, ভূত ঝাড়াইতে গেলে যেরূপ রোজার উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ গৌড়ীয়গণের উপর খাপ্পা হইয়া উঠেন।

এক্ষণে এই ভবরোগ চিকিৎসার হাসপাতালে আমরা অনেকগুলি রোগী পাইয়াছি। রোগীগণের লক্ষণ না বলিলে হাসপাতালের চিকিৎসা-প্রণালী বুঝা হইবে না। বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে লক্ষণ ধরিয়াই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ভবরোগ চিকিৎসায়ও সেই পথ, তবে ঔষধ-দাতা তত্তদ্রোগে ভুক্তভোগী হইলেও সম্প্রতি চিকিৎসা-প্রভাবে তত্তদ্ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত ও ব্যাধি-বিমোচনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার ফল সকলকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিতে প্রস্তুত। ঔষধ জড়ের দ্রব্য নহে এবং ডাইলিউসান প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধারণ চিকিৎসা হইতে গৌড়ীয় হাসপাতালের চিকিৎসা যে যে অংশে পৃথক্, আমরা ক্রমশঃ চিকিৎসাবিদ্যার্থীকে সেইসকল কথা লেক্‌চার দিব। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেরূপ প্র্যাক্‌টিকাল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, গৌড়ীয় মঠ হাসপাতালেও সেইসকল পদ্ধতি ন্যূনাধিক গৃহীত হইবে। এক্ষণে গৌড়ীয় মঠ হাসপাতালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বেড্ খালি আছে। আমরা

যেদিন যে কয়েকটী রোগী পাইব পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেই রোগীর রোগের, নিদানের, ঔষধের, পথ্যের ও নানাবিধ জ্ঞাতব্য আনুষঙ্গিক সকল কথা ক্রমঃ জানাইব।

রোগীগণের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহা এই—

১নং রোগীর বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর, শরীর অপটু হইলেও অর্থ উপার্জ্জনে বিষম লোভ, অর্থব্যয়ে বিশেষ ক্লেশ, পরের স্কন্ধে কাঁঠাল ভাঙ্গিতে বড়ই মজবুত, অত্যন্ত খোসামুদ-প্রিয়, বৃদ্ধ হইলেও ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত, জগৎ তাঁহার ন্যায় কামান্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, জননী-সদৃশা গুরুজনেও রমণীজ্ঞানে ভোগ-বুদ্ধিতে রত, স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনকারী হইলেও স্ত্রৈণ, রাই-কানুর গান শুনিয়া নিজের অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে কৃষ্ণভক্ত জ্ঞান, ভবরোগের চিকিৎসকগণের চিকিৎসক বলিয়া অভিমান, নিজের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর দৃশ্যজগতের Subjectivc existence কল্পিত মনে করেন, প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয়, অহঙ্কার মূর্ত্তিমান, কপটতাকে ভক্তি বলিয়া ভ্রান্তি, দাড়ি-গোপযুক্ত, ধুম্রযাত্রাপর ব্যক্তিগণের মুখে রসগান শ্রবণ মুক্তির উপায় বলিয়া তাঁহার ধারণা, তাঁহার সঙ্কীর্ণ বিচার-যুক্তি ও জড়াসক্তি নিজের কাপট্য ঢাকিতে সমর্থ বলিয়া চিকিৎসকের নিকটও নিজের দুর্ব্বলতা আবরণ করিবার প্রয়াস-বিশিষ্ট; চা পানে রত। রোগীগণের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পরবর্ত্তী রিপোর্টে প্রদত্ত হইবে।

২নং রোগীর বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর, শরীর সবল, জাতিমদে স্ফীত, দুর্ব্বল নিগ্রহে মহাশূর, ভক্তিবিদ্বেষী, ভক্তিশাস্ত্রে বিদ্রূপ, মূর্ত্তিমান্ কপট ও ক্রোধী, কপট-স্বার্থান্ধজনের সাহায্য বলে বলী, নানাপ্রকার অর্থসংগ্রহ-নিপুণ, সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিবার কৌশল দক্ষ, নাস্তিক যথেচ্ছাচারী, অসৎ সমাজকে হার্দ্দবন্ধু বলিয়া স্বার্থসাধনপর, হিংসা ও মৎসরতা-পূর্ণ। নিষ্কপট ভক্তগণও তাঁহার ন্যায় কামান্ধ, সন্দিগ্ধচিত্ত, অত্যন্ত ভোগাসক্ত, সত্যের বিলোপকারী ও অভক্তজন-বন্ধু; সকল হিতকারী কথাকে উল্টা করিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক লোককে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারা সত্য সংহার ও সজ্জন-বিদ্বেষে নিপুণ।

৩নং রোগীর বয়ঃক্রম ৫৯ বৎসর, শরীর কিছু রুগ্ন হইলেও এক্ষণে কতক ভাল। সামাজিক বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ, ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ। রাই-কানুর

গানের মুরুব্বি, জাতি-গোস্বামীর ব্যভিচারের পোষণকারী। কিছু টাকা উপার্জ্জন করায় ধন-দুর্ম্মদান্ধ হইয়া অসৎপাত্রের পোষণকারী। সত্যকথা তাঁহার নিকট যমদণ্ডসদৃশ মনে হয়, সাধু-সজ্জনের বিদ্বেষী। নিজের কুক্রিয়াসক্তিতে নিরন্তর রত বলিয়া গৌড়ীয়-হাসপাতালের সাহায্য করা দূরে যাক্, হাসপাতাল উঠাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত; তিনি অহঙ্কার মূর্ত্তিমান্।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—১। বাল্যকালে পরমার্থের অনুশীলন করা উচিত কি?

উত্তর—বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না,—এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব-অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১।১)

প্রশ্ন—২। মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন যদি হরিভজনে বাধা দেন ও অন্যায় উপদেশ করেন, তবে তাহা পালন করা উচিত কি না?

উত্তর—গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয়; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমান-সূচক ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচার দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২।২)

প্রশ্ন—৩। সকলেই কেন ভক্ত হয় না?

উত্তর—সকল আত্মাতেই ভক্তিবীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালিগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্ত-নিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক, কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য-

সমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সুচারু-রূপে হইতে পারে। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—৪। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-মতের দ্বারা জীব-জগতের কি উপকার হইতে পারে?

উত্তর—ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। *** সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয় সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভালদ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোন-প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (সজ্জনতোষণী ৪।৪—'সম্প্রদায়-প্রণালী')

প্রশ্ন—৫। বৈষ্ণব কাহাকে বলে?

উত্তর—উদিতবিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর বৈষ্ণব।

(জৈবধর্ম্ম ৩য় অঃ)

প্রশ্ন—৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি?

উত্তর—এই ধর্ম্ম জীবের নিত্যধর্ম্ম। বৈষ্ণব-জীব জড়মুক্ত-অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড়বদ্ধ-অবস্থায় উদিতবিবেক হইয়া জড় ও জড়-সম্বন্ধের মধ্যে সমস্ত অনুকূল-বিষয় আদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জ্জন করেন; শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন না। যে বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল, তখনই তাহাকে আদর করেন, যখন প্রতিকূল, তখনই তাহাকে

অনাদর করেন। নিষেধ-পক্ষেও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবই জগতের সারপদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল।

(জৈবধর্ম্ম ৩য় অঃ)

প্রশ্ন—৭। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এত বড় হইলে ইহাকে লোকে 'নেড়া-নেড়ীর ধর্ম্ম' বলে কেন?

উত্তর—বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতির যে-সকল মত আছে, সে-সমুদয়ই অবৈষ্ণব-মত। তাহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মধ্বজী-দিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—৮। বৈষ্ণবেরা কি মূর্ত্তি-পূজক পৌত্তলিক নহেন?

উত্তর—বৈষ্ণবেরা যে বিগ্রহ পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটি পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন-মাত্র। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যা-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন। সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্রদ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধদ্বারা অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতিদ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়-সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহদ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—৯। বৈষ্ণবেরা জীবের কি উপকার করেন? তাঁহাদিগকে ত' জীবসেবা করিতে দেখা যায় না?

উত্তর—জীবে দয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া করা বৈষ্ণবের একটি স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সহস্র সহস্র বাহ্য-চিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা"—ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। * * * * * জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল-শরীরের

রোগ নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই; যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিছু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐসব কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎ কার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়।

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ—'জীবে দয়া')

প্রশ্ন—১০। যদি শরীর নীরোগ না হয়, তাহা হইলে পরমার্থ লাভ কিরূপে হইবে?

উত্তর—যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে দীর্ঘজীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল। প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও প্রেমাভাব হয়; তবে তাহাকে শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—১১। ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল?

উত্তর—শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনই দেশভেদে পৃথক্ হয় না। জড়োপাধি-প্রাপ্ত জীবের দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকৃতি-পার্থক্যক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম দেশ-বিদেশে ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্যধর্ম্ম। (সজ্জনতোষণী ৪।৩—'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা')

প্রশ্ন—১২। কোন্ কোন্ সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে পারিলে ভক্তি লাভ হয়?

উত্তর—কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণ-ভক্তি-বিহীন সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফলদক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। (সজ্জনতোষণী ৫।১—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি')

প্রশ্ন—১৩। বিশ্বপ্রেম কৃষ্ণপ্রেম হইতেও কি উদার নহে?

উত্তর—বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের

বিকার মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আত্ম-প্রেমের আদর্শ। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন; দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। * * * একটি বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটি জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।

(জৈবধর্ম্ম ২য় অঃ)

প্রশ্ন—১৪। কিরূপভাবে সাম্প্রদায়িক বিবাদ-ভঞ্জন ও প্রকৃত-প্রেম-ধর্ম্মের স্থাপন হইতে পারে?

উত্তর—পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজন-ভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না; তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

(সজ্জনতোষণী ৪।৩—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়')

প্রশ্ন—১৫। বৈষ্ণবধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিলে কি তাহাতে গোঁড়ামী হইবে না?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে, বিকৃতিস্থলে অসূয়া-রহিত হইয়া নিজে ভক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিবে, অন্য কোন পন্থাকে হিংসা

করিবে না ; যাঁহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।　　(জৈববর্ম্ম ৮ম অঃ)

প্রশ্ন—১৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মা—প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব—বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানস-পুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব। এখন দেখিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না ? মূল কথা এই যে, সকলেই নিগু'ণ-প্রকৃতি হয় না। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নিগু'ণ, সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ—এই সকল গ্রন্থই আর্য্যদিগের ইতিহাস। প্রথম-সৃষ্টিকালের বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিলেন। আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে, তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে পাই। যে-সকল ব্যক্তিরা বিশেষ যশস্বী তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ধ্রুব, মনু-পুত্র এবং প্রহ্লাদ—কশ্যপ প্রজাপতির পৌত্র। ইঁহারা অত্যন্ত আদিকালের লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভ কালেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি ও ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপায় বোধ হয়, ভারতের অর্দ্ধসংখ্যক মনুষ্য মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এই সমস্ত দেখিয়াও আপনার বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য নয়ন-গোচর হয় না!　　(জৈববর্ম্ম ১০ম অঃ)

প্রশ্ন—১৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবে চৈতন্য-মহাপ্রভু কি নূতন শিক্ষা দিলেন,—যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে ?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম—পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা। পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত। ক্রমশঃ

পূর্ণবিকচিত-ভাবপ্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকীসম্মত ভগবজ্জ্ঞান. মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীবের হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ-ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের পরম নিগূঢ়-ভাব যে নাম-প্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন যে পরম আদরের ধন, তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীব-চরিতগত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্ব্বে প্রেমরস-ভাণ্ডার কি এইরূপে কখনও বিতরিত হইয়াছিল?

(জৈবধর্ম্ম ১০ম অঃ)

প্রশ্ন—১৮। ভাল, যদি আপনাদের কীর্ত্তনাদি এত উপাদেয় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত-মণ্ডলীতে ইহার আদর নাই কেন?

উত্তর—কলিকালে 'পণ্ডিত'-শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাহা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ে নিরর্থক ফাঁকি স্মৃতিশাস্ত্রের লোকরঞ্জক অর্থ করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্ম-তাৎপর্য্য ও শাস্ত্রের যাথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষ-ভাবে সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি-সিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্তুতঃ যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনায় ও জগৎ-বঞ্চনায় পটু, তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত! এই সকল পণ্ডিত-মণ্ডলীতে ঘট-পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তুজ্ঞান ও সম্বন্ধ-জ্ঞানতত্ত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন বিচার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্ব-বিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্ত্তনাদি যে কি বস্তু, তাহা জানা যায়।

(জৈবধর্ম্ম ১০ম অঃ)

প্রশ্ন—১৯। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে কি কোন বৈজ্ঞানিক উন্নতি লাভ হইবে?

উত্তর—বিষয়-জ্ঞানকে তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান স্থাপনের নাম 'বিজ্ঞান'

'বস্তু' এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্ বলিয়া 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান', দুইটী পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয়-জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বল, বৈষ্ণবগণ বিষয়-জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, রসায়ন—সমস্ত আলোচনা-পূর্ব্বক দেখেন, এ সমস্তই জড়জ্ঞান, ইহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ নাই; অতএব উহা জীবের নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা জড়প্রবৃত্তি-অনুসারে জড়-জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কর্ম্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া জানেন—তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন না; কেননা, তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎ পরিমাণে পরোক্ষ-ভাবে উপকার করেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে আপনারা 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বলেন; তাহাতেই বা আপত্তি কি? নাম লইয়া বিবাদ করা মূঢ়েরই কর্ম্ম।

(জৈবধর্ম্ম ৯ম অঃ)

প্রশ্ন—২০। যদি জড়জ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের উন্নতি না হইত, তবে বৈষ্ণবেরা কিরূপে ভগবানের ভজন করিতেন?

উত্তর—প্রবৃত্তি-অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লোক পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ করিয়া দেন। (জৈবধর্ম্ম ৯ম অঃ)

প্রশ্ন—২১। বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিলে কি লোকে অসভ্য বলিবে না?

উত্তর—মনুষ্যজীবন অল্পদিন, তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক, এই স্বল্প-জীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরিভজনই কর্ত্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমরা জানি, 'শঠতা'র অন্য নাম 'সভ্যতা'। মনুষ্য-জীবন যতদিন সত্যপথে থাকে, ততদিন সরল থাকে; যখন অধিকতর অসত্য-ব্যবহার স্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্যরত হইয়া বাহিরে মিষ্টবাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই; সত্য ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরে দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম 'সভ্যতা'। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ শঠতাকেই 'সভ্যতা' বলিতেছ। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ, তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে; সভ্যতা যখন পাপপূর্ণ, তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভ্যতার কথা বলিলে, তাহার সহিত জীবের নিত্যধর্ম্মের কোন

সম্বন্ধ নাই। লোকরঞ্জন-বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্র-সম্বন্ধে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং বস্ত্র পরিষ্কার থাকে, দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে। আহারাদি পবিত্র ও উপকারী হয়—ইহাতে দোষ নাই, কিন্তু তোমাদের মতে কেবল খাইতে ভাল হয়, অথচ পবিত্র হউক না হউক, তাহার বিচার নাই। মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে, তাহা কলিকালের সভ্যতা। (জৈবধর্ম্ম ৯ম অঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"ন্যাসী-মোল্লা সংবাদ"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

মোল্লাজী— শ্রীমূর্ত্তি-পূজায় শুদ্ধভাব নাহি হয়।
ভৌতিক ধর্ম্মের সঙ্কোচ হয় যে উদয়॥
কহিলে অনেক তত্ত্ব শাস্ত্র-পরমাণে।
তবু মনে সন্দেহ জাগে ক্ষণে ক্ষণে॥

ন্যাসীজী— বিচারিয়া দেখ মোল্লা শ্রীমূর্ত্তি-পূজায়।
ক্রমে ক্রমে জীবগণে উচ্চভাব পায়॥
সৎসঙ্গে শ্রীবিগ্রহ পূজিতে পূজিতে।
শ্রীমূর্ত্তির চিন্ময়ত্ব পারে যে বুঝিতে॥
ভক্ত-সঙ্গে ঈশ্বরেতে জীবচিত্ত ধায়।
ভক্তকৃপা বিনা কেহ ঈশ্বর না পায়॥
ভক্তসঙ্গে হৃদে ভক্তি হইলে প্রকাশ।
জীবের ভৌতিক ভাব হয় ক্রমে নাশ॥
মৃন্ময়ী মূরতি হেন ভজিতে ভজিতে।
শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তি পায় নেহারিতে॥
পূর্ব্বস্বভাব হৃদি মধ্যে জাগে অহরহ।
কাঁদিতে কাঁদিতে ভজে চিন্ময়-বিগ্রহ॥

কহে,—'প্রভু তোমা' ভুলি' এ মোর দুর্দ্দশা।
মায়াবদ্ধ হয়ে দুঃখ ভুঞ্জিছি সর্ব্বদা॥
কৃপা করি' মায়া হ'তে করহ উদ্ধার।
দেহ এ দাসেরে তব সেবা-অধিকার॥

এমত জীবের যবে ব্যাকুলিত মন।
দয়াল ঈশ্বর তবে দেন দরশন॥
জীবের হৃদয়-নিষ্ঠা গাঢ় হয় যবে।
ঈশ্বর কহেন কথা সাক্ষাৎ-স্বরূপে॥

বিগ্রহ-পূজায় তাই আছে মহাফল।
আত্মবৃত্তি ইথে ক্রমে হয় যে প্রবল॥
আর্য্যেতর ধর্ম্ম যাহা চালু বসুধায়।
শ্রীমূর্ত্তি না মানি' ভক্তিসুখ নাহি পায়॥

মোল্লাজী— তোমার ভাষণ শুনি' বুঝিনু এক্ষণে।
ভগবন্মূর্ত্তি করি' পূজে হিন্দুগণে॥
চিন্ময় ভাব যদি হৃদয়েতে রয়।
সাকার পূজিলে তাহে দোষ নাহি হয়॥

মার্য্যা, সর্প আদি আর লম্পট-পুরুষে।
পূজে কেন হিন্দুগণ কহ সবিশেষে॥
পূজিতে তা' পয়গম্বর করিয়াছে মানা।
'ব্যুৎ-পরস্ত' বলি' তাই করি মোরা ঘৃণা॥

ন্যাসীজী— পাপ করে নর, তবু মানে যে ঈশ্বরে।
ঈশ্বর কৃতজ্ঞতা বুঝয়ে অন্তরে।
ঈশ্বর কৃতজ্ঞতায় হ'য়ে উত্তেজিত।
সকল বস্তুরে নমস্করে স্বভাবতঃ॥

হৃদয়ের কথা কহি' যত বস্তু পাশে।
আত্মনিবেদন করে পরম-হরষে॥

নদী-গিরি আর সব জন্তু প্রাণীগণে।
হেনমতে পূজে যত মূঢ় জীবগণে ।।
চিন্ময় বিগ্রহ-পূজা নহে তো এমত।
তবু এ পূজায় জীবের হয় বড় হিত ।।
যুক্তিতে দেখিলে ইথে দোষ নাহি ভায়।
তবু নিন্দা কর কেন এ সব পূজায় ।।
শুদ্ধভাব-বর্জ্জিত 'নমাজা'দি ধ্যান।
হেন ভূত-পূজক তো তাহারি সমান ।।
ভুল বুঝিয়াছ মোল্লা, ভেবে দেখ মনে।
উদারতা নাহি তব হৃদি মাঝখানে ।।

মোল্লাজী— এই কি তোমার যুক্তি ওহে ন্যাসীবর ?
যত কিছু বস্তু আছে সকলি ঈশ্বর ??
যে-কোন-বস্তুর পূজা ঈশ্বরের পূজা ?
পাপ বস্তু হ'লেও তার করা যায় পূজা ??

ন্যাসীজী— কহি না ঈশ্বর মোরা সকল বস্তুরে।
নিত্য-ভেদাভেদ রহে জীব ও ঈশ্বরে ।।
সকল বস্তু হয় ঈশ্বর-সৃষ্ট।
রহে সব বস্তু মাঝে ঈশ্বর প্রবিষ্ট ।।
যত কিছু বস্তু আছে সব নহে ঈশ্বর।
ঈশ্বর আছেন তাতে জান নিরন্তর ।।
বিশ্বের 'আধারে' প্রভু 'আধেয়' সর্ব্বদা।
তথাপি 'আধেয়' কভু 'আধার' নহে কদা ।।
উভয়ে সম্বন্ধ ভেদ নাহি বর্ত্তমানে।
কায়া-ছায়া-রূপে থাকে দোহে সর্ব্বক্ষণে ।।
উদার-হৃদয়ে মোল্লা দেখ বিচারিয়া।
সত্য কিনা এই তত্ত্ব কহিলাম যাহা ।।

মোল্লাজী— বড়ই মধুর তত্ত্ব কহিলে ন্যাসীজী।
শ্রবণে তা' মনে-প্রাণে হৈনু বড় খুশী॥
তত্ত্ব নাহি বোঝা যায় উদারতা বিনা।
আর কভু হিন্দুধর্ম্মে করিব না ঘৃণা॥
এত কহি মোল্লাবর তাঁর দলবল।
সেলাম করিয়া ধীরে প্রস্থান করিল॥
হরিধ্বনি উঠে তবে শ্রীমঠ-অঙ্গনে।
কৃষ্ণকথা-রসে মজে যত ভক্তগণে॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীগৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রার উদ্দেশ্য

গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী শ্রীনিমাই-পণ্ডিতকে নবদ্বীপের খ্যাতনামা বিষয়ী ও ধর্ম্ম-কর্ম্মাচরণকারিগণ সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থ-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপনোদ্দেশ্যে বিত্তশাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীন-দুঃখীকে দয়া করিতেন। শ্রীমায়াপুরস্থিত প্রভুর গৃহে অতিথি-অভ্যাগতগণ সর্ব্বদা সৎকৃত হইতেন। অখিল-লোকশিক্ষক নিমাই স্বয়ং দরিদ্র গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের বিশেষ সেবা-যত্ন করিতেন। সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। লক্ষ্মীদেবী বৈষ্ণব-সেবার্থে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণবগণের নিকট বসিয়া বিবিধ আলাপ-আলোচনা ও ভিক্ষাদ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। "অতিথি-সেবাই গৃহস্থের মূল-ধর্ম্ম; গৃহস্থ হইয়া যাহারা অতিথির সেবা না করে, তাহারা পশু-পক্ষী হইলেও অধম; অদৃষ্টদোষে বিত্তহীন হইলেও সদ্‌গৃহস্থের অন্ততঃ তৃণ, জল, ভূমি ও মিষ্টবাক্যদ্বারা নিষ্কপটভাবে অতিথি সৎকার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বিষয় প্রভু সর্ব্বদা উপদেশ করিতেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর উষঃকাল হইতে বিষ্ণু-গৃহের যাবতীয় কার্য্য, ভগবৎপূজার ব্যবস্থা ও তুলসীসেবা দেখিয়া গৌর-সুন্দর পরিতুষ্ট হইতেন। স্বীয় প্রভুর জননী শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর সেবায় লক্ষ্মীদেবীর অধিক মনোযোগ ছিল।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমনপূর্ব্বক পদ্মাবতী-নদীর তীরে অবস্থান করেন। প্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তত্রস্থ অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন-পূর্ব্বক অল্পকালমতে বিদ্যার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে প্রভুর শুভ-বিজয়হেতু আজও তত্রস্থ অধিবাসীবৃন্দ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তপনমিশ্রনামে এক সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-নির্ণয়ে শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বপাত্রের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ একমাত্র যুগধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করেন। কুটীনাটী পরিহার-পূর্ব্বক একান্তমনে ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় বলিয়া জানান। প্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রচুর অর্থাদি ও বিদ্যার্থি-সঙ্গে নবদ্বীপে আগমন করিবার পর লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান-বার্ত্তা শ্রবণে দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক মাতাকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ করেন।

নিমাই-পণ্ডিত মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহস্থিত চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনা করিতেন। সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষক প্রভু কোন ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে তাহাকে এরূপ লজ্জা দিতেন যে, দ্বিতীয়বার তিনি তিলকধারণ না করিয়া আসিতেন না। গৌরসুন্দর বলিতেন,—

"তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ'—বেদে বলে॥
বুঝিলাঙ,—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল, সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি' তবে সে আসিহ পড়িবার॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১২-১৬)

শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপনাকালে নবদ্বীপে চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড-স্মার্ত্তবাদাদি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভক্তিযোগের নামশ্রবণও দুষ্কর হইয়া পড়িল; পাষণ্ডী নাস্তিকগণ বৈষ্ণবগণের অযথা নিন্দা করিতে লাগিল। প্রভু আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতবাদ-নিরাসকল্পে কর্ম্মমার্গীয় লৌকিক বিচার পালনার্থ গয়াতীর্থে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিমুখ-মোহনকল্পে জ্বরলীলা প্রকাশ ও সেবক-বাৎসল্য প্রদর্শন-

পূর্ব্বক পারমার্থিক বিপ্র-পাদোদক পানে জ্বরের অবসান করাইলেন। পুনঃ পুনঃ তীর্থ হইয়া গয়াধামে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তথা হইতে চক্রবেড়-তীর্থে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করেন। পাদপদ্ম-মহিমা শ্রবণে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারে তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেমভক্তি প্রকাশের প্রারম্ভিক লীলা প্রদর্শন করেন।

দৈবক্রমে সেইসময়ে তথায় শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ উপস্থিত হন। তাঁহার ন্যায় মহাভাগবত-দর্শনেই যে গয়াযাত্রার সফলতা এবং গয়াতীর্থে পিতৃ-দেবার্চ্চন বা পিণ্ডাদিদান হইতেও বৈষ্ণবদর্শনের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে শরণাপত্তিই যে প্রভুর গয়াযাত্রার উদ্দেশ্য, তাহা শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট জানাইলেন :—

প্রভু বলে,—"গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥

সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥

'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৫)

মন্দমতি অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে বিচলিত না করিয়া, সাধু-গুরু-সমীপে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র-দীক্ষালাভের পূর্ব্বপর্য্যন্তই কর্ম্মাধিকার—ইহা জানাইবার জন্য লৌকিক রীতি-অনুসারে প্রভু গয়া তীর্থশ্রাদ্ধাদির অভিনয় প্রদর্শন করেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া উহাদ্বারা পুরীপাদের ভিক্ষা প্রদানও—গুরুসেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ, ইহা প্রচার করিলেন। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট গৌরসুন্দরের মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা ও তাঁহার নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্রগ্রহণ ও সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ ইত্যাদি লীলাপ্রকাশ করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; গুরু-

পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দিব্যজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিরই প্রেমভক্তি লাভ হয়, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণান্তর কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল হইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন লীলা প্রকাশ করেন। 'আমি আর সংসারে প্রবেশ করিব না, চিত্তচৌর কৃষ্ণের অনুসন্ধানে মথুরায় যাইব' বলিয়া প্রভু তীর্থসঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া কাহাকেও না বলিয়া রাত্রি-শেষে 'কৃষ্ণ রে', 'বাপ রে', 'কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে করিতে প্রেমাবেশে মথুরার দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই আকাশ বাণীতে শুনিতে পাইলেন, 'তখনও তাঁহার মথুরায় শুভবিজয়ের কাল হয় নাই, এখন নবদ্বীপে কিছুকাল প্রেমভক্তি বিতরণ আবশ্যক।' আকাশবাণী-শ্রবণে গৌরসুন্দর নবদ্বীপে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীল পুরীপাদের আজ্ঞানুসারে নিরন্তর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যভিচার সাধন করিয়া কখনই পরমার্থের অনুশীলন হইতে পারে না। প্রাকৃত-কর্ম্মজড়গণ বর্ণাশ্রমের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দর তাৎকালিক প্রচলিত সামাজিক, লৌকিক বিচার লঙ্ঘন না করিয়া পিতৃপিণ্ডদানের ছলে কর্ম্মকাণ্ডকে একেবারে অনাদর করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে পরমার্থ বলা চলিবে না। পাছে কেহ কর্ম্মকাণ্ডকে পরমার্থ বলিয়া ভুল করে এইজন্যই প্রথমে প্রভুর গয়ায় পিণ্ডপ্রদানাদি লীলা এবং পরে পারমার্থিকী বৈষ্ণবীদীক্ষা গ্রহণ-লীলা। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেই জীবের শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিলাভ ঘটে এবং সেবোন্মুখচিত্তে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ই চরম কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান হয়। "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ"—এইরূপ উন্নতাধিকারীর পক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। সঙ্কীর্ণ অধিকার বা নিয়মাগ্রহেই জীবের পরমার্থ আবদ্ধ নয় জানিতে হইবে।

জড়কর্ম্ম ও কেবল-জ্ঞানের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবচ্চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-মার্গের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধ-জীবগণ উক্ত মার্গাবলম্বন করিলেও তাহাদের ভগবদ্ভক্তি-লাভেচ্ছায় প্রায়ই

আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। শরণাগতি ব্যতীত ভগবৎসেবায় অধিকারলাভ হয় না। ভগবদ্ভক্ত অনুক্ষণ ভগবৎকৈঙ্কর্য্যলাভে উন্মুখ বলিয়া জাগতিক কোন বস্তুরই দাসত্ব করেন না। তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় মোহিনী ভগবন্মায়াকেই আত্মীয় বা সেব্য জ্ঞান না করিয়া নিত্যসেব্য মায়াধীশ ভগবানেই অহৈতুকী ভক্তি বিধান করেন। এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্তের সেবা-গ্রহণের নিমিত্তই ভগবান্ নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই ভগবৎ-পাদপদ্মসেবা পরিত্যাগ করেন না, আবার ভগবানও তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তগণ নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীর আক্রমণ হইতে ভগবত্তত্ত্বকে রক্ষা করেন, আর ভগবানও ভক্তের দ্বারা স্বীয় মহিমা জগতে প্রচারপূর্ব্বক অভক্তগণকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-বর্দ্ধনের জন্যই প্রভুর বিপ্র-পাদোদকাদি গ্রহণ-লীলা।

শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণকে মোহিত করিবার নিমিত্তই তীর্থ-স্নানদ্বারা শুচি ও পিতৃঋণাদি পরিশোধের জন্য তর্পণাদির অনুষ্ঠান করেন। ভগবান অচ্যুতের ভজনেই সর্ব্বঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়—ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গৃহস্থব্রুবগণ পিতৃপুরুষগণকে প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ভাবিয়া পিণ্ডদানাদিদ্বারা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে চরম অশ্রদ্ধাই আবাহন করে। "তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।" সাধুরূপী শ্রীগুরুর পদাশ্রয়ই ভক্তি-সাধনের প্রবেশ দ্বার। তজ্জন্য আত্মকল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্তি-লাভেচ্ছায় সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত কাহারও অনর্থরাশি বিদূরিত হয় না। অশ্রৌতপন্থিগণ ভ্রম-প্রমাদাদি সম্বল করিয়া স্বীয় যোগ্যতার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করে, তাহা গুরুদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সাধকের সেবাবিধি শিক্ষা দিবার জন্যই ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন। গুরুপাদপদ্মের নিকট শিষ্যের যাহা চরম প্রার্থনা হওয়া উচিত, প্রভু "ন ধনং ন জনং" শিক্ষামুদ্বারে কৃষ্ণ-পাদপদ্মসুধারস-পানের ইচ্ছাই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরিশেষে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রেম-লাভে সাধকের যে অষ্টস্বাত্ত্বিক বিকারাদির উদয় ও তদ্দ্বারা বিহ্বলতা ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, প্রভু সেই দিব্য-বিরহোন্মাদ-দশা প্রদর্শন করিয়া গয়া-যাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য্য জগৎকে শিক্ষা দিলেন।

—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(মার্কণ্ডেয়-পুরাণাবলম্বনে)

(২)

ভৃগু-বংশীয় সুমতি-নামক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে পিতঃ! আমি পূর্ব্বে বৈশ্যকুলে জন্মিয়া একদা গো-গণকে জল খাইতে দিই নাই। সেই কর্ম্ম-বিপাকবশতঃ আমার অতীব দারুণ নরক লাভ হয়। ঐ নরক অনল-শিখায় অতি ভয়াবহ ও লৌহমুখ পক্ষীগণে পরিপূর্ণ। অনবরত যন্ত্র-পীড়নহেতু পাপীগণের গাত্র হইতে রক্ত বিগলিত হইতেছে, ছিন্নদেহ কুকর্ম্মীগণের পতনে তথায় মুহুর্মুহু বিকট শব্দ উত্থিত হইয়াছে। ঐ নরকে নিপতিত হইয়া আমি মহাতাপ ও তৃষ্ণা অনুভব করত কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর অতিবাহিত করিলাম। পরে একদা হঠাৎ তথায় সুখশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইলে আমি স্বর্গস্থিতের ন্যায় পরমশান্তি অনুভব করিলাম। আনন্দে বিস্ফারিত-নেত্রে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ-প্রবরকে দর্শন করিলাম,—অতীব ভয়ঙ্কর এক যম-পুরুষ বজ্রদণ্ডহস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। তিনি যমদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, যাহার প্রভাবে এইরূপ যাতনায় নরক প্রাপ্ত হইলাম?" যমপুরুষ ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি হইলেও তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি অল্পমাত্র পাপ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া দিতেছি। আপনি গার্হস্থ-ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কামে হতচিত্ত হওয়ায় পিতৃঋণাদিতে পাতকগ্রস্থ হইয়া নরক গমন করিয়াছিলেন। আসুন. এখন পুণ্যফল ভোগ করিবেন।

রাজা কহিলেন,—হে দেবানুচর! তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেই-খানেই আমি যাইব। কিন্তু আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলুন। এই বজ্রতুণ্ড কাকসকল পাপীদের চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে, অমনি তাহা আবার সমুদ্ভূত হইতেছে। ইহারা কিরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছে, বলুন। কিজন্যই বা ইহাদিগকে করপত্রে বিদীর্ণ ও তপ্তবালুকা মধ্যে ও তৈলে নিমগ্ন ও পাক করিয়া অতীব ভীষণ ক্লেশ দিতেছে? এই লৌহমুখ পক্ষীসকল ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাতে দেহবন্ধন শিথিল হইয়াছে, অতিশয় যাতনায় চীৎকার করিতেছে, লৌহচঞ্চুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হওয়ায় ইহাদের দুঃখের সীমা নাই। ইহারাই বা কি অনিষ্টাচারণ করিয়াছে? ইহাদের কর্ম্মবিপাক যথাযথ বর্ণনা করুন।

যমপুরুষ কহিলেন,—মহারাজ! আপনি আমাকে যে পাপের ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। পুরুষমাত্রেরই পর্য্যায়ক্রমে পাপ-পুণ্য ভোগ হইয়া থাকে। এইপ্রকার ভোগদ্বারাই পাপ বা পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগ ব্যতিরেকে কোন পাপ বা পুণ্য-কর্ম্মের শুদ্ধিসাধন হয় না। ভোগেই কর্ম্মের ক্ষয় ও তাহার পরিহার হয়। পাপীগণ ক্লেশের পর ক্লেশ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুর পর মৃত্যু ও ভয়ের পর ভয় লাভ করে। এইরূপে কর্ম্মবন্ধনবশতঃ দেহধারী জীবের নানাবিধ গতি লাভ হয়। আবার পুণ্যকর্ম্মিগণ স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখই প্রাপ্ত হয়। ধনদান করিলে এবং শান্তস্বভাব ও শ্রদ্ধাবান্ হইলেও জীবের সদ্গতি লাভ হয়। পুণ্যানুষ্ঠান করিলে তৎপ্রভাবে সুগন্ধি মাল্য, সুন্দর বস্ত্র, মনোরম যান ও সুখকর ভোজনানন্তর সর্ব্বদা স্তূয়মান হইয়া পুণ্যারণ্যে গমন করিতে পারা যায়। পাপীগণ পাপে হতাচিত্ত হইয়া হিংস্রজন্তু-সমাকুল ও সর্প-চৌরভয়বিশিষ্ট দুর্গম স্থানসকল প্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন তাহাদের আর কি লাভ হইতে পারে?

মনুষ্য লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে পাপ-পুণ্য সঞ্চয় করে তাহাই তাহার দুঃখ-সুখের অঙ্কুররূপে পরিগণিত হয়। বীজ যেমন জলের অপেক্ষা করে, পাপ-পুণ্যও তেমনি দেশ, কাল ও পাত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে। লোকে দেশ-কালসঙ্গত স্বল্প পাপ করিলে নরকে প্রতি পদবিক্ষেপে স্বল্প-পরিমাণ কণ্টকবিদ্ধের ন্যায় যাতনা ভোগ করে। আবার পাপ প্রভূত-পরিমাণে হইলে শূল ও কীলক বিদ্ধবৎ অতি দারুণ দুঃখ ও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। এইরূপে মহাপাতক—অখাদ্য, শীত, গ্রীষ্ম, তাপ, শ্রমাদিজনক দুঃখ এবং দীর্ঘরোগাদি-বিক্রিয়া সমুৎপন্ন এবং শাস্ত্র, অগ্নি ও বন্ধন প্রভৃতি ফল আনয়ন করে। যেরূপ অল্পমাত্র পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সুগন্ধ, শ্রুতিমধুর শব্দ সুমিষ্ট রস, কমনীয় রস লাভ করাযায়, সেইরূপ অধিকতর পুণ্যকর্ম্মে সকলের উপর আধিপত্য করিতে পারা যায়। এইরূপে লোকের সুখ-দুঃখ একমাত্র পুণ্য-পাপ হইতেই সমুদ্ভূত হয়। জীব বহুবার এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফলস্বরূপ, জাতি-দেশানুসারে তত্তৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; সুখ-দুঃখসকল সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা কখনই নষ্ট হয় না। যে কোন ব্যক্তি বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা কোনরূপ পাপ বা পুণ্য করিয়া যে দুঃখ-সুখ পায়, তাহাতে মনের বিকার

অবশ্যই উৎপন্ন হয়। ভক্ষণ করিলে অন্ন যেমন নিঃশেষ হয়, সেইরূপ ভোগ করিলে তত্তৎ সুখ-দুঃখের ক্ষয় হইয়া থাকে। এইসকল মহাপাপী নরক-মধ্যে অহর্নিশ বদ্ধ হইয়া, একের পর এক যন্ত্রণা পাইয়া, নিজেদের ঘোর মহাপাপের ক্ষয় করিতেছে। এইরূপে পুণ্যাত্মসকল স্বর্গে থাকিয়া দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্ব পুণ্য ভোগ করেন। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব অথবা তির্য্যগ্‌যোনিত্ব—এইসকলে যে সুখ-দুঃখজাত শুভাশুভ উপলব্ধি হয়, একমাত্র পুণ্য-পাপই তাহার উদ্ভবক্ষেত্র। পাপিগণ কোন্ কোন্ পাপে এইসকল যাতনা ভোগ করিতেছে, এখন তাহা সম্যক্‌রূপে বলিতেছি :—

পাপের প্রকারভেদে ও তদনুসারে নরক-ভোগ

(১) যে নরাধমেরা-ভোগবুদ্ধিতে পরস্ত্রী-দর্শন ও পরধনে লোভ করিয়াছে, বজ্রতুণ্ড বিহগগণ, ঐ দেখ, তাহাদের চক্ষুসমূহ উৎপাটিত করিতেছে। ইহাদের চক্ষুর নিমেষমাত্র পাপ থাকিলেও তত সহস্র বর্ষ যাবৎ নেত্রপীড়া ভোগ করিবে। (২) যাহারা অসৎশাস্ত্রের উপদেশ বা অসৎ মন্ত্রণা দান বা শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা বা অসৎবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে অথবা যাহারা দেব-দ্বিজ-গুরু ও বেদের নিন্দা করিয়াছে, ঐ দেখ, তাহাদের পুনঃ পুনঃ জায়মান জিহ্বা কর্ত্তন করিতেছে। (৩) ঐ দেখুন, যে সকল নরাধম সুহৃদ্‌ভেদ, স্বজনভেদ অথবা অন্যবিধ ভেদ সাধন করিয়াছে, তাহাদিগকে করপত্রদ্বারা বিদীর্ণ করা হইতেছে। (৪) যাহারা লোকের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া অপরের ক্লেশ উৎপাদন করে, যাহারা তালবৃন্ত, চন্দন ও উষীর হরণ করে, যাহারা সাধুগণকে প্রাণান্তিক দুঃখ প্রদান করে, তাহাদিগকে ঐ তপ্তবালুকা-গর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। (৪) অসৎবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সাধুগণের মর্ম্মচ্ছেদ করিলে এই সকল বিহঙ্গম তাহাদিগকে যাতনা প্রদান করে। (৬) যে ব্যক্তি মুখে এক, মনে আর এক করিয়া শঠতা প্রদর্শন করে, তাহার জিহ্বা ঐরূপে শাণিত শস্ত্রসমূহদ্বারা দ্বিধা ছেদন করা হয়। (৭) যাহারা উচ্ছিষ্ট-অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা দর্শন করিয়াছিল, যমদূতেরা ঐ তাহাদের চক্ষুকে অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক প্রজ্বলিত করিতেছে। (৮) যাহারা গো, অগ্নি, জননী, ব্রাহ্মণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা, মাতা, ভগিনী, গুরু ও বৃদ্ধদিগকে পদ-দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাদিগের পদদ্বয় অগ্নিতে প্রতাপিত লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারমধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের জানু পর্য্যন্ত

দগ্ধ হইয়াছে। (৯) যাহারা অসংস্কৃত পায়স ও দেবভোগ্য অনিবেদিত ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ ভূমিতে নিপাতিত করিয়া নয়নদ্বয় আকর্ষণ করায় উদ্বৃত্তলোচনে পড়িয়া রহিয়াছে। (১০) যাহারা পাপাত্মদের প্ররোচনায় গুরু-দেব-দ্বিজাতি ও বেদের নিন্দা করিয়াছিল, ঐ দেখ, এই যমপুরুষগণ তাহাদের কর্ণে লৌহময় অগ্নিবর্ণ কীলকসকল প্রোথিত করায় তাহারা বিলাপ করিতেছে। (১১) যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জলপানস্থান, দেবস্থান, দেবালয় ও ধর্ম্মসভাদি ভগ্ন ও ধ্বংস করিয়াছে, ঐ দেখ, অতিনিদারুণ যমপুরুষেরা শাণিত অস্ত্রে তাহাদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। (১২) যাহারা গো-ব্রাহ্মণ-সূর্য্যমার্গে মলমূত্র বিসর্জ্জন করে, বায়সগণ ঐরূপে তাহাদের গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্রসকল বাহির করিতেছে। (১৩) দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে ন্যস্ত করিলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ক্ষারনদীতে ভাসাইয়া দেয়। (১৪) যাহারা আত্মম্ভরী হইয়া পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গকে বিপৎসময়ে বর্জ্জন করে, যমদূতেরা তাহাদের মাংস কাটিয়া তাহাদিগকেই খাইতে দিলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহাই ভক্ষণ করে। (১৫) লোভের বশীভূত হইয়া শরণাগতকে পরিত্যাগ করিলে তাহাকে ঐরূপ যন্ত্রপীড়ায় নিপীড়িত করিয়া থাকে। (১৬) গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিলে যমদূতেরা তাহার সর্ব্বাঙ্গ পাশে বদ্ধ করে এবং তদবস্থায় ক্রিমি, বৃশ্চিকসকল তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। পরস্ত্রী হরণ করিলে ক্ষুধায় কৃশ, তৃষ্ণায় শুষ্কতালু-শুষ্কজিহ্ব হইয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়। ঐ দেখ, তাহাদিগকে লৌহময় কণ্টকপরিপূর্ণ শাল্মলী-তরুতে আরোপিত করায় ক্ষতবিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত স্রাবিত হইতেছে। যমদূতেরা ঐসকল পরদারমর্ষীকে মুষায় সন্নিবিষ্ট করিয়া বিনাশ করিতেছে। (১৭) মোহাচ্ছন্ন হইয়া উপাধ্যায়ের অবমাননাপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে এইরূপে শিরোদেশে শিলাবহন করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দিবানিশি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। (১৯) জলমধ্যে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মা ত্যাগ করিয়া ঐসকল পাপাত্মা দুর্গন্ধপূর্ণ নরকে পতিত হইয়াছে। (১৯) যাহারা অগ্নিহোত্রী হইয়াও বেদের ও বহ্নির অবমাননা করিয়াছে, ঐ দেখুন, তাহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ হইতে বারম্বার অধঃপাতিত করিতেছে। (২০) পুনর্ভূ পতি হইয়া ইহারা জরাজীর্ণ-অবস্থায় জীবনযাপন করায়, কৃমি-কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐসকল পিপীলিকা-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে। (২১) পতিতের প্রতিগ্রহ গ্রহণ এবং

তাহার যাজন ও সেবা করিলে পাষাণমধ্যস্থ কীট হইয়া সর্ব্বদা ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। (২২) ভৃত্য, মিত্র ও অতিথিকে বঞ্চিত করিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিলে, ঐরূপ প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি ভোজন করিতে হয়। (২৩) ঐ ব্যক্তি বৃথা মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, তজ্জন্য ভয়ঙ্কর বৃকসকল ইহার পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিতেছে। (২৪) উপকারীর উপকার স্বীকার না করায় ঐ দেখুন, ঐ নরাধম অন্ধ, বধির, মূক ও ক্ষুধাতুর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। (২৫) এই ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ম্মতি ও কৃতঘ্ন এবং মিত্রবর্গের অপকার করিয়াছে, সেই পাপে তপ্তকুম্ভে নিপাতিত হইয়াছে; ইহার পর আবার পিষ্ঠ হইয়া তপ্তবালুকায় দগ্ধ হইবে; তথা হইতে যথাক্রমে যন্ত্রাব-পীড়ন, অসিপত্রবন, করপত্রবিপাটন, কালসূত্রে ছেদন ইত্যাদি অনেকবিধ যাতনা ভোগ করিবে। (২৬) ঐ দেখুন, ইহারা স্বর্ণচুরি, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নীগমন করায় ঊর্দ্ধ-অধঃ সকলদিকেই প্রজ্বলিত অনলে দহ্যমান হইতেছে; এইরূপে বহু বহু নরকে থাকিয়া পুনরায় কুষ্ঠ-ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে; পুনরায় মরিয়া নরকে যাইবে এবং জন্মিয়া কল্পান্ত কাল আধি-ব্যাধি ভোগ করিবে। (২৭) গোহত্যা করিলে তিন-জন্ম নরক লাভ হয়; সমস্ত উপপাতকে এইপ্রকার নরকভোগ হইয়া থাকে। নরক হইতে মুক্ত হইয়া, যে যে পাপ করিলে যে যে যোনি লাভ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর :—

নরকভোগান্তে জীবের বিভিন্ন যোনিতে জন্মলাভ

(২৮) যমকিঙ্কর কহিল, পতিতের প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিলে, দ্বিজাতির গর্দ্দভযোনি লাভ হয়। পতিতের যাজন করিলে, নরকমুক্তির পর কৃমি হইয়া থাকে। (২৯) উপাধ্যায়ের প্রতি কপট ব্যবহার করিলে, দ্বিজাতি কুক্কুর হইয়া থাকে। উপাধ্যায়ের পত্নীকে মনে মনে কামনা করিলে, অথবা তাঁহার দ্রব্যে মনে মনেও বাঞ্ছা করিলে এবং পিতামাতার অবমাননা করিলে, গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। (৩০) মাতাপিতার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে, শারিকাযোনি লাভ হয়। (৩১) ভ্রাতার পত্নীকে অবমাননা করিলে, কপোত হইয়া থাকে। তাঁহাকে পীড়ন করিলে, কচ্ছপ হইতে হয়। (৩২) প্রভুর পিণ্ডে পুষ্ট হইয়া, যে ব্যক্তি তাহার অভীষ্টসাধনে বিমুখ হয়, সে মরণান্তে মোহাচ্ছন্ন ও বানর হইয়া থাকে। (৩৩) গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিলে, নরকবিমুক্তির পর কৃমিজন্ম লাভ হয়। অসূয়াপর

হইলে, নরক ভোগের পর রাক্ষস হইয়া থাকে। (৩৪) বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, মীনযোনি লাভ হয়। ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, চণক, কলায়, কলম, মুদ্গ গোধূম, অতসী ও অন্যান্য শস্য হরণ করিলে, মোহের আবির্ভাবপ্রযুক্ত চেতনাশূন্য ও বৃহদ্বদনবিশিষ্ট মূষিক হইয়া জন্মিতে হয়। (৩৫) পরদার হরণ করিলে, ভয়ঙ্কর বৃক হইয়া থাকে। অনন্তর যথাক্রমে শ্বা, শৃগাল, বক, গৃধ্র, ব্যাঘ্র ও কঙ্ক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (৩৬) যে পাপাত্মা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভ্রাতৃভার্য্যাকে অবমানিত করে, সে নরক-চ্যুতির পর পুংস্কোকিল হইয়া থাকে। (৩৭) বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী ও রাজ-পত্নীকে কামাত্মা হইয়া ধর্ষণ করিলে, পরজন্মে শূকর হইতে হয়। (৩৮) যজ্ঞ, দান ও বিবাহের বিঘ্ন করিলে, কৃমি হইতে হয়। দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান করিলেও, কৃমি-জন্ম লাভ হয়। (৩৯) দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে, নরকভোগের পর বায়স হইতে হয়। (৪০) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান। তাঁহার অবমাননা করিলে, নরকবাসানে ক্রৌঞ্চযোনিতে পতন হয়। (৪১) শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে, কৃমি হইয়া থাকে। তাহার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করিলে, কাষ্ঠমধ্যবর্ত্তী কীট হইয়া জন্মে; পরে শূক, কৃমি, মদ্গু ও চণ্ডাল হইয়া থাকে। (৪২) অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন হইলে, সেই নরাধমকে নরকবিমুক্তির পরই কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মৎস্য, বায়স, কূর্ম্ম ও পুরুস হইয়া জন্মিতে হয়। (৪৩) শস্ত্রহীন পুরুষকে বধ করিলে, গর্দ্দভ, স্ত্রীহত্যা ও শিশুহত্যা করিলে কৃমি ও খাদ্য হরণ করিলে মক্ষিকা হইয়া থাকে।

এইরূপ খাদ্যের বিশেষ আছে, শ্রবণ করুন :—অন্ন হরণ করিলে, মার্জ্জার হইতে হয়। তিল-পিণ্যাকমিশ্রিত অন্ন হরণ করিলে, মূষিকযোনি প্রাপ্তি হয়। ঘৃতহরণে নকুল ও ছাগ-মাংসহরণে মদ্গুযোনিলাভ হইয়া থাকে। মৎস্য হরণ করিলে কাক ও মৃগমাংস হরণে শ্যেনযোনিতে পতন হয়। লবণ হরিলে জলকাক ও দধি হরিলে কৃমি হইয়া থাকে। দুগ্ধহরণে বকযোনি প্রাপ্তি হয়। তৈল হরণ করিলে তৈলপায়ী কীট, মধু হরণ করিলে দংশ, পূপ হরণ করিলে পিপীলিকা, নিষ্পাব হরণ করিলে জ্যেষ্ঠী ও আসন হরণ করিলে তিত্তির যোনিতে গমন করে। লৌহহর্ত্তা কাক হয়, কাংসহর্ত্তা হারীত হয়, রৌপ্যহর্ত্তা কপোত হয়, সুবর্ণ-ভাণ্ডহর্ত্তা কৃমি হয়, ধৌত-কৌশেয়-হর্ত্তা ক্রকর হয়, কৌশেয়হর্ত্তা কোষকার কীট হয়, আর সূক্ষ্ম

বস্ত্র, মৃগলোমজ বস্ত্র বা অজরোমজাত বস্ত্র অথবা পট্টবস্ত্র হরণ করিলে শুক হইতে হয়। কার্পাস বস্ত্র হরিলে ক্রৌঞ্চ হয়, বল্কল হরিলে বক হয়, বর্ণক ও শোভাঞ্জন হরিলে ময়ূর হয়। সুগন্ধ দ্রব্য হরিলে ছুছুন্দরী হয়, পরিচ্ছদ হরিলে শশক হয়। আর ফলহর্ত্তা ষণ্ঢ হইয়া থাকে, কাষ্ঠহর্ত্তা ষুণ হইয়া থাকে, পুষ্পহর্ত্তা দরিদ্র হইয়া থাকে, যানহর্ত্তা পঙ্গু হইয়া থাকে। শাকহরণে হারীত ও জলহরণে চাতক হইতে হয়। ভূমি হরণ করিলে রৌরবাদি যাবতীয় নরক ভোগের পর যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম, লতা, বল্লী ও ত্বক্‌সার বৃক্ষ হইতে হয়। এইরূপে পাপের অনেক পরিহার হইলে, মনুষ্যযোনিলাভ হইয়া থাকে। অনন্তর আবার ক্রমে ক্রমে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, জলবিহঙ্গ, মৃগ, গো, চণ্ডাল ও পুক্কসাদি বিবিধ যোনি লাভ হয়। তত্তৎ যোনিতেও আবার বধির বা পঙ্গু হইয়া জন্মিতে হয়। কিংবা, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, বায়ুরোগ ও অপস্মারাদি অন্যান্য বিবিধ রোগ ও শূদ্রযোনিতে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রাজন্! গো ও সুবর্ণ হরণ করিলেও, উল্লিখিত ক্রমে জন্ম হইয়া থাকে।

পরকীয় ভার্য্যাকে উপভোগার্থ অপরের হস্তে অর্পণ করিলে, নরকমুক্তির পর ষণ্ঢ হইয়া থাকে। অপ্রজ্বলিত হুতাশনে হোম করিলে, অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া, মন্দাগ্নি জন্য দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়। পরের নিন্দা ও মর্ম্ম পীড়ন করিলে, কৃতঘ্ন হইলে, পরদার ও পরস্ব হরণ করিলে, নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ হইলে, আচার পরিহার ও দেবগণের নিন্দা করিলে, বঞ্চক ও কৃপণ হইলে, নরহত্যা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে এবং তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিলে, বুঝিতে হইবে, নরকভোগের পরই তাহাদের পৃথিবীতে জন্ম হইয়াছে। আর যেখানে সর্ব্বভূতে দয়া, সৎকথন, পরলোকের শুভ উদ্দেশ্যে কার্য্যানুষ্ঠান, সত্য, ভূতগণের হিতার্থ বাক্য প্রয়োগ, বেদের প্রামাণ্যস্বীকরণ, গুরু-দেব-ঋষি ও সিদ্ধগণের পূজা, সাধুসঙ্গ, সৎকার্য্যসংসেবন, মৈত্রী এবং অন্যান্য সাধু-ধর্ম্ম ও সাধু-অনুষ্ঠান, সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, স্বর্গভোগান্তে জন্ম হইয়াছে। রাজন্! আমি সংক্ষেপে আপনার নিকট পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মগণের স্ব স্ব ফলভোগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। আপনার নরকদর্শন হইল। এক্ষণে আসুন, অন্যত্র যাই।

অনন্তর সেই মহাপুরুষ যমদূতকে অগ্রে করিয়া তথা হইতে

গমনে উদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ তত্তৎ নরকনিবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই একবারে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ ! প্রসন্ন হইয়া আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করুন। আপনার অঙ্গসঙ্গী বায়ুস্পর্শে আমাদের মন প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে পরিতাপ ও পীড়াবাধাও সর্ব্বতোভাবে অপহৃত হইয়াছে। অতএব মহীপতে! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাজা তাহাদের এই কথা শুনিয়া যমদূতকে কহিলেন, আমি থাকাতে কিজন্য ইহাদের আহ্লাদ উপস্থিত হইতেছে ? আমি মর্ত্ত্যলোকে এমন কি মহৎ পুণ্য করিয়াছিলাম যাহার প্রভাবে আমাকে দেখিয়া ইহাদের এইপ্রকার আহ্লাদ অনুভূত হইতেছে ? যমদূত কহিল, আপনি অগ্রে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও পোষ্যগণকে প্রদান করিয়া, তাহার অবশিষ্ট অন্নে স্বকীয় শরীর পোষণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই তদ্‌গতচিত্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য আপনার গাত্রসংসর্গী পবন আহ্লাদ-জনক হইয়াছে এবং পাপাত্মদের যাতনাও দূর হইয়া গিয়াছে। আপনি বিহিত বিধানে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেইজন্যই আপনাকে দেখিয়া যমের অধিকৃত এই সকল যন্ত্র, শস্ত্র ও বায়সগণ স্বভাবতঃ পীড়ন, ছেদন ও দহন প্রভৃতি মহাদুঃখের হেতুভূত হইলেও আপনার তেজে পরাহত ও মৃদুত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমার ধারণাই এইরূপ যে, আর্ত্তগণের যাতনা দূর করিলে, যে সুখ হয়, স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকেও সে সুখ লাভ হয় না। অয়ি ভদ্রমুখ ! যদি আমার সান্নিধ্যে থাকিলে ইহাদের যাতনা দূর হয়, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই স্থাণুর ন্যায় অবিচলিত অবস্থান করিব। যমদূত কহিল, রাজন্ ! আসুন, গমন করিব ; আপনি নিজ পুণ্যবলে অর্জ্জিত ভোগসকল ভোগ করিবেন। এই নরকে থাকিয়া আর প্রয়োজন নাই। রাজা কহিলেন, এই নরকবাসীরা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছে। ইহারা আমার সান্নিধ্যে থাকিয়া, যতক্ষণ এইরূপ সুখ ভোগ করে, তাবৎ আমি যাইতেছি না। সেই পুরুষের জীবনে ধিক্, যে ব্যক্তি শরণার্থী, আতুর ও আর্ত্ত-ভাবাপন্ন শত্রুকেও অনুগ্রহপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। আর্ত্তের পরিত্রাণে যাহার প্রবৃত্তি হয় না, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও তাহার কোন লোকেই সুখদান করে না। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরাদির প্রতি কঠিনচিত্ত পুরুষ আমার মতে মানুষ নহে, রাক্ষস। এই পাপীগণের সন্নিকটে থাকিয়া

যদি অগ্নিপরিতাপ, উৎকট গন্ধ, বা অন্যবিধ নরকজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিম্বা ক্ষুৎপিপাসাসম্ভূত অতিমাত্রা ক্লেশে মূর্চ্ছা সংঘটিত হয়, তাহাও আমার স্বীকার। কেন না, ইহাদের পরিত্রাণ করিলে যদি শত শত আর্ত্তের সুখসংঘটন হয়, তাহা হইলে আমার কি না প্রাপ্ত হইল? অতএব তুমি অবিলম্বেই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যমদূত কহিল, এই ধর্ম্ম ও ইন্দ্র আপনাকে লইতে আসিয়াছেন। আপনাকে এস্থান হইতে অবশ্যই যাইতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি, গমন করুন। তখন ধর্ম্ম কহিলেন, তুমি সম্যগ্‌রূপে আমার উপাসনা করিয়াছ, সেইজন্য তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইব। এই বিমানে আরোহণ করিয়া গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম! নরকে এই সকল লোক সহস্র সহস্র যাতনা সহ্য করিতেছে এবং তজ্জন্য নিতান্ত কাতর হইয়া আমাকে ত্রাণ কর, বলিতেছে। এইজন্য আমি যাইব না। ইন্দ্র কহিলেন, ইহারা পাপ করিয়াই তৎপ্রভাবে নরক লাভ করিয়াছে; সেইরূপ তুমি পুণ্যকর্ম্মবলে স্বর্গে গমন করিবে। রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম! আপনি যদি জানেন, ইন্দ্র! আপনিও যদি জানেন, তাহা হইলে বলুন, আমি কিপ্রমাণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি? ধর্ম্ম কহিলেন, রাজন্! সাগরের জলবিন্দু, আকাশের তারকা, বর্ষার ধারা, গঙ্গার সিকতা যেমন অসংখ্যেয়, তোমার পুণ্যেরও সেইরূপ সংখ্যা করা যায় না। অদ্য আবার এই নারকীদিগকে অনুকম্পা করাতে সেই পুণ্য শত সহস্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতএব তুমি এখন স্বর্গভোগের জন্য গমন কর। ইহারা নরকে থাকিয়া স্বকর্ম্মজ পাপের ক্ষয় করুক। রাজা কহিলেন, যদি আমার সংসর্গে ইহাদের উৎকর্ষলাভ না হয়, তাহা হইলে লোকে আর কিরূপে আমার সংসর্গে উৎসুক হইবে? অতএব ত্রিদশাধিপ! আমার যে কিছু পুণ্য আছে, তাহার প্রভাবে এই যাতনাগ্রস্ত পাপিগণ নরক হইতে মুক্তিলাভ করুক। ইন্দ্র হিলেন, রাজন্! এই কার্য্য করাতে তোমার স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চতর লোক লাভ হইল। এই সকল পাপীও নরক হইতে মুক্তিলাভ করিল, অবলোকন কর।

সুমতি ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন রাজার উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং ইন্দ্র তাঁহাকে বিমানে করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন।

ঐ সময়ে আমি অন্যান্য নারকীর সহিত নরকযাতনা হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্ব-কর্ম্মের ফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে সমুৎপন্ন হইলাম। দ্বিজসত্তম! এইরূপে এই আমি আপনার নিকট সমুদায় নরক বর্ণনা করিলাম। যে যে পাপে যে যে যোনিপ্রাপ্তি হয়, যাহা পূর্ব্বে আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, তাহাও আপনাকে বলিলাম। আমার এই জ্ঞান দিব্য-প্রভাব-সমুদ্ভাবিত, সুতরাং কোনমতেই মিথ্যা নহে।"

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

(১৫)

—আরো মনে পড়ে মাগো! বসন্ত-সময়
তোমার কুসুমোদ্যান ফল-ফুলময়;
ভ্রমর-ভ্রমরীগণ ঝঙ্কারিত কত
ঝাঁকে ঝাঁকে দুলাইয়া পুষ্পগুচ্ছ যত;-
গাইত সে পিককুল বসিয়া শাখায়,
দেখাইত শরীরের শোভা সমুদায়
রঙ্গ-ভঙ্গে। কিম্বা পক্ষী আসি' বারে বারে
বিরক্ত করিত বড়—অতি দুরাচার!

উড়িত আকাশে 'বউকথা কও'-পক্ষী,
দেখা নাহি পাইতাম তারে কভু লক্ষি
মন দিয়া। বুলবুলী বিচিত্র-দর্শন—
আসিত খাইতে পক্ক বিম্বফলগণ—
লতায় ঝুলিত যাহা প্রতিবৃক্ষডালে
রক্তবর্ণ! কিবা সুখ হইত সে কালে।

দ্বিপ্রহরে খাইতাম জামরুল ফল
নির্জ্জনে বসিয়া বনে, অন্তর বিকল

হইত ভূতের † ভয়ে! বালক-স্বভাব!
একাভয়, অন্যসঙ্গে প্রাপ্তির অভাব!
নেবুডালে মধুচক্র দেখিতে পাইলে
খাইতাম মধু অন্য শিশুসঙ্গে মিলে।
সে-সকল সুখ এবে কোথা গেল হায়!
দুঃখে ফিরিতেছি আজ সংসার-জ্বালায়!!

(১৬)

গ্রামের মধ্যেতে কিবা শোভিত সতত
অপূর্ব্ব গৃহের শ্রেণী! নয়ন বিরত
না হইত কভু দেখে সেই মনোহর
দৃশ্য—যাহার তুলনা না দেখি অপর
জনপদে। কোন গ্রামে দেখিয়াছ তুমি
এত অট্টালিকা সব, এই বঙ্গভূমি
ভ্রমিয়া পথিকবর? জনপদেশ্বরী
ছিল কি না ছিল, বল, এ চারু নগরী?
দেখিতে সে সুশোভিত চণ্ডীর ‡ আলয়
নির্ম্মিত হয়েছে যাহা দিয়া তৃণচয়;
আর কাষ্ঠ সুখে দিত, আসিতেন কত
ধনবান্, ক্রিয়াবান্ নর শত শত।
তথায় যাইত দেখা অতি উচ্চতর
অট্টালিকা—দুর্গসম, সম্মুখে প্রসর
স্নিগ্ধবারি—সরোবর, যাহার তটেতে
আমোদিত চাঁপাফুল নিজ সৌরভেতে।
কেনরে আমার মন করিছে রোদন
বর্ণিতে সে সুখপূর্ণ অপূর্ব্ব দর্শন?

---

† একটি জামরুলগাছে ভূত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

‡পুরাতন বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ।

সেই অট্টালিকা-শোভা দেখিবার তরে
আসিত পথিক কত উল্লাস অন্তরে।

কোথায় সে গৃহ এবে? কোথা দ্বারপাল—
বসিয়া থাকিত যেন অদ্বিতীয় কাল।

কোথায় সে দাস-দাসী, কর্ম্মচারীগণ?
কোথায় রহিল এবে জন অগণন?
কি আর বলিব আহা! সে দুঃখ-কাহিনী;
মনে হয় ভুলে যাই, তবু কুহকিনী
চিন্তা আসি পুনরায় মনেতে জাগায়
সেই ভাব। দগ্ধ মন আবার জ্বালায়।

আছে কি সে-সুখ আর পাঠক আমার?
দুঃখ-রাহু করিয়াছে এবে অন্ধকার
সে-আবাস! নাহি জন-প্রাণ কিম্বা ধন,—
পশু-পক্ষী তথা মাত্র করিছে রোদন!
গিয়াছিনু দেখিবারে স্বীয় জন্মাগার
তাঁর সহ, অকৃত্রিম স্নেহেতে আমার
সতত মঙ্গলচেষ্টা করিতেন যিনি *।

আমি কি ভুলিব তাঁর গুণ-মন্দাকিনী?
নাহি দেখিলাম সেই উচ্চ-সিংহদ্বার—
যথায় ঝুলিত শত ঢাল-তলবার!
নাহি সেই হর্ম্ম্য, যথা দেব মাতামহ
বসিতেন নিজজন-সহ অহরহ;
নাহি সে অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য পিতৃদেব যা'র
সবয়স্যে বসিতেন আত্মীয়-সভায়!
তাঁর রূপ—অপরূপ, গুণ—রত্নাকর;
সংসারে কার্ত্তিক-প্রায়, বৈরাগ্যে শঙ্কর।

* জাগুলী-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বসু।

নাহি সেই গোলাবাটি গোশালা-সুন্দরী—
যথায় সুরভি বৃন্দ ছিল সারি সারি ;
নাহি সে পূজার বাটী যাহে শত শত
ঝাড় ফানসের আলো হইত বিস্তৃত !
নাহি সে অন্দর যাহে সপ্তপুরী-শ্রেষ্ঠ
শোভিত সতত দিব্য ইন্দ্রপুরী শ্রেষ্ঠ !
আছে ত খণ্ডিতা ভূমি যথা অন্বেষণে
পাই মম জন্মস্থান বহুল সন্ধানে।
মনে পৈল সেই কাল যবে ভ্রাতৃসনে
করিতাম শিশুকালে ক্রীড়া স্বচ্ছমনে ;
নয়নের বারি আর না মানি' বারণ
উথলি পড়িল বক্ষ বহি' কতক্ষণ ;
আম্রের উদ্যানে দেখি সরোবর-ঘাট,
মনেতে পড়িল সেই বাল্যকাল-পট !
ধনুক ধরিয়া যবে শাখামৃগ-সনে
যুদ্ধ করিতাম আমি সে নিবিড় বনে—
সে-সব আনন্দ কথা বলিব কাহারে ?
সে-কালের সঙ্গী কেহ না আছে সংসারে !!

(১৭)

বৈশাখের পূর্ণিমায় কত সমারোহ *
হইত এ জনপদে,—সে সুখ-বিরহ
এবে ঘটিয়াছে হায় ! কত দূর হ'তে
আসিত অসংখ্য লোক সম্বতে সম্বতে
দেখিতে চণ্ডীর পূজা ! প্রতি ঘরে ঘরে
কুটুম্ব বান্ধবগণ আসি' থরে থরে
প্রবেশিত অগণন। গ্রামবাসী সবে
পাইয়া বান্ধবগণে আহ্লাদেতে তবে

* উলাচণ্ডী জাত।

কাটাইত দিনত্রয়। ছাড়ি' ধরাতল
যতক্ষণে দিবাকর গিয়া অস্তাচল
করিতেন শ্রম দূর,—আসি' অন্ধকার
ক্রমে ঘেরিত আকাশ করিয়া বিস্তার
তার পাখা ; পুরাকালে গরুড়-নন্দন
আচ্ছাদিলা রাক্ষসের বিমান যেমন,
রক্ষিবারে রঘুকুল। পূর্ণিমা-রজনী—
কি করিবে অন্ধকার ? ক্রমেতে তখনি
উঠিত তারকাগণ একে একে সবে
সাজাইতে দেবপুরী আলোক-অর্ণবে ; (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মুমুক্ষু

মুক্তিং ঈপ্সতি যঃ স ইতি মুমুক্ষু—এককথায় বলে, যাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক। এ জগতে যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্ম-পথের পথিক। তাঁহাদের সূক্ষ্ম দর্শন নাই। বাহ্য, অনিত্য বিষয়-ধ্যানই তাঁহাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আর কোন কোন জীব সূক্ষ্মদেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করত "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" অর্থাৎ "ত্যাগের দ্বারা শান্তি লভ্য হয়" এই বুদ্ধিতে কঠোর দেহ-সংযমব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্থ বর্গ বা চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের উপাসক হন। ইঁহারাই মুমুক্ষু, জ্ঞানী বা মুক্তিপথের পথিক। ইঁহাদের যথার্থ সূক্ষ্ম দর্শন নাই। শ্রীভগবানে আদৌ ভক্তিহীন হওয়ায় ইঁহাদের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া আছে এবং প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাব ঘটিয়াছে। তাই তন্ত্র গাহিয়াছেন :—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥ (তন্ত্রবচন)

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ" এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই

মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু একটু গূঢ় কথা আছে,—ভক্তির আশ্রয়েই জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন।

জ্ঞান হইতে মুক্তি অনায়াস-লভ্য—এই বিচারে মনুষ্য আরোহ বা অধিরোহ-পথ সমাশ্রয় করে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আধ্যক্ষিক বিদ্যা-বুদ্ধির বলে অপ্রাকৃত বস্তুর সন্ধান পাইতে গেলে পরিণামে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয়; কারণ অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত-গোচর হয় না। উপেয় বা বিষয়-বস্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কোন Mediator বা মধ্যস্থের প্রয়োজন বোধ না করিয়া আরোহবাদী স্ব-কপোল-কল্পিত মতবাদ গ্রহণ করে। 'নেতি' 'নেতি' বিচার-পরায়ণ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে থাকে।

শ্রীগুরুদেবই সত্যপথ-প্রদর্শক। তিনি একমাত্র Transparent medium বা মধ্যস্থ। তাঁহার মাধ্যমে স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময়-পুরুষের সাক্ষাৎকার-লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপা ব্যতীত ভব-সমুদ্র অতিক্রম করা যায় না। তাঁহার অভয় চরণে শরণ লইলে সহজেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায়। এ দেহ-তরণীর সুদৃঢ় কর্ণধার-গুরুদেবকে অস্বীকার করিয়া যদি নিজেই কর্ণধার হই, তবে মাঝ-দরিয়ায় নিমজ্জন হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হইবে।

জ্ঞানমার্গ অতিশয় দীর্ঘ, তাহাতে আবার মনুষ্য স্বল্পায়ু ও ক্ষীণজীবী; সুতরাং কৃচ্ছ্র-সাধন ক্লেশকর। যদিও কদাচ কথঞ্চিৎ আশার সম্ভাবনা থাকে, তবে চরমে অধঃপতন অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বিশ্ববাসীকে বলিতেছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।২।২৬)

—"হে অরবিন্দাক্ষ। যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করত অধঃপতিত হয়।"

যদিও জ্ঞানী মনে করিতে পারেন,—"আমি জীবদ্দশায় সংসার-বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছি," তথাপি কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অহংগ্রহোপাসনায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইতে

ারে না; যেহেতু মুক্তিকামী আপনার বদ্ধ-অবস্থা জানিয়া তাহা হইতে মোচন এবং মুক্ত-অবস্থা অবগত হইয়া তদতিরিক্ত দৃশ্যবস্তুতে বদ্ধ মনে করেন, সুতরাং এরূপ অনিত্য ভাবসমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না।

তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই 'দুর্গা'র 'দুর্গ'। ভগবানের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার ায়ারূপা মহামায়া 'দুর্গা'। এই কারাগারে জীবের কর্ম্মচক্রই 'দণ্ড'। কারাকর্ত্রী মায়ার দুরত্যয়া শক্তি-প্রভাবে বিবশ হইয়া মূঢ় জীব-সমুদয় স্ব কর্ম্মফলানুসারে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। সে-হেতু তাঁহারা কখনও র্গে, কখনও নরকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। এইরূপে কালক্রমে ভোগাবসানে নিবৃত্তির উদয় হয়। তখন তাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত থাকেন।

জ্ঞানানুশীলন দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকে কিছুকাল অবস্থান করার পর পুনরায় ভব-সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী বস্তুতঃ মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। 'মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণাবস্থিতিঃ'—ইহাকেই প্রকৃত 'মুক্তি' বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মাভিমান প্রতীত হইতেছে; এই দেহাত্মবোধ যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন 'মুক্তি'-সীমায় পৌঁছাইতে পারা যায় না। এই বিরূপকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নাম 'মুক্তি' বা 'স্বরূপসিদ্ধি'। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। শ্রীগুরুদেবের কৃপাভিষিক্ত না হইলে সেই স্বরূপের অনুভূতি হয় না; এবং স্বরূপসিদ্ধির অভাবে বিদেহমুক্তিও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অচেতন উপলখণ্ড-সদৃশ জড়ভোগতৎপর ব্যক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-ধর্ম্মের নিদর্শন যদি নিজে বুঝিয়া লইতে গুরুর দাস্য বা অবরোহ-পথ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হইবেন। অতএব নিরন্ত-কুহক নিত্য সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় সর্ব্বাগ্রে অবশ্য কর্ত্তব্য।

—শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২৬শে পৌষ, ১৩৬৯ ; ইং ১১।১।৬৩

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৩০শে মাঘ ১৩৬৯, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩, বুধবার—**ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-** (**মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী**) **তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-তিথি** (**মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া**) হইতে ৩০শে মাঘ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার পর্য্যন্ত দিবস-ত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও, ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **মঙ্গলবার** পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **বুধবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

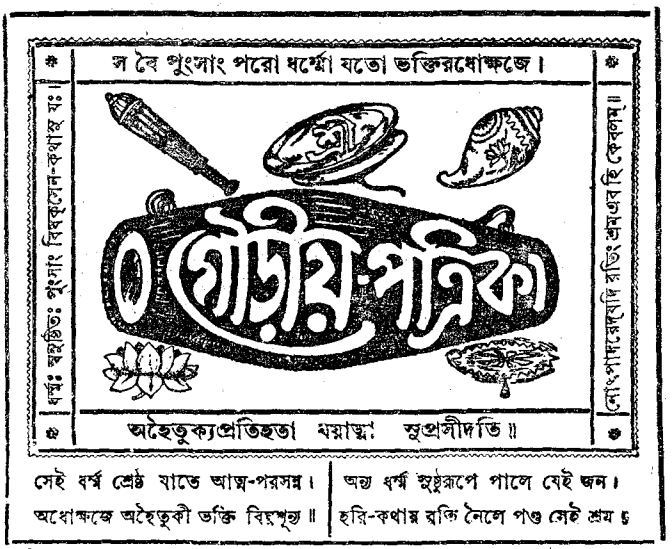
১৪শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৬৯ { ১২শ সংখ্যা



শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীবালগোপাল

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়:—শ্রীচন্দ্রোদয় গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৫শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৫ গোবিন্দ, ৪৭৬ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ মাঘ, ১৩৬৯; ইং ১৩।২।১৯৬৩ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীধ্রুব-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎ-স্তবঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—৬-১৭)

(দয়াময় হরি কৃপাপরবশে বেদাত্মক শঙ্খের দ্বারা ধ্রুবের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিবামাত্র ভগবদ্বিষয়িণী বাক্‌শক্তি সমুৎপন্না হওয়ায় তিনি প্রেমার্দ্রচিত্তে, বিপুলকীর্ত্তি শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীধ্রুব উবাচ,—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিল-শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্ত-চরণ-শ্রবণ-ত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ১॥

শ্রীধ্রুব কহিলেন,—যে-পুরুষ চক্ষুরাদি-নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি

ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তি এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই ভগবান্ অন্তর্য্যামী পুরুষ, আপনাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্ ।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥ ২ ॥

হে ভগবন্, একমাত্র আপনিই আপনার বিচিত্রগুণশালিনী মায়ার দ্বারা এই মহদাদি অশেষ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যেরূপ একই অগ্নি বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিও উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন ॥ ২ ॥

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্ত-প্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো ॥ ৩ ॥

হে আর্ত্তবন্ধো, ব্রহ্মা আপনার শরণাগত হইলে আপনি তাঁহাকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যেন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এই বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। হে নাথ, আপনার পাদপদ্ম মুক্ত-কুলেরও আশ্রয়, সুতরাং যাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত, সেইসকল মুক্তপুরুষ কি-প্রকারেই বা আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইবেন ? ৩ ॥

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়-বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ ।
অর্চ্চন্তি কল্পতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥ ৪ ॥

আপনি জীবকুলকে জন্ম-মরণমালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার

নিত্যসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, যাঁহারা এতাদৃশ আপনাকে আপনার নিত্যসেবা লাভ ব্যতীত অন্য কিছু কামনার উদ্দেশ্যে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মায়া-বঞ্চিতচিত্ত; কারণ, তাঁহারা শবতুল্য শরীরভোগ্য বিষয়ের উপভোগার্থ লালায়িত। ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ প্রাণিগণের নরকেও লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ ৫ ॥

হে নাথ, ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ৫ ॥

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত-মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণ-কথামৃত-পানমত্তঃ ॥ ৬ ॥

হে অনন্ত, যে-সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই-সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক্। এবম্ভূত মহৎসঙ্গ-বলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভব-সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব ॥ ৬ ॥

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চাত্মদঃ সুত-সুহৃদ্-গৃহ-বিত্ত-দারাঃ।
যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়-পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্য-লুব্ধ-হৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ৭ ॥

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধ-হৃদয় মহাত্মগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি-পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র, ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না ॥ ৭ ॥

তির্য্যঙ্‌নগ-দ্বিজ-সরীসৃপ-দেব-দৈত্য-
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ ৮ ॥

হে অজ, হে পরমেশ, আপনার এই বিরাট্ রূপ—পশু, পক্ষী, নগ, সরীসৃপ, দেবতা, দৈত্য ও মনুষ্যাদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহাতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি, সৎ এবং অসৎ পদার্থ, পরস্পর পৃথক্‌রূপে প্রকাশমান। ইহার মহদাদি অনেক কারণও বর্ত্তমান। আমি আপনার এবম্ভূত রূপই অবগত আছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আপনার যে ঈশ্বর-স্বরূপ ও শব্দাদিব্যাপারশূন্য ব্রহ্ম-স্বরূপ আছে, তাহা আমি অবগত নই ॥ ৮ ॥

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভি-সিন্ধুরুহ-কাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥ ৯ ॥

প্রলয়কালে যে পুরুষ স্বীয় উদরমধ্যে নিখিলব্রহ্মাণ্ড সন্নিবিষ্ট করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষশায়ী হইয়াছিলেন এবং তৎকালে যাঁহার নাভি-সমুদ্রোৎপন্ন কাঞ্চনময় লোকপদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতি-তেজস্বী ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥ ১০ ॥

হে দেব, আপনি নিত্যমুক্ত, জীব আপনার প্রসাদেই জড়বন্ধন-মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। আপনি পরিশুদ্ধ, জীব

মলিন ; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরন্তু জীব অল্পজ্ঞ ; আপনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য ; আপনি নির্ব্বিকার, জীব মায়াসংস্পর্শে বিস্মৃতস্বরূপ আপনি (জন্মরহিত) আদিপুরুষ, জীব আদিমান (জন্মযুক্ত) ; আপনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, জীব স্বরূপাবস্থিতিতেও স্বল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত ; আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, জীব গুণদ্বারা অভিভাব্য। আপনি স্বীয় অখণ্ডিত চিন্ময় দৃষ্টিদ্বারা বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুরূপে বর্ত্তমান আছেন,—সুতরাং আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণই বিলক্ষণ ॥১০॥

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবশালিনী বিদ্যা এবং অবিদ্যাদি বিবিধ শক্তি-সমূহ যাঁহা হইতে নিরন্তর উদ্ভূত হইতেছে, সেই বিশ্বের কারণভূত অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, আনন্দমাত্র, অবিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ১১ ॥

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাসীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেবমর্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্, যাঁহারা আপনাকে একমাত্র পুরুষার্থ-জ্ঞানে পরমানন্দ-স্বরূপ আপনার ভজনা করেন, তাঁহাদের নিকট আপনার পাদপদ্মই রাজ্যাদি অপেক্ষা পরমার্থ-ফলস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু হে স্বামিন্, ধেনু যেরূপ স্নেহবিহ্বলা হইয়া নবপ্রসূত বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং (বৃকাদির ভয় হইতে) রক্ষণাবেক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিও অনুগ্রহপরবশ হইয়া মাদৃশ সকাম ব্যক্তি-দিগকেও (সংসার-ভয় হইতে) রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তীর্থ পাণ্ডরপুর

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথাপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই 'পাণ্ডরপুর' নামক পুণ্যনগরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। 'পাণ্ডরপুর' বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলার অন্তর্গত মহকুমা, শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে। ভীমানদীর পূতসলিল নিয়ত এই পরম পবিত্র তীর্থের পদমার্জ্জনসেবায় নিযুক্ত আছে। কুর্দ্দুবাড়ী জংসন হইতে বাষ্পীয় শকট যাত্রিগণকে লইয়া পাণ্ডরপুরে যাতায়াত করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ তুর্য্যাশ্রমে অবস্থিতি-কালে শঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হইয়া এই পাণ্ডরপুর নগরে বিঠ্‌ঠলদেবের সমীপে অপ্রকটলীলার অভিনয় করেন। এখনও সেই পুণ্যসলিলা ভীমা-নদীর নীর, পূত সৈকত ও তদুপকণ্ঠে বহু দেবমন্দির বিরাজমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে।

এখানে বিঠ্‌ঠল্ বা বিঠোবা-দেব বিরাজিত আছেন, তিনি চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি। এস্থানে কার্ত্তিকমাসে, একটী বৃহতী মেলা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এই নগরে একটী মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন সহর বলিয়া সহর হিসাবে ইহার অধিক মহিমা নাই। এইস্থানে যাত্রিগণের সাময়িক অবস্থানের জন্য কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে। পাণ্ডরপুর সহরটী সেরূপ বৃহৎ নহে। এখানে একটী বাজার আছে। পাণ্ডার অত্যাচার খুবই বেশী। ভীমানদীর গর্ভে কয়েকটী মন্দির প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন লোকলোচনে পতিত হয়। পাণ্ডরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু হরিণ ও ময়ূর স্বেচ্ছায় বিচরণ করে।

১৪৩৪ শকাব্দায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই পাণ্ডরপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে এখনও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রকাশিত হন নাই। এইস্থান তুকারাম, নামদেব, ধ্যানেশ্বর, বা জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি অভঙ্গরচয়িতা ভক্তগণের অবস্থান-ক্ষেত্র। ইঁহারা নিজ নিজ ভজন-গীতি দ্বারা বিঠোবা বা বিঠ্‌ঠল্‌দেবের সেবার কথা প্রচার করিয়াছেন। চন্দ্রভাগানদী, সুদামা মন্দির ও বিঠ্‌ঠল্ মন্দির-প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে বিঠ্‌ঠল্-দেবের ঐকান্তিক ভক্তগণের কয়েকটী অর্চ্চামূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এইস্থান এককালে ভজনানন্দী ভক্তগণের ভজন-গীতিতে মুখরিত ছিল। তাঁহারা সেবাপ্রাণতার সহিত বহু শ্রুতিকর্ণরসায়ন

ভজন-গীতি রচনা করিয়া বিঠোবাদেবের পাদপদ্মে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলিস্বরূপে প্রদান করিতেন। কন্নড়-ভাষায় পুরন্দর দাস, জগন্নাথ দাস, কনক দাস, ব্যাসরায়, বাদিরাজ প্রভৃতি ভক্ত আচার্য্য মনীষিগণও বিবিধ ভজন-গীতি রচনা করিয়া বিঠোবাদেবের চরণে ভক্ত্যুপহার প্রদান করিতেন।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াশ্রিত আচার্য্যগণ ভজনানুরাগ প্রদর্শন ও ভজন-গীতি-রচনাসূত্রে আপনাদিগকে **'দাসকূট'** নামক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ের যাঁহারা সংস্কৃত-শাস্ত্রকুশল ও বাদিদমনে বিক্রমশালী হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে **'ব্যাসকূট'** শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভজনানন্দী ও তত্ত্ব-বিচারকভেদে 'দাসকূট' ও 'ব্যাসকূট শ্রেণীদ্বয় শ্রীব্যাসতীর্থের সময় হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন; তবে ঐ সকল কথা ৪০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকটা অপ্রচলিত ছিল। সম্প্রতি শ্রীমধ্বমুনির আশ্রিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনায় প্রভূত চেষ্টা পুনরুদ্দীপ্ত হওয়ায় 'ব্যাসকূট' শ্রেণীর প্রভূত প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পাণ্ডরপুরের ভজনানন্দিসম্প্রদায় গীতিমুখে যে ভক্তির কথা, প্রেমভক্তির সন্ধান প্রভৃতি প্রকাশিত করেন, সেই সকল কথায় পরম নৈপুণ্য লাভ করিয়া শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ তিরহুট, গৌড় প্রভৃতি স্থানে হরি-ভক্তির প্রবল স্রোত আনয়ন করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয়গণের ইতিহাসেও পাণ্ডরপুরের মহিমা ও তটস্থ ভক্তগণের অভঙ্গসমূহ শ্রবণ করা যায়।

প্রেম-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনগণ ভজনের প্রভূত আদর করিতে জানেন। তাঁহাদের সুষ্ঠু আচরণফলে বঙ্গদেশ প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়া আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে তর্কপন্থার অকর্ম্মণ্যতা, তর্কনিষ্ঠ বেদান্তবিচারের ব্যর্থতা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের অসামান্যা প্রেম-ভক্তি সমগ্র জগতে তর্কপন্থার দুর্দ্দমনীয় স্রোতকে বিমর্জ্জিত করিয়া জীব-হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চারে ব্যস্ত হইলেও তাহা ভাগ্যহীন প্রদেশে কোথায়ও জড়বস্তু-লাভের ইন্দ্রিয়চাপল্য, কোথায়ও বা মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে। আজ উচ্ছৃঙ্খলিত প্রেম কতপ্রকারেই না কর্ম্মনিষ্ঠ মায়াবাদীর ন্যায়পরতায় বিদ্রুত হইতে চলিয়াছে।

পাণ্ডরপুরের স্মৃতি গৌড়ীয়গণে বিলীনপ্রায় হইলেও শ্রীবিশ্বরূপ ও

শ্রীবিশ্বম্ভরের কথার সহিত অসম্পৃক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পাণ্ডরপুরের শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভরের আগমন, তথায় বিঠ্‌ঠল্‌দেব দর্শনে মহাপ্রভুর নৃত্যগীত, বৈষ্ণব বিপ্র-গৃহে ভিক্ষা, তথায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত মহাপ্রভুর সম্মেলনে ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূল মাধবেন্দ্রপুরীর স্মৃতি উদ্দীপনা ও প্রেমবিকার, মহাপ্রভুর এক সপ্তাহকাল পাণ্ডরপুরে অবস্থান, শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত নানাবিধ ইষ্টগোষ্ঠী এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীল শঙ্করারণ্যদেবের পাণ্ডরপুরে সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে,—

"তথা হইতে * পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্‌ঠল্‌-ঠাকুর দেখি', পাইল আনন্দ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥
মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গপুরী' নাম।
সেইগ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র গৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
'উঠহ শ্রীপাদ বলি' বলিলা বচন ॥
শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাই এই প্রেমার গন্ধ ॥
এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলা-গলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥

* কোলাপুর হইতে।

দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তিঁহ নদীয়া-নগরী॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তিঁহ—মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তিঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসী-ভোজনে॥
তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গ-পুরী এতেক কহিল॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য— ১·০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রশ্নোত্তর

(সম্বন্ধ-তত্ত্ব, আম্নায় ও গুরুতত্ত্ব)

১। সম্বন্ধতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞান কি ?

"সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে—জড়জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান্ বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বদা সুন্দররূপে একটী স্বতন্ত্র-স্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া অংশে পরমাত্ম-স্বরূপে জগৎপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য-প্রকাশে তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাস-সমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার অধিকের ত' কথাই নাই। তাঁহার পরা শক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। **পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে** জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয়মাত্র আছে। **একটীর নাম চিদ্বিক্রম**—যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা-সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটীর নাম জীব-বিক্রম বা তটস্থ-বিক্রম—যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়া-বিক্রম—যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে **জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ** এবং **জড়ের সহিত ভগবান্ ও জীবের যে সম্বন্ধ**—এই সম্বন্ধের নাম **সম্বন্ধতত্ত্ব**। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোনপ্রকারেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন না।"

—জৈবধর্ম্ম ৪র্থ অঃ

২। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত 'অহংতা মমতা' হেয় কি ?

"এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-অভিমানে

সেবায় সম্বন্ধ ধরি, অহংতা-মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥"

—'যামুনভাবাবলী', গীঃ মাঃ

৩। আম্নায় কি ?

"বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নামক শ্রুতি-সকলকে 'আম্নায়' বলা যায়।" —শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা, ২য় পঃ

৪। শ্রীচৈতন্যদেবের মূল-শিক্ষা কি ?

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাং তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥"

—'দশমূলনির্য্যাস', সজ্জনতোষণী ৯।৯

৫। দশমূল কি ?

"দশমূল এই—প্রমাণ একটি অর্থাৎ আম্নায়-বাক্য এবং প্রমেয় নয়টি —(১) হরিই পরতত্ত্ব ; (২) তিনি (শ্যামসুন্দর)—সর্ব্বশক্তিমান্ ; (৩) সেই শ্যামসুন্দর—পরম-রসময়, সংব্যোম বা পরব্যোমই তাঁহার ধাম ; (৪) জীব অনন্ত, চিৎপরমাণু ও কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ এবং নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-ভেদে জীব দুই প্রকার ; (৫) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ—মায়াবদ্ধ ; (৬) শুদ্ধভক্তগণ—মায়ামুক্ত ; (৭) জীব ও জড়ময় সমস্ত জগৎ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রসূত নিত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ ; (৮) নববিধ কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব ; (৯) কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।"

—'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হরিনাম-চিন্তামণি

৬। তত্ত্ববস্তু এক,—না বহু ?

"তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্—তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয়।"

—'শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণ', আম্নায়সূত্রম্

৭। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে ?

'শ্রীমহাপ্রভুর যে শিক্ষা, তাহা দুই গ্রন্থে সুষ্ঠু লিখিত হইয়াছে ; তত্ত্ব-শিক্ষাটি—শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজন-শিক্ষাটি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।"

—'বিজ্ঞপ্তি', কৃষ্ণকর্ণামৃত

৮। একমাত্র প্রমাণ কি? বেদের প্রতিপাদ্য কি?

"বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধ-ভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতি-দোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।" —'প্রমাণ-নির্দ্দেশ', ভাগবতার্ক মরীচিমালা ১।৬

৯। সচ্ছাস্ত্র কি?

"এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয়; তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোকসকল কুমার্গগত ও শোচনীয়। 'সচ্ছাস্ত্র' বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে।" —চৈতন্যশিক্ষামৃত ১।২

১০। বেদ কি?

"যে-সে-স্থানে একখানি বেদ-গ্রন্থ পাইলেই সব স্থানে মান্য যাইবে, তাহা নয়। কালে-কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহাই 'বেদ' এবং যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অস্বীকার্য্য।" —জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

১১। গীতা, ভাগবত, সাত্বত-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র ও বেদের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণীর পার্থক্য কি?

"গীতা শ্রীমুখ-বাক্য বলিয়া তাঁহাকে 'গীতোপনিষদ্' বলা যায়; অতএব তাহা 'বেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষিত দশমূলতত্ত্ব—শ্রীমুখ-বাক্য, সুতরাং তাহাও 'বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ-চূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগা হয়, তাহাও সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; তন্মধ্যে 'পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায় 'তন্—বিস্তারে' এই ধাতু-ক্রমে তাহারাও প্রমাণ-মধ্যে গণিত।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

১২। সদ্গুরুর লক্ষণ কি? কুলগুরু স্বীকার করিলে কি সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ হয় না?

"কালদোষে গুরু-সম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজকাল হয় কুলগুরুর নিকট অথবা যে-সে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ

করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুর নিকট আত্মার সেবা-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবেন।"

—'পঞ্চ সংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

১৩। কে গুরু-পদের যোগ্য ?

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।"

—'গুর্ব্বজ্ঞা', হঃ চিঃ

১৪। উচ্চবর্ণ দেখিয়া কি গুরু করা উচিত নহে ? হরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থকে গুরু-পদে বরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা কিরূপ ?

"কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য-পুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়,—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি-মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-বর্ণে বা যে-আশ্রমে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি।" —অমৃতপ্রবাহভাষ্য ম ৮।১২৭

১৫। গুরুক্রব ও সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় কি ?

"গুরু দুই প্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। যিনি যুক্তিকে 'গুরু' বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্ট গুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-সমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনা-তত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচার-পূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু।" —শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৮।১৪

১৬। বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে কে জগদ্‌গুরু হইতে পারেন ?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের

ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৫।৮৪-৮৫

১৭। গুরুর একমাত্র স্বরূপ-লক্ষণ কি?

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" —জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

১৮। সদ্‌গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ প্রদান করেন?

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটী কথা—সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ জ্ঞান। তিনিই **সদ্‌গুরু**, যিনি এই **সম্বন্ধ-জ্ঞান** শিষ্যকে ভাল করিয়া **উপদেশ** দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৯। দীক্ষামন্ত্র-দাতা গুরু ও হরিনাম-প্রদাতা গুরুতে পার্থক্য কি?

"যিনি নাম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপনপূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন, তিনিই নাম-গুরু। **দীক্ষা-গুরুই নাম-গুরু।** মন্ত্রই নাম। **মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না।** পক্ষান্তরে কেবল নাম-উচ্চারণেও মন্ত্র-উচ্চারণ হয়।"

—'গুর্ব্বজ্ঞা,' হঃ চিঃ

২০। শিষ্য গুরুকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন?

"গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে, গুরুতে সামান্য-বুদ্ধি করিবে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ১।৪৬

২১। গুরুবর্গ তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় জীবের প্রতি কি কৃপা বিতরণ করেন?

"The souls of the great thinkers of the by-gone ages, who now live spiritually, often approach our enquiring spirit and assist it in its development."

The Bhagabat : Its Philosophy, its Ethics & Its Theology.

২২। কাহাকে 'আচার্য্য' বলা যায়? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃত্য কি?

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থ-সকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ, ৪।১

২৩। আচার্য্যান্বয়গণের প্রধান কার্য্য কি?

"গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে চারিশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থ উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্যসন্তান-দিগের প্রধান কার্য্য

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

২৪। আচার্য্য কিরূপে জীবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন?

"যাঁহারা আচার্য্য-পদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্য-পুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ,' সঃ তোঃ ৮।৯

২৫। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা কপট ব্যক্তিকে কি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান বলা যাইবে?

"বৈষ্ণব-মাত্রেই আমাদের প্রভু। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই প্রভুতা (গুরুত্ব)। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তি-তত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি আমাদিগকে এরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ গোস্বামি-পদবাচ্য ন'ন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে গৌর-বিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি বলেন যে, শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যানন্দ-সন্তান বলা যায় না এবং খড়দহের গোস্বামীদিগকে প্রভু বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘ্‌নাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও প্রভু বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতার শিষ্য-মাত্র। এইরূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ

বলিয়া পূজা করি এবং আবশ্যকমত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। **কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোন ক্রমেই দিতে পারি না।** শ্রীষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণ-বংশ-মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য হয়? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না।"

—'শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

২৬। ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানহীন পণ্ডিত কি আচার্য্য?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে 'আচার্য্য' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য,' সঃ তোঃ ৯।১২

২৭। ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা কি ক্ষতি হয়?

"বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

২৮। আচার্য্য বা গুরুদেব অসৎসিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলে কি তিনি 'প্রজল্পী' বলিয়া গণিত হইবেন না?

"শুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসৎ বৈরাগীর বিষয় বলিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

২৯। আচার্য্যগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে?

"স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব-স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরকেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্রগুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না।

—তত্ত্ববিবেক, ১ম অনুঃ ২

৩০। আচার্য্য কি নির্ব্বিচারে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন ?

"পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র থাকিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্র দান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পরস্পর পরীক্ষা-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে প্রচলিত হয় না। তন্নিবন্ধন গুরু-শিষ্যের উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

৩১। গৃহস্থ-বেষ-ধৃক্ পুরুষ কি আচার্য্য হইতে পারেন ?

"গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

—'আচার ও প্রচার,' সঃ তোঃ ৪।২

৩২। গৃহস্থবেষী আচার্য্য কি সন্ন্যাস-প্রদান করিতে পারেন ?

"গৃহস্থ ভক্তগণ যে-স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসের লিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সে-স্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

৩৩। একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন ?

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল চরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক মধ্যে গণন করেন! নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ,' সঃ তোঃ ৮।৯

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দশবিধ নামাপরাধ

ভকতকে নিন্দা করে যেই নরাধম।
নামাপরাধে অবশ্য তাহার পতন ॥১॥

শিবাদি দেবতা পূজে মানিয়া ঈশ্বর।
নাম-অপরাধী সেই মায়ার কিঙ্কর ॥২॥

দীক্ষা-গুরু আর শিক্ষা-গুরু ভেদজ্ঞান।
নামের চরণে অপরাধী (সেই) মূঢ়জন ॥৩॥

শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে অবিশ্বাস যাহার।
নাম-অপরাধে অবশ্য পতন তাহার ॥৪॥

হরিনামে যেই জন অর্থবাদ করে।
জন্মে জন্মে সেই জন নরকেতে পড়ে ॥৫॥

'নাম-বলে পাপে মতি' হয় ত যাহার।
কোনকালে পরাগতি না হয় তাহার ॥৬॥

নাম আর শুভ কর্ম্মে করে সমজ্ঞান।
ভুঞ্জিবে যম-যাতনা নাহিক এড়ান ॥৭॥

শ্রদ্ধাহীন-জনে করে নাম উপদেশ।
পাতকীর মধ্যে সেই,—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ॥৮॥

নামের মহিমা শুনে শ্রদ্ধা নাহি যার।
নাম-অপরাধ-ফলে অধোগতি তার ॥৯॥

অহংতা-মমতা-বশে নামে নাহি রতি।
নাম-অপরাধী সেই দুরাচার অতি ॥১০॥

—শ্রীমাধবেন্দ্র দাস অধিকারী
ধুবড়ী (আসাম)

মনুষ্য-জন্ম ও পরোপকার

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপান্বিতা বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপই শ্রেষ্ঠ। সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। এই ভারত-ভূমিতেই আমরা আজ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছি। আহা! আমাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? যে জন্মের জন্য দেবতারাও পর্য্যন্ত কামনা করেন—যে জন্মে শ্রীভগবান্ তৎপাদপদ্ম-সেবালাভের সমস্ত যোগ্যতাই আমাদিগকে দিয়াছেন, সেই দেবদুর্ল্লভ জন্ম পাইয়াও, হে ভগবন্, আমাদের এখনও যদি তোমার পাদপদ্মসেবা-লাভের জন্য ব্যাকুলতা না আসে, তবে ধিক্ আমাদের এই মনুষ্যজন্ম-লাভ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

"নরতনু ভজনের মূল"। দেবদেহেও জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—এই চারিটীর অহঙ্কার পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান, সুতরাং সেই সেই জন্মে ভগবদ্দাস্য স্বীকার করিয়া ভগবৎসেবার জন্য আত্মসমর্পণ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য দেবতাবৃন্দও হরিভজনোপযোগী এই মনুষ্য-দেহের কামনা করিয়া থাকেন। বহু বহু জন্মের পরে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় বলিয়া ইহাকে দুর্ল্লভ বলা হইয়াছে। আবার মনুষ্য হইয়া হরিভজনের উপযোগী ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তিসম্পন্ন জন্মলাভ অতীব দুর্ল্লভ। কিন্তু সুদুর্ল্লভ হইলেও ভগবৎকৃপায় যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন সুলভই বলিতে হইবে। মনুষ্য-দেহ হইলেই যে কাজ মিটিয়া গেল, এরূপ নহে, হরিভজনের যোগ্যতা লাভ করা চাই। তাই ভাগবত বলিতেছেন,—হে মানব! তোমাকে ভগবৎসেবার যথেষ্ট যোগ্যতা দেওয়া হইয়াছে। তোমার দেহখানি ভবসমুদ্র পার হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছিবার পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট সুপটু নৌকা। তোমার জন্য এই নৌকার কর্ণধারের ব্যবস্থাও ভগবান্ স্বয়ং করিয়াছেন। ঐ কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রেষ্ঠ—তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। ভগবান্ অনুকূল বায়ুর ব্যবস্থা

করিয়া তোমার প্রতি আরও কৃপা দৃষ্টি রাখিয়াছেন। অতএব ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু, গুরুরূপ কর্ণধার ও নৃদেহরূপ তরণী পাইয়াও যদি তোমার এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে তোমার নিতান্তই মন্দভাগ্য জানিতে হইবে—তুমি আত্মঘাতী হইয়া পড়িবে; তুমি নিজেকে নিজে হিংসা করিতেছ, জগৎকেও হিংসা করিতেছ! এ বিষয় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

ভগবানের এই আদেশ যদি তুমি অবহেলা কর, তবে তুমি মনুষ্য-নামধারী হইলেও একটী হিংস্র জন্তু ছাড়া আর কিছুই নহ। পরোপকার করিতে হইলে নিজেকে আগে সামলাইতে হইবে—নিজের জন্ম আগে সার্থক কর। ইহাতে 'স্বার্থপরতা' আসিয়া যাইবে—এরূপ সন্দেহ তোমার হইতে পারে; কিন্তু তোমাকে স্বার্থপরই হইতে হইবে—স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবাপর হওয়ার নামই 'স্বার্থপরতা'। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"Charity begins at home." কথাটী জড়ীয় স্বার্থপরতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও পরজগতের পক্ষে ইহা একটী অকাট্য সত্যকথা। নিজেকে ভগবৎপাদপদ্মে উৎসর্গ না করিয়া অন্যকে আত্মোৎসর্গ করিতে বলা যায় না এবং সেইরূপ শিক্ষা কার্য্যকরীও হয় না। প্রথমে নিজে আদর্শস্থানীয় হইলে তাহা অনুসরণ করিয়া অন্যে আদর্শস্থাপন করিতে পারে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অতি সহজ ভাষায় এই তত্ত্বটী বিবৃত করিয়াছেন,—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
'আচার', 'প্রচার' নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

সুতরাং যদি তুমি নিজে আচরণ না কর—ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া যদি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হও, তাহা হইলে তোমার আত্মাকে হিংসা করা হইল।

জীবাত্মা ভগবানের নিত্যসেবক—ভগবৎসেবাই তাহার নিত্য সহজধর্ম্ম। সেই সহজ ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করার নামই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা আত্ম-

হননবাদ। অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মই ভগবৎসেবা বা অহিংসামূলক পরম-ধর্ম্ম। মানব যতদিন না তাহার প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্ত ভগবানের সেবায় ব্যয় করিতেছেন, ততদিন তাহার হিংসাবৃত্তি হইতে উদ্ধার নাই। অহিংসা সম্বন্ধে সাধারণ জগতের ধারণা,—দুই-চারিটা পোকা-মাকড় না মারিলেই বা দুই-চারিটা গাছের পাতা না ছিড়িলেই আমাদের অহিংসা-ধর্ম্ম পালন হইয়া গেল! বিশেষতঃ বেদবিরোধী অর্হৎ দলের ব্যাপার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। তাহারা দুই-চারিটি পিপীলিকার আহার দিয়া ভগবানের কার্য্যভার যেন কিছু লঘু করিয়া দিতে চাহেন এবং এইরূপে ভগবানের উপরও ভগবত্তা—খোদার উপর খোদগিরি করিতে যান। রাস্তায় চলিবার সময় পাখার বাতাস করিতে করিতে যাইবার নির্দ্দেশ, পাছে কোন কীট তাহাদের পদদলিত হয়। কিন্তু ঐ পাখার আঘাতেই যে অতিসূক্ষ্ম কোটী কোটী জীবের মৃত্যু হয়, তাহার কে সংখ্যা করিতেছে? মানুষের প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যে কত অসংখ্য জীবের সৃষ্টি-ধ্বংস হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু একদিকে এই দয়াধর্ম্মের প্রহসন, আর অপরদিকে খাদ্যে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যে ভেজাল দিয়া তিলে তিলে মানুষের জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে!

অনেকে বলেন,—মৎস্য, মাংস না খাইয়া কেবল নিরামিষাশী হবিষ্যাশী হইলেই জীবহিংসার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাও ঠিক নহে; কারণ, শাক-সব্জীরও প্রাণ আছে। ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবাপরায়ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ পাপ-পুণ্যের অতীত পরমার্থ-পথের পথিক্ হইতে পারেন না। ভগবানে যাঁহার অহৈতুকী ভক্তি তিনিই সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, আর হরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ নাস্তিক জাগতিক বহু যোগ্যতার অধিকারী হইলেও তাহার পরোপকারের সামর্থ্য নাই।

'পরোপকার' লইয়াও বর্ত্তমানযুগে এক মহাসমস্যা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ 'জীবের দেহ ও মনের সাময়িক অভাব নিবারণ-চেষ্টাকেই' 'পরোপকার' আখ্যা প্রদান করেন, কিন্তু শাস্ত্র তাহা অনুমোদন করেন না। শাস্ত্র বলেন,—জীবের নিত্যকালের অভাব ভগবদ্বিমুখতা সম্পূর্ণরূপে নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্ব-স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করার নামই পরম বা শ্রেষ্ঠ উপকার। এই উপকারের অপর নাম নিঃশ্রেয়স্। জীব নিজে

ভগবদ্ভজনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইবেন,—ইহাই তাঁহার প্রতি ভগবদাদেশ। এই আদেশ অমান্য করিলেই নিজকে ও পরকে হিংসা করা হয়। তাই উপনিষৎ তারস্বরে জানাইতেছেন;—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

তোমার কি এখনও মায়া-রাক্ষসীর ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া থাকার সময় আছে? না—আর ঘুমাইয়া কাজ নাই, উঠ মানব! তোমার স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও; বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ আশ্রয়ের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুরূপে তোমার দুয়ারে দণ্ডায়মান; ঐ শুন, তিনি তোমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য গাহিতেছেন,—

"জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ??
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥"

হে মানব! যাও, শীঘ্র সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় কর—শ্রীগুরুদেবের নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হও। তবে জানিয়া রাখিও, ধর্ম্মপথ ক্ষুরধারের ন্যায় অতীব তীক্ষ্ণ—এ পথ উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়িয়া বিন্দুমাত্র এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্ব্বনাশ—আর রক্ষা নাই; অনুগত হইয়া চলিলে একটুও বিপদ নাই—পথের দুর্গমতা আদৌ উপলব্ধি না করিয়া অতি সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে।

আর কেন, মানব! গ্রাম্য-সুখভোগ ত তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মেই লাভ হইয়াছে। এ জন্মটা হরিভজন করিয়াই কাটাইয়া দাও। তোমার বিষয়-ভোগস্পৃহা বলবতী থাকায়, বিষয়-ভোগান্তে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইবে—এ আশা করিও না। তুমি কি জান না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া অগ্নির তেজ বর্দ্ধন করার ন্যায়, বিষয়-সুখভোগদ্বারা ভোগত্যাগের চেষ্টা নিরর্থক।

তাহাতে হয় তুমি অত্যন্ত ভোগী, না হয় ফল্গুত্যাগী হইয়া পড়িবে—তোমার ক্রমোন্নতির পথ যে চিরকালের জন্য কণ্টকাকীর্ণ হইবে। মানব! তুমি কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া হতাশ হইতেছ কেন? এই শ্বেতবরাহ-কল্পের কলিযুগে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং সপার্ষদে ধামসহ অবতীর্ণ হইয়া অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানরূপ মহাবদান্যলীলার পরিচয় দিয়াছেন। অভয়দাতা গৌর-হরির শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় করিয়া ধন্য হও। শ্রীগৌর-পাদাশ্রয়ই তোমার মনুষত্বের পরিচয় এবং তাহাতেই তোমার পরোপকার-বৃত্তি নিহিত।

—শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীব্যাসপূজার অপর নামই শ্রীগুরুপূজা। শ্রীব্যাসদেব বা শ্রীগুরুদেব অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের নিজজন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমমূর্ত্তি সেই গুরুপাদপদ্মের প্রকট-বাসরকেই শ্রীব্যাসপূজা বাসর বা শ্রীগুরুপূজা-বাসর বলে। এই পূজা নিত্যজগতে নিত্যস্বরূপে নিত্য-বিরাজমানা। যাঁহারা অপ্রাকৃত ভজন-রহস্যের বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য নিষ্কপট যত্নশীল, তাঁহারাই সেই ভজন-তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের অনুসন্ধানে রত হন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্‌ও তাহাদের বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসা জানিয়া মহান্ত-গুরুরূপে তৎসান্নিধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব ভগবদভিন্ন-স্বরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ, তদ্ব্যতীত অন্য কেহই হইতে পারে না। সুতরাং সেব্য বিষয়-বিগ্রহই আশ্রয়-অভিমানরূপ নিত্যলীলাবিশিষ্ট। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে কৃষ্ণানুসন্ধানে উন্মেষিত করিবার জন্য জগদ্‌গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভজন-মুদ্রা শিক্ষা দেন। সেই কৃষ্ণভজন বিভজনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাকৃত জগতের সাধারণ প্রতীতির অন্তর্গত নহেন। মাদৃশ বিষয়াবেশে বশীভূত জীব যদি মাংসদৃক্ চক্ষুর দর্শনানন্দে ব্যস্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে ধাবমান হয়, তাহা হইলে কোনকালেই তাঁহার অপ্রাকৃত পাদপদ্ম দর্শন হইবে না; পরন্তু তাঁহার চিন্ময়ত্ব বিচারে অসমর্থ হইয়া দাম্ভিকতামূলে জগদ্দর্শন করিয়া বসিবে। অতএব শুদ্ধভজন প্রয়াসী একনিষ্ঠ গুরুসেবকগণ তাদৃশ বিচারের পরিপন্থী হইয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় ব্রতী হইয়া থাকেন।

"শ্রীগুরুপূজা"—শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা। যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিলে কৃষ্ণ আমাদিগকে বাস্তবিকই অবিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই গুরুপাদপদ্ম এই শুভ তিথিতে আবির্ভূত হইয়া জগতের বাস্তব কল্যাণ বিধান করিতেছেন। ভাগ্যবান্ জীবগণের হৃদয়—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আবির্ভাব-ভূমি। তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাকট্যকাল অতীত হয় না; তাই তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীব্যাসপূজা নিত্য নবনবায়মানভাবে হইয়া থাকে। পূজ্য বস্তুর তৃপ্তি-বিধানই যেরূপ পূজকের ও পূজার বাস্তব স্বরূপ, তেমনি কৃষ্ণাভিন্ন পরম পূজ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের তৃপ্তি-সাধনই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত নিষ্কপট সেবকগণের শ্রীগুরুপূজার যাবতীয় ক্রিয়াসমূহের একমাত্র নিদর্শন।

আজ স্থানে স্থানে শ্রীব্যাসপূজার মঙ্গলাচরণ হইতেছে। সমস্ত নদ-নদী যেরূপ সাগর-সঙ্গমের জন্য একমনে একপ্রাণে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ ভক্তগণও চেতনের আর্ত্তি-অঞ্জলি হৃদয়ে বহন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সাগর-সঙ্গম লাভের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র উপায়নসহ গমন করিতেছেন। একমাত্র আত্মনিবেদনই শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত উপায়ন বা পুষ্পাঞ্জলি। যতদিন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব বলি দিতে পরাঙ্মুখ হইব, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীব্যাসপূজার স্বরূপসিদ্ধির সাধন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। অতএব মাদৃশ হতভাগ্য জীবের ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাদিগকে সর্ব্বাত্ম সমর্পণের বল দান করেন।

হে গুরুদেব! প্রসন্ন হউন, আপনি আমাদিগকে কৃপা করুন। আপনার বাণী আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করাইয়া নির্ম্মল করুন। আপনার অহৈতুকী কৃপা বিনা আমাদের কোন যোগ্যতা নাই। ভবদীয় ভুবনমঙ্গল আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীচরণ-সরোজে ক্রন্দন অর্ঘ্য ব্যতীত আর অন্য কোন উপহার দেখিতেছি না—

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রুতদেব ও বিদেহরাজ-বহুলাশ্ব

পুরাকালে বিদেহরাজ্যে 'শ্রুতদেব' নামে প্রসিদ্ধ এক বিবেকী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিহেতু তিনি বিষয়ে অনাসক্ত, শান্ত ও পূর্ণমনোরথ ছিলেন। সজ্জন ব্রাহ্মণ অনায়াসলব্ধ আহার্য্য বস্তুর দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ সহকারে মিথিলা নগরীতে বাস করিতেন। জনসাধারণ আহার্য্য না পাইলেও, প্রতিদিন দৈবক্রমে তাঁহার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী ভোজ্য দ্রব্য উপস্থিত হইত, তিনিও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠান করিতেন। তৎকালে শ্রুতদেবের ন্যায় অহঙ্কার-শূন্য 'বহুলাশ্ব' নামক 'জনক'-বংশ-জাত জনৈক রাজা বিদেহরাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাঁহারা দুইজনেই কৃষ্ণভক্ত।

তাঁহাদের উভয়কে কৃপা করিবার জন্য তাঁহাদের ভক্তিতে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন দ্বারকায় দারুক সারথিকে আদেশ করিলেন—আমি বিদেহ রাজ্যে গমন করিব, সত্বর রথ আনয়ন কর। দারুক রথ লইয়া উপনীত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত বিদেহ রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, ভার্গব, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন, শুকদেব প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণ তাঁহার সহগমন করিয়াছিলেন। গমনপথে নাগরিকগণ ও গ্রামবাসীগণ অর্ঘ্যহস্তে গ্রহের সহিত উদিত সূর্য্যের ন্যায় মুনিগণসহ সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বত্র অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। আনর্ত্ত, কুরু, জাঙ্গাল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণদেশবাসীগণ এবং অন্যান্য দেশস্থিত নরনারীগণ অনুরাগভরে তদীয় বদনকমলের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ত্রিলোক-গুরু ভগবান তৎকালে নিজদৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা জনগণকে অভয় ও তত্ত্বজ্ঞান বিতরণপূর্ব্বক সুর-মানব-কীর্ত্তিত পাপনাশন, দিগ্‌মণ্ডল-প্রকাশক স্বীয় যশোগান শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে বিদেহ-রাজ্যে উপনীত হইলেন। বিদেহরাজ্যস্থিত পুরবাসী এবং গ্রামবাসীগণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উপহার-হস্তে তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে প্রীত হইয়া প্রফুল্ল-হৃদয়ে মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং মুনিগণকে প্রণাম করিয়াছিলেন। বহুলাশ্ব

এবং শ্রুতদেবও অনুগ্রহার্থী হইয়া জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের আগমন নির্দ্ধারণ করিয়া প্রভুর পাদযুগে পতিত হইলেন; উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া একই সময়ে মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আতিথ্য-বিধানানুসারে নিমন্ত্রণ করিলেন; তখন ভগবান নিমন্ত্রণ স্বীকার দ্বারা প্রীতি সম্পাদনাভিলাষে তাঁহাদের উভয়েরই গৃহে উপস্থিত হইলেন। অথচ তাঁহাদের কেহই জানিতে পারিলেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের গৃহের ন্যায় অন্যের গৃহেও প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সমাগত শ্রান্ত অতিথি মুনিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে উত্তম আসন প্রদানান্তে মহামতি বহুলাশ্ব তাঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন; পরে হৃষ্টচিত্তে অশ্রুসিক্ত-নয়নে তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, ধেনু ইত্যাদি দ্বারা প্রভুবৃন্দের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার অর্চ্চনে পরিতৃপ্ত হইলে বহুলাশ্ব সানন্দে ভগবানের পদযুগল ক্রোড়ে ধারণ ও বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন:—

হে বিভো! আপনি সমস্ত প্রাণিগণের চেতনকর্ত্তা ও প্রকাশক-স্বরূপ; অতএব আমরা ভবদীয় চরণকমল ধ্যান করায় আপনি আমাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আপনার একান্ত ভক্ত অপেক্ষা আপনার বন্ধু—অনন্ত, ভার্য্যা—লক্ষ্মী এবং পুত্র—ব্রহ্মাও অধিক-প্রিয় নহেন"—এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যই আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। হে ভগবন্, আপনি নিষ্কিঞ্চন শান্তচিত্ত মুনিগণকে আত্মপ্রদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন—একথা জানিয়া কোন্ পুরুষ ভবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? হে দেব! আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে সংসার-দশাগ্রস্ত মানবগণের সংসার নিবৃত্তির জন্য —ত্রিলোকে পাপ-বিনাশন স্বকীয় যশোরাশি বিস্তার করিতেছেন। হে প্রভো! হিংসাদি-ধর্ম্মরহিত, শান্ত, লোকশিক্ষার্থ বদরিকাশ্রমে তপস্যাযুক্ত এবং অপরিছিন্ন জ্ঞানী নারায়ণ ঋষি আপনার অভিন্ন। হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি এই মুনিগণের সহিত কতিপয় দিবস আমাদের গৃহে বাস করিয়া এই জনকরাজবংশকে পদধূলি দ্বারা পবিত্র করুন।

রাজা বহুলাশ্বের এইরূপ সাদর সম্ভাষণে ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

মিথিলাবাসী নর-নারীগণকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রুতদেবও নিজগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত মস্তকোপরি উত্তরীয়-বস্ত্র সঞ্চালনসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ এবং পরগৃহ হইতে সংগৃহীত তৃণময় পীঠ ও কুশাসনে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া 'স্বাগত' বচনে অভিনন্দনপূর্ব্বক সস্ত্রীক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর সর্ব্ববিধ মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় মহাভাগ শ্রুতদেব সহর্ষে উক্ত পাদোদকদ্বারা কুটুম্বগণসহ স্বীয় দেহ-গেহ অভিষিক্ত করিলেন। তিনি আমলকী প্রভৃতি ফল, উশীর নামক তৃণমূলদ্বারা সুবাসিত অমৃতোপম স্বাদু পানীয় জল, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যাদি, মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, পদ্ম ও ভূতদ্রোহরহিত অনায়াসলব্ধ অপরাপর উপহার এবং সত্ত্বগুণবর্দ্ধক অন্ন দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন,—এই মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থান স্বরূপ এবং ইঁহাদের পদরেণু সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়-স্বরূপ। আমার ন্যায় গৃহান্ধকূপে পতিত ব্যক্তির সহিত কিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদৃশ মাহাত্ম্যশালী মুনিগণের সমাগম হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর স্বকীয় পোষ্য, আত্মীয় এবং সন্তানগণের সহিত সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের পাদ মর্দ্দন করিতে করিতে অতিথ্য-ক্রিয়ায় সম্মানিত ও সুখোপবিষ্ট মুনিগণ-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—

হে পরমপুরুষ! আপনি যে-কালে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণাত্মক নিজশক্তি-প্রভাবে এই বিশ্বের রচনা করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়েই আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা কেবল অদ্য আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। নিদ্রিত পুরুষ যেরূপ মনে মনে আপনার মায়ার দ্বারা কেবলমাত্র স্বপ্ন-কল্পিত লোকের সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদ্দর্শনাদি অনুভব করে, তদ্রূপ আপনিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। হে ভগবন্, ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং পরস্পর ভগবৎকথারত নির্ম্মৎসর পুরুষগণের হৃদয়মধ্যে আপনি নিরন্তর প্রকাশিত হইয়া থাকেন, আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের অহঙ্কার প্রভৃতি আত্মশক্তিরদ্বারা দুর্জ্ঞেয় এবং অদৃষ্ট; পরন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সংস্কারযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের নিকটেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন। হে প্রভো, আপনি

দেহাদিতে অহঙ্কারশূন্য পুরুষগণের নিকট পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া মোক্ষপ্রদ এবং দেহাদিতে অহঙ্কারযুক্ত পুরুষগণের পক্ষে সংসার-বিধায়ক। আপনার মায়াদ্বারা নিজ দৃষ্টি অপ্রতিহত এবং অপরের দৃষ্টি সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে দেব, আপনার ভৃত্য আমরা, আপনার প্রীতির জন্য কোন্ কার্য্য করিব, তাহার যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করুন। আপনি মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সংসারকষ্ট অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

প্রণতজন-দুঃখহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজবর! এই ভক্ত মুনিগণ পদরেণুর দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করত আমার সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইঁহারা তোমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পুণ্যক্ষেত্র ও গঙ্গাদি তীর্থসমূহ দর্শন ও স্পর্শন এবং অর্চ্চনহেতু দীর্ঘকালে দেবগণ ক্রমশঃ সেবকগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের তাদৃশ অনুগ্রহও এই পূজ্যতম বিপ্রগণের শুভাদৃষ্টবশতই ঘটিয়া থাকে; পরন্তু এই সাধুগণ দর্শনমাত্রেই সদ্য মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ সংস্কারাদিদ্বারা ইহলোকে নখিলি প্রাণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তদনন্তর যদি তপস্যা, জ্ঞান এবং মদীয় উপাসনাযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? মদীয় এই চতুর্ভুজ রূপ ভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে; যেহেতু ব্রহ্মণ্যদেব আমার উপাসকগণ সর্ব্ববেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময় বলিয়া তাঁহাদের দ্বারাই আমার বাস্তব স্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে। বিপ্রবর, সুতরাং তুমি আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত পূজা কর, তাদৃশী শ্রদ্ধাভরে এই ব্রহ্মর্ষিগণেরও অর্চ্চনা কর, তাহা হইলে সাক্ষাৎ আমারই অর্চ্চনা হইবে, অন্যথায় প্রভূত বিভবদ্বারাও মদীয় পূজাসিদ্ধ হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশানুসারে শ্রুতদেব এবং বহুলাশ্ব উভয়েই ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাত্বত মুনিগণের সেবা-পূজাদ্বারা সদ্গতি লাভ করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ এইরূপে নিজ ভক্তদ্বয়ের গৃহে অবস্থান এবং সন্মার্গের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন।

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর)

সকলের আগে সেই তারকা প্রখর
উঠিত দীপক যেন, দেখি' সব নর
উপার্জ্জনে সদা ব্যস্ত "মনুষ্য ভূলোকে"
বলিত "না ধরে আর" সন্ধ্যার জনকে
কি তুষ্ট সে নিশাচর ! অরুন্ধতী মাতা
উঠিতেন তারপর, যাঁহারে বিধাতা
দিয়াছেন আলোময় আসন সুন্দর,
দেখিলে তাঁহারে মুক্ত হয় যত নর।
উঠিত সে ভয়ানক নক্ষত্র-প্রধান, *
ঝুলিত কোমরে তার অসি খরশাণ
আলোময়—দাঁড়াইত যেন দ্বারপাল
স্বর্গের দুয়ারে বীর কালান্তক কাল।
উঠিত তাহার পর তারকাসমূহ
সপ্তঋষি † নামে খ্যাত দ্রোণাচার্য্যব্যূহ
যেন উদিত তখন, শ্বেত মন্দাকিনী
উদ্ধারিতে দেবগণে পবিত্রকারিণী
তারাময়ী। কিবা শোভা হইত গগনে,
উদিত যখন চন্দ্র তারাগণ-সনে !
এসময়ে জনপদে কোলাহল-ধ্বনি
উঠিত সে তিনদিন, বাদ্য ত অমনি
চারিদিক হতো স্তব্ধ ; কেহ কার কথা
না পাইত শুনিবারে—কি সুখেতে তথা
কাটাইত কাল আহা !—জনপদবাসী-
গণ, জ্ঞাতি-বন্ধুসহ, আর দাস-দাসী !
গাইত গায়কগণ সুমধুর-স্বরে,
নাচিত নর্ত্তকীগণ উল্লাস-অন্তরে,
কর্ণ-চক্ষু দুই তুষি' ; গ্রাম আলোময়
হইত,—অপূর্ব্ব দৃশ্য !—যেন ইন্দ্রালয় !

* কাল পুরুষ Orion. † সপ্তঋষি Great Bear

তব পুত্রগণ মাতঃ ! সদা রঙ্গে রত
বঙ্গ-মাঝে ! নর্ম্মবাক্য-পরিহাস-ব্রত—
অর্থশালী কেহ অর্থ-কষ্ট না জানিত
কোনকালে, মহানন্দে সময় যাপিত !
এ হেন অবস্থা যার, রঙ্গ বিনা আর
কি আছে সংসারে মনে সুখ দিতে তার ॥

(১৮)

তব বিপ্রকুল বঙ্গে অসীম সম্মানে *
মাতঃ ! ধনে-মানে-কুলে কেবা নাহি জানে ?
অন্য গ্রামী দ্বিজ আসি' তব বিপ্রগণে
সভয়ে বন্দিত সদা, মান্য ত্রিভুবনে।
একেতে ব্রাহ্মণ—গুরু, সর্ব্বলোকে জানে,
তাতে তব পুত্র বলি' সকলেই মানে !
কত শত অধ্যাপক চতুষ্পাঠী করি'
বিস্তারিত' জ্ঞান-রত্ন গৌড়-বঙ্গ ভরি' !
সে-সব ব্রাহ্মণ কভু না দেখিব আর,
বেদময়, ব্রহ্মমূর্ত্তি, পূর্ণ-সদাচার !!
হস্তী-মহিষের যুদ্ধ করিতে দর্শন †
আসিত অসংখ্য লোক—অদ্ভুত ঘটন !!
রাজপথে নর-নারী চলিতে বারণ,
দিবভাগে যুদ্ধ-দিনে হইত তখন ;
লোক সব গ্রামবাসী অট্টালিকোপরি,
উঠিয়া দেখিত পশু-যুদ্ধ যত্ন করি'।
ধনীজন নিজ নিজ হস্তী সাজাইয়া,
তদুপরি চলিতেন গ্রাম্যপথ দিয়া
গ্রাম-মাঝে। কেহ অশ্বে থাকিত দূরে,
কুলনারী মাত্র গৃহ-ছাতে, অন্তঃপুরে।
মহিষের পক্ষে কেহ, কেহ হস্তী-পক্ষে,
গ্রামবাসী-জয়ী-পক্ষ, নির্জ্জিত—বিপক্ষে ॥ (ক্রমশঃ)

---

* উলাতে চৌদ্দশত ঘর ব্রাহ্মণ সমাজ।

† উলাচণ্ডী জাতের সময় হস্তী ও মহিষের যুদ্ধ হইত।

শ্রীগুরুদেব পরম-দয়ালু

শ্রীগুরু-পাদপদ্ম একমাত্র ভব-পারের সহায়ক। তিনি মায়াবদ্ধ পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই ইহজগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। জগতের কল্যাণের জন্যই এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াজালাবৃত চক্ষে তাহা আমাদের প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় দেখা যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু নাই—শাস্ত্রে তাহাকে 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তাঁহারা যখন ইহজগতে জীব-কল্যাণের নিমিত্ত আসেন, তখন আমরা তাহাকে 'আবির্ভাব' বলি, আর যখন এ জগৎ হইতে চলিয়া যান বা আমাদের চক্ষুর আড়াল হ'ন, তখন তাহাকে 'তিরোভাব' বলিয়া থাকি।

মহাপুরুষগণ যে উদ্দেশ্যে আসেন, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই স্বধামে ফিরিয়া যান; অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলের জন্য আসেন এবং সেই মঙ্গলের জন্যই চলিয়া যান। বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। সুতরাং তাঁহাদের কোনও অবস্থাতেই অমঙ্গলের কথা নাই।

এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণ যে-কোনও কুলকে আশ্রয় করিয়া আসেন। তাঁহারা নিম্নকুলে আসিলেও তাঁহারা সেই কুলগত কোনও সংস্কারে আবদ্ধ নন, সুতরাং কোন বিষয়ে তাঁহারা ন্যূন নহেন, অর্থাৎ ধনে, রত্নে, কুলে, শীলে ও সম্মানে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বোত্তমতা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াও সর্ব্বযশ, সর্ব্বশ্রী, সর্ব্বঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বপাণ্ডিত্য মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদুপাসনা শিক্ষা দিয়া থাকেন; ইহজগতের সর্ব্বক্লেশদায়ক ভিক্ষুকের বেষ অবাধে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই মরজগতে ভিক্ষার কার্য্য অতি নীচ বা হেয় বলিয়া সাধারণ লোকের মনে হইলেও, তাহা সংসার-মুক্ত পুরুষগণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধু মহাপুরুষগণ নিজেরা অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করেন। বৈষ্ণবগণের দৈন্য-ভাব বা কাঙ্গাল-ভক্তের অন্তরের ভাব তাঁহাদের আশ্রিত বা শরণাগত জনগণই বুঝিতে পারেন; সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে। পরম দয়ালু গুরুদেব সংসারাচ্ছন্ন মায়াবদ্ধ জীবগণের অবস্থা দেখিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া তাহাদের নিকট হরিনাম শিক্ষার কথা বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের মঙ্গলার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক

বিদ্যাপীঠ বা মঠাদি স্থাপন করেন। গুরুদেবের মত পরম দয়ালু আর পৃথিবীতে নাই; কারণ তিনি আমাদের দুঃখে আর্দ্র হইয়া নিজে কত কষ্ট সহ্য করিয়া ক্রমাগত খাল, বিল, নদী, নালা অবাধে অতিক্রম করিয়া আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

তাঁহার এক মুহূর্ত্ত সময় অকারণে অতিবাহিত হয় না। তাঁহার হরিসেবাই একমাত্র জীবনের কৃত্য এবং হরিসেবা ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না। তাঁহার ভিতরে হরি, বাহিরেও হরি, অর্থাৎ হরি তাঁহার প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, গুরুদেব স্বয়ং সেব্য—ভগবান্ নন; তিনি তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বা সেবক-ভগবান্ বা শক্তি।

গুরুদেব ইহজগতে প্রকটিত হইয়া আমাদিগকে দীক্ষা প্রদান দ্বারা দিব্য-জ্ঞানে উদ্ভাসিত করিতেছেন, আমাদের এইভাব হৃদয়ে থাকিলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিব। বাস্তবিক আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম গুরুবাক্য দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস ও অবিচারে অবশ্য পালন করিতে হইবে এবং তাঁহার প্রতি অচলাভক্তি করা একান্ত প্রয়োজন। তবেই গুরুদেব আমাদিগকে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের আদর্শদ্বারা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবেন ও সৎশিক্ষা দিবেন। সেই শিক্ষালাভ করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আমরা ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারিব। অতএব গুরুদেবের আজ্ঞা দৃঢ়তার সহিত পালন করা আবশ্যক। শ্রীগুরুসেবার ন্যায় মঙ্গলজনক কার্য্য আর কিছু নাই। তিনিই আমাদের জন্মে জন্মে দিব্যজ্ঞান-দানকারী, অভয়দাতা, চিরসেবানন্দ-প্রদানকারী। শাস্ত্র বলেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

জগতে দেখা যায়, যত রকমের পূজ্যের পূজা আছে তাহা অপেক্ষা ভগবান বিষ্ণুর পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেই পূজ্যের পূজক যে তদীয়, তিনি আরও অধিক পূজ্য। সেই পূজকের পূজাকে ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য, আর সেই ভগবানের প্রেমের পাত্র ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রণী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম; সুতরাং তাঁহার সেবা যে কত বড়, তাহা আমার মত লোক ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে পারে না।

—শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও পরিক্রমা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২০শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসর শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে মধ্যাহ্ন ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবনান্তে অপরাহ্ণে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের ২২শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীধামেশ্বর কোলদেব (শ্রীবরাহদেব) প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং নব-নির্ম্মিত শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে বিভিন্ন মঠের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডি-পাদগণ বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতাদি করিবেন—বিস্তারিত বিবরণ পৃথক পত্রে জ্ঞাতব্য।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ পরিক্রমাপঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ১৬ই মাঘ, ১৩৬৯ ; ইং ৩০।১।৬৩

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেবপল্লী** (মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা);

২। ২১শে ফাল্গুন, বুধবার (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী** এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর;

(৫) **জহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দবনদাস ঠাকুরের পাটে **মধ্যাহ্নে অনুকল্প গ্রহণ**), অর্কটিলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৩। **২২শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউ ও শ্রীধামেশ্বর কোলদেবের (শ্রীবরাহদেব) নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা।**

৪। ২৩শে ফাল্গুন, শুক্রবার (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর।

৫। ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট; তৎপরে **মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন** এবং শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিতি।**

৬। ২৫শে ফাল্গুন, রবিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ২৬শে ফাল্গুন, সোমবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।